চে গুয়েভারার ডায়েরী

বলিভিয়ার ডায়েরী

নভেম্বর ৭, ১৯৬৬ – ৭, ১৯৬৭

ভূমিকা

ফিদেল কাস্ত্রো

ভাষান্তর

অরুণ রায়

কল্পতরু সেনগুপ্ত

এন বি এ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৭০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০০২
চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৩
পঞ্চম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০৪
ষষ্ঠ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৫
সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৬
অষ্টম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮
নবম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৯
দশম মুদ্রণ
জানুয়ারি ২০১০
একাদশ মুদ্রণ : জুন ২[illegible]

প্রকাশক
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২এ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২৯৪/২/১ এ পি সি রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ISBN : 81-7626-063-0

প্রচ্ছদ
শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

মূল্য : ৫০ টাকা

একটি আবশ্যকীয় ভূমিকা

গেরিলা জীবনের দিনগুলিতে চে-র অভ্যাস ছিল প্রতি দিনের ঘটনাগুলি ব্যক্তিগত ডায়েরীতে লিখে রাখা। অসমতল কঠিন ভূখণ্ডের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ-যাত্রার সময়, —বন-শিবিরের মাঝখানে—জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের বোঝায় নুয়ে পড়া সারিবদ্ধ মানুষগুলি যখন ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য কোথাও থামত; অথবা দিনে দীর্ঘ যাত্রার বিরাম টেনে শিবির খাটাবার নির্দেশ পেত, তখন সকলের চোখে পড়ত চে-কে। কিউবানরা গোড়া থেকেই আদর করে তাঁর নাম রেখেছিল চে। দেখা যেত চে তাঁর নোটবই বের করে ডাক্তারদের হস্তাক্ষরের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় অস্পষ্ট অক্ষরে ডায়েরী লিখতে বসতেন।

এই ডায়েরীতে তিনি যা লিখে রেখেছিলেন পরে তা থেকেই তাঁর কিউবার বিপ্লবীযুদ্ধের চমৎকার ঐতিহাসিক বর্ণনায় বিপ্লবী বিষয়বস্তু, শিক্ষামূলক ও মানবিক দিকগুলি ব্যবহার করেছেন।

এখন প্রতিদিনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে লিখে রাখার তাঁর যে চিরকেলে অভ্যাস ছিল, সেই সুবাদেই এইবারই বলিভিয়ায় তাঁর বীরত্বপূর্ণ শেষ মাসগুলির প্রামাণ্য এবং বিস্তারিত অমূল্য তথ্যগুলি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

টুকে রাখার এই যে অভ্যাস তা ঠিক বই লেখার উদ্দেশ্যে ছিল না। ঘটনার মূল্য নিয়ত নিরূপণ করতে, পরিস্থিতি বিচার করতে, মানুষকে বুঝতে এই লেখা তাঁকে সাহায্য করেছে। তাঁর গভীরভাবে নিরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করবার মনোভাব এতে প্রকাশ পেয়েছে। এই বিশ্লেষণ অনেক সময় চমৎকার কৌতুকরসে জারিত। নোটগুলি খুবই শান্তচিত্তে লেখা এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুসঙ্গতিপূর্ণ। মনে রাখতে হবে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রমের মাঝখানে বিশ্রামের স্বল্প মুহূর্তগুলিতে এগুলি লেখা হয়েছে—লেখা হয়েছে এই ধরনের সংগ্রামের প্রাথমিক স্তরের জটিল অবস্থায় গেরিলা বাহিনীর প্রধান হিসাবে তাঁর ক্লান্তিকর দায়িত্বের মাঝে। অবিশ্বাস্যরূপে কঠিন অবস্থার মাঝে তাঁর কাজের বিশেষ ধারা, এবং ইস্পাতদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এতে আর একবার প্রকাশ পেয়েছে।

বারিয়েন্টোসের সরকার ও তার উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসারদের এই ডায়েরী প্রকাশ না করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ এতে তাদের সৈন্যবাহিনীর চরম অযোগ্যতা এবং মুষ্টিমেয় দৃঢ়সংকল্প গেরিলার হাতে তাদের বহুবার বিপর্যস্ত হবার কথা প্রমাণ হয়ে যায়। মাত্র কয়েক সপ্তাহের যুদ্ধে গেরিলারা প্রায় দু'শ অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল। এছাড়া বারিয়েন্টোস ও তার শাসনকে চে যেভাবে বর্ণনা করেছে তাতে তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। এমন শব্দ ব্যবহার করেছে যা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না।

অপরপক্ষে সাম্রাজ্যবাদেরও যুক্তি আছে : চে এবং তাঁর অসাধারণ দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বে ক্রমেই বেশি শক্তিশালী হচ্ছে। তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর দৃষ্টান্ত, তাঁর নাম নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বব্যাপী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

আমেরিকার সাম্প্রতিক নিগ্রো এবং প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনে চে-র ছবিকে নিজেদের নিশান করে নিয়েছে। এই ছাত্রদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নাগরিক অধিকার রক্ষার এবং ভিয়েতনামে আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সংগ্রামশীল অভিব্যক্তিতে, চে-র ছবি হয়েছে সংগ্রামের প্রতীক। একটি মানুষ, একটি নাম, একটি দৃষ্টান্ত এমন আবেগ-উদ্বেলিত শক্তি নিয়ে বিশ্বময় এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে—ইতিহাসে যা খুব কমই দেখা গেছে। সম্ভবত এমন আর দেখা যায়নি। তার কারণ চে-র মধ্যে আন্তর্জাতিক মনন বিশুদ্ধতম এবং নিঃস্বার্থভাবে বাস্তবরূপ পেয়েছিল। যা আজকের দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য, এবং আগামী দিনে যে চেতনা উত্তরোত্তর বাড়বে।

গতকাল যে মহাদেশ ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা নিপীড়িত ছিল এবং আজ যে মহাদেশকে ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদ শোষণ করছে, অন্যায়ভাবে অনুন্নত করে রেখেছে, সে মহাদেশে এমন একজন লোক ঝড়ের মতো আবির্ভূত হয়েছে, যার নাম বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামে প্রাণাবেগ সৃষ্টি করেছে। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী দেশে ও উপনিবেশের আধুনিক শহরগুলিতেও এই নামে কত উদ্দীপনা!

ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদ এই প্রতীকের শক্তিকে, এবং যা তাকে আরো অভিব্যক্ত করতে পারে তাকে ভয় করে। এখানেই ডায়েরীর অন্তর্নিহিত মূল্য। এই ডায়েরী এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি। প্রতিদিনের উত্তাপ ও চাপা উত্তেজনার মধ্যে লেখা গেরিলা যুদ্ধ শিক্ষার পাঠমালা, যেন দাহ্য বারুদ। যারা ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে মানুষকে দাসে পরিণত করেছে, যারা এই ডায়েরী প্রকাশ করতে শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়েছে, তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সাহস যে লাতিন আমেরিকার মানুষের আছে তারই প্রকৃত প্রমাণ এই ডায়েরী।

মেকি বিপ্লবী, সুবিধাবাদী, যত রকমের বাগাড়ম্বরকারী, যারা নিজেদের মার্কসিস্ট, কমিউনিস্ট অথবা আরো কোনো গালভরা নামে পরিচয় দেয়, হয়তো তারাও এই ডায়েরী চেপে রাখত। তারা চে-কে ভ্রান্ত এবং হঠকারী বলতে ইতস্তত করেনি। যখন তারা তাঁর সম্পর্কে নম্রভাবে বলেছে তখন তাঁকে আদর্শবাদী বলে বর্ণনা

করে তাঁর মৃত্যুকে লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী সশস্ত্র যুদ্ধের শেষসঙ্গীত বলে কাব্য করেছে। আবার, তারা তারস্বরে বলেছে, ''চে যদি এই চিন্তাধারার পরম উদ্‌গাতা হন, অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা হয়েও গেরিলা যুদ্ধেই তিনি নিহত হয়ে থাকেন এবং তাঁর আন্দোলনে যদি বলিভিয়া মুক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে প্রমাণিত হয় তাঁর পথ কত ভুল ছিল!'' চে-র মৃত্যুতে এই হতভাগ্যদের কতজন খুশি হয়েছে! তারা এই চিন্তা করে লজ্জিত হয়নি যে তাদের বক্তব্য ও যুক্তি চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র ও সাম্রাজ্যবাদের কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

এভাবে তারা নিজেদের সপক্ষে এবং বিশ্বাসঘাতক নেতাদের সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করে। এইসব নেতা এক সময় সশস্ত্র সংগ্রামের নামে খেলা করতে দ্বিধা করেনি। অথচ যাদের আসল মতলব ছিল গেরিলা বাহিনী ভেঙে দেওয়া, যা পরে দেখা গেছে। বিপ্লবী কার্যক্রমে তারা ব্রেক কষেছে, এবং হাস্যকর ও লজ্জাকর রাজনৈতিক কারবার করেছে; কারণ এছাড়া অন্য পথে যাবার মতো এতটুকু মুরোদ তাদের ছিল না। অথবা যারা সংগ্রাম করতে চায় না, কখনো যারা জনগণ ও তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবে না, যারা বিপ্লবী আদর্শকে সারবস্তুহীন, বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং জনগণের প্রতি বাণীবিহীন বাক্যে পরিণত করে ব্যঙ্গ করেছে, তারা জনগণের সংগ্রামের সংগঠনগুলিকে ভিতরের ও বাইরের শোষকদের সঙ্গে সালিশীর সংগঠনে পরিণত করেছে। তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের রাজনীতির প্রচারক, যাদের সঙ্গে এই মহাদেশের শোষিতদের সত্যিকারের স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই।

চে তাঁর মৃত্যুকে সংগ্রামের মধ্যে স্বাভাবিক এবং সম্ভাব্য বলেই ভেবে নিয়েছিলেন। তিনি বেশ জোর দিয়ে—বিশেষ করে শেষ দলিলগুলিতে—বলতে চেয়েছিলেন যে, এই পরিণতি লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী জয়যাত্রাকে ব্যাহত করবে না। ত্রি-মহাদেশীয় সম্মেলনে শুভেচ্ছাবাণীতে তিনি লিখেছিলেন, ''আমাদের প্রত্যেকটি কাজই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণধ্বনি... মৃত্যু যেখানেই তার উপস্থিতি দিয়ে আমাদের বিস্মিত করবে, সেখানেই তাকে সানন্দে বরণ করব; অবশ্য যদি আমাদের এই রণধ্বনি কোনো উৎসুক কর্ণে প্রবেশ করে, এবং যদি আর একটি হাত এগিয়ে এসে আমাদের এই হাতিয়ার ধরে।''

তিনি সব সময় নিজেকে এই বিপ্লবের সৈনিক মনে করতেন, এবং বিপ্লবের পরে তিনি বেঁচে থাকবেন কিনা, তার পরোয়া করতেন না। বলিভিয়ায় তাঁর সংগ্রামের পরিণতি দেখে যারা মনে করে এখানেই তাঁর আদর্শের শেষ, তারা একইরূপ সরল চিন্তায় মহান পূর্বসূরী এবং বিপ্লবী চিন্তানায়কদের আদর্শ এবং সংগ্রামকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। এমন কি মার্কসবাদের স্রষ্টারাও বাদ যাবেন না। কারণ তাঁরাও কাজ শেষ করে যেতে পারেননি এবং তাঁদের জীবিতকালে তাঁরা তাঁদের মহতী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি দেখে যেতে পারেননি।

কিউবায় যুদ্ধের মাঝে মার্তি ও মাসিও'র মৃত্যু হলো, তার পরেই মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে এল ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, যা তাঁদের সংগ্রামের আশু উদ্দেশ্যকে

ব্যর্থ করে দিল। কিন্তু তা যেমন পারেনি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়যাত্রার গতিরোধ করতে, তেমনি শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী অনুচরেরা পারেনি বিজয়যাত্রার গতিরোধ করতে জুলিও এন্টনিও মেল্লার মতো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিভাদীপ্ত প্রচারককে খুন করেও। সে অভিযান শুরু হয়েছে শতবর্ষ আগে থেকে, সে সংগ্রামের সম্পূর্ণ ন্যায্যতা সম্পর্কে এবং পূর্বসূরীদের সংগ্রামের পথ সম্পর্কে এতটুকুও সংশয় কেউ করতে পারেনি, যেমন করতে পারেনি আদর্শের সত্যতা সম্পর্কেও; সে আদর্শের গভীরতা কিউবার বিপ্লবীদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে।

চে-র ডায়েরী থেকে অনুমান করা যায় সাফল্যের সম্ভাবনা কত বাস্তব ছিল। সমাজকে বদলে দেবার মতো অসাধারণ শক্তিও গেরিলাদের ছিল, ডায়েরীতে এ কথা তিনি লিখে গেছেন। কোনো সময়ে বলিভিয়ান সরকারের দুর্বলতা ও দ্রুত অবনতির দিকে যাবার লক্ষণ দেখে তিনি বলেছেন, ''সরকার অতি দ্রুত ভেঙে পড়ছে। বড়ই আপসোস যে এসময় আমাদের হাতে আরও এক'শ লোক নেই।''

চে তাঁর কিউবার অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন কতবার আমাদের ক্ষুদ্র গেরিলা বাহিনী নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছিল। কেবল ঘটনার আকস্মিকতার উপর নির্ভর করে থাকলে, অথবা যুদ্ধের গতিবিধি যথার্থ নিরূপণ করতে না পারলে আমাদের ভাগ্যে সে রকম ঘটতে পারত। সেরূপ ক্ষেত্রে আমাদের পথ ভুল বলা, অথবা বিপ্লব থেকে নিবৃত্ত করার জন্য সাময়িক পরাজয়কে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে জনগণকে ক্লীবের মতো নিষ্ক্রিয় করে দেবার অধিকার কারো আছে কি? ইতিহাসে বিপ্লবী-কর্মধারা বহুবার প্রতিকূল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিউবার জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের চূড়ান্ত জয়লাভের ছয় বছর পূর্বে আমাদের কি মনকাডার অভিজ্ঞতা লাভ হয়নি?

১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই সান্টিয়াগো দে কিউবার মনকাডা কেয়ার্টারের উপর আক্রমণ, এবং ১৯৫৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর 'গ্রানমা' থেকে অবতরণ, আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে কিউবার বিপ্লবীযুদ্ধ অনেকের কাছে দূরদৃষ্টিহীন মনে হয়েছিল। মুষ্টিমেয় যোদ্ধার কাজকর্ম অনেকের কাছে কিছুসংখ্যক আদর্শবাদী ও বিভ্রান্ত লোকের অলীক কল্পনা মনে হয়েছিল। তারা ধরে নিয়েছিল যে ''এরা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।'' ১৯৫৬ সালের ৩রা ডিসেম্বরে অনভিজ্ঞ গেরিলা বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যাওয়ায় আর কোনো আশা নেই, তারই পূর্বলক্ষণ সুনিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু মাত্র পঁচিশ মাস পরে সেই গেরিলার অবশিষ্টাংশ এমন শক্তিসঞ্চয় এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল যে একই শত্রুফৌজকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

সকল যুগে এবং সকল পরিস্থিতিতে যুদ্ধ না করার প্রচুর যুক্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু এটাই হচ্ছে মুক্তি অর্জন না করার একমাত্র পথ। চে কেবলমাত্র ধ্যানধারণা নিয়েই বেঁচে ছিলেন না, তিনি নিজের রক্ত দিয়ে তার পুষ্টিবিধান করেছিলেন। একথা নিশ্চিত যে ভুয়া বিপ্লবী সমালোচকরা তাদের রাজনৈতিক কাপুরুষতা এবং

আক্রমণাত্মক কাজের প্রতি শাশ্বত বিমুখতা নিয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতার সাক্ষ্য দিতে অবশ্যই বেঁচে থাকবে।

ডায়েরীর লেখা পড়লে অনুমান করা যায় ওরকম এক বিপ্লবীর নমুনা মারিও মোনজে, যিনি বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারীর পদ দখল করে আছেন। আজকাল লাতিন আমেরিকায় এ-রকমের চরিত্র আরো দেখা যায়। তিনি আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক হবার বাসনায় রাজনৈতিক ও মিলিটারী পদের দাবি করে চে-র সঙ্গে বিরোধে এসেছিলেন। তার জন্য তিনি পার্টিতে তাঁর পদমর্যাদা পর্যন্ত আগে থেকে ত্যাগ করার কথা শুনিয়েছিলেন। মনে হয় সর্বাধিনায়কের মতো একটা পদ পাবার পক্ষে তার মতে এটুকুই যথেষ্ট। স্বভাবতই মারিও মোনজের কোনো রকম গেরিলা অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি কখনো যুদ্ধ করেননি। তার উপর একজন কমিউনিস্ট সম্পর্কে তাঁর মনগড়া ধারণা রয়েছে, অন্তত এই ধারণা থেকে নগ্ন জাত্যভিমানকে তিনি বহুপূর্বে এড়াতে পারতেন। আমাদের পূর্বপুরুষরা তো স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়েই এই জাত্যভিমান থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

এই মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের রূপ কী হবে, এইটুকুমাত্র ধারণা নিয়েই তিনি একজন 'কমিউনিস্ট নেতা'। ইউরোপ উপনিবেশবাদীদের জয়ের সময়ে আদিম উপজাতিদের যে আন্তর্জাতিক চেতনা ছিল এখনো এইসব 'কমিউনিস্ট নেতা' সেই পর্যায়ও অতিক্রম করতে পারেননি সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির এই কর্তা ক্ষমতালাভের লজ্জাজনক, হাস্যকর এবং অযথা দাবি করার বেশি কিছু ভাবতে পারেননি। দেশটা যে বলিভিয়া এবং এদেশের রাজধানী ঐতিহাসিক সাক্রে, এ কথাও তিনি মনে রাখেননি। এই দুটো নামই প্রথম স্বাধীনতা যোদ্ধাদের স্মারক, তাঁরা ছিলেন ভেনেজুয়েলার লোক। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সত্যিকার বিপ্লবীদের রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংগঠনিক সহযোগিতা এবং প্রতিভার দ্বারাই এর চূড়ান্ত মুক্তি সাধিত হয়েছিল। এই আদর্শ সংকীর্ণ, কৃত্রিম এবং অন্যায্য সীমান্তের ধার ধারেনি।

বলিভিয়া থেকে সমুদ্রে বের হবার কোনো পথ নেই। এ-কারণে অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলির মুক্তি তার কাছে আরো বেশি কাম্য তার নিজেরই মুক্তির জন্য, যাতে অতি দুষ্ট মতলবে তাকে অবরোধ করার রাস্তা খোলা না থাকে। এই কাজটি দ্রুত সম্পাদন করতে পারিতেন একমাত্র চে, তাঁর অসাধারণ মর্যাদা, কর্মক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে।

বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙনের পূর্বেই চে পার্টির সদস্য ও জঙ্গী কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহায্য করতে তাদের অনুরোধ করেছিলেন। এই জঙ্গীদের কেউ কেউ পার্টির অনুমোদন নিয়ে কয়েক বছর চে-র সঙ্গে নানা কাজ করেছিলেন। যেসব জঙ্গী কর্মী তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিল তারা কোনো না কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়াতে পার্টি ভাগ হয়ে গেলে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়। চে বলিভিয়ার সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখেননি। তিনি দেখেছিলেন সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার বিপ্লবী মুক্তি

আন্দোলনের অংশ হিসেবে, দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলিতে যে সংগ্রাম অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়বে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সঙ্কীর্ণতামুক্ত এমন আন্দোলন গড়ে তোলা, যে আন্দোলন বলিভিয়ার মুক্তির সঙ্গে লাতিন আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে আগ্রহী যোদ্ধাদের মিলিত করবে। গেরিলা বাহিনীর বুনিয়াদ গড়বার প্রাথমিক স্তরে খুব কর্মঠ এবং কয়েকজন বিচক্ষণ সহযোগী একটি দলের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল। পার্টি ভাগের সময় এরা মোনজের দলে ছিল। চে-র যদিও মোনজের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না, তবুও এদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য মোনজেকে ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য ডাকা হয়েছিল। পরে তিনি রাজনৈতিক ও খনিশ্রমিকনেতা ময়সেস গুয়েভারাকে ডেকেছিলেন। ইনি পার্টি ছেড়েছিলেন আর একটি সংগঠন গড়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু অস্কার জামোরের সঙ্গে মতানৈক্যের দরুন সেই দল থেকেও পরে সরে এসেছিলেন। অস্কার জামোরে দ্বিতীয় মোনজে। এক সময় বলিভিয়ার সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে চে-র সঙ্গে সহযোগিতা করবেন বলে ইনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; এবং যখন কাজের সময় এলো তখন কাপুরুষের মতো হাত গুটোলেন। চে-র মৃত্যুর পর 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদের' দোহাই দিয়ে ইনি হয়ে উঠলেন ভয়ঙ্কর তীব্র সমালোচক। বলিভিয়ায় আসার আগেই ময়সেস গুয়েভারা কথা দিয়েছিলেন যে চে-র সঙ্গে তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। দ্বিধাহীনভাবে তিনি সে-কথা রেখেছিলেন, সমর্থন দিয়েছিলেন এবং বীরের মতো বিপ্লবের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।

বলিভিয়ার গেরিলা যোদ্ধাদের যে দল মোনজের পার্টি থেকে এসেছিল তারাও শেষ পর্যন্ত একই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। ইন্টি আর কোকো পেরেডো সাহসী ও অসাধারণ যোদ্ধা হিসেবে পরে নিজেদের প্রতিপন্ন করে; এ দুজনের নেতৃত্বে বলিভিয়ার গেরিলা দল মোনজেকে ত্যাগ করে চে-র প্রতি তাদের দৃঢ় সমর্থন জানায়। কিন্তু মোনজে এই পরিণতিতে খুশি ছিল না। যে জঙ্গী কমিউনিস্টরা গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিতে আসছিল লা-পাজে তাদের বাধা দিয়ে সংগ্রাম সাবোতাজ করতে শুরু করে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিপ্লবী নীতিতে বিশ্বাসী এমন অনেক লোক আছে যাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় গুণাবলী রয়েছে, কিন্তু তাদের বিকাশকে অক্ষম নেতা, বাগাড়ম্বরকারী এবং কূটকৌশলী লোকেরা জঘন্যভাবে ব্যর্থ করে দেয়।

চে এমন চরিত্রের লোক ছিলেন, যিনি ব্যক্তিগত পদ, ক্ষমতা বা মর্যাদা লাভের ধার ধারতেন না। তিনি কেবল দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন লাতিন আমেরিকার জনগণের মুক্তিতে বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক ধরন রূপায়ণ হবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে, এবং মিলিটারী ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব হবে ঐক্যবদ্ধ। আর এই যুদ্ধ পরিচালিত হবে গেরিলাদের মধ্য থেকে, শহরের আমলাতান্ত্রিক এবং আরামদায়ক অফিস থেকে নয়। দক্ষিণ আমেরিকায় শেষ পর্যায়ে এই বিরাট ও ব্যাপক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গেরিলা ইউনিটের অধিনায়কত্ব তিনি

অনভিজ্ঞ, ফাঁপামাথা, সঙ্কীর্ণ জাতীয় দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন না ; এই ব্যাপারে এদের সঙ্গে কোনো আপসে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। চে মনে করতেন এই উগ্র স্বাদেশিকতা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলির বিপ্লবীদেরও কখনো কখনো সংক্রামিত করে। হাস্যকর, চিন্তাশক্তিহীন, প্রতিক্রিয়াশীল ভাবপ্রবণতা হিসেবেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। ত্রি-মহাদেশীয় সম্মেলনে তাঁর বাণীতে তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের সত্যিকারের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ গড়ে তুলতে হবে। যে পতাকার নিচে আমরা সংগ্রাম করি, সে পতাকা হবে মানবতাকে মুক্ত করবার পবিত্র আদর্শের। ভিয়েতনাম, ভেনেজুয়েলা, গুয়াতেমালা, লাওস, গিনি, কলম্বিয়া, বলিভিয়া প্রভৃতি আরো অনেক দেশে আজ সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে—সে সব দেশের মুক্তি সংগ্রামের পতাকার নিচে প্রাণদান করা সকলের পক্ষে সমান বরণীয় ও গৌরবের। আমেরিকান, এশিয়ান, আফ্রিকান এমনকি ইউরোপীয়ান, তিনি যাই হোন না কেন। যে দেশে জন্ম হয়নি এমন দেশের মুক্তি সংগ্রামের পতাকার নিচে তার প্রতিটি রক্তবিন্দুপাত যারা বেঁচে থাকবে তাদের অভিজ্ঞতা দান করবে; এবং পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের দেশের মুক্তিসংগ্রামে যুক্ত হবে। এক একটি দেশের মুক্তিলাভের অর্থ—তার নিজের দেশের মুক্তি-যুদ্ধে এক একটি পর্যায় অতিক্রম করা।"

এইরূপে চে বিশ্বাস করতেন যে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে যোদ্ধাদের গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেওয়া উচিত। বলিভিয়ার গেরিলা হবে বিপ্লবীদের শিক্ষাক্ষেত্র, এখানে তারা হাতেকলমে শিখবে। তাঁর এই কাজে সাহায্য করার জন্য বলিভিয়ানদের সঙ্গে তিনি অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধাদের এমন একটি কেন্দ্রীয় ইউনিট চেয়েছিলেন, যাঁদের প্রায় সকলেই কিউবার বিপ্লবী যুদ্ধের দিনে সিয়েরা মায়েস্ত্রায় তাঁর কমরেড ছিলেন। যাঁদের কর্মক্ষমতা, সাহস এবং আত্মত্যাগের ইচ্ছা তাঁর জানা ছিল। এঁদের কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিতে ইতস্তত করেনি, কেউ তাঁকে ছেড়ে আসেনি, কেউ বসে পড়েনি।

বলিভিয়ার অভিযানে চে কঠিন অনমনীয়তা, পরিচালন-দক্ষতা, নিজের আরামের প্রতি উদাসীনতা এবং আদর্শ ব্যবহার দেখিয়েছেন, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। বলা যেতে পারে, যে উদ্দেশ্যসাধনের ব্রত তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন তার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অনুপ্রাণিত থেকে অনিন্দনীয় দায়িত্ববোধে তিনি তা সব সময়ে পালন করেছেন। যখন কোনো গেরিলা অসাবধান হয়েছে তিনি কালক্ষেপ না করে তাকে সতর্ক করেছেন, সংশোধন করেছেন এবং নিজের ডায়েরীতে লিখে রেখেছেন।

অবিশ্বাস্য রকম প্রতিকূল পরিস্থিতি তার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল। একবার গেরিলাদের একটা দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই বিচ্ছিন্নতা অল্প সময়ের জন্য হওয়া উচিত ছিল। এই দলে এমন কয়েকজন লোক ছিলেন যাঁরা খুবই কাজের। অথচ তাদের কেউ অসুস্থ, কেউ সবেমাত্র রোগভোগ করে সুস্থতার দিকে যাচ্ছে। এই অসুস্থ

লোকগুলি একটা এবড়ো-খেবড়ো জমিতে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতা অনিশ্চিত সময় চলে। চে-র সমস্ত মনোযোগ পড়ল তখন এদের উদ্ধার করার কাজে; অথচ এ সময় তিনি অসহ্য হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়েছেন। সাধারণত সামান্য ওষুধে যা সেরে যেত ওষুধের অভাবে তা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। এই কঠিন সমস্যা সৃষ্টির কারণ, গেরিলাদের জন্য যে ওষুধপত্র বিচক্ষণতার সাথে জমানো ছিল শত্রুরা তা খুঁজে বের করে নিয়ে যায়। একে তো এই অবস্থা, তার সঙ্গে আসে আগস্টের শেষের দিকের ঘটনা। সেই সংযোগহীন গেরিলাদের অংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। এই ঘটনাগুলি উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেবার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু চে লৌহ-দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে তাঁর শারীরিক অস্থিরতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কাজের গতিকে কখনো ধীর হতে দেননি। তাঁর মনোবল কখনো দুর্বল হয়নি।

কৃষকদের সঙ্গে চে-র যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। তারা ভয়ানক সন্দিগ্ধ এবং সতর্ক। এতে চে-র কাছে অবাক হবার মতো কিছু ছিল না। কারণ বিভিন্ন সময়ে তিনি কৃষকদের সাথে কাজ করে তাদের মানসিকতা ভালো বুঝতেন। তিনি জানতেন বিপ্লবের পথে ওদের আনতে যথেষ্ট সময়, ধৈর্য এবং কঠিন শ্রম দরকার হয়। তাঁর সন্দেহ ছিল না যে শেষ পর্যন্ত ওদের পাওয়া যাবে। যদি ঘটনাপ্রবাহ সযত্নে অনুধাবন করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে সেপ্টেম্বরে যাদের উপর তিনি ভরসা রেখেছিলেন তাদের সংখ্যা একেবারে কমে গেলেও গেরিলাদের বেড়ে ওঠবার শক্তি তখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বলিভিয়ান কেডার ইন্টি আর কোকো পেরেডো অধিনায়ক হিসাবে তখন চমকপ্রদ ক্ষমতা ও গুণ দেখাতে শুরু করেছে। হিগুয়েরাসে অতর্কিত আক্রমণ ও খণ্ডযুদ্ধ গেরিলা বাহিনীর পক্ষে এক অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করেছিল। সরকারী সৈন্যরা দিনের বেলা চে-পরিচালিত বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে অগ্রগামীদের নিহত এবং আরো কয়েকজনকে আহত করে সাফল্য লাভ করে। ঘটনাটা ঘটে এমন সময়ে যখন গেরিলা বাহিনী বড় রকমের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক কৃষক অঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যের কথা ডায়েরীতে না লিখলেও যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁরা জানতেন। যে পথে কয়েকদিন যাবৎ শত্রুসৈন্যরা অনুসরণ করেছিল এবং যে পথে গেরিলাদের চলা এই প্রথম, অথচ স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যে পথে নিশ্চিত নিয়ত যোগযোগ ঘটবে, এমন পথে দিনের বেলা অগ্রসর হওয়া নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। এ পথে যে কোনো মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ-সম্ভাবনা প্রায় অবধারিত। চে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও অত্যন্ত অসুস্থ ডাক্তারকে সাহায্যের জন্য এই ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এই অতর্কিত খণ্ডযুদ্ধের আগের দিন তিনি লিখেছিলেন, "আমরা পুজিও এসে পৌঁছলাম। অনেকে আমাদের আগের দিন নিচে দেখেছে। তার মানে—আমরা এসে পৌঁছবার আগেই 'রেডিও বেম্বা' খবর জানিয়ে দিয়েছে। খচ্চর নিয়ে চলা বড়ই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি চাই ডাক্তার যথাসম্ভব ভালোভাবে থাকুন, কারণ তিনি বড়ই দুর্বল।"

পরের দিন লিখেছিলেন, "বেলা ১টায় অগ্রগামী রওনা হলো জাগুয়াতে পৌঁছানোর চেষ্টায়। সেখানে গিয়ে ডাক্তার আর খচ্চর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।" এ থেকে বোঝা যায় অসুস্থ ডাক্তার সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করার জন্য তিনি উপায় খুঁজছিলেন। ওই রাস্তা ছেড়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতার কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু সেদিনই বিকালে, অগ্রগামী জাগুয়াতে পৌঁছাবার আগেই সেই মারাত্মক খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়, এবং বাহিনীর পক্ষে ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কুয়েব্রাডা দেল্ ইউরোতে চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে তিনি শেষ যুদ্ধ করেছিলেন।

এই মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের শৌর্য গভীর প্রেরণাদায়ক। বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেভাবে তাঁরা কজনে যুদ্ধ করেছেন তা বীরত্বের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত রচনা করেছে। এত অল্পসংখ্যক লোকের এত বিরাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ইতিহাসে এর আগে আর দেখা যায়নি। লাতিন আমেরিকার জনগণের অসাধারণ বিপ্লবীশক্তি যে জাগিয়ে তোলা যেতে পারে সে সম্পর্কে এঁরা নিশ্চিত বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন। যেরূপ আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা নিয়ে আদর্শের জন্য তাঁরা আত্মদান করেছেন তা থেকে এই মানুষগুলির বিরাটত্ব সম্পর্কে আমরা সম্যক মূল্যায়ন করতে পারি।

একদিন চে বলিভিয়ায় গেরিলা যোদ্ধাদের কাছে বলেছিলেন, "এ ধরনের যুদ্ধ আমাদের বিপ্লবী হবার—যা হলো মানবজীবনের উচ্চতম বিকাশের পরিচায়ক, এবং মানুষ হিসেবে শিক্ষাকে পূর্ণ করার সুযোগ দেয়। যারা এ দুটি স্তরের কোনটিতে পৌঁছাতে পারে না তাদের তা স্বীকার করা উচিত, এবং তারা যুদ্ধ করা ছেড়ে দিক।"

যাঁরা তাঁর সঙ্গে থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছেন তাঁরা এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। তাঁরাই সেই বিপ্লবীদের প্রতীক যাঁদের আজ ইতিহাস আহ্বান জানাচ্ছে সত্যিকারের দুরূহ কাজ সম্পাদনের জন্য। সেই কাজ লাতিন আমেরিকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন।

স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলেন—তারা ছিল ক্ষয়িষ্ণু ঔপনিবেশিক শক্তি। কিন্তু আজকের বিপ্লবীদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সর্বাধিক শক্তিশালী দুর্গ। সর্বাধুনিক কারিগরী কৌশল ও শিল্পে সুসজ্জিত। এই শত্রু কেবলমাত্র বলিভিয়ান সৈন্যবাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠিত ও সজ্জিত করেনি, যেখানে জনগণ আগেকার অত্যাচারী সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করেছে সেখানে তারা গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র এবং সামরিক সহযোগিতা দিয়ে সাহায্য করেছে। একইভাবে তারা এই মহাদেশের প্রত্যেকটি অত্যাচারী শক্তিকে মিলিটারী এবং টেকনিকাল সাহায্য দিচ্ছে। যখন এতেও কাজ হয় না তখন তারা নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করতে নেমে পড়ে নিজেদের ফৌজ নিয়ে; যেমন করেছিল সান্টো ডোমিনগোতে।

এই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কী ধরনের মানুষও বিপ্লবী চাই চে সেকথা বলেছেন। প্রবল বাধার সম্মুখীন হবার মতো সাহসী কাজ করতে ইচ্ছুক, উদ্দেশ্য ও আদর্শের যথার্থতা সম্পর্কে সুগভীর বিশ্বাসপরায়ণ এবং জনগণের অজেয় শক্তির

উপর অনমনীয়ভাবে আস্থাশীল; এই ধরনের লোক ও বিপ্লবী না হলে ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদের মতো এতবড় শক্তির সঙ্গে লড়াই করে এই মহাদেশের মুক্তি অর্জন করা যাবে না। এই সাম্রাজ্যবাদের সামরিক, কারিগরী এবং অর্থনৈতিক শক্তির কথা সারা জগৎ জানে।

উত্তর আমেরিকার শাসনতন্ত্রের বিকটাকার রাজনৈতিক সুপারস্ট্রাকচারকে সেখানকার মানুষ নিজেরাই আর মনোরম মনে করে না। প্রায় দু'শ বছর পূর্বে যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র তার স্থাপয়িতারা গঠন করেছিলেন, ক্রমে তা নামতে নামতে নৈতিক দিক থেকে বর্বর, সংস্কারবদ্ধ, বিচারশক্তিহীন, নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থা উত্তর আমেরিকার মানুষদের তার আক্রমণাত্মক যুদ্ধ, রাজনৈতিক অপরাধ, জাতিগত নীতিভ্রষ্টতা, মানুষ সম্পর্কে ক্ষুদ্র ধারণা ইত্যাদিতে আরো বেশি বেশি করে নিমজ্জিত করছে। তার অতিরিক্ত বেড়ে-ওঠা প্রতিক্রিয়াশীল ও নিপীড়নমূলক মিলিটারীর জন্য অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক সঙ্গতিকে বিরক্তিকরভাবে অপব্যয় করছে। এমন এক জগতে এসব করছে যে জগতের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ এখনো অনুন্নত এবং অনশনক্লিষ্ট।

কেবলমাত্র লাতিন আমেরিকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বোঝাপড়ার সুযোগ করে দেবে; একই সঙ্গে এবং একই গতিতে সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকার জনগণের ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী সংগ্রামকেও চূড়ান্ত রূপ দেবার মতো মৈত্রীশক্তিতে পরিণত হবে।

আজ যদি ভূ-মণ্ডলের এই অংশে তাৎপর্যপূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটে তাহলে এক বিষাদময় অবস্থা দেখা দেবে। শতাব্দীর শুরুতে এদেশের শক্তির সঙ্গে অন্যান্য অংশের প্রচুর ব্যবধান ও ভারসাম্যের অভাব ছিল। এই দেশ অতি দ্রুত শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একই গতিতে সামাজিক ও অর্থনীতির নিজস্ব গতিবেগ অনুসারে শ্রেষ্ঠতম শক্তি লাভ করে। অপর দিকে আমেরিকা মহাদেশের দুর্বল ও বাধাপ্রাপ্ত অনগ্রসর দেশগুলি সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী-শাসনের জোয়ালে এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। বর্তমানে দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দিক থেকে যেরূপ বিরাট পার্থক্য এবং ভারসাম্যের ভয়ানক অভাব রয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হলে তা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। তা না হলে আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে লাতিন আমেরিকার মানুষের উপর সাম্রাজ্যবাদী সুপারস্ট্রাকচার আরো দ্রুত গতিতে এই ভারসাম্যের ব্যবধান সৃষ্টি করে অবস্থার অবনতি ঘটাবে।

এভাবে আমরা আরো গরিব হয়ে যাব, আরো দুর্বল হয়ে পড়ব। আরো নির্ভরশীল হয়ে সাম্রাজ্যবাদের গোলামে পরিণত হব। এইরূপ অন্ধকার ভবিষ্যৎ এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিকে সমভাবে গ্রাস করবে। ইউরোপের শিল্পপ্রধান এবং সুশিক্ষিত জাতি—যাদের কমনমার্কেট রয়েছে এবং অধিজাতিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়তন রয়েছে, তারা যদি পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনায় বিচলিত হতে পারে; তারা যদি ইয়াঙ্কি

এর্নেস্টো চে গুয়েভারা

এর্নেস্টো গুয়েভারা ডে লা সেরনা— দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের উজ্জ্বল স্বাক্ষরে শুধু পরিচিত নাম—'চে'। জীবন জয়ের সংগ্রামী ধ্রুবতারা—'চে গুয়েভারা'।

এর্নেস্টো গুয়েভারা লিনচ্ ও সিলিয়া ডে লা সেরনার গর্বের সন্তান ১৯২৮-এ ১৪ জুন পৃথিবীর আলোয় উদ্ভাসিত।

১৯৫২ সালে বুয়েনস আয়ার্স থেকে ডাক্তার হয়েই সারা লাটিন আমেরিকার সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম উপলব্ধির জন্য পরিভ্রমণ। ১৯৫৪-তে সি. আই. এ. পরিচালিত এক সামরিক অভিযানে গুয়াতেমালার জাকাবো আরবেনজের নির্বাচিত সরকারের উৎখাত-সময়ের প্রত্যক্ষদর্শী। রাজনৈতিক কার্যকলাপের দায়ে—মৃত্যু পরোয়ানা জারী। গুয়াতেমালা পরিত্যাগে বাধ্য—মেক্সিকো শহরে আশ্রয়। কিউবার স্বৈরতন্ত্রী সরকার ফুলজেনসিও বাতিস্তাকে ক্ষমতাচ্যুতের উদ্দেশ্যে নির্বাসিত কিউবার বিপ্লবীরা সেইসময়ে মেক্সিকোতে। সেখানেই বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং ফিদেল কাস্ত্রোর সান্নিধ্য লাভ। সালটা ১৯৫৫।

১৯৫৬-র ২৫ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর—সিয়েরা মায়েস্ত্রা পাহাড় থেকে কিউবার বাতিস্তা সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনায় কিউবান বিপ্লবীদের 'গ্রানমাজাহাজ' অভিযান। সেই অভিযানে বিপ্লবীদের সঙ্গী এবং তাদের চিকিৎসক। ১৯৫৭-র জুলাইতে সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনীর প্রথম কমান্ডর। ১৯৫৯-এ তীব্র সংগ্রামী লড়াই-এ বাতিস্তা সরকারের পতন—নতুন বিপ্লবী সরকারের অন্যতম নেতা। এরপর জাতীয় ভূমি-সংস্কার প্রতিষ্ঠানের শিল্প দপ্তরের প্রধান। জাতীয় ব্যাংকের সভাপতি, শিল্পদপ্তরের মন্ত্রী। ১৯৬৫ কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা—রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা। সারা পৃথিবী জুড়ে কিউবার প্রতিনিধিত্ব। আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও রাষ্ট্রপুঞ্জে কিউবার প্রধান বক্তা।

১৯৬৫-র এপ্রিলে অন্যান্য দেশের মুক্তিসংগ্রামে সশরীরে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কিউবা পরিত্যাগ। কিছু সময় আফ্রিকার কঙ্গোতে (এখন জায়ের) অবস্থান এবং পরে কাস্ত্রোর ব্যবস্থাপনায় গোপনে কিউবায় প্রত্যাবর্তন। ১৯৬৬-র নভেম্বরে বলিভিয়ার নিপীড়িত মানুষের জীবনযুদ্ধে ছদ্মবেশে বলিভিয়ায় প্রবেশ। কিউবান বিপ্লবী ও বলিভিয়ার মানুষদের নিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন ও বলিভিয়ার সামরিক সরকারের উৎখাতের জন্য গেরিলা অভিযান শুরু। একের পর এক সফল অভিযান। সারা বিশ্ব আলোড়িত। নিদারুণ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ প্রতিকূল সময়ের এক বিরল যোদ্ধা ও সেনাপতি। ৮ই অক্টোবর ১৯৬৭-তে আমেরিকার বশংবদ প্রতিক্রিয়াশীল বলিভিয়ান সামরিক বাহিনীর হাতে আহত এবং ৯ই অক্টোবর ওয়াশিংটনের নির্দেশে সরাসরি গুলির আদেশে নিহত।
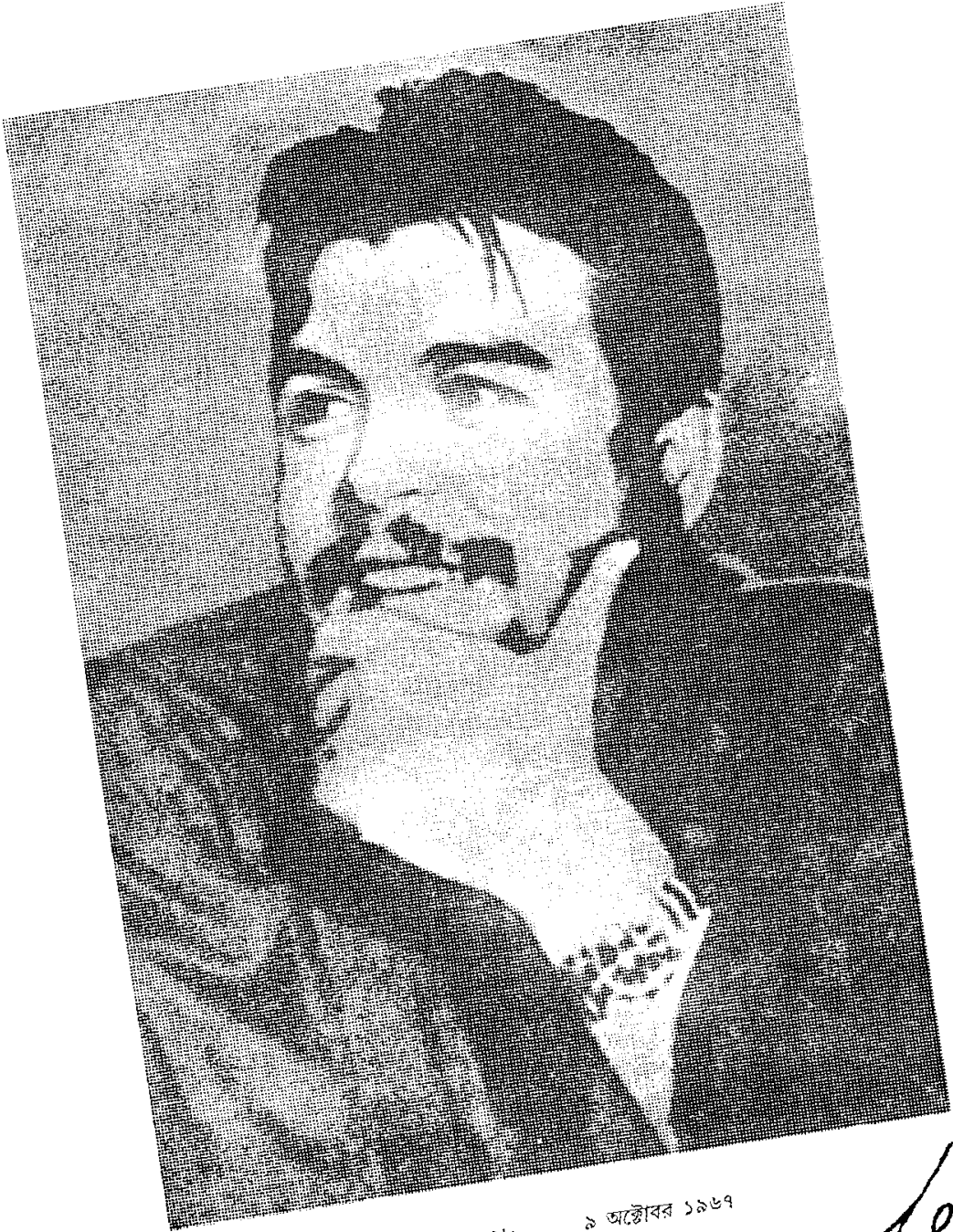
১৪ জুন ১৯২৮ — ৯ অক্টোবর ১৯৬৭

ঘুম নেই চোখে আজও
সবুজপাতা, স্রোতস্বিনী জাগো
.....জাগো

৯ই অক্টোবর ১৯৬৭ বলিভিয়ান প্রতিক্রিয়াশীল
সৈন্যদের হাতে নিহত চে গুয়েভারা

A mis hijos

Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto:

Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre Uds.

Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada.

Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal a sus convicciones.

Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada.

Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.

Hasta siempre hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de

Papá
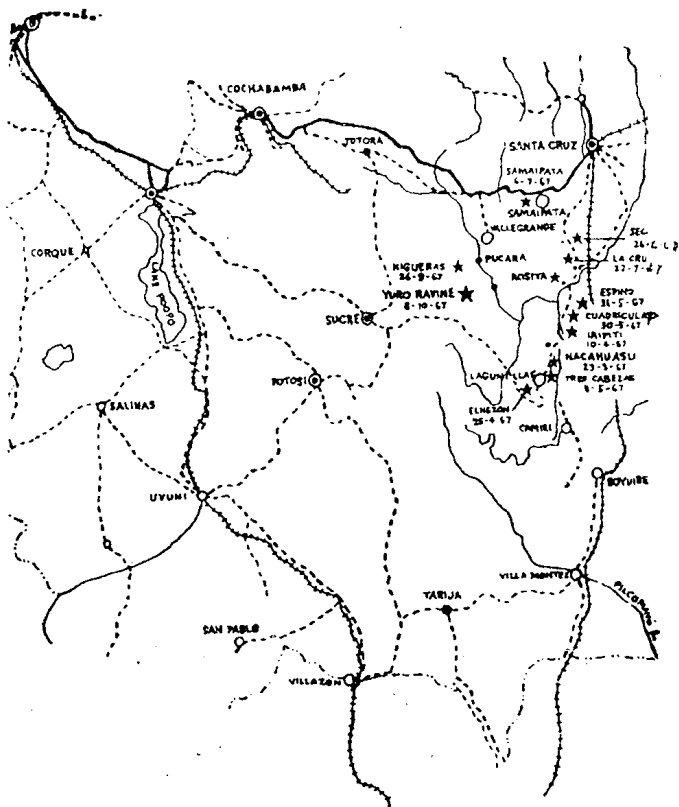
(১) সীমান্ত
(২) বিভাগীয় রাজধানী
(৩) জনবসতি
(৪) সড়ক
(৫) ব্যবহারযোগ্য পায়ে-চলা পথ
(৬) রেলপথ
(৭) নদী
(৮) মূল সংঘর্ষের জায়গা

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত হবার আশঙ্কায় ভীত হয়ে উঠতে পারে; তাহলে লাতিন আমেরিকার মানুষের সামনে আর কি ভবিষ্যৎ থাকতে পারে?

আমাদের জনগণের চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ধারক এই বাস্তব ও প্রশ্নাতীত অবস্থার আলোকে যদি কিছু সংখ্যক উদারনীতিক, অথবা বুর্জোয়া সংস্কারবাদী অথবা মেকি-বিপ্লবী, বাগাড়ম্বরকারী, সংগ্রামের অযোগ্য ব্যক্তির এমন বক্তব্য থাকে যা সুগভীর এবং আশু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পক্ষে নয়; যদি এমন কেউ বলেন যে বিশ্বের এই অংশে বিপ্লব ব্যতীত সবরকমের নৈতিক, বস্তুগত এবং মানবিক শক্তিকে একত্রিত করে শতাব্দীর পিছিয়ে-পড়া অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী অনগ্রসরতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—যে অনগ্রসরতা শিল্পায়িত জগতের সঙ্গে তুলনায় নিকৃষ্ট এবং যার পার্থক্য খুবই বেশি এবং এই পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধির পথে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায়; যদি কেউ এমন ফর্মুলা দিতে পারেন—যা চে-র পথ থেকে স্বতন্ত্র, অথচ যা ভোজবাজির মতো অনগ্রসরতা দূর করে দিতে পারে, অবস্থা অনুযায়ী দ্রুত গোষ্ঠী শাসনতন্ত্র, উৎপীড়ক, ক্ষুদে-রাজনীতিক—যাদের বলা যায় তত্ত্বাবধায়িকা এবং ইয়াঙ্কি একচেটিয়া কারবারি ও মালিকদের উচ্ছেদ করবে; তবে তিনি সেই ফর্মুলা নিয়ে এগিয়ে আসুন। হাত তুলে চে-কে চ্যালেঞ্জ করুন!

এর সদুত্তর দেবার অথবা বাকি কাজগুলি সমাধা করার মতো কেউ নেই। বাস্তবিকপক্ষে এরা কেউ লাতিন আমেরিকার ত্রিশ কোটি মানুষের মনে—(আগামী পঁচিশ বছরে যারা ৬০ কোটিতে পরিণত হবে) আশার সঞ্চার করতে পারে না। এদের অধিকাংশ দারিদ্র্যের চাপে নিরানন্দ, অথচ বাস্তব জীবন, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এদের অধিকার রয়েছে। কাজেই সবচেয়ে সততার পরিচায়ক হলো চে-র আদর্শের সামনে নীরব থাকার মতো সাহস দেখানো। কারণ এই মুষ্টিমেয় মানুষগুলি একটা মহাদেশকে পুনরুদ্ধার করার মহান আদর্শ নিয়ে যে সাহসিক কাজ করে গেছেন তা প্রবল ইচ্ছাশক্তি, বীরত্ব এবং মানবিক মহত্ব যে কী ঘটাতে পারে তার সর্বাধিক বড় প্রমাণ হয়ে থাকবে। তাঁদের এই দৃষ্টান্ত লাতিন আমেরিকার জনগণের বিবেক জাগিয়ে তুলবে এবং সংগ্রামে পথ দেখাবে। কেননা চে-র বীরত্বপূর্ণ আহ্বান গরিব ও শোষিতদের আগ্রহী কানে গিয়ে পৌঁছবে, যাদের জন্য তিনি জীবন দান করেছেন। দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্র চালনা এবং শেষ সংগ্রামে মুক্তি অর্জনের জন্য আরো অনেক হাত প্রসারিত হবে।

চে তাঁর জীবনের শেষ কটি পংক্তি লিখেছিলেন ৭ই অক্টোবর। পরের দিন শত্রুর অবরোধ মুক্ত হবার জন্য সংকীর্ণ এক গিরিসংকটে যখন রাত্রির অপেক্ষায় ছিলেন, বেলা একটায় বিরাট এক শত্রু ফৌজ তাঁদের আক্রমণ করে। কয়েকজন মাত্র লোক নিয়ে গঠিত গেরিলারা গিরিসংকটে এবং চূড়ায় নিজ নিজ জায়গায় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। বিরাট সৈন্যবাহিনী চারদিক থেকে তাঁদের ঘিরে আক্রমণ করেছিল। যাঁরা চে-র কাছাকাছি জায়গায় ছিলেন তাঁদের কেউ বেঁচে নেই। তাঁর পাশে ছিলেন ডাক্তার—যার স্বাস্থ্যের সঙ্কটজনক অবস্থার কথা আগে বলা হয়েছে, আর একজন পেরুর গেরিলা। তাঁর অবস্থাও খারাপ ছিল। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় আহত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই দু-জন কমরেডকে কিছুটা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত

রাখার জন্য চে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এই যুদ্ধে ডাক্তার নিহত হননি, কয়েকদিন পরে কোয়েব্রাডা দেল ইউরোর সামান্য দূরে তিনি মারা গেছেন। পাথুরে এবড়ো-খেবড়ো জমির জন্যে গেরিলাদের পরস্পরের মধ্যে চাক্ষুষ যোগাযোগ রাখতে অসুবিধা হচ্ছিল। সময় সময় একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। চে-র থেকে কয়েক'শ মিটার দূরে যাঁরা গিরিখাদের একটি প্রবেশমুখ রক্ষা করছিলেন তাঁদের মধ্যে ইন্টি আর কোকো পেরেডো ছিলেন। তাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তারপরে পূর্বের কথানুযায়ী যে জায়গায় যোগাযোগ করার কথা শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে সেই জায়গায় চলে গিয়েছিলেন।

একথা প্রমাণিত হয়েছে যে আহত হয়েও যতক্ষণ পর্যন্ত না তার এম-২ রাইফেলের ব্যারেল গুলি লেগে বিকল হয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত চে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে পিস্তল ছিল তাতে গুলি ছিল না। এই অবিশ্বাস্য অবস্থা থেকে বোঝা যায় তাঁকে কিভাবে জীবন্ত ধরা হয়েছিল। তার পায়ে যে গুলি লেগেছিল তাতে তিনি সাহায্য ছাড়া হাঁটতে না পারলেও সে আঘাত মারাত্মক ছিল না।

তাঁকে হিগুয়েরাস শহরে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে তিনি প্রায় ২৪ ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন। যারা তাঁকে বন্দী করেছিল তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন। এক মাতাল অফিসার তাঁকে উত্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর হাতে-মুখে চড় খেয়েছিল।

ব্যারিয়েন্টাস, ওভালডো এবং আরো উচ্চ পর্যায়ের মিলিটারী অফিসররা লা-পাজ-এ মিলিত হয়ে ঠাণ্ডামাথায় তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করে। হিগুয়েরাস শহরের স্কুলে বসে এই বিশ্বাসঘাতী সিদ্ধান্ত কীভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল তার বিস্তারিত ঘটনা সকলের জানা আছে। ইয়াঙ্কিদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেজর মিগুয়েল এয়োরোয়া, কর্নেল এন্ড্রেস সেলনিচ্ অফিসার মারিও তেরানকে হুকুম দেয় হত্যা করতে। বদ্ধ মাতাল অবস্থায় সে গিয়েছিল। তখন সবেমাত্র এক বলিভিয়ান ও পেরুর এক গেরিলা যোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। চে সে শব্দ শুনেছেন। হত্যাকারী ইতস্তত করছে দেখে চে দৃঢ়স্বরে বললেন, "গুলি কর, ভয় পেয়ো না!" তেরান গুলি না করে চলে গেল। তার অফিসার এয়োরোয়া আর উলোনিচ-কে আবার হুকুম দিতে হলো। এবার সে হুকুম কার্যকরী করল—কোমর থেকে নিচের দিকে মেসিনগান চালিয়ে। যুদ্ধের কয়েক ঘণ্টা পরেও চে বেঁচে ছিলেন—সেকথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তাঁর হত্যাকারীদের বলা হয়েছিল বুকে বা মাথায় গুলি না করতে, যাতে মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন না থাকে। এই পৈশাচিকতা চে-র যন্ত্রণাকাল দীর্ঘায়িত করেছিল। শেষ পর্যন্ত এক পানোন্মত্ত সার্জেন্ট এসে বুকের বাঁ দিক থেকে গুলি করে সব শেষ করে দেয়। বলিভিয়ান ফৌজের অনেক অফিসার ও সৈন্যকে তিনি বন্দী করেছিলেন। কিন্তু কারো প্রতি এমন ব্যবহার করা হয়েছে বলে একটি দৃষ্টান্তও দেওয়া যাবে না। চে-র প্রতি এই বর্বর ব্যবহার তার সাথে তুলনীয়।

ঘৃণিত শত্রুর হাতে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে অত্যন্ত তিক্ততাপূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত চে-র চেয়ে বেশি আর কেউ ছিল না।

ডায়েরীটি আমাদের হাতে কিভাবে এসেছে সে কথা এখনো প্রকাশ করা যায় না। তবে একথা বলা যথেষ্ট হবে যে এর জন্য কাউকে টাকা দিতে হয়নি।

নভেম্বর

৭.১১.৬৬

আজ থেকে শুরু হলো এক নতুন পর্যায়। রাত্রে আমরা খামারে উপস্থিত হলাম। পথ আমাদের ভালই ছিল। কোচাবাম্বার পথে প্রবেশ করার পর পাচুঙ্গো এবং আমি পর্যাপ্ত ছদ্মবেশ ধারণ করলাম, প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ব্যবস্থা করলাম এবং দুটি জীপে করে দুই ঘণ্টা পথ চললাম।

খামারের কাছে পৌঁছে আমরা থামলাম। মাত্র একটি গাড়ি এগিয়ে গেল যাতে খামারের কাছাকাছি যে জমিদারটি থাকে তাঁর সন্দেহ উদ্রেক না করে। সে গুজব রটাচ্ছিল যে আমাদের দল সম্ভবত কোকেন তৈরির ব্যাপারে লিপ্ত। কথাটা বিস্ময়কর শোনাতে পারে; অভিব্যক্তিহীন তুমাইনিকে বলা হয় দলের কেমিস্ট। দ্বিতীয় ট্রিপে খামারের কাছাকাছি এসে পড়লে বিগোটেস খাড়া পাহাড়ের কিনারায় জীপটিকে ফেলে রেখে পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রায় ছুটে এলো। সে সবেমাত্র আমার পরিচয় জানতে পেরেছে। আমরা আনুমানিক কুড়ি কিলোমিটার পথ হেঁটে মাঝ রাত্তিরের কিছু পরে খামারে এসে পৌঁছলাম, এখানে তিনজন পার্টি কর্মী আছে।

বিগোটেস স্পষ্ট জানালো যে সে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী আছে, তা পার্টি যাই করুক। কিন্তু সে মন্‌জের প্রতি অনুগত; মন্‌জেকে সে শ্রদ্ধা করে এবং মনে হলো মন্‌জের কথার মূল্য সে দেয়। তার মতে রোডোলফো-ও ইচ্ছুক, কোকোও তাই। তবে সংগ্রাম করার জন্য পার্টিকে বুঝিয়ে রাজী করানো প্রয়োজন। তাকে আমি আমাদের সাহায্য করতে বললাম এবং অনুরোধ করলাম মন্‌জে এখন বুলগেরিয়া সফর করতে গেছে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন সে পার্টিকে না জানায়। সে দু-টি অনুরোধই রাখবে জানালো।

৮.১১.৬৬

সারাদিন আমরা কাটালাম খাঁড়ির ধারে ঘন বনাঞ্চলে, খামার বাড়ি থেকে বেশি হলে এক'শ মিটার দূরে। এক ধরনের গেছো হাঁসের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হলাম, যদিও এগুলি ঠোঁটের খোঁচা দেয় না, কিন্তু বড়ই বিরক্তিকর। এ পর্যন্ত আমরা যেসব ধরনের

জীব ও কীটপতঙ্গের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে রয়েছে ভেড়া এবং গোরুর গায়ের এঁটেল পোকা, গেছোহাঁস, ডাঁশমাছি এবং মশা। বিগোটেস তার জীপটি টেনে তুললো আরগানারাজের সাহায্যে এবং তার কাছ থেকে কয়েকটি শূকরছানা ও মুরগী কেনার প্রতিশ্রুতি দিল। আমি ঘটনার একটা রিপোর্ট লিখতে মনস্থ করেছিলাম কিন্তু পরের সপ্তাহে দ্বিতীয় দলটি এসে পৌঁছবার সম্ভাবনা থাকায় লেখাটা পরের সপ্তাহের জন্য মুলতুবি রাখলাম।

৯.১১.৬৬

সারাদিন কিছু ঘটেনি। নাকাহুয়াজু (আসলে একটা খাঁড়ি) নদীপথে আমরা অনুসন্ধান-অভিযানে যাত্রা করলাম তুমাইনিকে নিয়ে, কিন্তু উৎসে পৌঁছতে পারলাম না। এই নদী এমন খাড়া ঢালু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে যে সেখানে মানুষের যাতায়াত নেই বললেই চলে। যথেষ্ট সহনশীলতা থাকলেই এখানে বেশি দিন থাকা যায়। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য ঘন বন থেকে বেরিয়ে বাড়িতে চলে আসতে হলো আমাদের। আমার শরীর থেকে ছয়টি গোরু বা ভেড়ার এঁটেলপোকা ছাড়ালাম।

১০.১১.৬৬

পাচুঙ্গো এবং পমবো বলিভিয়ান কমরেড সেরাফিনকে নিয়ে অনুসন্ধান-অভিযানে গিয়েছিল। তারা আমাদের চেয়েও বেশিদূরে গিয়েছিল। তারা খাঁড়িটি (এবং একটি স্রোতস্বতী) যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সে পর্যন্ত পৌঁছেছিল, এটা ভালো কাজই হলো। ফিরবার পর তারা বাড়িতে থেকে ভবঘুরের মতো চলাফেরা করেছে এবং আরগানারাজের ড্রাইভার তাদের দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। তাদের সঙ্গে কিছু কেনাকাটা জিনিসও ছিল। তাদের আমি কঠোর তিরস্কার করলাম এবং আমরা স্থির করলাম পরের দিন সকালে বনের ভিতরে চলে যাব, এবং সেখানেই স্থায়ী শিবির করবো। কেবল তুমাইনি বাইরে দেখা দেবে, কারণ সে খামারের কর্মচারীদের একজন বলেই পরিচিত। এতেও চলবে না, খোঁজ করে দেখা প্রয়োজন তারা আমাদের আরো লোক আনতে দেবে কিনা, অন্তত আমাদের নিজেদের লোক। তাদের নিয়ে আমি অনেকবেশি সহজবোধ করব।

১১.১১.৬৬

সেই বাড়ির বিপরীত দিকে নতুন শিবিরে ঘটনাহীন দিন কাটল। এখানে আমরা ঘুমালাম। সাংঘাতিক পোকার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে ঝুলন্ত বিছানায় মশারির নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম (মশারি কেবলমাত্র আমারই ছিল)। তুমাইনি গিয়েছিল আরগানারাজের সঙ্গে দেখা করতে, তার কাছ থেকে মুরগী এবং টার্কির মতো কিছু কিছু জিনিস কিনে এনেছিল। মনে হচ্ছে তার দিক থেকে এখনো বড় কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি।

১২.১১.৬৬

আরো একটা ঘটনাহীন দিন। আমরা অল্প সময়ের জন্য বের হলাম যেখানে আমাদের ক্যাম্প হবে সেই জায়গাটা তৈরি করবার জন্য। আরো ছয়জন এসে পৌঁছলে ক্যাম্প হবে। যে জায়গাটা বাছাই করা হয়েছে তা একটি টিবির উপর। কবরস্থান থেকে প্রায় একশত মিটার দূরে। কাছাকাছি এমন ফাঁপা জায়গা আছে, যেখানে কতকগুলি গর্ত খুঁড়ে রসদ এবং অন্যান্য জিনিস গুদামজাত করা যেতে পারে। এখানে আসার জন্য দু-জন করে ভাগকরা তিনটি গ্রুপের প্রথম দলের রওনা হয়ে ইতিমধ্যে এখানে আসবার পথে থাকা উচিত। আসছে সপ্তাহের শেষ দিকে তাদের খামারে পৌঁছাবার কথা। আমার বিরল কেশগুলি বড় হচ্ছে, পাকাচুলগুলি সোনালী হয়ে উঠছে এবং পড়তে শুরু করেছে। আমার দাড়ি বাড়ছে। মাস দুয়েকের মধ্যে আবার আমি স্বমূর্তিতে ফিরে আসব।

১৩.১১.৬৬

রবিবার। একদল শিকারী—আরগানারাজের খামারের মজুর—আমাদের আস্তানার পাশ দিয়ে চলে গেল। ওরা বনাঞ্চলের অধিবাসী, সরল যুবক, এবং মালিকের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা পোষণ করে। দলে টানার পক্ষে ওরা খুবই উপযুক্ত। তারা আমাদের জানিয়ে গেল যে নদীর আট লীগ (এক লীগ সমান সাড়ে তিন মাইল) উজানে গেলে বাড়িঘর মিলবে। কয়েকটি গভীর এবং সঙ্কীর্ণ গিরি-খাতে জলও আছে। এছাড়া আর কোনো খবর নেই।

১৪.১১.৬৬

ক্যাম্পে এক সপ্তাহ কাটালাম। পাচুঙ্গোকে দেখে মনে হচ্ছে সে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না, এবং তাকে বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। তাকে এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতেই হবে। আজ আমরা একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শুরু করলাম। যাতে যা নিয়ে বিপদে পড়তে হতে পারে তার সবকিছু রাখা যাবে। এটি সম্ভবত আর্দ্রতার প্রতিরোধকও হবে। লোহার লম্বা শিক দিয়ে একে ঢেকে রেখে শত্রুর চোখে ধুলা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। দেড় মিটার গভীর কূপের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের কাজও ভালোভাবে চলছে।

১৫.১১.৬৬

সুড়ঙ্গের কাজ এগিয়ে চলেছে। পমবো আর পাচুঙ্গো কাজ করে সকালে, তুমাইনি আর আমার পালা বিকালে। বিকেল ছয়টায় যখন কাজ শেষ করলাম দেখা গেল দু-মিটার খোঁড়া হয়েছে। আগামী কাল কাজটা শেষ করে বিপদ ডেকে আনতে পারে যা কিছু তা ভিতরে রাখতে চাই। রাত্রে বৃষ্টির জন্য দড়ির ঝোলানো বিছানা ছেড়ে আসতে বাধ্য হলাম। নাইলনের ঢাকনা এত ছোট যে তাতে বৃষ্টি আটকায় না। আর নতুন কিছু নেই।

১৬.১১.৬৬

সুড়ঙ্গের কাজ শেষ হয়েছে। ঢোকার মুখটা ভালোভাবে ঢাকা হয়েছে। এবার রাস্তাটা যাতে চোখের আড়াল করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের জিনিসপত্রগুলি কাল এই ছোট আস্তানায় এনে জমা করব। ঢুকবার মুখটা শিকের ঝাঁঝরি আর কাদার চাপ দিয়ে বুজিয়ে দেব। আগামীকালের পর যে কোনো সময় লা-পাজ থেকে খবর এসে যেতে পারে।

১৭.১১.৬৬

সুড়ঙ্গটি জিনিসপত্রে ভর্তি করা হয়েছে, কিছু টিনের খাবার এবং বাড়িতে যা কিছু থেকে বিপদ আসতে পারে সেসব জিনিস ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ভালোই হয়েছে।

লা-পাজ থেকে নতুন কোনো খবর নেই। যে ছেলেরা বাড়িতে রয়েছে তারা আরগানারাজের সঙ্গে কথা বলেছে। তার কাছ থেকে কিছু জিনিস কিনেছে। সে চাপ দিচ্ছিল কোকেনের ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য।

১৮.১১.৬৬

লা-পাজ থেকে কোনো সংবাদ নেই। পাচুঙ্গো আর পমবো আবার খাঁড়িটা দেখে এল। এটা যে ক্যাম্পের উপযুক্ত জায়গা সে বিষয়ে তারা কিন্তু নিঃসন্দেহ নয়। তুমাইনিকে নিয়ে সোমবার আবার আমরা জায়গাটা দেখতে যাব। আরগানারাজ এসেছিল এবং অনেকক্ষণ ছিল। সে সময় সে রাস্তা মেরামত করেছে এবং নদী থেকে পাথর এনেছে। মনে হয় এখানে আমাদের উপস্থিতি বিষয়ে সে সন্দিগ্ধ নয়। সব কিছু একঘেয়েভাবে চলেছে। মশা আর গোবু ভেড়ার এঁটুলীর কামড়ের জায়গায় বিশ্রী ঘা হয়ে পড়ছে। ভোরের দিকটায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে।

১৯.১১.৬৬

লা-পাজ থেকে সংবাদ নেই। এখানেও কিছু ঘটেনি। সারাদিন আমরা লুকিয়ে কাটালাম, কারণ আজ শনিবার, শিকারীদের বের হবার দিন।

২০.১১.৬৬

দুপুরে মারকোস আর রোলানডো এসে পৌঁছাল। এখন আমরা ছ-জন হলাম। সঙ্গে সঙ্গে বসে গেলাম সফরের খুঁটিনাটি আলোচনায়। ওদের আসতে দেরি হবার কারণ গত সপ্তাহের আগে ওরা খবর পায়নি। ওরাই সব চেয়ে তাড়াতাড়ি এসেছে সান পাবলোর পথে। বাকি চারজন আসছে— সপ্তাহের আগে এসে পৌঁছাতে পারবে বলে মনে হয় না।

রোডোলফো ওদের সঙ্গে এসেছে। তাকে দেখে শুনে আমার ভালো ধারণা হয়েছে। মনে হয় সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বিগোটেসের চেয়েও সে বেশি

দৃঢ়-সঙ্কল্প। প্যাপি শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছে ওকে আমার এখানে উপস্থিতির কথা জানিয়ে; কোকোও একই দোষে দোষী। মনে হয় এটা একটা ঈর্ষার ব্যাপার, কে বেশি খবর রাখে। আমি ম্যানিলাকে লিখেছি এবং কয়েকটি সুপারিশও করেছি। প্যাপিকেও তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে লিখেছি। রোডোলফো ভোরের দিকে ফিরে এসেছিল।

২১.১১.৬৬

বর্ধিত গ্রুপের প্রথম দিন। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। আমাদের নতুন জায়গায় যেতে গিয়ে একেবারে ভিজে গিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যেই আস্তানা গেঁড়েছি। তাঁবুটা দেখা গেল ট্রাক ঢাকবার ক্যানভাস, জল পড়লে ভিজে জবজবে হয়ে যায়, তবে আমাদের কিছুটা রক্ষা করে। আমাদের ঝোলানো দড়ির বিছানা নাইলনে ছাওয়া। আরো কিছু অস্ত্রশস্ত্র এসেছে। মারকোসের আছে গারানড্, রোলানডোকে স্টক থেকে একটা এম্-ওয়ান দেওয়া হবে। জর্জে আমাদের সঙ্গে আছে, তবে সে খামার বাড়িতে থাকে। সে খামারের উন্নতির জন্য যে কাজ তা পরিচালনা করবে। আমি রোডোলফোকে অনুরোধ করেছি ফার্মের কাজ-জানা একজন বিশ্বস্ত চাষী পাঠাবার জন্য। আমরা এটাকে যত বেশিদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করব।

২২.১১.৬৬

তুমা, জর্জে আর আমি নাকা হুয়াসু নদী বরাবর হেঁটে নব আবিষ্কৃত খাঁড়িটা দেখে এলাম। কালকের বৃষ্টির দরুন নদীটাকে চিনে উঠা যায়নি এবং অভিপ্রেত জায়গায় পৌঁছানো দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এটা জলের একটা ছোট স্রোতস্বতী, বহির্গমনের মুখটিও বেশ বন্ধ। প্রয়োজনমতো তৈরি করতে পারলে এখানে স্থায়ী ক্যাম্প করা যাবে। সন্ধ্যায়, নয়টার কিছু পরে আমরা ফিরলাম। আর নতুন কিছু নয় এখানে।

২৩.১১.৬৬

খামারের ছোটবাড়িটাকে উপর থেকে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য পাহারা বসাবার ব্যবস্থা করলাম, যাতে তদন্ত এলে অথবা গোলমেলে লোকজন এলে আগে থেকে সতর্ক থাকা যায়। যখন দু-জন খোঁজ খবর নিতে বের হবে তখন বাকিদের তিন ঘণ্টার গার্ড ডিউটি দিতে হবে। পম্বো আর মারকোস খাঁড়ি বরাবর পাহাড়ের উপর পর্যন্ত খোঁজ খবর করে এল; খাঁড়িটা এখনো জলস্ফীত হয়ে আছে।

২৪.১১.৬৬

পাচো আর রোলানডো খাঁড়ির খোঁজখবর নিতে বেরিয়ে গেল; ওদের কালকে ফেরার কথা। কাল রাতে আরগানারাজের দু-জন মজুর "বেড়াতে বেড়াতে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়েছিল।" অবশ্য এর মধ্যে অবাক হবার মতো কিছু ছিল না। এন্টনিও

গিয়েছিল অনুসন্ধানের কাজে; আর তুমা, যে সরকারীভাবে বাড়িটাতে থাকে, এরা দুজনেই অনুপস্থিত ছিল। অজুহাত ঃ শিকার।

আলিয়ুচার জন্মদিন।

২৫.১১.৬৬

পাহারাদারদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, দু-তিন জন আরোহী নিয়ে একটা জীপ এসেছে। দেখা গেল ওরা ম্যালেরিয়া নিবারণী বিভাগের লোক এবং রক্তের নমুনা নিয়েই তারা চলে গেল। পাচো আর রোলানডো এসে পৌঁছাল অনেক রাতে। ম্যাপের চিহ্নিত খাঁড়িটা ওরা খুঁজে পেয়ে দেখে শুনে এসেছে। নদীর প্রধান স্রোত বরাবর এগিয়ে ওরা যেখানে পৌঁছায় সেখানে পরিত্যক্ত কয়েকটি ক্যাম্প দেখতে পায়।

২৬.১১.৬৬

শনিবার বলে সবাই ঘরের মধ্যে থাকলাম। আমি জর্জেকে বললাম ঘোড়ায় চড়ে নদীগর্ভ কতদূর গিয়েছে দেখে আসতে। এখানে ঘোড়া ছিল না, তাকে হেঁটে কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার দূরে ডন রেমবার্টোর একজনকে অনুরোধ করতে যেতে হলো। রাত হয়ে গেল, সে ফিরে আসেনি। লা-পাজ থেকে খবর নেই।

২৭.১১.৬৬

জর্জে-এর এখনো দেখা নেই। সারারাত জেগে অপেক্ষা করার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু রাত ন'টায় লা-পাজ থেকে প্রথম জীপ এল। যোয়াকিন আর উরবানো এসেছে কোকোর সঙ্গে। তারা একজন বলিভিয়ান মেডিকেল ছাত্রকেও নিয়ে এসেছে, ওর নাম আর্নেস্টো। সে এসেছে থাকতে। কোকো ফিরে গিয়ে নিয়ে এল রিকোর্ডো, ব্রাউলিও, মিগুয়েল এবং আর একজন বলিভিয়ানকে। তার নাম ইন্টি, সেও এসেছে থাকতে। এখন বিদ্রোহীরা বারোজন হলো। এই সঙ্গে আছে জর্জে, তার ভূমিকা মালিকের; কোকো আর রোডোলফো যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে থাকবে। রিকার্ডো একটা খবর এনেছে বিচলিত হবার মতো। ই-১ চিনো এখন বলিভিয়ায়, আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং কুড়িজন লোক পাঠাতে চায়। এতে সমস্যা সৃষ্টি হবে, কারণ এসটানিস্‌লাওকে বিবেচনার মধ্যে না এনে আমরা এই সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক করে তুলবো। আমরা রাজী হলাম তাকে সান্টাক্রুজে পাঠানো হোক এবং কোকো সেখানে গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসবে। ভোরে কোকো একটা জীপ নিয়ে রওনা হলো এবং রিকার্ডো আর একটি জীপে করে পেছনে পেছনে লা-পাজের দিকে গেল। যাবার সময় কোকো রেমবার্টোর কাছে জর্জে-এর খবর নিয়ে যাবে। ইন্টির সঙ্গে আগে যখন কথা হয়েছিল তখন সে বলেছিল যে, সে মনে করে না যে এসটানিসলাও বিদ্রোহে যোগ দেবে, তবে মনে হয় সে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে মনস্থির করেছে।

২৮.১১.৬৬

সকালে জর্জে-এরও দেখা মেলেনি, কোকোও ফিরে আসেনি। তারা এল দেরিতে। কোন কিছু ঘটেনি; এমনিতে ওরা রেমবার্টোর ওখানে থেকে গিয়েছিল। কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানহীন।

সেদিন বিকালে আমি বলিভিয়ান দলটাকে ডাকলাম, এবং কুড়িজন পেরুভিয়ানকে পাঠাবার যে প্রস্তাব এসেছে তা তাদের সামনে রাখলাম। ওরা সকলেই তাদের আসবার ব্যাপারে সম্মতি জানালো, তবে তা আমাদের কাজ শুরু করে দেবার আগে নয়।

২৯.১১.৬৬

নদীর সাহায্য কতদূর পাওয়া যায় এবং খাঁড়ি সম্পর্কে আরো জানবার জন্য আমরা বেরোলাম। শেষ পর্যন্ত যেখানে হবে আমাদের নতুন ক্যাম্পের জায়গা। দলে ছিলাম তুমাইনি, উরবনো, ইন্টি আর আমি। খাঁড়িটা বেশ নিরাপদ কিন্তু হতাশাজনকভাবে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমরা আর একটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করবো—এক ঘণ্টা দূরের পথে। তুমাইনি পড়ে গেল, মনে হলো তার পায়ের গোড়ালিটা ভেঙে গেছে। নদীর মাপজোক করে আমরা রাত্রে ক্যাম্পে ফিরলাম। এখানে একই অবস্থা। কোকো সান্টাক্রুজে চলে গেল, চিনোর জন্য সে অপেক্ষা করবে।

৩০.১১.৬৬

মারকোস, পাচো, মিগুয়েল ও পমবো আরো দূরের খাঁড়ি খুঁজে বের করার নির্দেশ নিয়ে যাত্রা করল। দু-দিন তারা বাইরে থাকবে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির ভিতরের অবস্থা একই রকম।

মাসিক বিশ্লেষণ

সবকিছু ভালোয় ভালোয় কেটেছে; আমি নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছেছি। দলের অর্ধেক নিরাপদে এসেছে, যদিও তাদের কিছুটা দেরি হয়েছে। রিকার্ডোর প্রধান সহযোগীরা সবরকম বাধার বিরুদ্ধে লড়ে যাবে। এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পটভূমি সুন্দর। সবকিছু দেখে মনে হয় আমরা এখানে যতদিন দরকার থাকতে পারব।

পরিকল্পনা বাকি লোকদের জন্য অপেক্ষা করা, বলিভিয়ানদের সংখ্যা বাড়িয়ে অন্তত কুড়িজন করা এবং কাজ (অপারেশন) শুরু করে দেওয়া। আমাদের এখনো দেখা দরকার মনজের প্রতিক্রিয়া কি হয় এবং গুয়েভারার লোকজনেরা কি রকম আচরণ করছে।

ডিসেম্বর

১.১২.৬৬

দিনটা কেটে গেল ঘটনাহীনভাবে। রাত্রে মারকোস তার কমরেডদের নিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পথ ঘুরে তারা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এসেছে। রাত দুটোয় আমাকে জানানো হলো যে কোকো এবং আর একজন কমরেড এসে পৌঁছেছে। পরদিন যা করার করা যাবে।

২.১২.৬৬

চিনো খুব গদগদভাব নিয়ে ভোরে উপস্থিত। সারাদিন আমরা বকবক করে কাটালাম। আসল কথা হলো চিনো কিউবা যাবে, এবং নিজের মুখে এখানকার অবস্থা জানাবে। আর দু মাসের মধ্যে পেরুর পাঁচজন লোক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে, তার মানে লড়াই শুরু হয়ে গেল ; আপাতত আসবে দুজন, একজন রেডিও টেকনিশিয়ান আর একজন ডাক্তার। তারা আমাদের সঙ্গে কিছুকাল থেকে যাবে। সে অস্ত্র চাওয়ায় আমি তাদের জন্য একটা বি-জেড, কয়েকটি মাউজার এবং হাতবোমা দেব বললাম, এবং তাদের আর একটা এম-১ কিনে দিতে চাইলাম। পুনোর কাছাকাছি একটা এলাকায় টিটিকাকার ওধার থেকে অস্ত্র পাচার করার ব্যাপারে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ওরা যাতে পেরুর পাঁচজন লোককে পাঠাতে পারে সে ব্যাপারেও আমি তাদের সাহায্য করতে সিদ্ধান্ত করলাম। পেরুতে তার ঝঞ্ঝাট ঝামেলার কথাও চিনো আমাকে বলল, তার মধ্যে ছিল কালিক্সটোকে মুক্ত করার এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা; যা আমার কাছে একটু উদ্ভট মনে হলো। তার বিশ্বাস গেরিলাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে তারা সেই অঞ্চলে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত নয়, কারণ তারা সেই অঞ্চলে যেয়ে উঠতে পারেনি। বাকি সময়টা আমরা জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার গল্প বলে কাটালাম। আগের মতো উৎসাহে সে বিদায় নিয়ে লা-পাজ রওনা হলো, সঙ্গে নিয়ে গেল আমাদের ফটো। কোকোর উপর নির্দেশ আছে সানচেজের সঙ্গে যোগযোগ করার (দেখা করবে পরে), এবং প্রেসিডেন্সীর তথ্য দপ্তরের কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ

করতে; ইনি ইন্টির সম্বন্ধী, সেই সুবাদে আমাদের সাহায্য করবেন বলেছেন। সংগঠনের জাল ছড়িয়ে ফেলার কাজ এখনো খুবই কাঁচা।

৩.১২.৬৬

নতুন কিছু নেই। শনিবার বলে অনুসন্ধানীর দল বেরোতে পারেনি। খামারের লোক তিনটি গেছে লাগুনিলাসে টুকিটাকি কাজে।

৪.১২.৬৬

একই অবস্থা। আজ রবিবার—তাই সবাই চুপচাপ। কথাচ্ছলে আমি যুদ্ধের প্রসঙ্গে এবং যে বলিভিয়ানরা শিগ্‌গির এখানে এসে পৌঁছাবে তাদের প্রতি আমাদের মনোভাব কিরকম হবে তাই নিয়ে কিছুটা বললাম।

৫.১২.৬৬

যা চলছিল তাই। আমরা আজ বার হব ভেবেছিলাম, কিন্তু সারাদিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি। আগে থেকে না জানিয়ে লোরো কয়েকটি গুলি ছোঁড়ায় কিছুটা বিপদাশঙ্কা করা হয়েছিল।

৬.১২.৬৬

এপোলিনার, ইন্টি, উরবানো, মিগুয়েল, আর আমি প্রথম খাঁড়ির কাছে দ্বিতীয় গুহার কাজ শুরু করতে বেরিয়েছিলাম। পড়ে যাওয়ার পর তুমা এখনো সেরে না উঠায় তার জায়গায় এসেছে মিগুয়েল। এপোলিনার খোলাখুলি জানিয়েছে সে গেরিলাদের দলে যোগ দিচ্ছে; তবে লা-পাজে গিয়ে কয়েকটি ব্যক্তিগত কাজ সেরে আসতে চায়। ওকে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে বলা হয়েছে দিন কয়েক অপেক্ষা করতে। এগারোটার কিছু আগে আমরা খাঁড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, দাগ দেখে কেউ পাত্তা করতে না পারে তার জন্য চোখে ধুলো দেবার ব্যবস্থা করা হলো। উপযুক্ত কোন জায়গায় গুহা খোঁড়া যায় তার জন্য খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু চারদিকে পাথর; শুকিয়ে গেলে খাঁড়ির জল নিখাদ পাথরের স্তরের ভিতর দিয়ে চুইয়ে পড়ে। অনুসন্ধানের কাজ কালকের জন্য মুলতবি রাখলাম। রসদ ফুরিয়ে এসেছে, শুক্রবার পর্যন্ত টেনেটুনে চালাতে হবে; ইন্টি আর উরবানো তাই কপাল ঠুকে বেরিয়ে গেছে হরিণ শিকারে।

৭.১২.৬৬

মিগুয়েল আর এপোলিনার একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেয়ে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজে লেগে গেছে। কাজের উপযোগী পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই। ইন্টি উরবানো ফিরে এলো খালি হাতে। সন্ধ্যার দিকে উরবানো এম-১ দিয়ে গুলি করে একটা টার্কি মেরে আনল। কিন্তু আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, তাই কাল সকালের প্রাতরাশের

জন্য রেখে দেওয়া হলো। আজ আমাদের এখানে বসবাসের প্রথম একমাস পূর্ণ হলো। কিন্তু সুবিধের জন্য সংশ্লেষণের কাজটা আমি প্রতি মাসান্তে করব।

৮.১২.৬৬

ইন্টিকে নিয়ে আমরা চলে গেলাম খাঁড়ির মাথায় পাহাড়ের ওপর সমতল জমিতে। মিগুয়েল আর উরবানো রইল কূপ খোঁড়ার কাজে। বিকালে মিগুয়েলের জায়গা নিল এপোলিনার। যখন অন্ধকার হয়ে আসছে তখন এসে পৌঁছাল মারকোস, পমবো আর পাচো; পাচো কিন্তু অনেক পেছনে পড়ে ছিল, তার পা যেন চলছিল না। মারকোস বলল, পাচো যদি এভাবে চলে তবে তাকে যেন আগুয়ান দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। গুহায় যাবার পথটা আমি চিহ্নিত করলাম, ওটা ২ নম্বর নকশায় পাওয়া যাবে। ওদের ওপর আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিলাম, এখানে থাকতে থাকতে কাজগুলি করে ফেলবে। মিগুয়েল ওদের সঙ্গে থাকবে এবং আমরা কাল ফিরব।

৯.১২.৬৬

সকালে ধীরে সুস্থে আমরা ফিরে এলাম; এসে পৌঁছাতে বেলা প্রায় ১২টা। দল ফিরে এলে পাচোর উপর থেকে যাবার নির্দেশ হলো। আমরা ২ নম্বর ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেরে উঠলাম না। এছাড়া নতুন কিছু নেই।

১০.১২.৬৬

দিনটা চলে গেল এমনি। নতুন ঘটনা বলতে—আজ প্র-াম ঘরে তৈরি রুটি হলো। জর্জে আর ইন্টির সঙ্গে কতকগুলি জরুরী কাজের বিষয়ে কথা বললাম। লা-পাজ থেকে কোনো খবর নেই।

১১.১২.৬৬

দিনের বেলাটা একই ভাবে কেটে গেল, কিন্তু রাত্রিতে কোকো উপস্থিত হলো প্যাপিকে নিয়ে। সে নিয়ে এসেছে আলেজান্দ্রো, আরতুরো এবং একজন বলিভিয়ানকে—নাম তার কারলস্। অন্য জীপটা পেছনে রাস্তার উপর রয়েছে, বরাবর যেমন থাকে। পরে ওরা চিকিৎসক মোরো, বেনিগ্‌নো এবং দুজন বলিভিয়ানকে নিয়ে এলো। বলিভিয়ান দুজন কাম্বা, কারনভির খামার থেকে এসেছে। রাতটা কাটলো পথপরিক্রমা সম্পর্কে এবং এন্টনিও ও ফেলিক্সের গরহাজিরা নিয়ে প্রথানুযায়ী মন্তব্য করে, ওদের দুজনার ইতিপূর্বে এসে পৌঁছানো উচিত ছিল। প্যাপির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হলো রেনান আর তানিয়াকে আনবার জন্য তাকে আরো দুবার যেতে হবে। বাড়ি আর গুদাম-ঘরটা বেচে দিতে হবে এবং সাঙ্কেজকে সাহায্য বাবদ একহাজার ডলার দিতে হবে। ছোট ট্রাকটা সাঙ্কেজ রেখে দেবে, আমরা একটা জীপ তানিয়াকে বেচে দিয়ে অন্যটা রেখে দেব। আর একটা ট্রিপ দিতে হবে অস্ত্রশস্ত্র আনবার জন্য। সবকিছু একটা

জীপে আনবার জন্য আমি নির্দেশ দিলাম, যাতে বারবার আনা-নেওয়ার ব্যাপারটা এড়ানো যায়—এতে সহজেই ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। চিনো পাড়ি দিয়েছে কিউবায়, স্পষ্টতই খুব উৎসাহের সঙ্গে; এবং ফিরে এলে এখানে আসবার তার ইচ্ছা আছে। কামিরিতে খাবারের সন্ধানে যাবে বলে কোকো এখানে থাকল। প্যাপি লা-পাজে রওনা হয়ে গেছে। একটা বিপদের ব্যাপার ঘটেছে। একজন শিকারী—তার নাম এল ভালেগ্রানডিনো, আমাদের একজনের পায়ের ছাপ খুঁজে পায়, পমবো হারানো একটা দস্তানা কুড়িয়ে পায়, পায়ে-চলা রাস্তাগুলি দেখেছে এবং স্পষ্টতই কাউকে বলেছে। তাতে আমাদের পরিকল্পনা বদলে যায়, এতে আমাদের খুব সাবধানও হতে হবে। এল ভালেগ্রানডিনো তার হরিণ ধরার ফাঁদ কোথায় পেতেছে দেখাবে বলে এন্টনিওকে নিয়ে কাল বের হবে। ইন্টি আমাকে বললো ছাত্র কারলসকে সে বিশ্বাস করে না। কেননা এসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই কিউবানদের অংশগ্রহণের ব্যাপার নিয়ে সে আলোচনা জুড়ে দেয়, তার উপর আগেই সে বলেছিল পার্টি লড়াই না করলে সে লড়বে না। রোডোলফো ওকে পাঠিয়েছে, কারণ ও বলেছে সবটাই ঘটেছে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করার দরুন।

১২.১২.৬৬

পুরো দলটার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। যুদ্ধের বাস্তব রূপের বিষয়ে টানা বলে গিয়েছি। জোর দিয়ে বলেছি নিয়মানুগত্য এবং নেতৃত্বের অখণ্ডতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। বলিভিয়ানরা পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা অমান্য করে ভিন্ন পথে চলবার জন্য যে দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে সে সম্পর্কে আমি তাদের সতর্ক করে দিয়েছি। এদের আমি এই কাজে নিয়োগ করেছি: যোয়াকিন উপপ্রধান সেনাধ্যক্ষ; রোলানডো আর ইন্টি কমিশার; আলেজান্দ্রো ফৌজি ক্রিয়াকলাপের প্রধান, পমবোকে কর্মী বিভাগ; ইন্টিকে অর্থবিভাগ; নাটোকে সরবরাহ এবং অস্ত্রশস্ত্র বিভাগ এবং আপাতত মোরোকে চিকিৎসার কাজ। রোলানডো আর ব্রাউলিও গেছে দলবলকে এই বলে সাবধান করতে যে, এন্টনিওর সঙ্গে অনুসন্ধান অথবা ফাঁদ পাতার কাজ এল ভালেগ্রানডিনো না সারা পর্যন্ত তারা যেন সেখানে চুপচাপ অপেক্ষা করে। ওরা ফিরে এলো রাত্রে; ফাঁদ খুব বেশি দূরে পাতা হয়নি। সে রাত্রে ওরা ওকে মদ খাইয়ে চুর করে দিল এবং পুরো এক বোতল সিঙ্গানী পেটে পুরে খোসমেজাজে সে চলে গেল। কোকো ফিরল কারানভি থেকে প্রয়োজনীয় খাবার কিনে। কিন্তু লাগুনিলাসে সে বেশকিছু লোকের নজরে পড়েছে, খাবারের পরিমাণ দেখে তাদের বিস্ময় জেগেছে। পরে মারকোস পমবোর সাথে এসে পৌঁছাল, তার ভ্রূ খানিকটা কেটে গেছে। গাছের ডাল কাটতে গিয়ে এটা ঘটেছে। দুই জায়গায় সেলাই করা হলো।

১৩.১২.৬৬

রোলানডো আর ব্রাউলিওর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য যোয়াকিন, কারলস আর ডাক্তার রওনা হলো। পমবো ওদের সঙ্গে গেল, কিন্তু ওর ওপর নির্দেশ আজকের মধ্যেই

ফিরে আসতে হবে। আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম পায়ের চিহ্ন গোপন করে ওরা যেন আলাদা পথ ধরে; একই জায়গায় যাত্রা আরম্ভ করবে কিন্তু বেরিয়ে আসবে নদীর কিনারায়; এমন সুচারুভাবে ওরা নির্দেশ মেনেছিল যে ফেরবার সময় পমবো, মিগুয়েল আর পাচো পথ হারিয়ে সামনে নদীর ধার বরাবর চলতে থাকে।

এপোলিনার কিছুদিনের জন্য ভিয়াচায় তার বাড়িতে যাবে। ওর পরিবারের খরচের জন্য ওকে টাকা দেওয়া হয়েছে, এবং কট্টর গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য বারবার করে ওকে বলে দেওয়া হয়েছে। কোকো সন্ধ্যায় বিদায় নিয়ে গেল, কিন্তু তিনটার সময় বিপদের সঙ্কেত হলো, কারণ চেঁচামেচি আর শিষ দেওয়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল এবং একটা কুকুর ডেকে উঠেছিল। পরে জানা গেল কোকোই তার মূলে, জঙ্গলে সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

১৪.১২.৬৬

ঘটনাহীন দিন। ভালেগ্রানডিনো বাড়ির পাশ দিয়ে গেল ফাঁদটা দেখবার জন্য, কারণ ফাঁদ পেতেছে সে গতকাল, আগে ও উল্টো কথা বলেছিল। সন্দেহ এড়াবার জন্য, ভালেগ্রানডিনোকে নিয়ে যাবার জন্য এন্টনিওকে বনের পথ বাতলে দেওয়া হয়েছিল।

১৫.১২.৬৬

নতুন কিছু নেই। এ জায়গা ছেড়ে (৮জন) দুই নম্বর ক্যাম্পে যাতে বরাবরের জন্য থাকতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬.১২.৬৬

সকালবেলা পমবো, উরবানো, তুমা, আলেজান্দ্রো, মোরো, আরতুরো, ইন্টি আর আমি ঘাড়েপিঠে ভারি বোঝা নিয়ে ক্যাম্প ছেড়ে থাকতে গেলাম। যেতে আমাদের তিনঘণ্টা সময় লাগল। রোলানডো আমাদের সঙ্গে থেকে গেল। যোয়াকিন, ব্রাউলিও, কারলস, আর ডাক্তার ফেরত চলে গেল। দেখা গেল কারলস যেমন খাসা হাঁটতে পারে তেমন কাজকর্মও ভালো। মোরো আর তুমা নদীর মধ্যে একটা গর্ত খুঁজে বার করেছে, তার মধ্যে বেশ বড় বড় মাছ। ওরা সতেরটা ধরে ফেলল, এ দিয়ে খাওয়াটা বেশ ভালোই জমবে। একটা বাগরে মাছ ধরতে গিয়ে মোরোর হাতে আঘাত লাগল। প্রথম গুহার কাজ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় গুহাটি কোথায় খুঁড়ব তার জায়গা খুঁজতে লাগলাম। আজকের কাজ এখানে শেষ করলাম। আগামীকাল আবার শুরু হবে। মোরো আর ইন্টি এবার নিজেরাই হরিণ শিকারের ফাঁদ পেতে সারারাত বাইরে ওৎ পেতে রইল।

১৭.১২.৬৬

মোরো আর ইন্টি একটিমাত্র টার্কি নিয়ে ফিরল। আমরা—তুমা, রোলানডো আর আমি দ্বিতীয় গুহা খোঁড়ার কাজে লেগে গেলাম। এ কাজ কালকের মধ্যেই শেষ করে

ফেলতে হবে। আরতুরো আর পমবো রেডিও বসাবার জন্য একটা জায়গা খুঁজে বার করল। এবং তারপর প্রবেশ পথটার বিশ্রী হাল দেখে রাস্তাটা মেরামত করার কাজে লেগে গেল। রাত্রে বৃষ্টি বাড়তে শুরু করল, রাত পোহানো পর্যন্ত বৃষ্টি একনাগাড়ে চলেছে।

১৮.১২.৬৬

সারাদিন ধরে বৃষ্টি চললেও গুহা খোঁড়ার কাজ সমানে চলতে থাকল। গর্ত ২.৫ মিটার গভীর হওয়া দরকার; তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রেডিওর যন্ত্রপাতি বসাবার জন্য আমরা একটা পাহাড়ে গিয়েছিলাম জায়গা খুঁজতে। দেখে মনে হলো জায়গাটা ভালই। তবু পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত নিঃসংশয় হতে পারছি না।

১৯.১২.৬৬

আজও আবার সেই বৃষ্টি। এই আবাহাওয়ায় হাঁটতে খুব মন চায় না। এগারটার কাছাকাছি ব্রাউলিও আর নাটো এসে খবর দিল যে, নদীর জল তখনও গভীর থাকা সত্ত্বেও হেঁটে পার হওয়া যায়। বেরিয়ে যাবার মুখে মারকোস আর তার অগ্রগামী লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, যে থাকবে বলে এসেছে। সে-ই হবে অধিনায়ক এবং তার কাছে নির্দেশ এসেছে সম্ভবত তিন বা পাঁচজন লোক পাঠাবার। গন্তব্যস্থলে আমাদের পৌঁছতে তিনঘণ্টার বেশি সময় লাগল। রিকার্ডো আর কোকো এসে পৌঁছল মাঝ রাতে, ওদের সঙ্গে এনেছে এন্টনি ও আর এল বুবিওকে (গত বৃহস্পতিবার ওরা গাড়িতে জায়গা করতে পারেনি); এই সঙ্গে এসেছে এপোলিনার যে শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে আমাদের দলে যোগ দিতে এসেছে। এছাড়া ইভান এসেছে অনেকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। সত্যি বলতে কি, সারা রাত আমি ঘুমাতে পারিনি।

২০.১২.৬৬

নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল এবং দেখা গেল সব কিছু ঠিক আছে। এমন সময় ২নং ক্যাম্প থেকে একদল লোক এসে হাজির; তাদের নেতা আলেজান্দ্রো। তারা এসে সংবাদ দিল ক্যাম্পের কাছে রাস্তার উপর পায়ে ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা হরিণ পড়ে আছে, হরিণটাকে কেউ গুলি করে মেরেছে। যোয়াকিন একঘণ্টা আগে ও-পথ দিয়ে গেছে, সে তো কিছুই জানায়নি। আমরা ধরে নিলাম এটা ভালেগ্রানডিনোর কাজ, হরিণটাকে সে-ই ওখানে টেনে নিয়ে গেছে তারপর যে কারণেই হোক ওটাকে ফেলে পালিয়ে গেছে। একজনকে পেছনের দিকে পাহারায় রেখে দুজনকে পাঠানো হলো শিকারী ফিরে এলে তাকে আটকে রাখার জন্য। কিছুক্ষণ পরেই খবর পাওয়া গেল হরিণটাকে অনেক দিন আগেই মারা হয়েছে, গায়ে পোকা কিলবিল করছে। পরে যোয়াকিন ফিরে এসে বলল, লোকটাকে সে দেখেছে। কোকো আর লোরো ভালেগ্রানডিনোকে নিয়ে এল হরিণটাকে দেখাবার জন্য; সে স্বীকার করল যে বেশ কিছুদিন আগে সে হরিণটাকে জখম করেছে। ঘটনাটি এখানে চুকে গেল।

তথ্য দপ্তরের যে লোকটির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা করার কথা হয়েছিল কোকো সে ব্যাপারে অবহেলা করেছে। ঠিক হলো কাজটা তাড়াতাড়ি করার জন্য ইভান আর সেই লোকটির মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করবে মেগিয়া। এই লোক সম্পর্ক রাখবে মেগিয়া, সানক্কেজ, তানিয়া এবং পার্টির একজনের সঙ্গে—সে একজনকে পরে বেছে নেওয়া হবে। সম্ভবত ভিলামনটেসের একজন, তবে এখনো পাকাপাকি ঠিক হয়নি। মনজে দক্ষিণ থেকে রওনা হয়েছে—এই মর্মে ম্যানিলা এক টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। ওরা যোগাযোগের একরকম ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু আমার তাতে মন উঠছে না, কারণ এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে নিজের কমরেডরাই মনজেকে বিশ্বাস করে না। ওরা ইতোমধ্যে মনজের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাকলে রাত একটার সময় লা-পাজ থেকে ওরা একটা খবর পাঠাবে।

ইভানের ব্যবসা করতে পারার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ওর নোংরা পাশ-পোর্টটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর পরের কাজ হলো দলিলটা ঠিক করে নেওয়া; ম্যানিলাকে ওর লেখা উচিত যাতে ম্যানিলার বন্ধুরা তাড়াতাড়ি কাজটা করে দেয়।

আরো নির্দেশের জন্য তানিয়া শিগ্‌গির এখানে এসে যাবে; আমি হয়তো তাকে বি-দেব আর এ-দের কাছে পাঠাব।

এটা নিশ্চিতভাবে ঠিক হয়ে গেছে যে জীপটা এখানে রেখে কোকো, রিকার্ডো আর ইভান বিমানে করে কামিরি যাবে। ওরা যখন ফিরবে তখন লাগুনিলাসকে টেলিফোন করে পৌঁছবার খবর জানাবে। জর্জে রাত্রে খবর আনতে যাবে এবং ওদের খোঁজ করবে যদি কিছু নিশ্চিত খবর থাকে। লা-পাজ থেকে একটায় কোনো খবর পাওয়া গেল না। ওরা খুব ভোরে কামিরি রওনা হয়ে গেছে।

২১.১২.৬৬

অভিযাত্রীর আঁকা ম্যাপগুলি এখনো লোরো আমাকে দেয়নি কাজেই আমি এখনো জানি না ইয়াকি যাবার রাস্তাটা কি রকম। আমরা সকালে যাত্রা করলাম এবং হাঁটা পথটায় কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি। ২৪ তারিখ আমাদের আসর বসবে, দেখতে হবে সেদিন যেন কোনো কিছুর ত্রুটি না হয়। যাবার পথে পাচো, মিগুয়েল, বেনিগনো আর কাম্বার সঙ্গে দেখা হলো, ওরা বিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্রটি আনতে যাচ্ছিল। বিকালে পাঁচটায় পাচো আর কাম্বা ফিরে এল খালি হাতে। যন্ত্রটি ভারী বলে জঙ্গলের মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে রেখে এসেছে যাতে কারো নজরে না পড়ে। কাল পাঁচজন যাবে যন্ত্রটি আনতে। মাল সরবরাহের গুহাটির কাজ শেষ হয়েছে। রেডিও বসানোর জন্য গুহা খোঁড়ার কাজ কাল শুরু করব।

২২.১২.৬৬

রেডিওর লোকটির কাজ করার জন্য গুহা খোঁড়ার কাজ আমরা আরম্ভ করেছিলাম; শুরুতে নরম মাটিতে কাজ ভালই এগোচ্ছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে কঠিন স্তরের জন্য থেমে যেতে হলো।

তারা বিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্রটি বয়ে নিয়ে এল; যন্ত্রটি বাস্তবিকই ভারী, গ্যাসোলিনের অভাবে চালিয়ে দেখে নেওয়া যায়নি। লোরো সংবাদ পাঠিয়েছে—মুখে খবর পাঠানোর জন্য সে ম্যাপগুলি দিতে পারছে না, কাল নিজে এসে দিয়ে যাবে।

২৩.১২.৬৬

পমবো আর আলেজান্দ্রোকে নিয়ে বাঁদিকের পাহাড়ের ওপরকার সমতল জমিটা আমরা দেখে আসতে গিয়েছিলাম। পায়ের চিহ্ন আমাদের ভেঙেচুরে দিতে হবে কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে সহজেই পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। যোয়াকিন এল দুজন কমরেডকে নিয়ে, সে বলল লোরো আসতে পারল না কারণ শুয়োর পালিয়ে যাওয়ায় তাকে সেটিকে খুঁজতে বেরোতে হয়েছে। এল লাগুনিলেরোর সফর সম্পর্কে নতুন কিছু জানা যায়নি। বিকালে প্রচুর পরিমাণ শুয়োরের মাংস এসে গেল, কিন্তু মদ নেই। লোরোর এ জিনিসগুলি জোটাবারও মুরোদ নেই, লোকটা, মনে হয়, বড়ই অগোছালো।

২৪.১২.৬৬

নচে বুয়েনার নামে উৎসর্গীকৃত দিন। যাদের দু-ট্রিপ দিতে হয়েছে তাদের আসতে দেরি হলো, যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে আনন্দ করা গেল, কেউ কেউ মাত্রা ঠিক রাখতে পারেনি। লোরো বলল এল লাগুনিলেরোর ট্রিপ কোনো কাজের হয়নি, একমাত্র কাজের কাজ হয়েছে নোটটুকু, তাও খুব যথাযথ নয়।

২৫.১২.৬৬

আবার যে যার কাজে, প্রারম্ভিক ক্যাম্পে আজ কোনো ট্রিপ দেবার মতো ব্যাপার ছিল না। ক্যাম্পটির নাম দেওয়া হয়েছে সি-২৪, বলিভিয়ান ডাক্তারের প্রস্তাব মতো। আমাদের ডান দিকের পাহাড়ের উপর সমতল ভূমি ডিঙিয়ে যাবার জন্য মারকোস, বেনিগনো, আর কাম্‌বা বেরিয়েছিল, সন্ধ্যায় ওরা এই খবর নিয়ে ফিরে এলো যে একটা অনুর্বর প্রান্তরের মতো ওদের চোখে পড়েছে, জায়গাটা এখান থেকে দু-ঘণ্টার পথ। কাল ওরা সে জায়গায় যাবে। কাম্‌বা ফিরেছে জ্বর নিয়ে। রাস্তা গুলিয়ে দেবার জন্য মিগুয়েল আর পাচো বাঁ দিকে কয়েকটি পথ করে দিল এবং রেডিওর গুহার দিকে যাবার পথ করল। ইন্টি, এন্টনিও, তুমা আর আমি রেডিওর জন্য সমানে গুহা খুঁড়ে চলেছি। পাথরের স্তর থাকার জন্য কাজটা খুবই শক্ত। পেছনের সারির লোকদের ওপর তাদের ক্যাম্প তৈরির কাজ দেওয়া হয়েছে, আর ভার দেওয়া হয়েছে সামনের নদীর দু'দিকে নজর রাখার জন্য যুৎসই স্থান নির্বাচনের। জায়গাটা বেশ ভালো।

২৬.১২.৬৬

ম্যাপে যে জায়গাটির নাম ইয়াকি সেই পর্যন্ত ভাল করে দেখে আসার জন্য রওনা হয়েছে ইন্টি আর কারলোস। যেতে আসতে ওদের দুদিন লাগবে ধরে নেওয়া হয়েছে।

রোলানডো, আলেজান্দ্রো আর পমবো গুহা খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কাজটা খুবই কঠিন। পাচো আর আমি বেরোলাম মিগুয়েলের তৈরি রাস্তা দেখতে, পাহাড়ের মাথার সমতলের ওপর দিয়ে রাস্তাটা আর না করাই ভাল। গুহাতে যাওয়ার রাস্তাটা বেশ ভাল এবং তার পাত্তা পাওয়া শক্ত। দুটো বিষধর সাপ মারা হয়েছিল কাল আরো একটি মারা হলো। মনে হয় জায়গাটিতে অনেক সাপ আছে। তুমা, আরতুয়ো, রুবিও, এন্টনিও শিকারে বেরিয়ে গেছে; ব্রাউলিও আর নাটো রইল অন্য ক্যাম্পটির পাহারায়। তারা এসে জানালো লোরো জীপটা উল্টে ফেলেছিল, মনজের আসবার খবরটা ওদের কাছ থেকেই জানা গেল। মারকোস, মিগুয়েল, এবং বেনিগনো পাহাড়ের উপরের সমতলের ওপর দিয়ে রাস্তা করতে সেই যে গেছে তারা আর সারা রাত ফেরেনি।

২৭.১২.৬৬

তুমার সঙ্গে আমরা বেরোলাম মারকোসের সন্ধানে। পশ্চিম দিকে ঘণ্টা আড়াই হাঁটবার পর আমরা পৌঁছলাম বাঁদিক থেকে নেমে-আসা একটা স্রোতস্বিনীর উৎসে। পায়ের ছাপ দেখে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে আমরা নামতে লাগলাম। আমি মনে করেছিলাম এদিক দিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছানো যাবে, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটেও হদিস পেলাম না। বিকাল পাঁচটার পর আমরা ১ নম্বর ক্যাম্পের ৫ কিলোমিটারের মতো নিচে নাকাহুয়াসুতে পৌঁছলাম এবং ৭টায় পৌঁছলাম ক্যাম্পে। সেখানে আমরা জানতে পারলাম মারকোস কাল রাত্তিরে সেখানে কাটিয়েছে। আগে থেকে লোক পাঠিয়ে তাদের খবর দেবার ব্যবস্থা করিনি, কারণ আমি মনে করেছিলাম মারকোসের কাছ থেকে আমার সম্ভাব্য গন্তব্য পথের কথা জানতে পারবে। ভাঙা জীপটা দেখলাম। লোরো কামিরিতে গেছে স্পেয়ার পার্টস আনতে। নাটোর বক্তব্য গাড়ি চালাতে চালাতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার ফলেই জীপটা উল্টে গেছে।

২৮.১২.৬৬

আমরা যখন ক্যাম্পে ফিরবার জন্য বেরোচ্ছি, উরবানো আর এন্টনিও উপস্থিত হলো আমার খোঁজে। মিগুয়েলকে নিয়ে মারকোস পাহাড়ের মাথায় সমতল ভূমির উপর দিয়ে ক্যাম্পে যাবার রাস্তা বের করতে গিয়ে এখনো ফেরেনি। বেনিগনো আর পমবো গেছে আমাকে খুঁজতে, যে পথে আমরা বেরিয়েছি সেই একই পথে। ক্যাম্পে ফিরে দেখি মারকোস আর মিগুয়েল আগেই এসে গেছে। ক্যাম্পে ফিরে আসতে না পেরে তারা পাহাড়ের মাথার ওপর সমতল ভূমিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমার উপর যেরকম ব্যবহার হয়েছে সে সম্পর্কে মারকোস অনুযোগ করল। মনে হলো অভিযোগটা যোয়াকিন, আলেজান্দ্রো আর ডাক্তারের বিরুদ্ধে। ইন্টি আর কারলোস ফিরে এসে জানালো লোকজন বাস করে এমন কোনো বাড়ি তাদের চোখে পড়েনি, কেবলমাত্র একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দেখতে পেয়েছে, ম্যাপে ইয়াকি বলে যেটি চিহ্নিত সম্ভবত সেটি নয়।

২৯.১২.৬৬

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝবার জন্য মারকোস, মিগুয়েল, আলেজান্দ্রোকে নিয়ে আমরা ন্যাড়া পাহাড়ে গিয়েছিলাম। মনে হলো এখান থেকে পম্পাদেল্ তিস্রের (প্রান্তর) শুরু। ১৫০০ মিটার উঁচু পাহাড়ের সারি, সমান উচ্চতা, একটিতেও গাছপালা নেই। বাঁ দিকের পাহাড়ের মাথার সমতলভূমি বাদ দিতে হবে। কারণ সেটা ধনুকের খিলানের মতো হয়ে নাকাহুয়াসুর দিকে নেমে গেছে। এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগল পাহাড় বেয়ে নেমে ক্যাম্পে পৌঁছুতে। আটজনকে পাঠানো হয়েছিল রসদ খুঁজে পেতে আনতে কিন্তু পুরো মাল তারা আনতে পারেনি। ব্রাউলিও আর নাটোর জায়গা নিয়েছে রুবিও আর ডাক্তার। আসবার আগে রুবিও আরো একটি রাস্তা তৈরি করে এসেছে। নদীর পাথর দিয়ে এই রাস্তাটা শুরু হয়ে আরো পাথরের ওপর দিয়ে ওপারে চলে গেছে, ফলে কোন চিহ্ন থেকে যায়নি। গুহায় আজ আর কাজ হয়নি, লোরো কামিরি চলে গেল।

৩০.১২.৬৬

প্রবল বর্ষণের জন্য নদী ফেঁপে উঠেছে; এই বর্ষণ সত্ত্বেও চারজনকে পাঠানো হয়েছিল এক নম্বর ক্যাম্পে ফেলে আসা জিনিসপত্র বিলিব্যবস্থা করতে; ক্যাম্প ঝেড়ে পুঁছে আসা হয়েছে। বাইরের কোনো খবর নেই। ছয়জন গিয়েছিল গুহায়, যা কিছু রাখবার তা সেখানে রাখতে মাটি নরম ছিল বলে উনুন তৈরির কাজ শেষ করতে পারা যায়নি।

৩১.১২.৬৬

সাড়ে সাতটায় ডাক্তার এসে খবর দিল মনজে এসে পৌঁছেছে। আমি ইন্তি, তুমা, উরবানো আর আর্তুরোকে নিয়ে গেলাম। অভ্যর্থনা হৃদ্যতাপূর্ণ হলেও বেশ একটা চাপা শঙ্কার ভাব। 'এখানে তুমি কি মনে করে?' প্রশ্নটা যেন হাওয়ায় ভাসছে মনজের সঙ্গে এসেছে নতুন রিক্রুট 'প্যান ডিভিনো'; তানিয়া এসেছে কী করতে হবে জানবার জন্য; এবং রিকার্ডো এসেছে এখানে থাকবে বলে।

মনজের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হলো সাধারণ কথায়। কিন্তু মনজে কিছুক্ষণের মধ্যেই আদত কথা পাড়ল, সংক্ষেপে তিনটি মূল শর্ত ঃ

(১) মনজে পার্টির নেতৃত্ব ত্যাগ করবে, কিন্তু পার্টি অন্তত যাতে হাত গুটিয়ে না থাকে তার ব্যবস্থা সে করতে পারবে, লড়াইএর জন্য কর্মী জুটিয়ে আনবে।

(২) যতদিন বলিভিয়ার পরিবেশে বিপ্লব চলবে ততদিন সংগ্রামের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব তার হাতে থাকবে।

(৩) দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারটা সে-ই করবে, মুক্তি আন্দোলনে তাদের ক্রমশ সহায়ক করে তুলতে চেষ্টা চালাবে। (দৃষ্টান্ত হিসাবে ডগলাস ব্রাভোর কথা উল্লেখ করল)।

উত্তরে আমি বললাম পার্টির সেক্রেটারি হিসাবে প্রথম বিষয়টি তারই বিবেচ্য, যদিও আমি মনে করি তার সিদ্ধান্ত ভুল। এতে আছে দোদুল্যমানতা এবং সুবিধাবাদী

মনোভাব এবং মাথা নোয়ানোর অপরাধে যাদের নিন্দা করা উচিত তাদের নাম ইতিহাসে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সুযোগ করে দেওয়া। সময়ে প্রমাণিত হবে আমার কথা ঠিক।

তৃতীয় বিষয়টি সে চেষ্টা করে দেখতে পারে, আমার কোনো আপত্তি নেই; তবে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। কোডোভিলাকে বলা ডগলাস ব্রাভোকে সমর্থন করতে, আর তাঁকে বলা পার্টির ভিতরের বিদ্রোহকে ক্ষমা করতে, একই কথা। এ ক্ষেত্রেও সময়ই হবে বিচারকর্তা।

দ্বিতীয় বিষয়টি আমি কোনোরকমেই মানতে পারি না। আমিই থাকবো সামরিক প্রধান এবং এ ব্যাপারে কোনো রকম জোড়াতালি চলবে না। এখানে আলোচনা অচল হয়ে পড়ল এবং দূষিত আবর্তে শেষ হলো।

ঠিক হলো মনজে এ ব্যাপারে চিন্তা করবে এবং বলিভিয়ান কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করবে। আমরা নতুন ক্যাম্পে গেলাম সেখানে সে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলল এবং এখানে থেকে যাওয়া অথবা পার্টিকে সমর্থন করা এই দুটির একটি তাদের বেছে নিতে বলল। প্রত্যেকেই জানালো তারা থেকে যাবে, ব্যাপার দেখে মনজে হতভম্ব হলো।

১২টার সময় আজকের তারিখের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মনে করিয়ে দিয়ে আমরা পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে মদ্যপান করলাম। মনজের কথাগুলোর সুযোগ নিয়ে উত্তরদান প্রসঙ্গে আমি এটাকে মহাদেশীয় বিপ্লবের 'গ্রিটো দ্য মুরিলো' বলে চিহ্নিত করে বললাম—সামনে যখন বিপ্লবের কাজ তখন তুচ্ছ আমাদের জীবন।

মাসিক বিশ্লেষণ

কিউবানদের দলটি গড়া সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়েছে, মনোবল ভালো, সমস্যা যা আছে ছোটোখাটো। বলিভিয়ানরা চমৎকার যদিও সংখ্যায় তারা কম। মনজের মনোভাব একদিক থেকে ঘটনার গতি বুঝে দিতে পারে আবার অন্যদিক থেকে আমাকে রাজনৈতিক জট থেকে মুক্তি দিতে পারে। পরবর্তী কাজ হলো, আরো বলিভিয়ানদের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়াও গুয়েবারা ও আর্জেন্টিনার লোকদের সঙ্গে, মরিসিও ও জোযামির (মাসেত্তি আর বিরুদ্ধ-মতের পার্টি) সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়া।

জানুয়ারী

১.১.৬৭

সকালে মনজে বলল----সে ফিরে চলে যাচ্ছে, এবং আট তারিখ পার্টি-নেতাদের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করবে। এসব কথা আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করেনি। সে মনে করে যে কাজে সে এসেছিল সে কাজ চুকে গেছে। এমন একটা ভাব করে সে চলে গেল যেন কেউ তাকে ফাঁসিমঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে। আমার ধারণা যখন সে কোকোর কাছে জানতে পারল যে রণনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে নড়ানো যাবে না তখনই সে এটাকে ভাঙন সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করল, কারণ তার যুক্তিতে কোনো সঙ্গতি ছিল না।

বিকালে আমি সকলকে একত্রিত করে মনজের মনোভাবের কথা বুঝিয়ে বললাম। ঘোষণা করলাম যারা বিপ্লব চায় এমন সকলের সঙ্গেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। বলিভিয়ানদের সামনে কি কঠিন এবং মানসিক যন্ত্রণার দিন আসছে সে কথাও বললাম। পরস্পর মিলিত আলোচনার ভিত্তিতে অথবা রাজনৈতিক কমিসার মারফৎ আমরা তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।

মরিসিও ও জোযামির সঙ্গে দেখা করে তাদের নিয়ে যাতে এখানে একটা আলোচনা-সভা করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে তানিয়ার আর্জেন্টিনায় যাত্রার ব্যবস্থা করে দিলাম। সানকেজের কোন্ কোন্ কাজ করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম। রাদোলফো, লয়োলা ও হুমুবার্টোকে আপাতত লা-পাজে রাখতে সকলে রাজী হলাম। সয়োলার বোনদের মধ্যে একজন থাকবে কামিরিতে আর কালভিমন্টে থাকবে সান্তাক্রুজে। মিটো সুক্রে অঞ্চলে ঘুরে দেখবে কোথায় সে আস্তানা করতে পারে। লোয়ালা টাকাপয়সার দায়িত্বে থাকবে; আশি হাজার পাঠানো হবে, তার মধ্য থেকে কুড়ি হাজার খরচ হবে কালভিমন্টের ট্রাক কেনা বাবদ। গুয়েভারার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে সানকেজ তার সঙ্গে যোগযোগ করবে। কার্লোর এক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে কোকো সান্তাক্রুজে যাবে এবং হাভানা থেকে যে তিনজন আসবে তাদের অভ্যর্থনা করার দায়িত্ব তাকে দেবে। ফিডেলের কাছে সেইমতো বার্তা পাঠালাম, বার্তাটি ২ নম্বর দলিলে রয়েছে।

২.১.৬৭

সকালটা কাটলো সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠি লিখতে। অন্যরা (সানকেজ, কোকো, তানিয়া) বিকালের দিকে ফিডেলের বক্তৃতা শেষ হবার পর চলে গেল। তিনি আমাদের সম্পর্কে এমনভাবে উল্লেখ করলেন যে, জানি না সম্ভব কিনা, তবে আমাদের বাধ্যবাধকতা আরো বেড়ে গেল।

শিবিরে একমাত্র কাজ হলো—গুহা খোঁড়ার। আর সবাই বেরিয়ে গেল অন্য শিবির থেকে জিনিসপত্রের খোঁজে। মারকোস, মিগুয়েল আর বেনিগনো বেরিয়ে গেল, উত্তরে কি আছে না আছে দেখতে, ইন্টি আর কার্লোস গেল নাকাহুয়াসুর দিকে—যতক্ষণ না তারা লোকচক্ষুর গোচরে গিয়ে পড়ে। যোয়াকিন আর এলো মেডিকোর উচিত ইয়াকি নদীমুখ অথবা যতক্ষণ না লোকচক্ষুর গোচরে আসে ততদূর পর্যন্ত দেখেশুনে আসা। পাঁচ দিনের মতো সময় তাদের সকলেরই হাতে থাকবে।

মনজেকে বিদায় দিতে যারা গিয়েছিল তারা ক্যাম্পে ফিরে এসে সংবাদ দিল এল লোরো এখনো ফিরে আসেনি।

৩.১.৬৭

আমরা গুহার ছাত তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছিলাম কিন্তু শেষ করতে পারিনি। আগামী কাল শেষ করতেই হবে। দুজন মাত্র মালপত্র বয়ে আনতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে জানালো সকলেই গত রাত্রে চলে গেছে। বাকি কমরেডরা রান্নাঘরের ছাত তৈরির কাজে লেগেছিল; সেটা তৈরি হয়ে গেছে।

৬.১.৬৭

সকালে মারকোস, যোয়াকিন, আলেজান্দ্রো আর আমি গিয়েছিলাম ন্যাড়া পাহাড়ের উপরের সমভূমিতে। সেখানে গিয়ে আমি স্থির করলাম : এল, কামবা আর পাচোকে নিয়ে মারকোস লোকচক্ষু এড়িয়ে ডানদিকে নাকাহুয়াসু পৌঁছবার চেষ্টা করবে। ব্রাউলিও আর আনিকেতোকে নিয়ে মিগুয়েল পাহাড়ের উপরের সমভূমির মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে; যেটাকে প্রধান পায়ে চলার পথ করা যাবে। যোয়াকিন-বেনিগনো আর ইন্টিকে নিয়ে রিও ফ্রিস যাবার খোঁজ করবে। ম্যাপ অনুসারে গিরিসঙ্কটটি পাহাড়ের উপরের সমভূমির অপর পাশে নাকাহুয়াসুর সমান্তরালে চলেছে। এটা নিশ্চয়ই হবে টাইগার পাম্পা।

বিকালে এল লোরো পৌঁছাল দু-টি খচ্চর নিয়ে; দু হাজার পেসো দিয়ে কিনেছে। ভালোই কিনেছে। জানোয়ার দু-টি পোষমানা এবং শক্তসমর্থ। লোরো যাতে কাল চলে যেতে পারে তার জন্যে ব্রাউলিও আর পাচোর খোঁজ করতে বলা হলো। তাদের জায়গায় আসবে কার্লোস আর মেডিকো।

ক্লাসের পর গেরিলা যোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় গুণাবলী এবং আরো শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমি তুলে ধরলাম। আমাদের ব্রত এমন একটা লৌহদৃঢ়

প্রাণকেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) গড়ে তোলা যা লোকের কাছে দৃষ্টান্ত-স্থল হয়ে থাকবে।— একথা ব্যাখ্যা করে বললাম, এবং প্রসঙ্গত বুঝিয়ে বললাম ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনে পড়াশোনার কেন খুব দরকার। তারপরে গ্রুপগুলির নেতা যোয়াকিন, মার্কোস, আলেজান্দ্রো, ইন্টি, রোলানডো, পমবো, এল মেডিকো, এল নাটো, আর রিকার্ডোকে এক জায়গায় ডাকলাম। তাদের বুঝিয়ে বললাম অধিনায়কত্বের দিক থেকে যোয়াকিনকে কেন দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছিল। এটা মার্কোসের দোষে হয়েছে, এবং একই ভুলের বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। নববর্ষের দিনে মিগুয়েলের সঙ্গে যা ঘটেছে তার জন্য আমি যোয়াকিনের মনোভাবের সমালোচনা করলাম, এবং সেইসঙ্গে সংগঠনের উন্নতির জন্য যে কাজগুলি অবশ্য করণীয় তাও কিছু কিছু বুঝিয়ে বললাম। শেষে রিকার্ডো আমাকে বলল তানিয়ার সামনে ইভানের সঙ্গে তার কি হয়েছিল। তারা পরস্পরকে গালিগালাজ করেছে এবং রিকোর্ডো ইভানকে জীপ থেকে নেমে যেতে বলেছে। কমরেডদের মধ্যে এ ধরনের বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটায় আমাদের কাজ মাটি হচ্ছে।

৭.১.৬৭

সন্ধানকারীরা চলে গেল। শুধু আলেজান্দ্রো আর এল নাটো 'গণ্ডোলার' সওয়ারী হলো। বাকি সবাই ক্যাম্প ডিউটিতে ছিল। ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট এবং আর্টুরোর জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গুহার উপর আর একটি ছোট ছাত তৈরি হয়েছে এবং কুয়াটি মেরামত করা হয়েছে। খাঁড়ির উপর দিয়ে ছোট্ট একটি পুলও তৈরি হয়েছে।

১০.১.৬৭

পুরনো ক্যাম্পে স্থায়ী পাহারার ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। কার্লোস আর এল্ মেডিকোর জায়গায় দেওয়া হয়েছে বুবিও আর অ্যাপোলিনারকে। নদীতে এখনো ঢল, যদিও জল নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এল লোরো সান্তাক্রুজে গিয়েছিল, এখনও ফিরে আসেনি।

এল মেডিকো (মোরো), তুমা আর আমি পমবো দেল টিগ্রেতে উঠেছিলাম এন্টোনিওকে নিয়ে; ওর ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকার কথা ছিল। সেখানে আমি এন্টোনিওকে বুঝিয়ে দিলাম খাঁড়ির সন্ধানে তার কাজ কি হবে, যে খাঁড়িটি সম্ভবত ক্যাম্পের পশ্চিমে রয়েছে। এখান থেকে আমরা মার্কোসের সেই পুরনো পথের যোগাযোগ খোঁজ করেছিলাম। এটা বরং সহজেই পাওয়া গেল। সন্ধানী দলের ছয়জন ভোরের দিকে এসে পৌঁছাল : ব্রাউলিও আর আনিকেতোকে নিয়ে এলো মিগুয়েল এবং এলো বেনিগনো আর ইন্টিকে নিয়ে এলো যোয়াকিন। মিগুয়েল আর ব্রাউলিও এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল যেখান থেকে একটা নদী বেরিয়ে পাহাড়ের উপরে সমভূমি ফুঁড়ে আর একটা নদীতে গিয়ে পড়েছে—বোধ হয় ওটাই নাকাহুয়াসু। যোয়াকিন নদী বরাবর কিছুদূর নেমে গিয়েছিল, এ নিশ্চয়ই এল্ ফ্রায়াজ নদী;

যোয়াকিন আরও খানিকটা গেল। আরেকটি দলও নিশ্চয়ই এই একই রাস্তা ধরে এগিয়েছিল; তার মানে আমাদের ম্যাপগুলো তেমন খারাপ নয়—কেননা দুটি নদী বনাঞ্চলের দ্বারা ভাগ হয়ে ভিন্ন খাতে বয়ে এলো গ্রান্ডেতে গিয়ে পড়েছে। মার্কোস এখনো ফিরে আসেনি।

হাভানা থেকে এক বেতারবার্তা পেলাম। তাতে বলা হয়েছে—এল্ চিনো আর এল্ মেডিকো ১২ তারিখে রওনা হবে; রেডিও যন্ত্রকুশলী আর রীয়া রওনা হবে ১৪ তারিখে। তাতে আমাদের আর দুজন কমরেড সম্পর্কে উল্লেখ নেই।

১১.১.৬৭

কার্লোস আর আর্তুরোকে নিয়ে এন্টনিও সন্নিহিত খাঁড়ি এলাকার খোঁজখবর নিতে গিয়েছিল। রাত্রে সে ফিরল একটামাত্র খবরের মতো খবর নিয়ে; খবরটি হলো—গোচারণ ভূমির যেখানে আমরা শিকার করি তার সামনে নাকাহুয়াসুতে সোঁতাটি শেষ হয়েছে।

আলেজান্দ্রো আর পমবো আর্তুরোর গুহায় বসে ম্যাপ তৈরি করছিল। তারা এসে খবর দিল আমার বইগুলি ভিজে গেছে; কতকগুলো তো একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, রেডিওর সাজসরঞ্জাম ভিজে গেছে এবং মরচে পড়েছে। এই সঙ্গে জানালো আর্তুরোর যোগ্যতার দুঃখজনক একটা দিক,—দুটি রেডিও ভেঙে গেছে।

মার্কোস এল রাতে। প্রত্যাশিত জায়গাটিতে। নাকাহুয়াসু নদীর দেখা মেলেনি। এমনকি যাকে আমরা ফ্রায়াজ নদী মনে করেছিলাম সেখানেও নাকাহুয়াসু এসে পড়েনি। আমরা "চাকোও" (ফল ও সব্জীর জন্য জমি তৈরি করা) শিক্ষা করতে শুরু করেছি, এ-বিষয়ে আনিকেতো আর পেড্রো হলো আমাদের গুরু।

আজ 'বোরো' পোকার দিন। মার্কোস, কার্লোস, পোম্বো, এন্টনিও, মোরো আর যোয়াকিনের গা থেকে পোকার শুঁয়োগুলো বার করা হলো।

১২.১.৬৭

'গন্ডোলা' পাঠানো হয়েছে ফেলে আসা জিনিসগুলি আনতে। এল-লোরো এখনো ফিরে আসেনি। আমরা আমাদের পাহাড়গুলোতে উঠবার অভ্যাস করলাম। তার মানে পাশের দিকগুলো উঠতে দুই তিন ঘণ্টা আর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছতে মাত্র সাত মিনিট সময় লাগে। এখান থেকেই আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালাতে হবে। যোয়াকিন আমাকে বলল,—সেদিনকার আলোচনা সভায় মার্কোসের ভুল সম্পর্কে উল্লেখ করায় মার্কোস মনে আঘাত পেয়েছে। ওর সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে।

১৩.১.৬৭

মার্কোসের সঙ্গে কথা বললাম। বলিভিয়ানদের সামনে সমালোচনা করা হয়েছে, এই তার অভিযোগ। ওর যুক্তির কোনো অর্থ নেই। আবেগ প্রবণতার দিক ছাড়া বাকি

কথাগুলির গুরুত্ব নেই। তার সম্পর্কে আলেজান্দ্রো জঘন্য উক্তি করেছে বলল। ব্যাপারটার ফয়সালা করা হলো। দেখা গেল বাজে চুটকি কথা ছাড়া এর পেছনে কোনো খারাপ মতলব ছিল না। মার্কোসের রাগ খানিকটা পড়ল।

ইন্টি আর মার্কোস শিকারে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু আনতে পারেনি।

খচ্চরের পিঠে চড়ে যাওয়া যায় এমন একটা স্থানে দলগুলি গুহা খুঁড়তে গিয়েছিল, কিন্তু সেদিক থেকে কিছুই করা গেল না। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি একটা কুটির তৈরি করা হবে ঠিক হলো। আলেজান্দ্রো আর পোম্বো প্রবেশপথ কিভাবে সুরক্ষিত করা যায় তা খুঁটিয়ে দেখে গড়খাই কাটার জন্য জায়গা চিহ্নিত করেছে। আগামী কাল এ কাজ চলবে। রুবিও আর এপোলিনার ফিরে এসেছে; ব্রাউলিও আর পাচো পুরনো ক্যাম্পে চলে গেল। লোরোর কোনো খবর নাই।

১৪.১.৬৭

বেনিগনোকে বাদ দিয়ে মার্কোস তার অগ্রগামী দলটিকে নিয়ে ভাটির দিকে চলে গেল আশ্রয় তৈরি করতে। তাদের ফিরে আসার কথা ছিল রাতে কিন্তু বৃষ্টির দরুন দুপুরে চলে এসেছে কুটিরের কাজ শেষ না করে।

যে দলটি গড়খাই কাটার কাজে হাত দিয়েছে তাদের নেতা ছিল যোয়াকিন। মোরো, ইন্টি, উর্বানো আর আমি গিয়েছিলাম খাঁড়ির দক্ষিণে পাহাড়ের উপরের সমভূমির উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে একটা পথ তৈরি করতে। এই পথটি আমাদের ঘাঁটির সীমানা হবে। কিন্তু কাজটি সুবিধামতো হলো না, দেখা গেল তার জন্যে বেশ বিপজ্জনক পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে ওঠা দরকার। দুপুরে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় সব কাজ বন্ধ থাকল।

১৫.১.৬৭

আমি শিবিরে থেকে শহরের কর্মীদের জন্য নির্দেশ লিখেছি। আজ রবিবার বলে আমরা কেবল আধবেলা কাজ করেছি। অগ্রগামী দলটিকে নিয়ে মার্কোস ছিল কুটিরের কাজে, পেছনের এবং মধ্যের দলটা ছিল গড়খাই কাটার কাজে। রিকার্ডো, উবার্নো আর এন্টনিও গতকাল যে রাস্তাটি খোলা হয়েছে সেটাকে আরো ভালো করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি, যে পাহাড় হয়ে নদীতে যেতে হয় তার আর উপরের সমভূমির (firme) মাঝখানে দুরারোহ খাড়াই রয়েছে।

পুরনো ক্যাম্পের দিকে আজ কোনো ট্রিপ হয়নি।

১৬.১.৬৭

গড়খাই কাটার কাজ চলেছে, এখনো শেষ করা যায়নি। মার্কোস বেশ ভালো ছোটখাটো একটা কুটির নির্মাণ করে তার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। এল্ মেডিকো আর কার্লোসকে ব্রাউলিও আর পেড্রোর জায়গায় দেওয়া হয়েছে। ওরা খবর এনেছে

যে লোরো ফিরে এসেছে এবং খচ্চর নিয়ে আসছে। আনিকেতো ও তার সঙ্গে দেখা করতে গেল, তা সত্ত্বেও এখনো লোরোর কোনো পাত্তা নেই। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে আলেজান্দ্রোর ম্যালেরিয়া হয়েছে।

১৭.১.৬৭

নড়াচড়ার ব্যাপারটা আজ যৎসামান্য; পয়লা সারির গড়খাই আর কুটিরের কাজ শেষ।

এল লোরো এসেছিল তার ট্রিপ সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কেন গিয়েছিল। সে বলল, সে ধরে নিয়েছিল যে তার যাবার কথা স্বতঃসিদ্ধ ছিল এবং এও কবুল করল যে সেখানে ওর এক মেয়েমানুষ আছে তার সঙ্গেও দেখা করতে গিয়েছিল। সে খচ্চরের সাজ-সরঞ্জামও এনেছে, কিন্তু পশুটিকে নদীর ভিতর দিয়ে হাঁটিয়ে আনতে পারেনি।

কোকোর খবর নেই; এত দেরি দেখে বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে।

১৮.১.৬৭

ভোরবেলা থেকেই আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, তাই আমি ট্রেঞ্চ পরিদর্শন করতে গেলাম না। উর্বানো, নাটো, ডাক্তার (মোরো), ইন্টি, আনিকেতো আর ব্রাউলিও 'গন্ডোলা' করে চলে গেল। আলেজান্দ্রো আজ কাজ করেনি, কারণ তার শরীর ভালো নেই।

কিছুক্ষণ পরে জোর বৃষ্টি নামলো। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে লোরো আমাকে জানাতে এলো যে আরগানারাজ আমাদের সব ব্যাপার জানে এমন ভাব দেখিয়ে এন্টনিওকে বলেছে, সে কোকেনের ব্যবসায় অথবা 'আমরা যা কিছু করছি' তাতে শরিক হতে চায়। 'আমরা যা কিছু করছি' এই কথা বলে সে বোঝাতে চেয়েছে যে, সে সন্দেহ করছে এর ভেতর আরো কিছু ব্যাপার আছে। আমি লোরোকে খবর দিয়েছি তাকে যেন কথা দেয়, কিন্তু কিছু দেয়াথোয়া নয়; সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়ে দেবে জীপে করে সে যে ট্রিপগুলি দেয় সেই বাবদ পাওনার বেশি কিছু সে যেন আশা না করে। যদি সে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার শাস্তি যে মৃত্যু সে হুমকিও যেন তাকে দেয়। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল বলে লোরো তাড়াতাড়ি চলে গেল, পাছে নদীতে জল বাড়ার জন্য আটকে যায়।

'গন্ডোলা' আটটায় আসেনি; আরোহীদের জন্য রাখা খাবারগুলি খেয়ে ফেলতে বলা হলে গোগ্রাসে কাজ শেষ হলো। কয়েক মিনিট পরে ব্রাউলিও আর নাটো এসে জানাল অপ্রত্যাশিত ঢলের জন্য পথে তারা আটকা পড়ে, তবু তারা সকলে যখন আসবার চেষ্টা করছিল তখন ইন্টি জলে পড়ে যায়; রাইফেলটি খোয়া যায় এবং ইন্টি আঘাত পায়। তাই বাকি সবাই সেখানে রাত কাটাবে বলে ঠিক করেছে, এরা দু-জন অতি কষ্টে এসে পৌঁছিয়েছে।

১৯.১.৬৭

দিন শুরু হলো গতানুগতিক ভাবে; প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাগুলি এবং ক্যাম্পের এটাসেটা ভালো করার কাজের মধ্য দিয়ে। মিগুয়েল প্রচণ্ড জ্বরে শয্যাশায়ী, লক্ষণ দেখে মনে হলো ম্যালেরিয়া। আমার সারাদিন শীত করেছে, কিন্তু রোগটা আমাকে ধরে ফেলেনি।

যে চারজন পথে আটকা পড়েছিল তারা এসে পৌঁছল সকাল আটটায়, সঙ্গে নিয়ে এসেছে প্রচুর পরিমাণ 'চোকলো'। তারা আগুন জ্বেলে তার চারপাশে গাদাগাদি করে বসে রাত কাটিয়েছে। নদীর জল নেমে যাওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করেছে। রাইফেলটা যদি উদ্ধার করা যায়।

বিকাল প্রায় চারটায় রুবিও আর পেড্রো অন্য ক্যাম্পের পাহারার ডিউটি বুঝে নিয়ে চলে যাবার পর, লেফটেন্যান্ট ফারন্যানডেজ সাদা পোশাকের চারজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে একটা ভাড়াটে জীপে করে উপস্থিত। এসেছিল কোকেনের খোঁজে। ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলাতে কিছু অস্বাভাবিক জিনিস তাদের নজরে পড়ল,—যেমন আমাদের বাতি জ্বালাবার জন্য কেনা ক্যালসিয়াম কারবাইড; যা তখন পর্যন্ত গুহায় নিয়ে না যাওয়ায় সেখানে পড়ে ছিল। লোরোর থেকে তারা পিস্তলটি কেড়ে নিল, কিন্তু মাউজার ও '২২'টি রেখে গেল। আরগানারাজের '২২'টি নেবার 'ভান করল'—লোরোকে সেটা দেখালও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেখে গেল, সতর্ক করে গেল যে তারা সব জানে এবং আমাদের উচিত ছিল তাদের হিসেবের মধ্যে ধরা। কামিরিতে গিয়ে পিস্তল ফেরৎ পাবার দাবি করতে পারে লোরোকে এই কথা জানিয়ে লেফটেন্যান্ট ফারন্যানডেজ বলল—"একবার এসে আমার সঙ্গে কথা বলে যেও, তবে বেশি হাঁকডাক কোরো না"। 'ব্রেজিলিয়ানদের' সম্পর্কেও সে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেল।

লোরোকে নির্দেশ দেওয়া হলো এল্ ভালেগ্রানডিনো আর আরগানারাজকে সে যেন হুমকি দেয়। এরাই গোয়েন্দাগিরি আর আমাদের সম্পর্কে বদনাম রটাবার জন্য দায়ী। আরো বলা হলো পিস্তলের সন্ধানের নাম করে সে যেন কামিরি যায়, উদ্দেশ্য থাকবে কোকোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা (আমার মনে হয় এখনো সে বাইরে আছে)। যতদিন সম্ভব আমাদের বনের ভেতর থাকতে হবে।

২০.১.৬৭

আমি জায়গাগুলি পরিদর্শন করেছি; এবং গতরাতে যেভাবে বুঝিয়ে বলেছিলাম সেভাবে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা কার্যকরী করার নির্দেশ দিয়েছি। নদীর সীমানাব্যাপী একটা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দ্রুতগতি প্রতিরক্ষার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা। নদীর সমান্তরাল স্থানে অবস্থানরত অগ্রগামীদের প্রতি-আক্রমণের উপর এই পরিকল্পনা নির্ভর করবে; নদীটা একটা নালীতে গিয়ে পড়েছে, সেখানে থাকবে পশ্চাদ্দিকরক্ষক দল।

আমরা অনুশীলন ড্রিল করার ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু পুরনো ক্যাম্পের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। খামারে এক বেটা বিরক্তিকর লোক এসেছে, তার

'এম-২' দিয়ে কেবলই গুড়ুম গুড়ুম করছে। সে নাকি আরগানারাজের 'বন্ধু' এবং ছুটির কটি দিন তার বাড়িতে কাটাতে এসেছে। অনুসন্ধানকারী দল পাঠানো হয়েছে, এবং আমরা আরগানারাজের বাড়ির কাছাকাছি জায়গায় ক্যাম্পটি সরিয়ে নেব। যদি অবস্থা খারাপের দিকে যায় তাহলে এই অঞ্চল ছেড়ে যাবার আগে তার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হয়ে যাবে।

মিগুয়েলের জ্বর বাড়ার দিকে রয়েছে।

২১.১.৬৭

একটা নকল যুদ্ধের মহড়া করা হলো; কোনো কোনো ব্যাপারে ব্যর্থতা দেখা গেলেও সাধারণভাবে ভালোই বলা চলে। সময়মতো হটে আসার ব্যাপারটার উপর জোর দিতে হবে, এখানেই ছিল এই ড্রিলের সবচেয়ে দুর্বলতার দিক। নির্দিষ্ট কাজগুলি করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে ব্রাউলিওর সঙ্গে একদলকে পাঠালাম পূবদিকে সমান্তরাল একটি রাস্তা করতে, আর একদলকে পাঠালাম রোলানডোর সঙ্গে পশ্চিমদিক বরাবর আর একটা রাস্তা তৈরি করতে। পাচো গেল ন্যাড়া পাহাড়টায় রেডিওর যন্ত্রপাতি কাজ করে কিনা পরীক্ষা করতে, আনিকেতোকে নিয়ে মার্কোস গেল একটা উপায় বের করা যায় কিনা দেখতে যাতে আরগানারাজের উপর যথেষ্ট নজর রাখা যায়। মার্কোস ছাড়া আর সবাইকে দু-টার মধ্যে ফিরে আসার কথা। শোনার কাজ যাচাই করা এবং পথ তৈরি, দুটো কাজই ভালোভাবে হয়েছে। বৃষ্টির দরুন নজর রাখার কোনোরূপ সম্ভাবনা না থাকায় মার্কোস আগেই চলে এসেছে। পেড্রো বৃষ্টির মধ্যে এসে পৌঁছালো কোকোকে নিয়ে, তার সঙ্গে ছিল আরো তিনজন নতুন রিক্রুট—বেঞ্জামিন, ইউসেবিও এবং ওয়াল্টার। প্রথমজন এসেছে কিউবা থেকে। অস্ত্রশস্ত্র চালাতে জানে বলে তাকে অগ্রগামী দলে পাঠানো হলো, বাকি দু-জন থাকলো পেছনের রক্ষীদলে। মারিও মনজে কিউবা-থেকে-আসা তিনজনের সঙ্গে কথা বলেছে এবং তাদের প্ররোচিত করেছে গেরিলা-বাহিনীতে যোগ না দিতে। সে পার্টি কমিটি থেকে ইস্তফা তো দেয়ইনি, এই সঙ্গে যুক্ত দলিলটিও (৪ নম্বর দলিল) ফিডেলের কাছে পাঠিয়েছে। তানিয়ার কাছ থেকে একটা চিরকুট পেয়েছি যাতে তার চলে যাবার কথা এবং ইভানের অসুস্থতার খবর রয়েছে; তার কাছ থেকেও একটা চিঠি পেয়েছি (৫নং দলিল)। রাতে আমি পুরা দলটিকে ডেকে দলিলটি পড়ে শোনালাম এবং দলিলে প্রস্তাবের (ক) এবং (খ) অংশে যেসব অসামঞ্জস্য রয়েছে তা দেখিয়ে দিলাম; তারপরে এর সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু উত্তাপ যোগ করলাম। মনে হলো সকলের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছে। নবাগত তিনজনের মধ্যে দু-জনেই নিশ্চিতভাবে জেনে এসেছে তারা কি করছে এবং তাদের মনেও গভীর বিশ্বাস রয়েছে। সকলের কনিষ্ঠজন এক আয়মারণ কৃষক, দেখতে বেশ শক্ত এবং স্বাস্থ্যবান।

২২.১.৬৭

তেরজনকে নিয়ে 'গন্ডোলা' পাঠানো হয়েছিল; এদের সঙ্গে ব্রাউলিও আর ওয়াল্টার গিয়েছিল পেড্রো আর এল্ বুবিওর বদলি। বিকালে তারা সমস্ত মালপত্র ছাড়া চলে এসেছে। আসার পথে এল্ বুবিও দারুণভাবে পড়ে গিয়েছিল, তবে আঘাত গুরুতর নয়।

পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝিয়ে এবং চিঠিপত্রের যোগাযোগ ব্যবস্থা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ফিডেলের কাছে একটা দলিল লিখলাম। এটা গুয়েভারার সঙ্গে লা পাজে পাঠাতে হবে যদি সে পূর্ব নির্দিষ্ট কাজে ২৫ তারিখে কামিরিতে আসে।

শহরের কেডারদের জন্য নির্দেশ লিখলাম (দলিল ৩)। 'গন্ডোলা' আসার জন্য ক্যাম্পে আজ তেমন কাজ হতে পারেনি। মিগুয়েল কিছুটা ভালোর দিকে, কিন্তু কার্লোর জ্বর খুবই বেশি। আজ যক্ষ্মারোগ সংক্রান্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। শিকারে দুটি টার্কি গুলি করে মারা হয়েছে, একটি জন্তু ফাঁদে পড়েছিল; কিন্তু ফাঁদে থাবা কেটে যাওয়াতে সে পালাতে পেরেছে।

২৩.১.৬৭

ক্যাম্পের ভিতরের কাজ আর কতকগুলি সন্ধানের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ঃ ইন্টি, রোলানডো, আর্তুরোকে পাঠানো হয়েছে এমন একটা সম্ভাব্য লুকোবার জায়গা খুঁজে বের করতে যা ডাক্তার আহতদের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। মার্কোস, উর্বানো আর আমি গিয়েছিলাম সামনের দিকের পাহাড়ে অনুসন্ধান চালাতে, এমন একটা জায়গা পাওয়া যায় কিনা—যেখান থেকে আরগানারাজের বাড়ি দেখা যায়। একাজ ভালো ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

কার্লোসের এখনো জ্বর জ্বর ভাব রয়েছে, ঠিক ম্যালেরিয়ারই লক্ষণ।

২৪.১.৬৭

সাতজনকে নিয়ে 'গন্ডোলা' চলে গেল। সমস্ত মালপত্র আর কিছু পরিমাণ শস্য নিয়ে শীঘ্র ফিরবে। এবার ডিগবাজী খেলো যোয়াকিন, সে বন্দুকটি হারিয়েছিল, পরে অবশ্য উদ্ধার করেছে। এল্ লোরো ফিরে এসে লুকিয়ে রয়েছে; কোকো আর এন্টনিও এখনো বাইরে আছে—আগামীকাল অথবা তার পরের দিন গুয়েভারার সঙ্গে আসার কথা।

একটা রাস্তা এমনভাবে উপযোগী করা হয়েছে যা সম্ভাব্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে গার্ডদের ঘিরে রাখার কাজে ব্যবহার করা যায়। সেদিনের মহড়া সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করলাম এবং ভুলগুলি কিভাবে শুদ্ধ করতে হয় তা দেখিয়ে দিলাম।

২৫.১.৬৭

আমরা মার্কোসের সঙ্গে সেই পথটির খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম, যে পথটি দিয়ে আক্রমণকারীদের পেছনে গিয়ে পৌছানো যাবে। গন্তব্যস্থানে পৌছতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। জায়গাটা খুবই ভালো।

আনিকেতো আর বেঞ্জামিন গিয়েছিল ট্রান্সমিটারটি কাজ করে কিনা পরীক্ষা করতে, সেই পাহাড়ে যেটা থেকে আরগানারাজের বাড়ি দেখা যায় কিন্তু তারা পথ হারিয়ে ফেলেছিল বলে কোনো পরীক্ষা হলো না। অনুশীলন বারবার করতে হবে। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখার জন্য আর একটি গুহায় কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। এল লোরো এসে পৌঁছেছে, তাকে অগ্রগামী দলের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। লোরো আরগানারাজকে আমার ধারণার কথা বলেছে। সে 'ভালেগ্রান্ডিনো'কে গোয়েন্দার কাজে পাঠাবার কথা স্বীকার করেছে, কিন্তু বদনাম রটাবার দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। আরগানারাজ ওকে গোয়েন্দাগিরির কাজে পাঠিয়েছে এই কথা বলে কোকো ওকে ভয় দেখিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে। ম্যানিলা থেকে খবর পাওয়া গেছে যে সব জিনিস ভালোভাবে পাওয়া গেছে এবং যেখানে তার জন্য সাইমন রেইস্ অপেক্ষা করছে, কোল্লে সেখানে যাওয়ার পথে। ফিডেল সতর্ক করেছে যে সে সব শুনবে এবং তাদের উপর কঠোর হবে।

২৬.১.৬৭

সবেমাত্র আমরা নতুন গুহার কাজ আরম্ভ করেছি, এমন সময় খবর এল যে লয়োলাকে নিয়ে গুয়েভারা এসে গেছে। আমরা মধ্যবর্তী ক্যাম্পের ছোট্ট বাড়িটার দিকে চলে গেলাম; সেখানে পৌঁছলাম বেলা ১২ টায়।

গুয়েভারার কাছে আমার শর্ত উপস্থিত করলাম : গ্রুপ ভেঙে দেওয়া, কারো জন্য কোনো পদের দাবি না করা, কোনো রাজনৈতিক সংগঠন আপাতত হবে না, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পার্থক্য সম্পর্কে বিতর্কে না যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা। তিনি সরল ও খোলা মনে সবকিছু গ্রহণ করলেন। বলিভিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্ক শুরুতে ঠাণ্ডা হলেও শেষ পর্যন্ত আন্তরিক হয়ে উঠল।

লয়োলা সম্পর্কে আমার ধারণা ভালোই হলো। তার বয়স খুবই কম, স্বভাব নম্র, কিন্তু তার মধ্যে একটা ত্রুটিহীন দৃঢ়তা দেখা যায়। সে যুব আন্দোলন থেকে বহিষ্কৃত হবার মুখে, তবে তারা চেষ্টা করছে যাতে সে নিজেই ইস্তফা দিয়ে দেয়। আমি কেডারদের নির্দেশগুলি এবং দলিলগুলি দিলাম, টাকা যা খরচ হয়েছে তাও পুরিয়ে দিলাম, এই টাকার অঙ্ক হবে ৭০ হাজার পেসোর মতো। আমাদের টাকা ফুরিয়ে আসছে।

ডাঃ পারেজাকে বিস্তারিত কাজগুলি করার প্রধান দায়িত্ব দেওয়ার কথা হয়েছে, এবং রোডোলফো ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসবে।

ইভানের কাছে নির্দেশ দিয়ে একটা চিঠি দিলাম। (৭নং দলিল)

কোকোকে জানালাম জীপটি বিক্রি করে দিতে কিন্তু খামারের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে অব্যাহত থাকে তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে।

সন্ধ্যায় আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, সময় তখন ৭টার মতো হবে। ওরা আগামীকাল রাতে চলে যাবে এবং গুয়েভারা ৪ জনের প্রথম দলটি নিয়ে ১৪ই ফেব্রুয়ারী আসবেন। তিনি বললেন তার আগে আসা তাঁর পক্ষে

সম্ভব হবে না কারণ যোগাযোগের অসুবিধা রয়েছে এবং কার্নিভ্যাল নিয়ে লোকজন মেতে আছে।

খবর পাঠাবার জন্য আরো শক্তিশালী রেডিও আসবে।

২৭.১.৬৭

মজবুতএকটি 'গন্ডোলা' পাঠানো হয়েছিল এবং প্রায় সব জিনিসপত্র নিয়ে আসা হয়েছে। কোকো এবং বার্তাবহদের আজ রাতেই চলে যাবার কথা। তারা কামিরিতে থাকবে, কোকো এগিয়ে যাবে সান্তাক্রুজে জীপটি বিক্রির ব্যবস্থা করতে, পনের তারিখের পরের ব্যবস্থার প্রস্তুতি করে।

গুহার কাজ চলছে। ফাঁদে একটা 'টাটু' ধরা পড়েছে। ট্রিপের জন্য যেসব মালপত্র দেওয়া হবে তার প্রস্তুতি শেষ হচ্ছে। নীতিগতভাবে কোকো ফিরে এলে আমাদের রওনা হবার কথা।

২৮.১.৬৭

'গন্ডোলা'য় করে পুরনো ক্যাম্পের মালপত্র সাফ করে দেওয়া হয়েছে। খবর পাওয়া গেল আকস্মিকভাবে 'ভালেগ্রান্ডিনো'কে শস্যক্ষেত প্রদক্ষিণ করতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সে পালিয়েছে।

এসব ঘটনা থেকে বুঝা যাচ্ছে খামার সম্পর্কে কি করা হবে সে সিদ্ধান্ত নেবার মতো সময় জরুরী হয়ে পড়েছে।

দশদিনের পথ চলার উপযোগী খাদ্য এখন মজুত রয়েছে। যাত্রা করার দিন স্থির হয়েছে : কোকো এসে পৌঁছাবার দু-একদিন পরে, অথবা ২রা ফেব্রুয়ারী।

২৯.১.৬৭

একটা নিষ্কর্মের দিন—কারো কোনো কাজ ছিল না; কেবলমাত্র কাজ করতে হয়েছে পাচক, শিকারী আর যারা পাহারায় ছিল তাদের। বিকালে কোকো উপস্থিত হলো। সে সান্তাক্রুজের পরিবর্তে কামিরিতে গিয়েছিল। লায়োলাকে সে বাসে লা পাজে যাবার জন্য ছেড়ে এসেছে, এবং ময়সেস্ বাসে করে যাবে সুক্রেতে। রবিবারের দিনটি নির্দিষ্ট হয়েছে যোগাযোগ করার জন্য।

১লা ফেব্রুয়ারী আমাদের যাত্রা করার দিন ঠিক করা হয়েছে।

৩০.১.৬৭

১২ জন আরোহীর জন্য 'গন্ডোলা'র ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং খাদ্যের প্রধান অংশ স্থানান্তর করা হয়েছে। বাকি যা রয়ে গেছে তা আনতে পাঁচজন লোক লাগবে।

শিকারীরা কিছুই আনতে পারেনি।

ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখার জন্য যে গুহা করা হচ্ছিল তার কাজ শেষ হয়েছে; তবে সেটা তেমন কাজের হয়নি।

৩১.১.৬৭

ক্যাম্পে আজ শেষ দিন। 'গন্ডোলা' করে পুরনো ক্যাম্প এবং যারা পাহারায় ছিল তাদের সরিয়ে আনা হয়েছে। এন্টনিও, নাটো, কাম্বা আর আর্তুরো পেছনে থেকে গেল, তাদের উপর এই কাজগুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : অন্তত প্রতি তিনদিনে যোগাযোগ করবে, চারজন থাকলে দু-জনকে সবসময় সশস্ত্র থাকতে হবে, পাহারায় কখনো ঢিলে দেওয়া চলবে না, নতুন যারা আসবে তাদের সাধারণ নিয়ম অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হবে. কিন্তু নিছক প্রয়োজনের বেশি কিছু তারা জানবে না; স্থানটিতে কোনো ব্যক্তিগত জিনিস রাখা চলবে না, অস্ত্রগুলি ক্যাম্বিসে জড়িয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে। যে টাকাগুলি আলাদা করে রাখা হয়েছে একজনের দায়িত্বে যেন সেগুলি সব সময় ক্যাম্পে থাকে। যে পথচিহ্নগুলি করা হয়েছে সেগুলির তদারক করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের খাঁড়িগুলিরও। কখনো যদি অপ্রত্যাশিতভাবে গুটিয়ে আসার মতো অবস্থা হয় তাহলে এন্টনিও আর আর্তুরো যাবে আর্তুরোর গুহায়; নাটো আর কাম্বা খাঁড়ির পথ ধরে সরে আসবে এবং একজন যথাস্থানে খবর রেখে যাবে; কোথায় তা আগামীকাল ঠিক করা হবে। যদি ৪ জনের বেশি লোক থাকে তাহলে একটা গ্রুপ সরবরাহের গুহায় নজর রাখবে।

যাত্রা সম্পর্কে সর্বশেষ নির্দেশাদি আমি ট্রুপকে জানিয়ে দিলাম। কোকোকেও সর্বশেষ নির্দেশাদি দিলাম।

মাসিক বিশ্লেষণ

মনজের আচরণ যেরকম ভেবেছিলাম সেরকমই দেখা গেল, প্রথম দিকে তা ছিল এড়িয়ে চলার, পরের দিকে বিশ্বাসঘাতকতার।

পার্টি এখন আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করেছে এবং আমি জানি না শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। তবে এটা আমাদের কাছে পরীক্ষার কিছু নয়, শেষ পর্যন্ত হয়তো হিতকরই হবে (এ বিষয়ে আমি প্রায় নিশ্চিত)। সবচেয়ে বেশি সংগ্রামী আর সৎলোকেরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে; যদিও সময় সময় বিবেকের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে।

এখনও পর্যন্ত গুয়েভারা ভালোভাবে সাড়া দিয়েছিল। ভবিষ্যতে তিনি এবং তাঁর লোকেরা কিরকম আচরণ করেন তা আমরা দেখবো।

তানিয়া চলে গেছে কিন্তু আর্জেন্টিনিয়ানদের বা তার কাছ থেকে জীবনের কোনো লক্ষণ নেই। এখন থেকে সত্যিকার গেরিলা পর্যায় শুরু হবে। আমরা ট্রুপের পরীক্ষা করবো, সময় জানাবে এর ফলশ্রুতি এবং বলিভিয়ান বিপ্লবের চিত্র কি দাঁড়াবে।

যা আগেই ভাবা গিয়েছিল, বলিভিয়ান যোদ্ধাদের সংযুক্ত করতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল।

ফেব্রুয়ারী

১.২.৬৭

প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। লোকগুলো পৌঁছল পথশ্রান্ত হয়ে, তবে সাধারণভাবে নিজেদের কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করেছে। এন্টনিও আর নাটো এসেছিল সঙ্কেত শব্দে মিল করার জন্য; তারা আমার ন্যাপস্যাকটা (পিঠে বইবার বোঁচকা) হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে এসেছে, মোরেরটাও এনেছে। মোরে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে এখন আরোগ্যের পথে।

রাস্তার কাছে গাছের উপর একটা বোতলে অ্যালার্ম (সঙ্কেতধ্বনি) ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পেছনের দিকের রক্ষীদলের যোয়াকিন বোঝার চাপে পথে ভেঙে পড়েছিল, এতে সমস্ত দলটা পেছনে রয়ে গেল।

২.২.৬৭

দিনটা কেটেছে ধীরগতিতে আর পরিশ্রমের ভিতর দিয়ে। ডাক্তার আমাদের পদযাত্রার গতি কিছুটা ধীর করে দিয়েছিল, তবে সাধারণভাবে গতিবেগ ধীরই ছিল। বিকাল চারটায় আমরা এমন একটা প্রান্তে এসে থামলাম যেখানে জল পাওয়া যায়। এখানেই আমরা শিবির খাটালাম। অগ্রগামীদের বলা হয়েছে নদী বরাবর (সম্ভবত ফ্রায়াজ) এগিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তারা ভালোভাবে এগুতে পারছিল না। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল।

৩.২.৬৭

রাত ভোর হলো বৃষ্টির মধ্যে। এ কারণে আমরা আটটা পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখলাম। যখন যাত্রা শুরু করলাম তখন আনিকেতো আমাদের সাহায্য করার জন্য কিছু দড়ি নিয়ে উপস্থিত, যাতে আমরা কঠিন গিরিসঙ্কট অতিক্রম করতে পারি। কিছুক্ষণ পরেই আবার বৃষ্টি নামল। খাঁড়িতে এসে পৌঁছলাম দশটায়, সকলে ভিজে জবজবে। সিদ্ধান্ত হলো আজ আর অগ্রসর না হবার। খাঁড়িটা ফ্রায়াজ নদী হতে পারে না, ম্যাপেও তা নেই।

আগামীকাল পাচোকে সামনে নিয়ে অগ্রগামী দল বেরিয়ে পড়বে, আর আমরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় যোগাযোগ রেখে চলব।

৪.২.৬৭

সকাল থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত আমরা হেঁটেছি। দুপুরে সুপ খাবার জন্য দু-ঘণ্টার যাত্রাবিরতি হয়েছিল। পথটা চলেছে নাকাহুয়াসু অনুসরণ করে। পথ অপেক্ষাকৃত ভালো হলেও জুতা পায়ে চলার পক্ষে মারাত্মক। তাই বহু কমরেড ইতোমধ্যে প্রায় খালি পা হয়ে গেছে।

ট্রুপের সকলে ক্লান্ত হলেও রাস্তা পাড়ি দিয়েছে বেশ ভালোভাবেই। প্রায় পনের পাউন্ড ওজনের বোঝা থেকে আমাকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল, তাই হালকাভাবে হাঁটতে পেরেছি; কিন্তু আমার ঘাড়ের ব্যথাটা সময় সময় অসহ্য হয়ে উঠছিল।

নদী বরাবর লোকজন যে ছিল এমন কোনো চিহ্ন পেলাম না। তবে ম্যাপ অনুসারে আমাদের যে কোনো সময়ে জনবসতি অঞ্চলে গিয়ে পড়ার কথা।

৫.২.৬৭

সকালে পাঁচ ঘণ্টা হাঁটার পর (১২-১৪ কিলোমিটার) অগ্রগামী দল আমাদের এসে জানিয়ে গেল যে কয়েকটি জন্তু তাদের চোখে পড়েছে (পরে দেখা গেল একটি ঘোটকী ও তার ছোট বাচ্চা)। এটা একরকম অপ্রত্যাশিতই ছিল। আমরা কিছুক্ষণের জন্য থামলাম এবং এই অনুমিত বসতি অঞ্চল এড়িয়ে অন্যপথে যাবার জন্য সন্ধানী পাঠালাম। নিজেরা আলোচনা করলাম আমরা কোথায় এসে পড়েছি; এটা কি ইরিপিতি অথবা নদীর সন্ধিস্থলে ম্যাপে চিহ্নিত সালাডিল্লো? পাচো ফিরে এসে খবর দিল যে সামনে খুব বড় একটা নদী রয়েছে, নদীটি নাকাহুয়াসু অপেক্ষা অনেক গুণ বড়ো এবং পার হওয়া যাবে না। আমরা সেখানে পৌঁছে বুঝলাম আসলে আমরা প্রকৃত রিওগ্রান্ডোতে এসে পড়েছি, এবং এর উপরে নদীটি স্ফীতকায়া হয়েছে। এখানে মনুষ্যবসতির চিহ্ন রয়েছে তবে মনে হয় বেশ কিছুদিন আগে ছিল। রাস্তাগুলি গিয়ে পড়েছে ঘাসে ঢাকা মাঠে, সেখানে মানুষের যাতায়াত আছে এমন কোনো চিহ্ন নেই। নাকাহুয়াসুর কাছাকাছি যেখানে শিবির খাটালাম, জায়গাটি ভালো নয়, তবে জলের সুবিধা পাবার জন্য এখানে শিবির করা। আগামীকাল আমরা নদীর (পূর্বে ও পশ্চিমে) দু-পারে সন্ধান চালাবো বিভিন্ন জায়গাগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য, অন্য দলটি চেষ্টা করবে নদী পার হতে।

৬.২.৬৭

দিনটা শান্তভাবে এবং হারানো শক্তি পূরণ করতে কাটল। ওয়াল্টার আর ডাক্তারকে নিয়ে যোয়াকিন গিয়েছিল রিওগ্রান্ডে অভিযানে। নদীটির গতি অনুসরণ করে ওরা

দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত গিয়েছিল কিন্তু হেঁটে পার হবার মতো জায়গা পায়নি; এরই মধ্যে পেয়েছে একটা লোনাজলের খাঁড়ি। মার্কোস স্রোতের বিরুদ্ধে এগুতে না পারায় ফ্রায়াজে পৌঁছতে পারেনি, তার সঙ্গে ছিল আনিকেতো আর লোরো। আলেজান্দ্রো, ইন্টি আর পাচো চেষ্টা করেছিল সাঁতরে নদী পার হতে কিন্তু পারেনি। আর একটু ভালো জায়গার চেষ্টায় আমরা প্রায় এক কিলোমিটার পেছনে চলে এসেছি। পমবো অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

আগামীকাল ভেলা তৈরির কাজ শুরু করবো এবং নদী পার হবার চেষ্টা করবো।

৭.২.৬৭

মার্কোসের তদারকিতে ভেলা তৈরি হয়েছে। ভেলাটি এত বড়ো হয়েছিল যে ওটাকে নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হচ্ছিল। বেলা ১-৩০-এ আমরা নদীর দিক চলতে আরম্ভ করেছিলাম এবং আড়াইটায় নদী পার হতে শুরু করলাম। অগ্রগামী দল দুই ট্রিপে পার হলো। তৃতীয় দফায় গেল কেন্দ্রের বাহিনীর অর্ধেক, তার সঙ্গে পিঠে বইবার বোঁচকাটি ছাড়া আমার সব কাপড়-চোপড়। কেন্দ্রের বাকি লোকদের নেবার জন্য আবার যখন ভেলাটি আসছিল তখন রুবিওর হিসাবের ভুলে ভেলাটি স্রোতের টানে ভাটির দিকে ভেসে যায়, আর উদ্ধার করা গেল না। সেটা বিনষ্ট হওয়ায় যোয়াকিন আর একটা বানাতে শুরু করে, সেটার তৈরি শেষ হলো রাত নয়টায়। কিন্তু রাতে নদী পার হবার দরকার হলো না, কেননা তখন বৃষ্টি হচ্ছিল না এবং নদীটির জল ক্রমাগতই কমছিল। তুমা, উর্বানো, ইন্টি, আলেজান্দ্রো আর আমি কেন্দ্রের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে গেলাম। তুমা আর আমি মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

১০.২.৬৭

ইন্টির সহযোগী ভান করে আমি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছে ওর সলজ্জভাবের জন্য নাটকটা ভালো জমেনি।

আমরা এক খাঁটি কৃষকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সে আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম কিন্তু এতে কি বিপদ আসতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করতে অক্ষম। এবং এ কারণেই তার সঙ্গে কাজ করা বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা। সে কৃষকদের সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিয়েছে কিন্তু পরিষ্কার কিছু বলতে পারেনি, স্পষ্ট ধারণার অভাবে।

এখানে যেসব শিশু কৃমিতে ভুগছে এবং ঘোটকীর লাথিতে আহত হয়েছে এমন একজনকে ডাক্তার চিকিৎসা করেছে; তারপরে আমরা চলে এসেছি। বিকাল আর রাতটা কাটালাম 'হুমিনটা' বানিয়ে (অবশ্য ভালো হয়নি)। রাত্রে সব কমরেডদের একজায়গায় ডেকে আগামী দশদিনের কাজ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি চেয়েছি আরো দশদিন মসিকুরির পথে হাঁটা যাতে সব কমরেডরা কাছে থেকে ফৌজ দেখতে পায়। তারপরে আমরা ফ্রায়াজ নদীপথ ধরে ফিরবো আর একটা পথ বার করবার জন্য। (কৃষকটিকে রোজাস বলে ডাকা হতো)

১১.২.৬৭

নদীর তীর ধরে পরিষ্কার চিহ্নিত পথ ধরে যতদূর সম্ভব অগ্রসর হয়েছি; তারপরে পথটি অগম্য হয়ে উঠলো এবং সময়ে সময়ে মিলিয়ে গেল। এতে মনে হয় দীর্ঘদিন এখানে কেউ যাতায়াত করেনি। দুপুরবেলা একটা বড়ো নদীর কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। নদীটির গতিপথ ছিল একেবারে ঢাকা। হঠাৎ আমার মনে হলো এটাই হয়তো মসিকুরি হবে। আমরা একটা খাঁড়ির কাছে অপেক্ষা করতে থাকলাম, ততক্ষণ মার্কোস আর মিগুয়েল গেল নদীর উজানে নির্গমপথ খুঁজে বের করতে। এভাবেই নিশ্চিত হতে পেরেছি যে এটা মসিকুরি। নদী পারাপারের নিকটতম জায়গাটি আরো কিছুটা দূরে ভাটিতে; সেখানে দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল অনেক কৃষক ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই করছিল। সম্ভবত তারা আমাদের পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছে, কাজেই এখন থেকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। সেই কৃষকের কথামতো আমরা এখন আরেনেলেস থেকে এক বা দুই লীগ দূরে রয়েছি।

উচ্চতা = ৭৬০।

১২.২.৬৭

গতকাল দুই কিলোমিটার পর্যন্ত পথ অগ্রগামীরা খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে অতিক্রম করেছিল, কিন্তু তারপর থেকে ধীরে ধীরে পথ চলছিল। বিকাল চারটার সময় বড়ো রাস্তায় এসে পৌঁছেছিলাম, মনে হলো এই রাস্তাটিই আমরা খুঁজছিলাম। আমরা ঠিক করলাম নদীর ওপারে যে বাড়িগুলি আমাদের সামনাসামনি রয়েছে সেগুলিকে এড়িয়ে এপারে অন্য একটির সন্ধান করতে হবে। সেটা হবে মন্টানোর, যেটা সুপারিশ করেছিল রোজাস। ইন্টি আর কোকো সেখানে গিয়েছিল কিন্তু লোকজন দেখতে পায়নি, যদিও ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক জায়গায় এসেছে। বিকাল ৭.৩০ মিনিটে আমরা নৈশ-মার্চে বের হলাম, এতে সবাই বুঝতে পেরেছে আরো যা এখনো শেখার আছে। রাত প্রায় দশটায় ইন্টি আর লোরো আবার সেই বাড়িতে গিয়েছিল কিন্তু কোনো সুখবর নিয়ে ফিরতে পারেনি। লোকটি মদে চুর হয়ে ছিল এবং একেবারেই মিশুক প্রকৃতির নয়, তার কাছে শস্য ছাড়া আর কিছু নেই। নদীর যেখানে হেঁটে পারাপার করা যায়, সেখানের ওপারে ক্যাবলেরোর বাড়ি থেকে সে মদ খেয়ে এসেছে। আমরা নিকটবর্তী বনে গিয়ে ঘুমাব ঠিক করলাম। আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কারণ 'হুমিন্টাস'গুলি আমার পেটে সহ্য হয়নি, কাজেই সারাদিন আর কিছুই খাইনি।

১৩.২.৬৭

মাঝরাতের পরে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল, আর সেই বৃষ্টি সারা সকাল অবধি থাকায় নদীতে ঢল নেমেছিল। খবর কিছুটা ভালোর দিকে : বাড়ির মালিকের ছেলে মন্টানো, বয়স বছর ষোল হবে। তার বাবা বাড়িতে নাই, এক সপ্তাহের আগে ফিরবার কথা

পথ। নদীর নিচের দিকে এক লীগ দূরের অংশ সম্পর্কে সে আমাদের যথেষ্ট খাঁটি খবর দিয়েছে। নদীর বাঁ তীর ধরে একটা টানা রাস্তা চলে গেছে, কিন্তু রাস্তাটি ছোট। ওপারে কেবলমাত্র পেরেজের ভাই বাস করে, সে একজন মাঝারি কৃষক, তার মেয়ে সেনাবাহিনীর একজনের বান্ধবী। খাঁড়ি আর শস্যক্ষেতের পাশে আমরা নতুন শিবিরে গিয়ে উঠলাম। মার্কোস আর মিগুয়েল বড় রাস্তায় পড়বার মতো একটা পায়েচলার পথ তৈরি করেছে।

উচ্চতা = ৬৫০ (ঝড়ের আবহাওয়া)

১৪.২.৬৭

একই শিবিরে দিনটা নিরুপদ্রবে কাটলো। ঐ বাড়ির ছেলেটি তিন-তিনবার এসে আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেল যে কয়েকজন লোক শুয়োরের খোঁজে নদী পেরিয়ে ওপারে গেছে, কিন্তু বেশিদূর যায়নি। ফসলের ক্ষেত নষ্ট হওয়ার জন্য ওকে আরো কিছু টাকা দেওয়া হলো। ওদের চলার রাস্তা করতে সারা দিনটা কেটে গেল, কোনো বাড়িঘর নজরে পড়ল না। ওদের হিসাবে ৬ কিলোমিটারের মতো পথ হয়ে গেছে, অর্ধেকের মতো কাজ রইল আগামী কালের জন্যে।

হাভানা থেকে আসা একটা দীর্ঘ সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। কোল্লের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাটাই তার আসল মর্ম। কোল্লে সেই সাক্ষাৎকারে বলেছে যে এই কর্মকাণ্ডের মহাদেশব্যাপী গুরুত্ব সম্পর্কে আগে তাকে জানানো হয়নি, কাজেই এরকম একটা পরিকল্পনায় হাত মেলাতে সে রাজি আছে। পরিকল্পনাটির চারত্র সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে তাকে বলা হয়েছে। কোল্লে, সাইমন, রদ্রিগেজ, রামিরেজ—এরা সব আসবে। আমাকে আরো জানানো হয়েছে যে সাইমন বলেছে পার্টি যে সিদ্ধান্তই নিক, আমাদের সাহায্য করবে বলে সে মনস্থির করে ফেলেছে।

ওরা আরো জানিয়েছে যে এল্ ফ্রান্সেস নিজস্ব পাসপোর্ট নিয়ে ২৩শে তারিখে লা পাজে এসে পৌছাবে এবং পারেজা কিংবা রিয়ার বাড়িতে উঠবে। সংকেতলিপির একটা অংশ আছে যার পাঠোদ্ধার এখনো করা যায়নি।

আমরা কিভাবে এই নতুন সালিশীমূলক আক্রমণের সম্মুখীন হব তা ভেবে দেখতে হবে। অন্যান্য খবর : মেরসির দেখা পাওয়া গেছে, সে বলছে ডাকাতিতে টাকাটা খোয়া গেছে। তহবিল তছরুপ হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, আবার এর চেয়েও গুরুতর কোনো ব্যাপার থাকতে পারে সেকথাও অসম্ভব নয়। লাচিন যাচ্ছে, টাকাপয়সা আর ট্রেনিং চাইবে।

১৫.২.৬৭

আজকের পদযাত্রায় বলবার মতো কিছু ঘটেনি। রাস্তা পত্তনকারীরা যে পর্যন্ত পৌছেছিল, আমরা সকাল দশটায় সেইখানে এসে গেলাম। পরের দিকে সবকিছু

ঢিমেতালে চলল। পাঁচটায় খবর পাওয়া গেল একখণ্ড চাষ-করা জমি দেখতে পাওয়া গেছে এবং ৬ টায় জানা গেল খবরটা সত্যি। ইন্টি, লোরো আর আনিকেতোকে পাঠিয়েছিলাম কৃষকটির সঙ্গে কথা বলতে; পরে জানা গেল তার নাম মিগুয়েল পেরেজ; ধনীকৃষক নিকোলাসের ভাই। কিন্তু সে গরিব এবং তার ভাই তাকে রীতিমত শোষণ করে। সুতরাং সে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী। অনেক বেলা হয়ে যাওয়ায় আমরা আর খেলাম না।

১৬.২.৬৭

আমরা কয়েক মিটার ঘোরাপথে এলাম যাতে সেই ভাইটির কৌতূহল না জাগিয়ে তুলি। একটা পাহাড়ের উপর শিবির করলাম, পাহাড়ের সামনে ৫০ মিটার নিচে নদী। জায়গাটা এদিক থেকে ভালো যে কেউ আচমকা কিছু করতে পারবে না, তবে আরামপ্রদ নয়। নদী পেরিয়ে দীর্ঘ ও বন্ধুর শৈলশ্রেণীর উপর দিয়ে আমরা রোসিটার দিকে যাব, তার জন্য বিস্তর খাবারদাবার লাগবে, আমরা সেই খাবার তৈরির কাজে লেগে গেলাম।

বিকালে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে একটানা সারা রাত ধরে চললো। আমরা যেসব পরিকল্পনা করেছিলাম সব বানচাল হয়ে গেল, নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় আমরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। শুয়োর কিনে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করার জন্য কৃষকটিকে ১০০০ ডলার ধার দেওয়া হবে; লোকটির পুঁজিবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

১৭.২.৬৭

সারা সকালটায় বৃষ্টি ছাড়ল না, একনাগাড়ে ১৮ ঘণ্টা বৃষ্টি। সবকিছু ভিজে জব্‌জবে হয়ে আছে। নদী বেজায় রকম ফেঁপে উঠেছে। মিগুয়েল আর ব্রাউলিওকে সঙ্গে দিয়ে মার্কোসকে পাঠালাম রোসিটা যাবার কোনো রাস্তা খুঁজে বের করতে। চার কিলোমিটারের মতো রাস্তা-চিহ্ন কেটে ওরা বিকালে ফিরলো। মার্কোস বললো আমরা যাকে পাম্পা দেল টাইগ্রে বলি সেরকমের একটা পাহাড়ের উপরে ন্যাড়া সমভূমি তারা দেখে এসেছে।

ইন্টি অসুস্থ বোধ করছে, পেট ঠেসে খাওয়ার ফল।

উচ্চতা = ৭২০ (অস্বাভাবিক আবহাওয়া)

জোসেফিনার জন্মদিন (৩৩)!

১৮.২.৬৭

আংশিক ব্যর্থতা। আমরা আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম, যারা রাস্তা বের করতে করতে এগোচ্ছিল তাদের সাথে সমান-গতিতে। দুটোর সময় তারা পাহাড়ের উপরকার ন্যাড়া সমভূমিতে পৌঁছল, সেখানে ঝোপঝাড় কেটে যাবার ব্যাপার থাকলো না। আমাদের আরো খানিকটা দেরি হয়ে গেল এবং বেলা ৩টার সময় একটা জলের জায়গা দেখে

সেখানেই আমরা শিবির খাটালাম; ভাবলাম কাল সকালবেলায় পাহাড়ের উপরকার সমভূমি ডিঙানো যাবে। মার্কোস আর তুমা গেল খোঁজখবর করতে, ওরা ফিরে এলো বেজায় খারাপ খবর নিয়ে। সমস্ত পাহাড়টার গা এমন খাড়া যে কোনোদিক থেকে নামার জায়গা নেই। এখান থেকে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

উচ্চতা = ৯৮০ এম. এস।

১৯.২.৬৭

দিনটা বৃথা গেল। পাহাড় থেকে নেমে খাঁড়ির জায়গায় এলাম। তারপর সেখান থেকে পাহাড়ে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম ওঠা অসম্ভব। ওপাশের নতুন দিকটা দিয়ে ওঠার জন্য মিগুয়েল আর আনিকেতোকে পাঠালাম, ওরা অন্য পাশ দিয়ে উঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো। আমরা সারাদিন ওদের অপেক্ষায় বসে থাকলাম; ফিরে এসে ওরা বলল—ওপাশেও পাহাড়ের গা একই রকম খাড়া; চড়া অসাধ্য। আগামীকাল আমরা পশ্চিমদিকের খাঁড়ি পার (অন্য খাঁড়িগুলি দক্ষিণে অবস্থিত এবং সেখানেই পাহাড়ের শেষ) হয়ে পাহাড়ের শেষ উচ্চ সমতলভূমি পার হবার চেষ্টা করব।

উচ্চতা = ৭৬০

২০.২.৬৭

সারাদিন ধীরে ধীরে চলা আর দুর্ঘটনার পর দুর্ঘট[illegible] ক্ষেতের পাশ দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়বার জন্য মিগুয়েল আর ব্রাউলিও পুরনো পথ ধরে রওনা হয়ছিল; সেখানে গিয়ে ওরা পথ হারিয়ে ফেলে। সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় খাঁড়িতে ফিরে আসে। পরের খাঁড়িতে আমি রোলানডো আর পমবোকে খাড়া উঁচু পাহাড় অবধি দেখে আসতে পাঠালাম। তিনটা বেজে গেল, তবু ওরা ফিরল না দেখে মার্কোসের চিহ্নিত পথে অগ্রসর হলাম; পেড্রো আর এল রুবিওকে রেখে গেলাম ওদের ফিরে আসার অপেক্ষায়। সাড়ে চারটার সময় শস্যক্ষেতের পাশের খাঁড়িতে এসে পৌছলাম; সেখানেই শিবির খাটালাম। সন্ধানীর দল ফিরে এলো না।

উচ্চতা = ৭২০

২১.২.৬৭

উজানের দিকে ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়া। পমবো আর রোলানডো এসে জানালো ওদিকের খাঁড়িটা হেঁটে পার হওয়া যায়; মার্কোস বলল এই খাঁড়িটাও পার হওয়া যাবে। আমরা ১১টায় রওনা হলাম; দেড়টা নাগাদ কয়েকটি ডোবা দেখতে পেলাম. তাদের জল এমন কনকনে ঠাণ্ডা যে হেঁটে পার হবার সাধ্য নেই। লোরোকে পাঠানো হলো এগিয়ে গিয়ে খবর আনতে; সে এত দেরি করল যে পেছনের রক্ষীদল থেকে ব্রাউলিও আর যোয়াকিনকে পাঠালাম। লোরো ফিরে এসে খবর দিল সামনে আরো

এগিয়ে খাঁড়িটা এর চেয়ে বেশি প্রশস্ত এবং সেখান থেকে পার হওয়া আরো সহজসাধ্য। একথা শুনে আমরা ঠিক করলাম যোয়াকিনের খবরের জন্য অপেক্ষা না করে সামনের দিকে এগিয়ে যাব। ছয়টায় আমরা যখন শিবির খাটিয়ে বসেছি তখন যোয়াকিন এসে জানালো যে পাহাড়ের মাথায় সমভূমিতে ওঠা সম্ভব এবং বিভিন্ন রাস্তায় ওঠা যেতে পারে।

ইন্টি অসুস্থ; বায়ুতে পেট ফুলে উঠেছে, এ সপ্তাহে এই নিয়ে দুবার।

উচ্চতা = ৮৬০

২২.২.৬৭

ঘন ঝোপঝাড়ে ঢাকা থাকায় সারাদিন গেল দুঃসাধ্য পাহাড়ের মাথার সমভূমিতে উঠতে; সারাদিন শরীরের ওপর এত ধকল গেছে যে ওপরে উঠবার আগেই এসে গেল শিবির খাটাবার পালা। কাজেই যোয়াকিন আর পেড্রোকে পাঠালাম, ওরা একাই কাজটা করতে চেষ্টা করুক, ৭টার সময় ওরা ফিরে এসে বলল ঝোপ কেটে পরিষ্কার করতে অন্তত তিনঘণ্টা সময় লাগবে।

উচ্চতা = ১.১৮০

মাসিকুরিতে প্রবহমান যে খাঁড়ি আমরা তার উৎসমুখে এসে পড়েছি, তবে দক্ষিণের দিকে।

২৩.২.৬৭

আজ আমার দিনটাই খারাপ। প্রায় দম বেরুবার মতো, তবু হাল ছাড়িনি— নাছোড়বান্দা বলে। মার্কোস, ব্রাউলিও আর তুমা গিয়েছিল পথ তৈরি করতে, ততক্ষণ আমরা শিবিরে অপেক্ষা করছিলাম তাদের জন্য। শিবিরে বসে একটা নতুন সাঙ্কেতিক বার্তার আমরা পাঠোদ্ধার করলাম। তাতে বলেছে ওরা আমার খবর ফ্রেঞ্চবক্স মারফৎ পেয়েছে। বেলা ১২টায় আমরা যখন বেরোলাম তখন সূর্য এত তেতে আছে যে পাথর ফেটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠতে মনে হলো আমি অজ্ঞান হয়ে যাব; তারপর আমি যে হেঁটেছি তা কেবলমাত্র মনের জোরে। এই এলাকাটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ১৪০০ মিটার; এখান থেকে রিওগ্রান্ড, নাকাহুয়াসুর নির্গমপথ এবং রোসিটার একাংশ-সহ বিরাট এলাকা দেখা যায়। ম্যাপে যে ভূ-সন্ধান দেখানো হয়েছে, এখান থেকে সেটি ভিন্ন রকমের বলে মনে হলো। একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা পেরিয়ে হঠাৎ যেন এক ধরনের বৃক্ষাচ্ছাদিত অধিত্যকায় এসে পড়া ৮/১০ কিলোমিটার বিস্তৃত। এর প্রান্তে রোসিটা নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তারপর এই দীর্ঘ বন্ধুর শৈলশ্রেণীর মতন উঁচু আর এক সার পাহাড় পেরিয়ে দূরে দেখা যাবে সমতল ভূমি। পাহাড়ের গা খুব খাড়া হলেও আমরা একটা যুৎসই জায়গা দেখে নামব ঠিক করলাম, যাতে আমরা নদীর স্রোত

অনুসরণ করে যেতে পারি, যে নদীপ্রবাহ গিয়ে পড়েছে রিও গ্রান্ডে এবং সেখান থেকে রোসিটায়। দেখে মনে হয় নদীর ধারে বাড়িঘর নেই, অথচ ম্যাপে দেখানো হয়েছে বাড়িঘর আছে। নরক যন্ত্রণা ভোগ করার মতো হাঁটার পর ৯০০ মিটারে এসে আমরা শিবির খাটালাম; একফোঁটা জল নেই, তার উপর অন্ধকার হয়ে আসছে।

গতকাল ভোরবেলা আমার কানে এসেছিল মার্কোস একজন কমরেডকে বলছে—জাহান্নামে যাও। আজ আবার সেই একই কথা আর একজনকে বলতে শুনলাম। মার্কোসের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা দরকার।

এরনেস্টিকোর জন্মদিন (২)

২৪.২.৬৭

ঘটনাবিহীন পরিশ্রান্তিকর দিন। জলের অভাবে কাজ খুব সামান্য এগোল; যে নদীটি বরাবর আমরা হাঁটছিলাম তা ছিল শুষ্ক। বেলা ১২টায় রাস্তা নিশান-দারদের বদল করা হলো, কারণ তারা ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ছিল। বেলা দুটোর দিকে কিছুটা বৃষ্টি হওয়ায় পাত্রগুলি ভরে নেওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা অগভীর ডোবা মিলল এবং পাঁচটার দিকে জলের ধারে একটা ছোট সমান জমিতে আমরা শিবির খাটালাম। মার্কোস আর উর্বানো অনুসন্ধানের কাজে আরো এগিয়ে গেল এবং মার্কোস ফিরে এসে খবর দিল নদী এখান থেকে দু-কিলোমিটারের মতো দূরে। কিন্তু খাঁড়ির পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে, সেটা খুব খারাপ; কারণ খাঁড়িটা একটা জলাভূমির রূপ নিয়েছে।

উচ্চতা = ৬৮০ মিটার।

২৫.২.৬৭

একটা খারাপ দিন। আমরা অতি সামান্যই এগোতে পেরেছি; তার উপর, মার্কোস ভুল রাস্তায় চলে গিয়ে সারা সকালটা মাটি করেছে। সে মিগুয়েল আর লোরোকে নিয়ে বেরিয়েছিল। ১২টার সময় এই খবরটি দিয়ে সে বদলী লোক চেয়ে পাঠাল যাতে সে খবর পাঠাতে পারে এবং সেজন্য ব্রাউলিও, তুমা আর পাচো চলে গেল। দু-ঘণ্টা পরে পাচো ফিরে এসে বলল ওরা আর ভালোভাবে কথা শোনে না বলে মার্কোস তাকে ফেরত পাঠিয়েছে। সাড়ে চারটায় আমি বেনিগনোকে পাঠালাম মার্কোসকে যেন সতর্ক করে বলে দেয় যে ৬টার মধ্যে নদীর নাগাল না পেলে ওরা যেন ফিরে আসে। বেনিগনো চলে গেলে পাচো এসে আমাকে বলল যে, মার্কোস তাকে তার যা খুশি তাই হুকুম করেছে, এবং "মাচেট" উঁচিয়ে ভয় দেখিয়েছে এবং বাঁট দিয়ে মুখে মেরেছে। পাচো ফিরে গিয়ে আবার যখন মার্কোসকে বলেছে যে সে আর কাজ করবে না, মার্কোস তখন আবার তাকে শাসিয়েছে, তাকে ঝাঁকিয়েছে এবং তার জামাকাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে।

ঘটনা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে দেখে আমি ইন্টি আর রোলানডোকে ডেকে পাঠালাম। তারা দুজনেই স্বীকার করল যে মার্কোসের ব্যবহারে অগ্রগামীদের মধ্যে বিশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু সেই সঙ্গে তারা একথাও বলল যে পাচো নিজেও অবিবেচকের মতো কিছু কিছু কাজ করেছে।

২৬.২.৬৭

সকালবেলায় মার্কোস আর পাচোর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলাম, ওদের বক্তব্য শোনার পরে বুঝতে পারলাম মার্কোস অপমান এবং দুর্ব্যবহার করেছে ঠিকই, হয়তো 'মাচেট' দেখিয়ে ভয়ও দেখিয়েছে, তবে বাঁট দিয়ে মারার কথাটা ঠিক নয়। পাচোরও দোষ ছিল; অপমানকর ভাষায় সে জবাব দিয়েছে এবং তার বলার মধ্যে তার স্বভাবসুলভ বাহাদুরি করার ভাব ছিল, তার এ ধরনের আচরণ আগেও দেখা গেছে। সবাই এক জায়গায় জমায়েত হবার জন্য অপেক্ষা করলাম, জমায়েত হলে আমি বললাম রোসিটা যাবার এই যে চেষ্টা, তার মানে কি; ভবিষ্যতে আমাদের যে কষ্টভোগ করতে হবে এ কষ্টটা তার সূচনামাত্র; সেইসঙ্গে এটাও বোঝালাম যে নিয়মশৃঙ্খলা না থাকলে দুজন কিউবানের মধ্যে যা ঘটে গেছে সেরকম লজ্জাকর ঘটনা আরো ঘটবে। আমি মার্কোসের মনোভাবের নিন্দা করলাম, সেই সঙ্গে পাচোকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম যে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে গেরিলাদল থেকে তাকে অপমানজনকভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। পাচো যোগাযোগ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির কাজে লেগে থাকতে কেবল যে অস্বীকার করেছে তা নয়, সটান চলে এসেছে এবং আমাকে সে সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। আমার মনে হয় মার্কোসের মারের কথাটা সে পরে বানিয়ে বলেছে।

আমি বলিভিয়ানদের বললাম তাদের বিশ্বাসের জোর যদি কমে গিয়ে থাকে তাহলে আঁকাবাঁকা পথে না গিয়ে কথাটা যেন আমাকে খোলাখুলি বলে, সেক্ষেত্রে আমি তাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবার অনুমতি দেব।

রিও গ্রান্ডেতে পৌঁছবার চেষ্টায় আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম এবং নদীর পার বরাবর এক কিলোমিটারের ওপর পাড়ি দেবার পর, একটা খাড়া উঁচু পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে আবার আমাদের পাহাড়ে উঠতে হলো। বেঞ্জামিনকে অসুবিধায় ফেলেছিল ওর বোঁচকাটা, তার ওপর শরীরটাও ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েছিল, ফলে সে আবার পেছনে পড়ে গেল। সে যখন আমাদের দিকটাতে পৌঁছল তাকে আমি সমানে চলবার নির্দেশ দিলাম; আমার কথামত ৫০ মিটারের মতো পথ চলবার পর বেঞ্জামিন ওপরে ওঠার পথ হারিয়ে ফেলে। একটা সঙ্কীর্ণ শৈলশিরার স্তরে পা রেখে ওপরে তাকিয়ে রাস্তাটা দেখবার জন্য চেষ্টা করছিল। আমি উর্বানোকে নির্দেশ দিলাম ওকে সতর্ক করে দেবার জন্য; কিন্তু বলতে না বলতেই বেঞ্জামিন টাল খেয়ে পা ফসকে নদীতে পড়ে গেল। সে সাঁতার জানত না। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করবার আগেই প্রবল স্রোত ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমরা দৌড়ে গেলাম ওকে বাঁচাতে কিন্তু আমাদের জাব্বাজোব্বা খুলে ফেলবার আগেই সে

মন্থর স্রোতের মধ্যে তলিয়ে গেল। রোলানডো সাঁতার কেটে সেখানে গিয়ে ডুব দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু স্রোত তাকে টেনে নিয়ে গেল অনেক দূরে। মিনিট পাঁচেক পরে আমরা আর আশা রাখতে পারলাম না। ছেলেটা ছিল ক্ষীণজীবী, এ কাজের একেবারে অনুপযুক্ত; কিন্তু সে চেয়েছিল মনের জোরে জয়ী হতে। তার দেহটা তার মনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেনি। রিও গ্রান্ডে নদীর তীরে এ এক অদ্ভুত ভাবে মৃত্যুর কাছে আমাদের প্রথম অভিষেক হলো। রোসিটায় আজ আর পৌঁছানো গেল না, তার আগে বিকাল ৫টায় আমরা শিবির খাটালাম। কালো মটরশুঁটির শেষ বরাদ্দটুকু খেয়ে নিলাম।

২৭.২.৬৭

নদীর ধার বরাবর হেঁটে, খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আর একটা ক্লান্তিকর দিনের পর শেষ পর্যন্ত আমরা রোসিটা নদীতে এসে পড়লাম, এ নদীটা নাকাহুয়াসুর চেয়ে বড় হলেও মসিকুরি থেকে ছোট এবং এর জল লালচে ধরনের। যে খাদ্যটা সঞ্চিত রাখা হয়েছিল তার শেষ বরাদ্দটুকুও আমরা খেয়ে ফেললাম। যেখানে আমরা আছি সেখান থেকে জনপদ এবং সড়ক খুব দূরে নয়—অথচ জীবনের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

উচ্চতা = ৬০০

২৮.২.৬৭

আজ দিনটা কাটল আধা বিশ্রামে। প্রাতরাশের (চা পান) পরে বেঞ্জামিনের মৃত্যুর ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে এবং মায়েস্ত্রার শৈলপুঞ্জের গল্প কাহিনী উল্লেখ করে। এরপরই অনুসন্ধানীর দল বেরিয়ে পড়ল। মিগুয়েল, ইন্তি আর লোরো রোসিটার উজান পথে চলে গেল; ওদের নির্দেশ দেওয়া হলো সাড়ে তিন ঘণ্টা হাঁটবার; আমার ধারণা এই সময়ের মধ্যে ওরা আবনপোসিটো নদীতে পৌঁছতে পারবে—কিন্তু পথের চিহ্ন না থাকায় আমার ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হলো। ওরা এমন কিছু দেখেনি যা থেকে বলা যায় সম্প্রতি ওসব জায়গায় কেউ পদার্পণ করেছে। যোয়াকিন ও পেড্রো সামনের পাহাড়ে উঠেছিল; কিন্তু তাদেরও চোখে কিছু পড়েনি, না কোনো রাস্তা, না কোনো রাস্তার চিহ্ন। আলেজান্দ্রো আর রুবিও নদী অতিক্রম করেছিল, ওপারেও পথের চিহ্ন দেখতে পায়নি; তবে ওদের সন্ধানের কাজটা হয়েছে ওপর ওপর। মার্কোসের তত্ত্বাবধানে একটা ভেলা তৈরির কাজ হলো, ভেলাটা তৈরি হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীমুখের কাছাকাছি বাঁক দিয়ে রোসিটা নদী অতিক্রম করার কাজ শুরু হয়ে গেল। পাঁচজন লোকের বোঁচকা ওপারে নিয়ে যাওয়া হলো; পরের বার গেল মিগুয়েলের; তারপরে যখন বেনিগনোর বোঁচকাটা পার করবার পালা এল তখন ঘটে গেল অন্যদের থেকে একেবারে বিপরীত ঘটনা; বেনিগনোকে জুতো জোড়া ফেলে চলে আসতে হলো; এমন কাণ্ড!

ভেলাটা আর উদ্ধার করা গেল না; দ্বিতীয় ভেলাটি তৈরি শেষ হয়নি, কাজেই নদী পার হওয়ার ব্যাপারটা কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হলো।

সংক্ষিপ্ত মাসিক বিবরণী

যদিও ক্যাম্পের ভিতর কি ঘটছে সে খবর আমার জানা না থাকলেও, সব কিছু ভালোভাবে চলেছে; কিছু ব্যতিক্রম আছে, এক্ষেত্রে তা মারাত্মক; বাইরে থেকে, গ্রুপ পুরো করবার জন্য যে দু-জন লোক পাঠাবার কথা ছিল তাদের সম্বন্ধে কোনো খবর নেই। ফরাসী দেশের লোকটি এতদিনে লা-পাজে এসে যাবার কথা, এবং যে কোনো দিন ক্যাম্পে এসে পড়তে পারে। আর্জেন্টিনায় লোকদের কাছ থেকে এবং চিনোর কাছ থেকে কোনো খবর নেই; দুদিক থেকে খবর নির্বিঘ্নে আসছে যাচ্ছে। খুব কম করেও যদি বলা যায় তাহলেও কথাটা এই দাঁড়ায় যে পার্টি এখনো দ্বিধাগ্রস্ত এবং দ্বৈত মনোভাব দেখাচ্ছে। অবশ্য আর একটি ব্যাখ্যাও থাকছে, নতুন প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার পর সেটিই হবে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা।

পদযাত্রার ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবেই উৎরেছিল, কিন্তু বেঞ্জামিনকে হারাবার দুর্ঘটনাটাই এটাকে ম্লান করেছে। বাহিনীর লোকজন এখনো দুর্বল, আর বলিভিয়ানদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারবে না। গত কয়েক দিনের উপবাসে দেখা গেছে উৎসাহে ভাটা পড়েছে, এটা আরো বেশি প্রকাশ পায় যখন ওরা বিচ্ছিন্ন থাকে।

কিউবা থেকে যারা এসেছে তাদের মধ্যে দুজন যাদের অভিজ্ঞতা কম—পাচো আর রুবিও তেমন সাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু আলেজান্দ্রো অবশ্য পেরেছে। পুরনোদের মধ্যে মার্কোসকে নিয়ে হয়েছে সব সময়ের জ্বালা ; আর রিকার্ডো তার নিজের মোট বইছে না। আর সবাই ভালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

এর পরের পর্যায় হবে সংঘাতপূর্ণ এবং চূড়ান্ত।

মার্চ

১.৩.৬৭

সকাল ছয়টায় বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা ঠিক করলাম বৃষ্টি থামার পর নদী পার হব; কিন্তু বিকাল তিনটা পর্যন্ত বৃষ্টি পড়তে লাগল। ততক্ষণে নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে, কাজেই আমরা বিবেচনা করলাম এ সময় নদী পার হবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নদীর জল এখন উঁচুতে, শিগ্‌গির যে নামবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। জল ছেড়ে দূরে থাকার জন্যে আমি একটা পরিত্যক্ত 'তাপারা'তে গিয়ে উঠলাম, এখানেই হলো একটা নতুন শিবির। যোয়াকিনও এখানেই থাকল। বিকেলের দিকে খবর পেলাম পোলো তার ভাগের দুধের পাত্র এবং ইউসেবিও তার দুধ আর সার্ডিন হস্তগত করেছে। এরপর বাকি সবাইকে যখন খেতে দেওয়া হবে, তখন এসব দেওয়া হবে না, এটাই হবে শাস্তি।

২.৩.৬৭

ভোরবেলায় বৃষ্টি পড়ছিল; আমার থেকে শুরু করে সকলেরই মেজাজ খাপ্পা হয়ে আছে। নদীর জল আরো বেড়ে গেছে। আমরা ঠিক করলাম বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গেই শিবির ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব, এবং নদীর সমান্তরাল যে রাস্তা ধরে আমরা এসেছিলাম সেই রাস্তা বরাবর চলতে থাকব। বেলা ১২টায় আমরা রওনা হলাম, সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু তালের আঁটি। পুরনো একটা পায়ে চলার রাস্তা ছিল, সেটা দিয়ে চললে সুবিধা হবে ভেবে সেই রাস্তায় চলতে গিয়ে মূল রাস্তাটা থেকে আমরা সরে এসেছি, কারণ পুরনো রাস্তাটি একজায়গায় এসে মিলিয়ে গেছে। কাজেই সাড়ে চারটার সময় আমরা পথ চলা ক্ষান্ত দিলাম।

অগ্রগামী দল থেকে কোনো খবর আসেনি।

৩.৩.৬৭

আমরা শুরু করেছিলাম বেশ উৎসাহ নিয়ে, হেঁটেছিও পুরাদমে। কিন্তু যত সময় যেতে লাগল আমরা তত ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়তে লাগলাম। পাহাড়ের উপরে সমভূমিতে

পৌঁছাবার জন্য প্রয়োজন হলো সোজা ঠেলে ওঠার, কারণ আমার ভয় হচ্ছিল যে এলাকায় বেঞ্জামিন পড়ে গিয়েছিল সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নিচে থাকবার সময় যতখানি অঞ্চল পাড়ি দিতে আমাদের আধঘণ্টারও কম সময় লেগেছিল ততখানি উঠতে এখন আমাদের চার ঘণ্টা সময় লেগে গেল। আমরা খাঁড়ির কিনারায় এসে পৌঁছলাম ছয়টায়। হাতে আমাদের মাত্র তিনটি তাল-আঁটি। মিগুয়েল, উর্বানো, কিছুক্ষণ পরে ব্রাউলিও আরো কয়েকটা পাওয়া যায় কিনা দেখতে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল; ফিরে এল রাত ৯টায়। ১২টা নাগাদ আমরা তালের শাঁস আর "করোজো" (বলিভিয়ার ভাষায় 'তোতাই') খেলাম; এগুলি ছিল তাই বাঁচোয়া।

উচ্চতা = ৬০০ মিটার

৪.৩.৬৭

মিগুয়েল আর উর্বানো সকালবেলায় বেরিয়ে পড়ে সারাদিন রাস্তা বের করে ফিরল বিকাল ৬টায়। তারা ৫ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছিল এবং বিরাট একটা খোলা জায়গা দেখে এসেছে; এতে আমরা আরো খানিকটা এগোতে পারব, কিন্তু রাস্তাটা আরো টেনে না নিতে পারলে শিবির খাটাবার জায়গা নেই। শিকারীর দল দুটো বাঁদর, একটা তোতাপাখি আর একটা ঘুঘু মেরে এনেছে; তালশাঁস দিয়ে সেগুলো খেয়ে ফেলা গেল। খাঁড়িতে বিস্তর তালশাঁস পাওয়া যায়।

লোকজনের মনোবল কমে এসেছে এবং শরীরের দিক থেকে দিন দিন নেতিয়ে পড়ছে। আমার পায়ে শোথরোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

৫.৩.৬৭

যোয়াকিন আর ব্রাউলিও বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছিল রাস্তা করতে। কিন্তু দুজনেই দুর্বল হয়ে পড়েছে এ কারণে বেশি দূর কাজ করতে পারেনি। বারোটা তালশাঁস জোগাড় হয়েছে আর গুলি করে কিছু ছোট ছোট পাখি মারা হয়েছে। তার ফলে টিনের খাবার আরো একদিন রেখে দেওয়া চলবে, আর তালশাঁস যা আছে তাতে দুটো দিন চলে যাবে।

৬.৩.৬৭

আজকের দিনটা মাঝে মাঝে কিছুটা থেমে বিকাল ৫টা পর্যন্ত হাঁটলাম। মিগুয়েল, উর্বানো আর তুমার ওপর ভার ছিল পথ বের করার। কিছুটা এগোনো গেছে ; দূর থেকে পাহাড়ের ওপরকার কতকগুলি সমভূমি দেখা যাচ্ছে ; জায়গাটা মনে হয় নাকাহুয়াসু অঞ্চলের। আজ কেবলমাত্র একটি ছোট তোতাপাখি পাওয়া গেছে, সেটি পেছনের রক্ষীদের দেওয়া হয়েছে। আজ আমরা মাংসের সঙ্গে তালশাঁস খেয়েছি। আমাদের হাতে আছে আর তিনবারের মতো যৎসামান্য খাবার।

উচ্চতা = ৬০০ মিটার।

৭.৩.৭৬

চার মাস কেটে গেল। দলের লোকেরা ক্রমে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে ; তারা দেখছে আমাদের রসদ ফুরিয়ে আসছে অথচ পথ কিছুতেই ফুরোতে চাইছে না। আজ আমরা নদীর ধার ধরে ৪ কিংবা ৫ কিলোমিটার পথ এগিয়েছি এবং শেষকালে একটা আশাপ্রদ রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। খাদ্য সাড়ে তিনটি পাখি এবং অবশিষ্ট তালশাঁস, কাল থেকে কেবল টিনের খাবার, প্রত্যেক তিনজনের জন্য একটি টিনে ২ দিন যাবে; তারপরে শুধু দুধ, তার মানে এখানেই শেষ। এখান থেকে নাকাহুয়াসু ২ কিংবা আড়াই দিনের পথ হবে

উচ্চতা = ৬১০ মিটার

৮.৩.৬৭

আজকের দিনটায় তেমন এগনো যায়নি, তার সঙ্গে জুটেছে চমকপ্রদ ঘটনা আর টানাপড়েন। রোলানডো শিকারে বেরিয়েছিল, তার জন্য অপেক্ষা না করে আমরা দশটায় ক্যাম্প ছেড়ে চলে এসেছিলাম। মাত্র ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পরে পথসন্ধানী আর শিকারী দলটাকে (যথাক্রমে উর্বানো, মিগুয়েল, তুমা—মেডিকো আর চিনচু) পেয়ে গেলাম। ওরা একগাদা তোতাপাখি মেরেছিল, আর জলের জায়গা দেখতে পেয়ে থেমেছিল। সেখানে শিবির খাটাবার নির্দেশ দিয়ে আমি জায়গাটি দেখতে বেরিয়েছিলাম, দেখে মনে হলো এটা একটা অয়েল পাম্পিং (তৈল-নিকাশী) স্টেশন। ইন্টি আর রিকার্ডো জলে ঝাঁপ দিল, তারা এমন ভাব করল যেন শিকারী। পোশাক-পরা অবস্থাতেই ওরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; ওদের মতলব ছিল দুটি পর্যায়ে নদী পার হওয়ার। কিন্তু ইন্টির অসুবিধা হলো, সে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। রিকার্ডো তাকে উদ্ধার করে এবং শেষ পর্যন্ত ওরা পারে পৌঁছল; সকলেই তা লক্ষ্য করল। কিন্তু ওরা বিপদজ্ঞাপক কোনো সঙ্কেত না দিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল। ১২টায় ওরা নদী পার হতে শুরু করে এবং ৩.১৫ মিনিটে আমি যখন উঠে আসি তখন পর্যন্ত তারা যে বেঁচে আছে এমন কোনো লক্ষণ বুঝতে পারলাম না। সারা বিকাল চলে গেল তবু ওদের পাত্তা নেই। রাত ৯টায় যে লোকটির পাহারা শেষ হলো তখনও পর্যন্ত সে কোনো সঙ্কেত পায়নি।

আমি বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। দুজন দামী কমরেড সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে অথচ আমরা জানি না তাদের কি হলো। ঠিক হলো আমাদের মধ্যে সেরা সাঁতারু আলেজান্দ্রো আর রোলানডো কাল ভোরবেলায় নদী পার হবে। তালশাঁস না থাকা সত্ত্বেও প্রচুর তোতাপাখি থাকায় আর রোলানডোর শিকার দুটি বাঁদরের কল্যাণে আগের দিনের তুলনায় খাওয়াটা আমাদের ভালোই হয়েছে।

৯.৩.৬৭

সকাল সকাল আমরা নদী পেরনো শুরু করলাম, তার জন্য অবশ্য একটা ভেলা তৈরি করা দরকার ছিল, তাতে বেশ সময় লেগে গেল। যে পাহারায় ছিল সে

জানালো নদীর ওপারে অর্ধনগ্ন লোকজন দেখেছে। তখন সময় ৮টা ৩০ মিনিট; নদী পেরনো বন্ধ থাকল। এমন একটা রাস্তা তৈরি করা গেছে যে পথে ওপারে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছানো যায়; কিন্তু যাবার সময় লোকে আমাদের দেখে ফেলতে পারে, সুতরাং খুব ভোরে নদী যখন কুয়াশায় ঢাকা থাকবে সেই সুযোগে আমাদের পার হতে হবে। বেলা ৪টা নাগাদ সরবরাহকারী দলের (ইন্টি আর চিনচু) এসে পৌঁছল; তারা নদীতে ডুব সাঁতার দিয়ে অনেকখানি নিচে এসে ভেসে উঠেছে। তাদের জন্য একনাগাড়ে ক্লান্তিকর পাহারায় থাকতে হয়েছে; পাহারায় আমার পালা ছিল সাড়ে দশটা থেকে। ওরা নিয়ে এসেছে শুয়োরের মাংস, পাঁউরুটি, চাউল, চিনি, কফি, কিছু টিনের খাবার, গাঁজানো ভুট্টা ইত্যাদি। কফি আর রুটি দিয়ে আমাদের ছোটখাটো একটা ভোজ হয়ে গেল, আমাদের ভাঁড়ারের ভবিষ্যতের জন্য মজুত মিষ্টিজমাট দুধের একটি টিন খোলবার অনুমতি দেওয়া হলো। ওরা বলল প্রতিঘণ্টায় ওরা এমন জায়গায় গেছে যেখানে লোকের চোখে পড়ে, কিন্তু তাতে কোনো সহায়তা হয়নি। মার্কোস তার দলবল নিয়ে তিন দিন আগে এ পথ দিয়ে গেছে, এবং মার্কোস তার স্বভাবমত প্রকাশ্যভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গেছে। ইয়াসিমিয়েন্তসের ইঞ্জিনিয়াররা নাকাহুয়াসুর দূরত্ব জানত না, তবে তাদের ধারণায় পাঁচদিনের পথ। যদি তাই সত্যি হয় তবে যা রসদ আছে তাতে অতদিন চলবে না। পাম্পটি একটি নির্মীয়মান পাম্পিং স্টেশনের।

১০.৩.৬৭

সকাল সাড়ে ছয়টায় আমরা রওনা হলাম; ৪৫ মিনিট হেঁটে পথ-প্রস্তুতকারীর দলটিকে পেয়ে গেলাম। ৮টায় শুরু হলো বৃষ্টি এবং ১১টা পর্যন্ত তা সমানে চলল। আমরা ঘণ্টা তিনেকের মতো পথ পুরোদমে হেঁটে ৫টায় ক্যাম্প করলাম। কয়েকটি পাহাড় চোখে পড়ল, সম্ভবত নাকাহুয়াসু অঞ্চল হবে। ব্রাউলিও জায়গাটার খোঁজখবর করতে বেরিয়েছিল এবং ঘুরে এসে খবর দিল পায়ে চলার একটা রাস্তা আছে এবং নদী চলে গেছে বরাবর পশ্চিমে।

উচ্চতা = ৬০০ মিটার

১১.৩.৬৭

দিনটা ভালোয় ভালোয় শুরু হলো। আমরা পরিষ্কার রাস্তা ধরে এক ঘণ্টার ওপর হাঁটলাম। হঠাৎ এক জায়গায় এসে রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল। ব্রাউলিও মাচেটটা (কাটারি) নিয়ে একটা বালিয়াড়ি দেখতে পাওয়া পর্যন্ত অতিকষ্টে এগিয়ে গেল। ব্রাউলিও আর উর্বানো রাস্তা বের করা অবধি আমরা অপেক্ষা করলাম। যখন আমরা আবার যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম; নদীতে প্রায় দু-মিটার জল বেড়ে গেল।

পথ-প্রস্তুতকারী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোতে বাধ্য হলাম। বেলা দেড়টার সময় আমরা হাঁটা বন্ধ করলাম, এবং মিগুয়েল ও তুমাকে পাঠালাম অগ্রগামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দেশ জানাতে যে, তারা যদি নাকাহুয়াসু বা অন্য কোনো ভালো জায়গায় না পৌঁছে থাকে তা হলে যেন ফিরে আসে।

তিন কিলোমিটারের মতো পথ হেঁটে এবং পথে একটা খাড়া পাহাড় বেয়ে ওরা বিকাল ৬টায় ফিরল। দেখেশুনে মনে হচ্ছে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে গেছি, কিন্তু নদীর জল যদি নেমে না যায় তাহলে শেষের দিনকটিতে আমাদের দুঃখকষ্টের সীমা থাকবে না; আর নদীর জল যে নেমে যাবে, তার কোনো লক্ষণই তো নেই।

আমরা ৪-৫ কিলোমিটার হাঁটলাম।

পেছনের রক্ষী দলে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে—চিনির অভাবে। দুটোর একটা সন্দেহ করা হচ্ছে, হয় যে অল্প পরিমাণ চিনি ছিল, বিলি করে শেষ করা হয়েছে, নয়তো ব্রাউলিও কিছুটা সরিয়েছে। ওর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে হবে।

১২.৩.৬৭

গতকাল যে এলাকাটির খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে, দেড়ঘণ্টা হেঁটে আমরা সেটি পেরিয়ে এসেছি। আমরা যখন এসে পৌঁছালাম তার আগে মিগুয়েল আর তুমা যারা এগিয়ে এসেছিল, তারা খাড়া পাহাড়টা পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তার খোঁজ করছিল। দিনটা এই করতেই গেল; কাজের মধ্যে কাজ হলো মাত্র চারটে ছোট পাখি শিকার, ভাতের সঙ্গে সেগুলি আমরা খেলাম। আমাদের হাতে আছে আর দু-দিনের মতো খাবার। মিগুয়েল ওপারে রয়ে গেল, দেখেশুনে মনে হচ্ছে নাকাহুয়াসু যাবার মতো একটা রাস্তা সে বের করে ফেলেছে। আমরা ৩-৪ কিলোমিটার হাঁটলাম।

১৩.৩.৬৭

সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত মিগুয়েলের দেখানো পথে এগিয়ে দুরন্ত খাড়া পাহাড়ে উঠলাম; এই রাস্তা বের করতে সে আসুরিক কাজ করেছে। যখন আমরা ভাবছি যে নাকাহুয়াসু অঞ্চলে এসে গেছি, সে সময় এমন এক বন্ধুর পথে এসে পড়লাম যে পাঁচ ঘণ্টায় এগোলাম নাম-মাত্র পথ। ৫টার সময় মাঝারি ধরনের বৃষ্টির মধ্যে আমরা ক্যাম্প খাটালাম। লোকজনেরা বেশ ক্লান্ত এবং আবার তারা রীতিমতো মনমরা হয়ে পড়েছে। আর একবারের মাত্র খাবার আছে। আমরা আরো ৬ কিলোমিটার হাঁটলাম কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না।

১৫.৩.৬৭

আমরা মাঝখানের দলটা নদী পার হলাম। রুবিও আর মেডিকো আমাদের সাহায্য করল। আশা করেছিলাম নাকাহুয়াসুর মুখে গিয়ে পড়ব, কিন্তু সঙ্গে ছিল ভারী মালপত্র,

তিনজন আবার সাঁতার জানত না। নদীর স্রোত আমাদের প্রায় এক কিলোমিটার টেনে নিয়ে গেল; আগে আমরা ভেবেছিলাম ভেলায় করে নদী পার হব কিন্তু তা হলো না। আমরা ১১ জন এপারে থেকে গেলাম, মেডিকো আর রুবিও কাল আবার নদী পার হবে। খাওয়ার জন্য আমরা চারটি বাজপাখি শিকার করলাম; আরো খারাপ কিছু হতে পারত। মালপত্র ভিজে গেছে; বৃষ্টির আবহাওয়া চলেছে। লোকজনের মনোবল নিচের দিকে; মিগুয়েলের পা-দুটো ফুলে গেছে, আরও কয়েকজনের এই উপসর্গ।

উচ্চতা = ৫৮০ মিটার

১৬.৩.৬৭

বিপজ্জনক ফোলা রোগ দেখা দেওয়ায় আমরা ঠিক করলাম ঘোড়াটার মাংস খাব। মিগুয়েল, ইন্টি, উর্বানো, আলেজান্দ্রো—এদের নানা রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আমি খুব বেশি রকম দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমরা হিসেবে ভুল করেছি, আমরা ভেবেছিলাম যোয়াকিন নদী পার হয়ে যাবে, কিন্তু তা ঘটেনি। মেডিকো আর রুবিও আমাদের সাহায্য করার জন্য নদী পার হতে চেষ্টা করেছিল, ভাটির টানে তারা ভেসে যাওয়ায় আমরা তাদের দেখতে পেলাম না। যোয়াকিন নদী পার হবার অনুমতি চাইল, ওকে অনুমতি দেওয়া হলো কিন্তু সেও ভাটির টানে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমি-পমবো আর তুমাকে পাঠালাম ওদের খোঁজ করতে, তারা রাত্রে ফিরে এসে জানালো ওদের দেখতে পায়নি। বিকাল ৫টার সময় মহানন্দে পেটভরে ঘোড়ার মাংস খাওয়া গেল ; কাল সম্ভবত এর ঠেলা সামলাতে হবে। হিসাব অনুযায়ী রোলানডোর আজ ক্যাম্পে এসে পৌঁছানো উচিত। ৩২ নম্বর বার্তার সবটা পাঠোদ্ধার করা হয়েছে, তাতে আছে একজন বলিভিয়ানের আসবার খবর, আরও একবস্তা এন্টিপ্যারাসাইটিক (লেসমানিয়া) গ্লুকানাটিন নিয়ে সে আমাদের দলে যোগ দেবে। এ পর্যন্ত এগুলির কিছু আমাদের ছিল না।

১৭.৩.৬৭

লড়াইয়ের মোকাবেলা করার আগে আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা। যোয়াকিন এসে হাজির হলো দুপুরবেলা। মিগুয়েল আর তুমা ভালো ভালো কয়েক টুকরো মাংস নিয়ে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। যাত্রাটা হয়েছিল ভয়ঙ্কর; ভেলাটাকে তারা বাগে রাখতে পারেনি, নাকাহুয়াসুর স্রোতের টানে ওরা নিচের দিকে ভেসে যাচ্ছিল, শেষে একটা ঘূর্ণির মধ্যে ভেলাটা পড়ে, ওরা যা বলল, বেশ কয়েকবার পাক খায়। তার ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের হারাতে হলো কয়েকটি বোঁচকা, প্রায় সমস্ত বুলেট, ৬টি রাইফেল এবং একজন লোক—কার্লোস। কার্লোস আর ব্রাউলিও একই ঘূর্ণির পাকে পড়ে, কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে ফল হলো পৃথক। ব্রাউলিও কোনো রকমে পারে পৌঁছয় এবং দেখতে পায় কার্লোস ঘূর্ণিচক্রে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে, তার যুঝবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। যোয়াকিন ইতিমধ্যে সব লোকজন নিয়ে আরো এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু

তারা তাকে নদী পার হতে দেখেনি। এ পর্যন্ত পেছনকার দলের বলিভিয়ানদের মধ্যে কার্লোসকে মনে করা হতো সকলের সেরা; তার কারণ সে ছিল সবচেয়ে বেশি ঐকান্তিক, নিয়মনিষ্ঠ এবং উৎসাহী।

অস্ত্র খোয়া গেছে : ব্রাউলিওর একটি ব্রেকগান; কার্লোস আর পেড্রোর ২টি এম-১; এবেল, ইউসেবিও আর পোলোর ৩টি মাউজার। যোয়াকিন আমাকে জানালো, ওপারে সে রুবিও আর মেডিকোকে দেখেছে এবং তাদের নির্দেশ দিয়েছে তারা যেন একটা ছোট ভেলা বানিয়ে এপারে ফিরে আসে। বেলা ২টোয় ওরা ফিরে এল, বাধা-বিপত্তি, দুঃখকষ্ট ভোগ করে, জামাকাপড় নেই, এবং রুবিওর খালি পা। প্রথম ঘূর্ণিতে ওদের ভেলা উল্টে যায়। আমরা পেরিয়ে যেখানে এসে উঠেছি ওরা প্রায় একই জায়গায় এসে উঠেছে।

ঠিক হলো কাল ভোরের দিকে আমরা বেরিয়ে পড়ব, যোয়াকিন রওনা হবে দুপুরের দিকে। কাল দিনের বেলা কোনো একটা সময়ে আমি খবরের আশা করছি। যোয়াকিনের দলের লোকের মনোবল ভালোই মনে হচ্ছে।

১৮.৩.৬৭

সকাল সকাল আমরা রওনা হলাম। যোয়াকিনকে রেখে গেলাম যে ঘোড়ার মাংস খেয়েছে তা হজম করতে এবং ওর বাকি আধখানা ঘোড়ার মাংস কেটেকুটে তৈরি করতে; ওকে বলে দেওয়া হলো গায়ে জোর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন রওনা হয়।

একদল চাইছিল পুরো মাংসটা খেয়ে ফেলা হোক, কিছুটা মাংস মজুত রাখার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আমাকে একচোট লড়তে হলো। রিকার্ডো, ইন্টি আর উর্বানো সকাল বেলার মাঝামাঝি পেছনে পড়ে গেল, ওদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হলো। আমার পরিকল্পনা ছিল যাত্রারম্ভের ক্যাম্পে বিশ্রাম করা হবে, সে পরিকল্পনা কাজে এল না। মোট কথা আমরা বাজে রকম হেঁটেছি। বেলা আড়াইটায় উর্বানো উপস্থিত হলো রিকার্ডোর শিকার করা একটা 'উরিনা' নিয়ে। ফলে আমরা পেটের দড়ি কিছুটা আলগা করে খেতে পারলাম, তার উপর ঘোড়ার পাঁজরগুলো মজুত করে রাখা হলো। সাড়ে চারটার সময় মাঝামাঝি পথে পৌঁছে আমরা ঘুমালাম। কয়েকজন লোক সব সময় খুঁত খুঁত করে আর বদমেজাজী : চিনচু, উর্বানো এবং আলেজান্দ্রো।

১৯.৩.৬৭

সামনের লোকেরা ভালো হেঁটেছে, পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো আমরা ১১টায় থেমেছি। কিন্তু আলেজান্দ্রোকে নিয়ে রিকার্ডো আর উর্বানো আবার পিছিয়ে পড়েছে। বেলা একটায় ওরা এসে পৌঁছল আর একটা 'উরিনা' (হরিণছানা) নিয়ে, এও রিকার্ডোর শিকার। যোয়াকিন ওদের সঙ্গে এসে পৌঁছল। যোয়াকিন আর এল-রুবিওর মধ্যে কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে, এল-রুবিওকে আমার কড়া করে বলতে হলো, যদিও দোষটা যে ওর, সে সম্পর্কে আমি তখনও নিঃসন্দেহ হইনি।

যাই ঘটুক খাঁড়িতে পৌঁছব সিদ্ধান্ত করেছিলাম; কিন্তু ছোট একটা এরোপ্লেন আকাশে টহল দিচ্ছিল, ওটা অবশ্য ভালো কথা নয়, তাছাড়া আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম ঘাঁটি থেকে কোনো খবর না পেয়ে। আমি ভেবেছিলাম রাস্তা আরো লম্বা হবে, কিন্তু লোকজনের ঢিলাঢালাভাব সত্ত্বেও আমরা সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো পেরুভিয়ান ডাক্তার 'নিগ্রো', তাঁর সঙ্গে এসেছে চিনো আর টেলিগ্রাফ অপারেটার। শুনলাম—বেনিগনো খাবারের আশায় অপেক্ষা করছিল, গুয়েভারার দলের দুজন দলত্যাগ করেছে, পুলিস খামারে চড়াও হয়েছে। বেনিগনো বলল খাবার নিয়ে সে আমাদের ধরতে বেরিয়েছিল, এবং তিনদিন আগে হঠাৎ রোলানডোর সঙ্গে দেখা হয়। এই এলাকায় সে দুদিন থেকে গেছে, কিন্তু আর বেশি থাকেনি তার কারণ নদী বরাবর সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসতে পারত—তিনদিন ধরে ছোট এরোপ্লেনটা চারপাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। খামারে ৬ জন লোকের চড়াও হওয়ার ব্যাপারটা নিগ্রো নিজে দেখেছে। এন্টনিও অথবা কোকো দুজনের কেউ সেখানে ছিল না। কোকো গিয়েছিল কামিরিতে গুয়েভারার আরেক দল লোকের খোঁজে, এন্টনিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল দলত্যাগের খবর পৌঁছে দেবার জন্য। মার্কোসের কাছ থেকে একটা দীর্ঘ রিপোর্ট পেলাম (৮নং দলিল) তাতে সে নিজের মতো করে তার আচরণের কারণ দর্শিয়েছে। আমার পরিষ্কার নির্দেশ সত্ত্বেও সে খামারে গিয়েছিল। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে এন্টনিওর দুটি রিপোর্ট পেলাম (৯ ও ১০ নং দলিল)।

এখন ঘাঁটিতে আছে এল ফ্রান্সেস, চিনো এবং তাদের সঙ্গীসাথী, এল পেলাডো, তানিয়া এবং গুয়েভারা তার দলের প্রথম অংশ নিয়ে। হরিণের মাংসের সঙ্গে ভাত ও বিন পেটপুরে খেয়ে মিগুয়েল চলে গেল যোয়াকিনের খোঁজে—সে ফেরেনি, আর চিনচু কোথায় আছে জানতে—যে আবার পেছনে পড়ে গেছে। মিগুয়েল ফিরে এল রিকার্ডোকে নিয়ে, আর যোয়াকিন ভোরের দিকে এসে আমাদের সাথে যোগ দিল।

২০.৩.৬৭

আমরা দশটায় যাত্রা করলাম দ্রুত পদক্ষেপে। বেনিগনো আর নিগ্রো আগে চলে গেল মার্কোসকে লেখা একটা চিঠি নিয়ে। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সে নিজে নিয়ে প্রশাসনের দায়িত্ব যেন এন্টনিওকে দেয়। খাঁড়ির প্রবেশ মুখের রাস্তাগুলি ঢেকে ঢুকে যোয়াকিন ধীরে সুস্থে এসে গেল। তার দলের তিনজনের খালি পা। বেলা ১টায় যখন আমরা বেশ কিছুক্ষণের জন্য থেমেছি তখন পাচো এল মার্কোসের কাছ থেকে খবর নিয়ে। বেনিগনো যা খবর দিয়েছিল তার উপর আরো বেশি খবর এতে পাওয়া গেল; ভালেগ্রান্ডিনোর পথে ৬০ জন সৈন্য ঢুকে পড়ায় এবং আমাদের একজন বার্তাবাহক সালুস্তিওকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ায় এখন অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে—এই বার্তাবাহকটি গুয়েভারার লোক। ওরা আমাদের

একটি খচ্চর নিয়ে গেছে এবং আমরা জীপটি হারিয়েছি। লোরোর কাছ থেকে কোনো খবর নেই, সে ছোট্ট বাড়িটাতে পাহারার কাজে পেছন থেকে গিয়েছিল। যাই হোক, আমরা ওসো ক্যাম্পে যাব স্থির করলাম, সেখানে ওই নামের একটা জানোয়ার মারা পড়ার পর থেকে আমরা ওটাকে ওসো ক্যাম্পই বলে থাকি। মিগুয়েল আর উর্বানোকে আগে পাঠিয়ে দিলাম ক্ষুধার্ত মানুষগুলির জন্যে খাবার তৈরি করে রাখতে, আমরা পৌঁছালাম সন্ধ্যায়। দান্তন, এলো পেলাও আর চিনো ক্যাম্পে ছিল, তাদের সঙ্গে ছিল তানিয়া আর একদল বলিভিয়ান। রসদ আনার ব্যাপারে এই বলিভিয়ানদের 'গন্ডোলা' হিসেবে ব্যবহার করা হতো, তারপরে তারা সরে থাকত।

রোলানডোকে পাঠানো হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে সরে আসার নির্দেশ দেবার জন্য। একটা পরাজয়ের মনোভাব বিরাজ করছিল। সম্প্রতি দলভুক্ত একজন বলিভিয়ান চিকিৎসক রোলানডোকে লেখা একটা বার্তা নিয়ে এল, তাতে রয়েছে, মার্কোস আর এন্টনিও জল ভরার জায়গায় অপেক্ষা করছে, রোলানডো যেন ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমি সেই বার্তাবাহককে ফেরত পাঠালাম, তাকে দিয়ে তাদের জানিয়ে দিলাম যুদ্ধ জিততে হয় বুলেটের শক্তিতে, তারা যেন অবিলম্বে ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করে। সব কিছু ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা ; ওরা বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে। প্রথমে আমি চিনোর সঙ্গে কথা বললাম। দশমাসের জন্য মাসিক পাঁচ হাজার ডলার হিসাবে সে চেয়েছিল, হাভানায় তাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছিল। সঙ্গে করে সে একটা চিঠি এনেছে সেটি এত দীর্ঘ যে আর্তুরোর পক্ষে সঙ্কেত উদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। কার্যত, আমি রাজী হলাম এই ভিত্তিতে যে ছয় মাসের মধ্যে ওরা পাহাড়ে গিয়ে ঘাঁটি করবে। চিনো আয়াকুচো অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি করার পরিকল্পনা করল ; সঙ্গে থাকবে ১৫ জন, সে হবে দলপতি। এ ছাড়া আমরা রাজী হলাম যে এখন তাকে ৫ জন লোক দেওয়া হবে, কিছুদিন পরে লড়াই-এর কায়দা কানুন শিখিয়ে দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ আরো ১৫ জনকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমার কাছে চিনোকে পাঠাতে হবে একজোড়া মাঝারি পাল্লার (৪০ মাইল) ট্রান্সমিটার, নিজেদের মধ্যে একটা সাঙ্কেতিক ভাষা ঠিক করে আমরা স্থায়ীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব। চিনোকে খুব উৎসাহী মনে হলো।

লেচে সম্পর্কে খুব পুরনো কিছু রিপোর্টও সে এনেছে। জানা গেল লোরো এসে গেছে এবং বলেছে সে একজন সৈন্যকে খতম করেছে।

২১.৩.৬৭

আজকের দিনটা কাটল চিনো, এল ফ্রান্সেস, এল পেলাডো আর তানিয়ার সঙ্গে কথা বলে ; আলোচনা করে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে দিলাম। মোনজে, কোল্লে, সাইমন রেজ সম্পর্কে এল ফ্রান্সেস যে খবর এনেছে তা আগেই জানা ছিল। সে এসেছিল থেকে যেতে কিন্তু ফ্রান্সে বহু-বিস্তৃত সহায়ক (আকুলিয়ারি) কাজ সংগঠন

করার জন্য আমি তাকে ফিরে যেতে বললাম। ওকে বললাম ফেরবার পথে ও যেন কিউবায় যায়; আমি জানি ও কিউবায় যেতে চায়, সেখানে গিয়ে সে বিয়ে করুক, ওর একটা বাচ্চা হোক। সার্ত্রে আর বি. রাসেলকে একটা চিঠি লিখতে হবে, তাঁরা যেন বলিভিয়ান মুক্তি আন্দোলনের সাহায্যের জন্য একটা আন্তর্জাতিক ফান্ড সংগঠন করেন। এল ফ্রান্সেসকে একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে হবে যাতে তিনি সাধ্যমতো সাহায্য তোলার ব্যবস্থা সংগঠিত করেন; বিশেষত টাকা, ওষুধ, ইলেকট্রনিক এবং একজন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার আর যন্ত্রপাতি পাঠানোর জন্য।

এল পেলাও অবশ্য আমার নির্দেশাধীন থাকতে চায়। আমি প্রস্তাব করলাম আপাতত সে যোজামি, বেলম্যান আর স্টাম্পনির গ্রুপগুলোর সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারীর মতো হয়ে কাজ করুক এবং ট্রেনিং-এর জন্য ৫ জন লোক পাঠাক। সে যেন মারিয়া রোজা অলিভার আর সেই বৃদ্ধকে আমার শ্রদ্ধা জানায়। কাজ শুরু করার জন্য তাকে ৫০০ পেসো দেওয়া হবে, আর ঘোরাঘুরির জন্য ১০০০। ওরা যদি রাজী থাকে তা হলে যেন আর্জেন্টিনার উত্তরাঞ্চলে সন্ধানের কাজ শুরু করে এবং আমাকে রিপোর্ট পাঠায়।

তানিয়া যোগাযোগ করে এবং লোকগুলো এখানে আসে। কিন্তু তানিয়া বলেছে ওরা জোর করে তাদের জীপে করে ওকে নিয়ে আসে। একদিন থাকার ইচ্ছা ছিল তানিয়ার, কিন্তু ব্যাপার জটিল হয়ে ওঠে। যোজামি প্রথমবার থাকতে পারেনি, দ্বিতীয়বার দেখা পর্যন্ত করতে পারেনি, কারণ তানিয়া এখানে ছিল। ইভানকে হেয় জ্ঞান করা হয়, আমি জানি না এর ভিতরের ব্যাপার কি। লয়োলার কাছ থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত হিসাব পাওয়া গেছে (১৫০০ ডলার)। এবং সে জানিয়েছে যে যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ইভানের কাছ থেকে দুটি রিপোর্ট পাওয়া গেছে, একটি রিপোর্ট হলো ফটো সমেত মিলিটারী একাডেমীর, যে রিপোর্টের কোনো মূল্য নেই; আরেকটি, কয়েকটি বিষয় সংক্রান্ত—সেটিরও গুরুত্ব খুব কমই। সবচেয়ে বড় কথা হলো হাতের লেখা পড়ে বোঝার যো নেই (D.XIII)। এন্টনিওর (D.XII) কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তাতে সে তার মনোভাবকে ন্যায্য বলে সমর্থন করতে চেষ্টা করেছে। এক বেতার বার্তায় শোনা গেল একজনের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করে পরে তার সত্যতা অস্বীকার করা হয়েছে; তার অর্থ লোরোর কাছে যা শুনেছি তা সত্যি।

২২.৩.৬৭

পরিত্যক্ত অবস্থায় ক্যাম্পটি ফেলে রেখে যাওয়া হলো (ভাঙাচোরা) কিছু খাদ্য সমেত ছড়িয়ে ছাড়িয়ে রেখে (খাপছাড়া ধরনে) আমরা পাহাড়ের নিচে গিয়ে পৌঁছলাম ১২টায়, আগন্তুক এবং সব মিলিয়ে আমরা ৪৭ জনের একটি গ্রুপ। পৌঁছে ইন্টির কাছে শুনলাম মার্কোসের দিক থেকে অসম্মানের একটা ব্যাপার ঘটেছে। আমি রাগে ফেটে পড়লাম এবং মার্কোসকে বললাম, এ যদি হয়ে থাকে

তা হলে তাকে গেরিলা দল থেকে বের করে দেওয়া হবে। জবাবে বলল (ভাঙাভাঙা) তার আগে গুলি।

পাঁচজনের একটা দলের উপর নির্দেশ দেওয়া হলো নদীর আরো ভাটির দিকে তারা ওৎ পেতে থাকবে অতর্কিত আক্রমণের জন্য; এবং আর তিনজন অনুসন্ধানের কাজ করবে এন্টনিওর নেতৃত্বে, সঙ্গে থাকবে মিগুয়েল আর লোরো। পাচো চলে গেল ন্যাড়া পাহাড়টার ওপর থেকে নজর রাখার জন্য, সেখান থেকে আরগানারাজের বাড়ি দেখা যায়; কিন্তু তার চোখে কিছু পড়েনি। অনুসন্ধানীর দল রাত্রে ফিরে এলে আমি তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম। ওলোর অভিমান হলো এবং সে অভিযোগগুলি অস্বীকার করল। মিটিংটা উত্তেজনাপূর্ণ ও বিস্ফোরক হলো এবং তার ফল ভালো হলো না। মার্কোস কি বলেছিল সেটা এখনো পরিষ্কার নয়।

আমি রোলানডোকে ডেকে পাঠালাম, নতুন দলভুক্ত সভ্যদের সংখ্যা, তাদের সংখ্যার বিষয় এবং কিভাবে তাদের বণ্টন করা হচ্ছে, সব ব্যাপার পরিষ্কার করে দেবার জন্য। কেননা কেন্দ্রের ৩০ জনের বেশি লোক ক্ষুধায় দিন কাটাচ্ছে।

২৩.৩.৬৭

সামরিক ঘটনায় পূর্ণ একটি দিন। সরবরাহ পুনরুদ্ধার করার জন্য পমবো চেয়েছিল পায়ে চলার রাস্তা বরাবর একটা 'গন্ডোলা'র ব্যবস্থা করতে। কিন্তু আমি তাতে বাধা দিলাম, তার আগে মার্কোসের ব্যাপারটার মীমাংসা হওয়া দরকার। আটটার একটু পরে কোকো ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে জানালো যে সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ আমাদের অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়েছিল। এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত ফলাফল হলো : ৩টি ৬০ মি.মি. মর্টার, ১৬টি মাউজার, ২টি বি-জেড, ৩টি ইউ-এস-আই-এস, ১টি ৩০, ২টি রেডিও, বুট ইত্যাদি; ৭জন নিহত, ১৪ জন অক্ষত দেহে বন্দী এবং ৪ জন আহত। কিন্তু আমরা খাবারদাবার কিছু হাতাতে পারিনি। আক্রমণের পরিকল্পনাটি হস্তগত করা হয়েছে। নাকাহুয়াসুর দুই প্রান্ত থেকে অগ্রসর হয়ে মাঝখানে মিলিত হবার কথা এতে আছে। লোকজনদের আমরা তাড়াতাড়ি ওপারে চালান করে দিলাম, এবং অগ্রগামী দলের অধিকাংশকে সঙ্গে দিয়ে কৌশলপূর্ণ গতিবিধির (ম্যানুভার) জন্য মার্কোসকে মোতায়েন করা হলো রাস্তার শেষ প্রান্তে। অন্যদিকে মাঝের দল এবং পেছনের দলের একাংশ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং ব্রাউলিও'র উপর ভার দেওয়া হলো অন্য রাস্তাটির প্রান্তে ওৎ পেতে থেকে কৌশল-মাফিক অতর্কিত আক্রমণের জন্য। আজ রাত্রিটা আমরা এভাবে কাটাব, দেখি আগামীকাল বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার বাহিনী আসে কিনা। বন্দী মেজর আর ক্যাপ্টেন তোতা পাখির মতো বাঁধা বুলি আউড়ে চলেছে।

চিনোকে দিয়ে পাঠানো বার্তাটির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। তাতে দেব্রের সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; ৬০,০০০ ডলার; চিনো যে যে জিনিস চেয়েছে তার তালিকা, এবং তারা কেন ইভানকে লেখে না তার কৈফিয়ৎ। আমি সাঞ্চেজের

কাছ থেকেও চিঠি পেয়েছি, তাতে জানানো হয়েছে কয়েকটি জায়গায় 'মিটো' প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার কথা।

২৪.৩.৬৭

ছিনিয়ে নেওয়া পুরো মালের হিসাব : ১৬টি মাউজার, ৩টি মর্টার— ৬৪টি গোলাসহ, ২টি বি-জেড, মাউজারের ২০০০ রাউন্ড, ৩টি ইউ-এস-আই-এস—প্রত্যেকটিতে দুটি করে ক্লিপসহ, দুটি বেল্টসহ ১টি ৩০। নিহত ৭ জন, ৪ জন আহতসহ ১৪ জন বন্দী। মার্কোসকে পাঠানো হয়েছিল খবর জোগাড়ের কাজে, নতুন কোনো খবর পাওয়া যায়নি। একমাত্র নতুন খবর হলো—আমাদের বাড়ির কাছে বিমান থেকে বোমা ফেলা হচ্ছে।

বন্দীদের সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলা এবং তাদের কাছ থেকে ব্যবহার যোগ্য সব কিছু রেখে দিয়ে তাদের ছেড়ে দেবার জন্য ইন্টিকে পাঠালাম। অফিসার দুজনের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা হলো এবং ওদের নিজের নিজের জিনিস নিয়ে চলে যেতে অনুমতি দেওয়া হলো। আমরা মেজরকে বললাম মৃতদেহগুলি সরাবার জন্য ২৭ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত সময় দেব; তাছাড়া এই প্রস্তাব করা হলো যে লাগুনিল্লা এলাকায় তিনি থাকলে ঐখানের সমগ্র অঞ্চলে সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে আমরা রাজী আছি; কিন্তু উত্তরে বললেন যে সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করছেন। ক্যাপ্টেন বললেন, একবছর আগে উনি সৈন্যবাহিনীতে পুনঃপ্রবেশ করেছেন, কারণ পার্টি তাঁকে তাই করতে অনুরোধ করেছিল; ওঁর এক ভাই কিউবায় পড়াশুনা করছে। এছাড়া তিনি অন্য দু-জন অফিসারের নাম দিয়ে বললেন ওরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হবে। যখন বোমাবর্ষণ শুরু হলো ওঁরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল; তবে আমাদের মধ্যে দুজনের—রাউল আর ওয়াল্টারের একই অবস্থা হয়েছিল; ওৎ পেতে বসে থাকার সময়েও ওয়াল্টারের অবস্থা কাহিল হয়েছিল।

মার্কোস এলাকার চারদিক ঘুরে কোথাও কিছু দেখতে পেল না। নাটো আর কোকো গা-ভাসিয়ে-দেওয়া লোকগুলোকে নিয়ে একটা 'গন্ডোলা' করে উপরের দিকে গিয়েছিল; কিন্তু পরে আবার ওদের ফিরিয়ে আনতে হলো, কারণ ওরা হাঁটতে রাজী নয়। ওদের বরখাস্ত করতে হবে।

২৫.৩.৬৭

আজ নতুন কিছু ঘটেনি। লিঁয়, উর্বানো আর আর্তুরোকে এমন জায়গায় পাহারা দিতে পাঠানো হলো যেখান থেকে নদীর প্রবেশ মুখের দুটো পারই দেখা যায়। ১২টার সময় মার্কোস তার জায়গা ছেড়ে চলে এল এবং সমস্ত লোকদের ওৎ পেতে অপেক্ষা করার প্রধান জায়গায় জড়ো করা হলো। সাড়ে ছয়টার সময় উপস্থিত প্রায় সকলকে নিয়ে আমি আমাদের পথপরিক্রমার বিশ্লেষণ করলাম এবং এর কী তাৎপর্য তা বোঝালাম। মার্কোসের ভুলগুলি আমি দেখিয়ে দিলাম এবং তাকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে সে জায়গায় অগ্রগামী দলের প্রধান হিসেবে মিগুয়েলের নাম করলাম। সেই সঙ্গে পাকো,

চিঙ্গোলা, ইউসোবিও আর পেপেকে এই বলে বরখাস্ত করে দিলাম যে ওরা যদি কাজ না করে তবে খেতেও পাবে না। ওদের তামাকের বরাদ্দ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিলাম। এবং ওদের নিজস্ব জিনিসগুলো যাদের খুবই প্রয়োজন তাদের মধ্যে বিলি করে দিলাম। এই প্রসঙ্গে আমি বললাম কি করা যায় না যায় আলোচনা করতে কোল্লের আসবার কথা আছে, সেই সঙ্গে যুবদলের উপস্থিত সদস্যদের বহিষ্কার নিয়েও কথা হবে। এখানে আমরা দেখব প্রকৃত ঘটনা, কথার সঙ্গে ঘটনার মিল না হলে সেকথার কোনো গুরুত্ব নেই। আমি একথাও জানালাম যে আমরা গোরুর খোঁজ করব এবং আবার ক্লাশ আরম্ভ করব।

পেড্রো আর এল মেডিকোর সঙ্গে কথা বললাম, ওদের আমি বলেছিলাম গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে ওরা প্রায় স্নাতকের পর্যায়ে উঠে গেছে। এই সঙ্গে এপোলিনারকে উৎসাহ দিলাম। পথপরিক্রমার সময় কষ্ট সহ্য করতে না পারার জন্য, লড়াইয়ের সময় তার মনোভাবের জন্য এবং এরোপ্লেন আসতে দেখে ঘাবড়ে যাবার জন্য ওয়াল্টারকে আমি সমালোচনা করলাম। ও আমার সমালোচনা ভালোভাবে নিতে পারেনি। এল চিনো আর এল পেলাডোর সঙ্গে বসে আমি কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় পরিষ্কার করে জেনে নিলাম এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে এল ফ্রান্সেসকে মৌখিকভাবে একটা দীর্ঘ রিপোর্ট দিলাম। সভা চলা কালে এই গ্রুপের নাম দেওয়া হলো বলিভিয়ান জাতীয় মুক্তি ফৌজ এবং ঠিক হলো এই খণ্ড-যুদ্ধ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে।

২৬.৩.৬৭

এন্টনিও, রাউল আর পেড্রোকে নিয়ে ইন্টি সকাল সকাল বেরিয়ে গিয়েছিল গোরুর খোঁজে টিকুচা অঞ্চলে, কিন্তু ঘণ্টা তিনেক চলার পর সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং ফিরে আসে। মনে হয় সৈন্যরা ওদের দেখতে পায়নি। ওরা এসে আমাদের জানালো যে সৈন্যরা একটা ফাঁকা জায়গায় এবং চকচকে ছাদওয়ালা একটা বাড়িতে পর্যবেক্ষণ চৌকি বসিয়েছে। সেখান থেকে জনছয়েক লোককে ওরা বেরিয়ে আসতে দেখেছে। যাকে আমরা ইয়াকি বলি সৈন্যরা আছে সেই নদীর কাছে। আমি মার্কোসের সঙ্গে কথা বলে ওকে পেছনের দলে পাঠিয়ে দিলাম। ওর চালচলনের কোনো উন্নতি হবে এমন বিশ্বাস আমার নেই।

ছোটখাটো একটি 'গন্ডোলা'র ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই সঙ্গে নিয়মমাফিক পাহারা। আরগানারাজের বাড়ির কাছের পর্যবেক্ষণ চৌকি থেকে একটা হেলিকপ্টারকে নামতে এবং ৩০ থেকে ৪০ জন সৈন্য দেখা গেছে।

২৭.৩.৬৭

খবরটা আজ প্রকাশ হলো; বেতার তরঙ্গে অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে এই খবর, বারিয়েন্টোসের প্রেস কনফারেন্স সমেত ঝুড়ি ঝুড়ি সরকারী প্রচারণায়। সরকারী

ইস্তাহারে আমাদের যা হয়েছে তার চেয়ে একজন বেশি নিহত দাবি করেছে; ওরা বলছে আহতদের পরে গুলি করে মারা হয়েছে। ওদের তালিকা মতে আমাদের ১৫ জন নিহত এবং ৪ জন বন্দী হয়েছে, তার মধ্যে দুজন বিদেশী। তারা একজন বিদেশীর কথাও বলেছে যে দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে এবং গেরিলাদের গঠন সম্পর্কে বলছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে দলত্যাগীরা এসব বলেছে অথবা এ হলো বন্দীটির কাজ ; তবে ওরা কতটুকু বলেছে এবং কিভাবে বলেছে সেটা ঠিকভাবে জানা যাচ্ছে না। এসব থেকে ধারণা হয় যে তানিয়ার কথা ওরা জেনে ফেলেছে; তার মানে দু বছর লেগে থেকে যে কাজটা সুচারুরূপে করা হয়েছিল সেটা খোয়া গেল। এখান থেকে চলে যাওয়া এখন কঠিন হতে চলেছে। তাতোঁকে যখন একথা বললাম আমার ধারণা হলো, ও শুনে বিন্দুমাত্র খুশি হলো না। আমরা দেখব কি ঘটে।

বেনিগনো, লোরো আর জুলিও চলে গেল পেরিরেন্দার রাস্তার সন্ধানে। একাজে দু-তিন দিন লাগবে, পরে তাদের আর একবার গুতিয়েরেজের দিকে অভিযানে বেরোতে হবে, কাজেই বলে দেওয়া হয়েছে পেরিরেন্দায় কেউ যেন তাদের না দেখে। যারা পাহারায় ছিল তারা খবর দিল, টহলদার বিমান থেকে প্যারাসুট নামাতে দেখা গেছে এবং সেগুলো শিকারের মাঠে গিয়ে পড়েছে। দুজন লোক সঙ্গে দিয়ে এন্টনিওকে পাঠানো হলো ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে এবং পাকড়াও করার চেষ্টা করতে ; কিন্তু ওরা গিয়ে কিছুই দেখতে পায়নি।

রাত্রে আমাদের স্টাফ মিটিং হলো। এসময় আমরা পরবর্তী দিনগুলির কাজের পরিকল্পনা করে ফেললাম। ভুট্টা দানা সংগ্রহের জন্য কাল আমাদের ছোট বাড়ির দিকে যাবার জন্য 'গন্ডোলা'র প্রস্তুতি; তারপরে গুতিয়েরেজে কেনাকাটা করার জন্য আর একটি 'গন্ডোলা'; সবশেষে শত্রুর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্য ছোটখাটো একটা আক্রমণ; যা পিঙ্কল আর লাগুনিল্লার মধ্যে চলাচলকারী গাড়িগুলোর ওপর বনের মধ্য থেকে ঘটানো যেতে পারে। এক নম্বর ইস্তাহার মুসাবিদা করা হয়েছে, কামিরিতে এটা আমরা খবরের কাগজের লোকদের হাতে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করব। (দলিল ১৭)

২৮.৩.৬৭

গেরিলা সম্পর্কিত খবরে রেডিও এখনো ভরতি হয়ে আছে। ১২০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ২০০০ সৈন্য আমাদের ঘিরে রেখেছে এবং এই বেষ্টনী ক্রমশ ঘনবদ্ধ হচ্ছে; এর সঙ্গে নাপাম বোমা ফেলা হচ্ছে। আমরা আন্দাজ ১০।১৫ জনকে হারিয়েছে।

ব্রাউলিওর নেতৃত্বে ৯ জনকে ভুট্টাদানার সন্ধানে পাঠিয়েছিলাম। ওরা ফিরে এসে কয়েকটা উদ্ভট খবর দিল ঃ (১) আমাদের হুঁসিয়ারি জানাবার জন্য আমাদের আগে রওনা হয়েছিল কোকো, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না ; (২) বেলা ৪টায় তারা খামারবাড়িতে গিয়ে দেখে গুহাটি তল্লাশী হয়ে গেছে ; কিন্তু ভুট্টাদানা তুলবার জন্য যখন তারা সবেমাত্র ছড়িয়ে

এসেছে তখন ৭ জন রেডক্রশের লোক, ২ জন ডাক্তার আর খালি হাতে কয়েকজন সৈন্য হাজির হলো। ওদের বন্দী করা হলো ; এবং বলা হলো যে যুদ্ধবিরতির সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবে সন্ধি বলবৎ রাখার অধিকার তাদের আছে; (৩) এক ট্রাক বোঝাই সৈন্য উপস্থিত হয়, কিন্তু তাদের গুলি না করে ওদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া হয় যে ওরা সরে যাবে; (৪) সৈন্যরা শৃঙ্খলার সঙ্গে চলে গেল, এবং আমাদের লোকজনেরা হেলথ অফিসারদের নিয়ে পচাগলা শবগুলি যেখানে রয়েছে সে জায়গাটায় গেল, কিন্তু ওরা বলল সমস্ত লাশ বয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং কাল তারা মৃতদেহগুলি দাহ করতে আবার আসবে। আমাদের লোকেরা আরগানারাজের দুটি ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করে ফিরে এলো। কিন্তু ঘোড়া দুটি তাদের পিছু পিছু যেখানে আসতে পারল না সেখানে এন্টনিও, রুবিও, আনিকেতোকে রেখে এলো। ঠিক যেসময় ওরা কোকোর খোঁজ করছিল সে সময় সশরীরে সে হাজির হলো ; দেখে মনে হলো, সে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখনো বেনিগনোর কোনো খবর নেই।

এসময় বাইরে থাকলে সে কত কাজে লাগতে পারত, এ কথা উল্লেখ করতে এল্ ফ্রান্সেসকে খুব উত্তেজিত দেখা গেল।

২৯.৩.৬৭

আজকে কাজের দিক থেকে কম, কিন্তু প্রচুর খবর। সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে অনেক সংবাদ পাওয়া গেছে, যদি সেগুলো সত্য হয় তবে খুবই মূল্যবান হতে পারে। রেডিও হাভানা খবরটা প্রচার করেছে এবং সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে 'ও, এ, এস' (OAS) এ কিউবার মামলা উপস্থিত করার ব্যাপারে ভেনেজুয়েলার কাজ সমর্থন করা হবে। এত খবরের মধ্যে একটি খবরে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি; খবরটি হলো পিরাবয় গিরিবর্ত্মে একটা সংঘর্ষ ঘটেছে এবং গেরিলাদের দুজন নিহত হয়েছে। এটা পিরিরেন্দা যাবার পথ, যে জায়গা বেনিগনোর দেখে আসার কথা ; আজ ওর ফিরে আসা উচিত ছিল কিন্তু আসেনি। তাকে বলা হয়েছিল গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে না যাবার জন্য, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে বার বার আমার নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।

গুয়েভারা আজ কাজে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। তাকে ডিনামাইট দেওয়া হয়েছিল কিন্তু দিনের বেলায় কাজে লাগায়নি। একটা ঘোড়া মেরে সবাই খুশিমতো মাংস খেল, যদিও এই মাংসে আমাদের চারদিন চলা উচিত। আরেকটিকে এখানে নিয়ে আসতে চেষ্টা করব, তবে ব্যাপারটা সহজ হবে না। চিল শকুনদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে শবগুলি এখনো পুড়িয়ে ফেলা হয়নি। গুহাটার কাজ শেষ হলেই আমরা এই ক্যাম্প থেকে উঠে যেতে পারব, কেননা এ জায়গাটা ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে এবং বড় বেশি জানাজানি হয়ে গেছে। আমি আলেজান্দ্রোকে বললাম এল-মেডিকো এবং যোয়াকিনের সঙ্গে (সম্ভবত সে ওসো ক্যাম্পে আছে) এখানে থাকতে। রোলানডোও কাহিল হয়ে পড়েছে।

আমি উর্বানো আর তুমার সঙ্গে কথা বললাম; তুমাকে আমি বোঝাতেই পারলাম না কেন তাকে সমালোচনা করছি।

৩০.৩.৬৭

আরেকবার সব চুপচাপ। সকালের মাঝামাঝি সময়টাতে বেনিগনো তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে হাজির হলো। পিরাবয় গিরিবর্ত্ম দিয়ে ওরা ভালোভাবে যেতে পেরেছিল, কিন্তু ২ জন লোক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। চাষীরা দেখে ফেলা সত্ত্বেও তারা গন্তব্যস্থলে গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছে। রিপোর্ট শুনে আন্দাজ করছি এখান থেকে পিরিরেন্দা যেতে ঘণ্টা চারেক সময় লাগবে, এবং মনে হয় ভয়ের কিছু নেই। বিমান থেকে ছোট বাড়িগুলোর ওপর সমানে বোমা ফেলে গেছে।

এন্টনিওর সঙ্গে আরো দুজনকে পাঠানো হয়েছিল নদীর উজানে গিয়ে দেখে শুনে আসতে, তারা এসে বলল সৈন্যরা এক জায়গায় অনড় হয়ে আছে; যদিও নদীর ধারে তাদের সন্ধানী নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেছে; ওরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে।

পেছনে পড়ে থাকা ঘোটকীটাকে নিয়ে আসা হয়েছে। সুতরাং একেবারে শোচনীয় অবস্থা হলে চারদিনের মতো মাংস মজুত আছে। আগামীকাল আমরা জিরিয়ে নেব। তার পরের দিন অগ্রগামীরা এর পরের দুটি কাজ নিয়ে রওনা হবে, গুতিয়েরেজ দখল এবং আরগানারাজ-লাগুনিল্লাস যাবার রাস্তায় ওৎ পেতে থেকে অতর্কিতে আক্রমণের ব্যবস্থা করা।

৩১.৩.৬৭

বিশেষ কোনো ঘটনা নেই। গুয়েভারা জানালো গুহাটা কাল শেষ হবে। ইন্টি আর রিকার্ডো খবর দিল সৈন্যরা জোর কামান দেগে (মর্টার) এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে, প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে আবার আমাদের খামার বাড়ি দখল করেছে। রসদ সংগ্রহের জন্য আমাদের পিরিরেন্দা যাবার যে পরিকল্পনা ছিল এর ফলে তাতে বাধা বাড়ল; কাজেই ম্যানুয়েলকে বললাম তার লোকজন নিয়ে ছোট বাড়িটার দিকে এগোবার জন্য। বাড়িটা ফাঁকা পেলে যেন দখল করে নেয়, আর জন দুই লোক পাঠিয়ে আমাকে যেন জানায় যাতে পরশু দিন আমরা চলে যেতে পারি। বাড়িটা যদি সৈন্যদের দখলে থাকে এবং অতর্কিত আক্রমণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে যেন ফিরে আসে এবং অরগানারাজকে পাশ কাটিয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে যাতে পিঙ্কল ও লাগুনিলার মাঝখানে কোথাও ওৎ পাতা যায়। রেডিওর কলকলানি অবিরাম চলেছে, এবং সংবাদের পরই অযাচিতভাবে লড়াই সংক্রান্ত ঘোষণা প্রচার করছে। ইয়াকি আর নাকাহুয়াসুর মধ্যে ওরা আমাদের অবস্থান একেবারে ঠিকভাবে ধরে নিয়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে চারদিক থেকে আরো নিকটবর্তী হয়ে ওরা আমাদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করবে। বেনিগনোকে বললাম আমাদের খোঁজ না করাটা ওর ভুল হয়েছে, এবং মার্কোসের অবস্থার কথাটাও তাকে খুলে বললাম। সে ভালোভাবে নিয়েছে।

রাত্রে আমি লোরো আর আনিকেতোর সঙ্গে কথা বললাম। খুব বাজে রকমের কথা হয়েছে। লোরো বলল আমাদের অবনতি ঘট্ছে; যখন আমি তাকে চেপে ধরলাম

তখন সে সব দোষ চাপাল মার্কোস আর বেনিগনোর ওপর। আনিকেতো ওর সঙ্গে আধাআধি একমত হলো, কিন্তু পরে সে কোকোর কাছে স্বীকার করেছে যে টিনের খাবার চুরিতে ওরা ছিল সহযোগী, এবং ইন্টির কাছে বলেছে যে মোটামুটিভাবে বেনিগনোর ব্যাপারে আর পমবো এবং 'সবরকমে গেরিলা বাহিনীর অধঃপতন' সম্পর্কে লোরোর কথা সে সমর্থন করে না।

মাসের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

এমাসে ঘটনার ছড়াছড়ি। তবে সাধারণভাবে ছবিটা হলো এরকম : গেরিলাদলের সংহতি এবং শুদ্ধিকরণের পর্ব কঠোরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিউবা থেকে যারা এসেছে তাদের বেশ ভালো বলে মনে হয়েছে, গুয়েভারার লোকজন—যারা সাধারণভাবে দুর্বল (২ জন দলত্যাগী, ১ জন বন্দী—'যে সব কথা বলে দিয়েছে', ৩ জন রেহাই পেয়েছে এবং ২ জন কমজোর)—এদের অন্তর্ভুক্ত করার কাজ—শ্লথগতিতে চলার পর্ব ; লড়াই শুরু করার পর্যায়, যেমন দর্শনীয়ভাবে এবং যথাযথভাবে আক্রমণ হয়েছে, তেমনি লড়াইর আগে ও পরে দ্বিধার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে (মার্কোসের পশ্চাদপসরণ—ব্রাউলিওর কাজকর্ম)। শত্রুর পাল্টা আক্রমণের সূচনা পর্ব এ পর্যন্ত যার এই লক্ষণগুলি দেখা গেছে : (ক) এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা যাতে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, (খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সোরগোল তোলা, (গ) এ পর্যন্ত সর্বাঙ্গীণভাবে অসার্থকতা (ঘ) কৃষকদের সমবেত করা।

এতে দেখা যাচ্ছে, আমি যা ভেবেছিলাম তার আগেই আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়তে হবে। পেছনে একটা গ্রুপকে মজুত রেখে যেতে হবে, সেই সঙ্গে রেখে যেতে হবে খবর আদানপ্রদানের জন্য সম্ভাব্য চারজনকে, তাতে সংখ্যায় কিছু ঘাটতি পড়বে। অবস্থা ভালো নয় কিন্তু এবার গেরিলাদের জন্য আর একটি অগ্নিপরীক্ষার কাল শুরু হচ্ছে, যাতে উত্তীর্ণ হতে পারলে গেরিলাদের পক্ষে তার ফল মঙ্গলজনক হবে।

গঠন : অগ্রগামী—নেতা : মিগুয়েল; বেনিগনো, পাচো, লোরো, আনিকেতো, কাম্বা, কোকো, ডারিও, জুলিও, পাবলো, রাউল।

পেছনের দল : নেতা—যোয়াকিন; সেগুনদো, ব্রাউলিও, রুবিও, মার্কোস, পেড্রো, মেডিকো, পোলো, ওয়াল্টার, ভিক্টর, (পেপে, পাকো, ইউসেবিও, চিঙ্গালো)।

মধ্য দল : আমি, আলেজান্দ্রো, রোলানডো, ইন্টি, পমবো, নাটো তুমা, উর্বানো, মোরো, নেগ্রো, রিকার্ডো, আর্তুরো, ইউস্তাকিয়ো, গুয়েভারা, উইলি, লুইল, এন্টনিও, লিয়োঁ (তানিয়া, পেলাডো, দাঁতো, চিনো—অভ্যাগত) সেরাপিও (শরণার্থী)।

এপ্রিল

১.৪.৬৭

অগ্রগামী দল ৭ টায় রওনা হলো। বেরোতে দেরি করেছে। এল নাটোর সঙ্গে কাম্বা গিয়েছিল এল ওসো গুহায় অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখবার জন্য; ওরা এখনো ফেরেনি। তুমা চৌকিতে পাহারায় ছিল, সেখান থেকে ১০টায় এসে খবর দিল শিকারীদের যাবার জায়গা ''পাম্পিতা''য় ৩ বা ৪ জন সৈন্যও দেখেছে। আমরা নিজ নিজ জায়গা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলাম; চৌকি থেকে ওয়াল্টার জানালো ৩ জন সৈন্যকে সে দেখেছে— সঙ্গে রয়েছে একটি খচ্চর অথবা গাধা। তারা কিছু একটা বসাচ্ছে। এটা সে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল, কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। যাই হোক আমার মনে হলো ওখানে থাকার আর প্রয়োজন নেই, কারণ ওরা আক্রমণ করবে না; এই ভেবে আমি ৪টার সময় ওখান থেকে চলে এলাম। আমার বিশ্বাস ওয়াল্টারের দিক থেকে দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে।

নেহাৎ দেরি হলে কালকের মধ্যে এখান থেকে পুরোপুরিভাবে গুটিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। যোয়াকিনের অনুপস্থিতিতে পেছনের দলের ভার রোলানডো গ্রহণ করবে। এল নাটো আর কাম্বা ফিরে এল রাত ৯টার সময়, যে ছয়জন থেকে যাচ্ছে তাদের খাবার ছাড়া বাকি সব জিনিস ওরা লুকিয়ে রেখে এসেছে। থেকে যাবার দলে: যোয়াকিন, আলেজান্দ্রো, মোরো, সেরাপিও, ইউস্তাকিয়ো আর পোলো; কিউবান ৩ জন আপত্তি জানাচ্ছে। বাকি ছয়জনের জন্য ''চারকুই''* (শুকনো মাংস) রেখে যাবার জন্যে অন্য ঘোটকীটা মারা হয়েছে। রাত ১১টার সময় একবস্তা ভুট্টাসহ ফিরে এসে এন্টনিও খবর দিল — সবকিছু প্ল্যান মাফিক সমাধা হয়েছে। চারজন অশক্ত লোকের (চিঙ্গালো, ইউসেবিও, পাকো, পেপে) পোঁটলাপুটলি কাঁধে নিয়ে ভোর ৪টার সময় রোলানডো রওনা হয়ে গেল। পেপে চেয়েছিল তাকে একটা অস্ত্র দেওয়া হোক এবং ইচ্ছা ছিল এখানে থেকে যাবার। তাদের সঙ্গে গেল কাম্বা। সকাল ৫ টায় কোকো এসে জানালো একটা গোরু জবাই করা হয়েছে এবং ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ওকে বললাম খাঁড়িটা পাহাড় বেয়ে সেখানে খামারের দিকে গেছে, পরশু দুপুরে সেটাই হবে সাক্ষাতের জায়গা।

২.৪.৬৭

এত জিনিসপত্র আমাদের জমা হয়েছে যে, সারাটা দিন লেগে গেল সেসব জিনিস বাছাই করে যার যার গুহায় রাখতে। একাজ শেষ করতে বেলা ৫টা বাজল। নিয়মমাফিক ৪ জনকে রাখা হলো পাহারায়। সারাদিন ধরে শ্মশানের স্তব্ধতা, এমনকি মাঝে মাঝে বিমান এসেও সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করেনি। রেডিও ঘোষকেরা বলল—বেড়াজালের ঘের ক্রমে ছোট হয়ে আসছে এবং গেরিলারা নাকাহুয়াসুর সংকীর্ণ গিরিখাতে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ঘোষকেরা ডন রেমবার্টোর গ্রেপ্তারের খবরও দিল এবং এও বলল যে সে তার খামারটি কিভাবে কোকোর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।

খুব দেরি হয়ে যাওয়ায় ভোর ৩টা অবধি আমরা যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। এতে করে নাকাহুয়াসু বরাবর ভাটির দিকে গেলে আমরা পুরো একটা দিন হাতে পেয়ে যাচ্ছি, যদিও আমাদের নির্ধারিত সাক্ষাতের জায়গাটা থেকে যাচ্ছে উল্টো দিকে। আমি মোরোর সঙ্গে কথা বললাম, তাকে বুঝিয়ে বললাম দলের সেরাদের একজন হিসাবে কেন তার নাম করিনি; করিনি এই কারণে যে খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে তার দুর্বলতা আছে এবং স্থূল রসিকতা করে কমরেডদের রাগিয়ে তুলবার একটা ঝোঁক ওর মধ্যে রয়েছে। এসব কথা নিয়ে কিছুক্ষণ আমরা আলাপ করলাম।

৩.৪.৬৭

তালিকা অনুযায়ী সব কাজ নিষ্পন্ন হলো—কোনো বাধা হলো না। ভোর সাড়ে ৩টায় রওনা হয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে সকাল সাড়ে ৬টায় সোজাপথের বাঁক পেরিয়ে, খামার বাড়ির কাছে এসে পৌঁছলাম সাড়ে ৮টায়। যে জায়গাটিতে অতর্কিত আক্রমণ ঘটেছিল সে জায়গা পেরোবার সময় দেখা গেল মৃতদেহগুলোতে অস্থি-কঙ্কাল ছাড়া আর বাকি কিছু নেই; শিকারী পাখির দল তাদের কর্তব্য পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করেছে। আমি দুজনকে (উর্বানো আর নাটো) পাঠালাম রোলানডোর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। বিকালে আমরা চলে গেলাম পিরাবয় গিরিবর্ত্মে, সেখানে আমরা ভুট্টা আর গো-মাংস পেট ভরে খেয়ে ঘুম দিলাম।

দাঁতো আর কার্লোসের সঙ্গে কথা হলো; ওদের সামনে তিনটি বিকল্প রাখলাম: আমাদের সঙ্গে আসতে পারে, একা একা বেরিয়ে পড়তে পারে অথবা গুতিয়েরেজকে নিয়ে তাদের সাধ্যমতো কপাল ঠুকে দেখতে পারে। তৃতীয়টি ওরা বেছে নিল। আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করব আগামী কাল।

৬.৪.৬৭

নিদারুণ উত্তেজনার দিন। আমারা ভোর ৪টায় নাকাহুয়াসু পার হয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম—দিনের আলোর জন্য, তারপরে চলা শুরু করা যাবে। মিগুয়েল সন্ধানের কাজ শুরু করেছে অনেক পরে, কিন্তু দু-দুবার ফিরে এসেছে, কারণ ভুল করে

আর একটু হলেই আমরা সৈন্যদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছিলাম। ৮টার সময় রোলানডো খবর দিল, যে গিরিবর্ত্মটি একটু আগে আমরা ছেড়ে এসেছি তার সামনে এক ডজন সৈন্য হাজির হয়েছে। আমরা আস্তে আস্তে রওনা হয়ে বেলা ১১টায় পাহাড়ের মাথায় সমভূমিতে এসে বিপদ-মুক্ত হলাম। রোলানডো এসে খবর দিল গিরিবর্ত্মটিতে এক'শ জনের বেশি সৈন্য পাহারায় মোতায়েন করা হয়েছে।

রাত্রে খাঁড়িতে পৌঁছবার আগেই নদীর দিক থেকে রাখালদের গলা শুনতে পেলাম। আমরা বেরিয়ে এসে ৪ জন চাষীকে পাকড়াও করলাম, তাদের সঙ্গে ছিল আরগানারাজের কয়েকটি গোরু। তারা সৈন্যবাহিনীর ছাড়পত্র নিয়ে ১২টি দল-ছাড়া গোরু খুঁজতে বেরিয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যে নাগালের বাইরে চলে গেছে, সেগুলিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা ২টি গোরু নিজেদের জন্য নিয়ে নদীর ভাটি বরাবর তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চললাম আমাদের খাঁড়ির দিকে। বে-সামরিক লোকদের মধ্যে দেখলাম এক ঠিকাদার আর তার ছেলে রয়েছে; দুজন চাষী, একজন চুকিসেকা থেকে, আর একজন কামিরির। কামিরির চাষীটি আমাদের কথাবার্তা আগ্রহের সাথে শুনল মনে হলো এবং কথা দিল আমাদের দেওয়া ঘোষণাপত্রটি লোকজনের মধ্যে বিলি করবে।

আমরা কিছুক্ষণ তাদের আটকে রেখে ছেড়ে দিলাম। ওদের বারণ করে দিলাম কাউকে যেন কিছু না বলে, ওরা কথা দিল কাউকে কিছু বলবে না।

যেতে যেতেই রাতটা কেটে গেল।

৭.৪.৬৭

আমরা খাঁড়ির উজান বরাবর আরো এগিয়ে গেলাম শেষ গোরুটিকে নিয়ে। 'চারকুই'* বানাব বলে গোরুটিকে পরে আমরা জবাই করলাম। নদীর ধারে ওৎপেতে রোলানডো থেকে গেল, তার উপর নির্দেশ—সামনে যে পড়বে তাকেই গুলি করবে; সারা দিনে নতুন কিছু ঘটল না। পিরিরেন্দার যে পথে আমরা যাব বেনিগনো আর কাম্বা সে পথে এগিয়ে গিয়েছিল, তারা বলল আমাদের খাঁড়ির কাছাকাছি গভীর খাদে করাতকলের মোটরের শব্দ পেয়েছে।

উর্বানো আর জুলিওকে দিয়ে যোয়াকিনের কাছে একটা খবর পাঠিয়েছি; তারা সারাদিনেও ফেরেনি।

৮.৪.৬৭

ঘটনাবিহীন দিন। বেনিগনো কাজে গিয়ে কাজ শেষ না করেই ফিরে এল, বলল, তার কাজ কালকেও শেষ হবে না। বেনিগনো উপর থেকে যে গভীর খাদটি দেখেছিল সেটা দেখবার জন্য মিগুয়েল গিয়েছে, এখনো ফিরে আসেনি। উর্বানো আর জুলিও ফিরে এসেছে পোলোকে সঙ্গে নিয়ে। সৈন্যরা ছাউনিটা দখল করে নিয়েছে এবং পাহাড়ে তল্লাশী চালাচ্ছে, ওরা উঁচু জমির পাশ দিয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে।

যোয়াকিন এসব সম্পর্কে এবং অন্যান্য সমস্যার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দলিলে (দ-১৯) বিবরণ দিয়েছে।

আমাদের হেফাজতে দুইটি বাছুর সহ তিনটে গোরু ছিল, একটি পালিয়ে গেছে, কাজেই এখন ৪টি জন্তু রয়েছে। আমাদের কাছে অবশিষ্ট যা নুন আছে তাই দিয়ে এই চারটির একটি বা দুটি দিয়ে 'চারকুই' বানিয়ে নেব।

৯.৪.৬৭

পোলো, লুইস আর উইলি একটা বিশেষ কাজে গেছে, যোয়াকিনকে একটা চিঠি দেবে এবং তাদের ফিরে আসতে সাহায্য করবে; তারা এসে নদীর উজানের দিকে একটা গোপন ঘাঁটি গেড়ে বসবে—জায়গাটা বাছাই করবে নাটো আর গুয়েভারা। নাটোর মতে আমরা এখন যেখানে আছি সেখান থেকে ঘণ্টাখানেক হেঁটে গেলে ভালো কয়েকটি জায়গা মিলবে, যদিও জায়গাগুলি খাঁড়ির বড়বেশি কাছে। মিগুয়েল এসে গেল। খোঁজখবর নিয়ে এসে সে বলল, গিরিবর্ত্মটি গিয়ে শেষ হয়েছে পিরিরেন্দায়। ঘাড়ে বোঁচকা নিয়ে সেখানে যেতে লাগবে একটি দিন; কাজেই বেনিগনোকে বলেছিলাম ও যেন ওর খোঁজখবরের কাজ বন্ধ রাখে, কেন-না ওতে আরো একদিন বেশি লাগবে।

১০.৪.৬৭

ভোর হলো। সকালবেলা আমরা যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাঁড়িটি ছাড়তে এবং কুয়েব্রাদা ডে মিগুয়েলের রাস্তা পার হয়ে পিরিরেন্দা-গুতিয়েরেজ যাবার তোড়জোড় করছি তখন পর্যন্ত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেনি। সকাল বেলার মাঝামাঝি সময়ে এলো নিগ্রো উত্তেজিতভাবে এসে খবর দিল যে ১৫ জন সৈন্য নদী বরাবর আসছে—হুঁশিয়ার! ইন্টি চলে গেল ঘাপটি মেরে থাকার জায়গায় রোলানডোকে সতর্ক করে দিতে। অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর করার কিছু ছিল না, কাজেই অপেক্ষাই করলাম। তুমাকে বললাম আমাকে খবর দেবার জন্য যেন তৈরি থাকে। প্রথম দুঃসংবাদটি আসতে দেরি হলো না; এল রুবিও, জেসাস সুয়ারেজ গায়ল সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছে। আমাদের ক্যাম্পে ও এল মৃত। মাথায় বুলেট। ঘটনাটি এভাবে ঘটেছে: পেছনের দলে ৮ জন, সঙ্গে যুক্ত হলো সামনের দলের ৩ জন—এদের নদী দুপারে ছড়িয়ে দিয়ে অতর্কিত আক্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। ইন্টি যখন ১৫ জন সৈন্যের এ দিকে আসার খবর দেবার জন্য আসছিল, তখন এল রুবিও পাশ দিয়ে আসার সময়ে তার নজরে আসে যে সে খুব খারাপ জায়গায় রয়েছে। নদীর ধার থেকে তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সৈন্যরা তেমন সতর্ক না হয়েই এগোচ্ছিল ; পায়ে চলা রাস্তার খোঁজে নদীর ধার দেখে বেড়াচ্ছিল; এই করতে করতে তারা বনাঞ্চলের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং ওৎ পাতার জায়গায় পৌঁছবার আগেই তারা আচমকা ব্রাউলিও আর পেড্রোর সামনে পড়ে যায়। গুলি চলে সেকেন্ড কয়েক; ১ জন নিহত, ৩ জন

আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, সেই সঙ্গে ৬ জন বন্দী হয়। কিছুক্ষণ পরে একজন অধস্তন অফিসারও ধরাশায়ী হয় এবং ৪ জন পালিয়ে যায়। আহতদের পাশে শায়িত এল রুবিওকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখা যায়, ওর অস্ত্রটি ঠেসে গিয়েছিল এবং পাশে পড়ে ছিল পিন খোলা অবস্থায় একটি না-ফেটে যাওয়া হাতবোমা। যে বন্দীটির অবস্থা কাহিল ছিল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি, খানিক পরে সে মারা গেল। লেফটেন্যান্ট ইন কমান্ডও মারা গেল। অন্যান্য বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই রকম একটা ছবি পেলাম: নাকাহুয়াসুর উজানের দিকে যে বাহিনী—এই ১৫ জন সেই বাহিনীর লোক। তারা গভীর খাদ পার হয়ে এসে গতবারের খণ্ডযুদ্ধের যা অবশিষ্ট ছিল তা সংগ্রহ করে তারপরে ক্যাম্প দখল করে। রেডিও ঘোষণা করেছে সেখানে নাকি ওরা দলিলপত্র আর ফটো পেয়েছে; কিন্তু সৈন্যরা বলল কিছুই পাওয়া যায়নি। বাহিনীতে আছে ১০০ জন; এই ১৫ জনের দলটির উপর ভার পড়েছিল একদল সাংবাদিককে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসার। তাদের উপর আরো নির্দেশ ছিল সন্ধানের কাজে বেরোবার এবং বিকাল ৫টায় ফিরবার। ওদের প্রধান বাহিনী রয়েছে পিঙ্কল-এ; লাগুনিলাসে কমবেশি ৩০ জনের মতো, এবং মনে হচ্ছে পিরাবয়ে যে দলটি ছিল তাদের গুতিয়েরেজে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, ভ্রাম্যমাণ এই দলটি পাহাড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে, তাদের জলের অভাব, কাজেই তাদের উদ্ধার করা দরকার। হিসাব করে দেখলাম পলায়ন-পর দলটির আসতে দেরি হবে; ঠিক করলাম ৫০০ মিটার আগে রোলানডোর তৈরি অতর্কিত আক্রমণের ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাব, কিন্তু এখন নির্ভর করছে পুরো অগ্রগামী দলের সাহায্যের উপর। প্রথমে আমি একে ঘাঁটি থেকে অপসারণ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম ওকে এভাবে রেখে আসাই যুক্তিযুক্ত। বিকাল ৫টার সময় খবর এল সৈন্যবাহিনী প্রচুর দলবল নিয়ে এগিয়ে আসছে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। পমবোকে পাঠালাম পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে আসার জন্য। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পমবো ফিরে এসে বলল ওরা আবার অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়েছিল, কয়েকজন নিহত হয়েছে, একজন মেজরকে বন্দী করা হয়েছে। এবারের ঘটনা ঘটেছে এভাবে: সৈন্যরা নদীর ধার দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ দলে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু সতর্ক ছিল না; এবং (বহুভুজ আকারে) সম্পূর্ণ ছিল। এবারকার আক্রমণে ৭ জন নিহত, ৫ জন আহত এবং মোট ২২ জন বন্দী। চূড়ান্ত ফলাফল এরূপ: (মোট) (তথ্যের অভাবে হিসাব করা সম্ভব নয়)।

১১.৪.৬৭

সকালবেলা আমরা আমাদের জিনিসপত্র সব সরাতে আরম্ভ করলাম এবং জিনিসপত্রের অভাবে এল রুবিওকে একটি ছোট অগভীর কবরে মাটি চাপা দিলাম। পেছনের দলের সঙ্গে ইন্টিকে রেখে আসা হয়েছে বন্দীদের সঙ্গে থেকে ওদের মুক্তিদান করার জন্য; এবং কোনো অস্ত্রশস্ত্র বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকলে সেগুলি কুড়িয়ে আনবার

জন্য। খোঁজাখুজির ফল হয়েছে আরো দুজনকে তাদের অস্ত্রসহ বন্দী করে আনা হয়েছে। সংবাদপত্রে পৌঁছে দেবার কড়ারে মেজরের হাতে দুটি বার্তা (১ নম্বর) দিয়ে দেওয়া হলো। ওদের মোট ক্ষতি: ১০ জন নিহত, তার মধ্যে ২ জন লেফটেন্যান্ট; ৩০ জন বন্দী, তার মধ্যে একজন মেজর এবং কয়েকজন জুনিয়র অফিসার, বাকি সকলে সৈনিক— ওদের মধ্যে ৬ জন আহত; প্রথমবারের যুদ্ধে ১ জন—দ্বিতীয়বারে বাকি সকলে। তারা চতুর্থ ডিভিসনের কম্যান্ডের অধীন, কিন্তু তার মধ্যে মিশ্র রেজিমেন্টের লোকও আছে; তাদের মধ্যে আছে অশ্বারোহী, প্যারট্রুপার্স, এবং আঞ্চলিক সৈন্য, যারা বালকমাত্র।

আমরা গুহাটি খুঁজে পেলাম এবং মালপত্র সব স্থানান্তর করতে বিকাল গড়িয়ে গেল। কিন্তু গুহাটি এখনো ব্যবহার-উপযোগী হয়নি। আসবার পথে শেষদিকে গোরুগুলি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, আমাদের হাতে এখন একটি মাত্র বাছুর আছে।

নতুন ক্যাম্পের জায়গায় আমরা এসে পৌঁছবার কিছুক্ষণের মধ্যে সদলবলে নেমে-আসা যোয়াকিন আর আলেজান্দ্রোর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। ওদের কাছে খবর শুনে মনে হয় ইউস্তাকিও যে সৈন্যদল দেখেছিল সেটা তার চোখের ভুল এবং এখানে আমাদের চলে আসাটা হয়েছে নিরর্থক।

রেডিওতে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে "এক নতুন ও রক্তাক্ত সংঘর্ষের" উল্লেখ করে সৈন্যদলের ৯ জন এবং আমাদের ৪ জনের নিহত হবার 'পাকা খবর' দিয়েছে। চিলির এক সাংবাদিক আমাদের পুরনো ক্যাম্পের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে আমার একটি ছবি পেয়েছে দাবি করেছে; ছবিতে নাকি গোঁফ-দাড়ি নেই, মুখে পাইপ রয়েছে। কি ভাবে পেল তদন্ত করা দরকার। ওপরের গুহার খবর ওরা পেয়েছে বলে কোনো প্রমাণ নেই, যদিও জেনেছে বলে কিছু কিছু খবর আছে।

১২.৪.৬৭

যারা আকস্মিক এসে গেছে তাদের ৪ জনকে বাদ দিয়ে সকাল সাড়ে ছয়টায় সকল যোদ্ধাকে একজায়গায় করে এল রুবিওর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানালাম। একথাটি স্পষ্ট করে বলা হলো যে প্রথম রক্ত দিয়েছে একজন কিউবান। কিউবানদের খাটো করে দেখার একটা ঝোঁক অগ্রবর্তী দলের দেখা গেছে ; গতকাল কম্বার একটি কথায় এই ঝোঁকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; রিকার্ডোর সাথে ওর একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেজন্য কাম্বার এই উক্তি—দিন দিন কিউবানদের সম্পর্কে তার আস্থা কমে যাচ্ছে। ঐক্যের ঐকান্তিক প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে তাদের কাছে আমি আবেদন করে বললাম, আমাদের বাহিনীকে বড় করার একমাত্র পথ ঐক্য; আমাদের বাহিনীর যুদ্ধ করার ক্ষমতা বেড়েছে, আমরা লড়াইতে অভ্যস্ত হয়েছি, কিন্তু আকারে বাড়েনি, উপরন্তু ইদানীং কিছুটা ছোট হয়ে গেছে।

নাটো ভালোভাবে একটি গুহা তৈরি করেছিল, লড়াই-এ পাওয়া জিনিসগুলি তার ভিতরে রেখে ২টার সময় আমরা ধীরে সুস্থে রওনা হলাম। এত ধীরে ধীরে যে

কিছুই এগোলাম না বোধ হয়, হাঁটা শুরু করার কিছুক্ষণ বাদেই একটি ছোট জলাশয়ের জায়গায় এসে ঘুমিয়ে পড়তে হলো।

সৈন্যবাহিনী এখন স্বীকার করছে যে ১১ জন নিহত, তার কারণ বোধ হয় আর একটি লাশ ওরা খুঁজে পেয়েছে অথবা আহতদের একজন মারা গেছে।

দেব্রের বই সম্পর্কে আমি একটি সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম তৈরির অবতারণা করলাম।

একটি সাংকেতিক বার্তার কিছুটা পাঠোদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু খবরটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না।

১৩.৪.৬৭

আরো দ্রুত হাঁটার জন্য গ্রুপটিকে দু-ভাগে ভাগ করা হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও চলার গতি মন্থর থেকে গেল। ক্যাম্পে একটা দল এসে পৌঁছাল ৪টার সময়, আর বাকি দলটা এসে পৌঁছাল সাড়ে ছয়টার সময়। মিগুয়েল হাজির হলো সকালে। গুহাটি যেমন তেমনি ঢাকা পড়ে আছে এবং কোনো কিছুতে হাত দেওয়া হয়নি। বেঞ্চি, রান্নাঘর উনোন, বীজতলা, সবই যেমন ছিল তেমন রয়েছে।

আনিকেতো আর রাউল গিয়েছিল অনুসন্ধানের কাজে কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। কাল ওদের আরো ভালো কাজ করতে হবে।—ইকিরা নদী পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে।

উত্তর আমেরিকানরা ঘোষণা করেছে বলিভিয়াতে ওদের মিলিটারী উপদেষ্টা পাঠানোর সঙ্গে গেরিলাদের কার্যকলাপের কোনো সম্পর্ক নেই ; আগেকার ব্যবস্থা অনুসারেই এই উপদেষ্টা পাঠানো হয়েছে। সম্ভবত নয়া ভিয়েতনাম বানাবার এটা প্রথম প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

১৪.৪.৬৭

একঘেয়ে দিন। মাটির নিচের ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু জিনিস বের করে আনা হয়েছে অসুস্থদের জন্য, ওতে আমাদের ৫ দিনের খোরাক হবে। ওপরের গুহা থেকে টিনের দুধ আনা হয়েছে ; ২৩টি টিন রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য। মোরো রেখে গিয়েছিল ৪৮টি, এবং মনে হয় না এত অল্প সময়ের মধ্যে কারো পক্ষে সরিয়ে ফেলা সম্ভব। দুধ জিনিসটা আমাদের দুর্নীতি ঘটাবার একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোয়াকিন না আসা পর্যন্ত বিশেষ গুহা থেকে একটি মেসিনগান এবং একটি মর্টার আনা হয়েছে আমাদের বলবৃদ্ধির জন্য। আক্রমণের পরিকল্পনা পরিষ্কার নয়, কিন্তু আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয় আমরা যদি সবাই চলে গিয়ে মুয়ুপাম্পা অঞ্চলে ক্রিয়াকলাপ শুরু করি এবং পরে উত্তরের দিকে পিছিয়ে যাই। যদি সম্ভব হয়, অবস্থা বুঝে, দাঁতো আর কার্লোস সাক্রেকোচাবাম্বার দিকে সমানে এগিয়ে যাবে। প্রচারপত্র ২ নম্বর (দ-২১) লেখা হয়েছে বলিভিয়ার জনসাধারণের জন্য, এবং ম্যানিলার জন্য লেখা ৪ নম্বর রিপোর্ট পৌঁছে দেবে এল ফ্রান্সেস।

১৫.৪.৬৭

যোয়াকিন এসে গেছে পেছনের পুরো দলটি নিয়ে, আমরা কাল রওনা হব ঠিক করলাম। যোয়াকিন বলল এলাকার ওপর বিমান উড়েছে এবং বনের মধ্যে কামানের গোলা বর্ষণ করেছে। দিনটি ঘটনাহীন ভাবে কেটে গেল। দলটিকে পুরো অস্ত্রসজ্জিত করা হলো, ৩০ টি মেসিনগান দেওয়া হলো পেছনের দলকে (মার্কোস), এবং আকস্মিক এসে-যাওয়া লোকেরা থাকল সাহায্যকারী হিসাবে।

রাত্রে আমি অভিযান সম্পর্কে এবং টিনের দুধ উধাও হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে কড়া হুঁশিয়ারি দিলাম।

কিউবা থেকে আসা দীর্ঘ বার্তাটির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। সংক্ষেপে, আমি কি করছি সে সম্পর্কে লেচিন অবহিত আছেন, এবং ২০ দিনের মধ্যে গোপনে দেশে পুনঃপ্রবেশ করে সমর্থন জানিয়ে একটা ঘোষণা প্রচার করবেন।

সবচেয়ে শেষের খবর জানিয়ে ফিডেলের কাছে একটা নোট (৪) লেখা হয়েছে। এটা সাংকেতিক ভাষায় অদৃশ্য কালিতে লেখা হয়েছে।

১৬.৪.৬৭

অগ্রবর্তী দলটি রওনা হয়েছে ৬-১৫ মিনিটে, আমরা রওনা হয়েছি ৭-১৫ মিনিটে। বেশ জোরকদমে যাওয়া হলো ইকারা নদী পর্যন্ত। কিন্তু তানিয়া আর আলেজান্দ্রো পেছনে পড়ে গেছে। টেম্পারেচার নিয়ে দেখা গেল তানিয়ার ১০২ ডিগ্রি আর আলেজান্দ্রোর ১০০ ডিগ্রি ওপর জ্বর। তা ছাড়া আমরা ঠিক পরিকল্পনা মাফিক হাঁটতে পারছিলাম না। ইকিরা নদীর এক কিলোমিটার উজানে এসে এল নিগ্রো আর সেরাপিওর কাছে ওদের দুজনকে রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। বেলে-ভিস্তা নামে একটা বিচ্ছিন্ন বসতিতে এসে পড়লাম; ঠিকভাবে বললে বসতি না বলে ৪ জন কৃষক বলাই ভালো, যারা আমাদের কাছে আলু, শুয়োরের মাংস আর শস্য বিক্রি করল। ওরা খুবই গরিব চাষী আর আমাদের উপস্থিতিতে ভয়ানক ভয় পেয়েছে। আমরা রাতটা কাটালাম রান্না করে আর খাওয়া-দাওয়া করে। একেবারে নড়াচড়া করলাম না। তিকুচার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাদের চালচলন দেখে কেউ যেন চিনতে না পারে তার জন্য আগামীকাল রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

১৭.৪.৬৭

সংবাদ ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন হচ্ছিল। চাষীদের মতে তিকুচার পথে যাওয়া সময় নষ্ট করার কম সময়ে মুয়ুপাম্পা (ভাকা--গুজম্যান) পৌঁছবার পক্ষে সরাসরি যাওয়ার একটা রাস্তা আছে, রাস্তার শেষ অংশটি যানবাহন চলার উপযুক্ত। অনেক সন্দেহ দ্বিধার পর আমরা সরাসরি মুয়ুপাম্পার পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। যারা দলভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল তাদের

আনবার জন্য একজনকে পাঠানো হলো, তারা এসে যোয়াকিনের সঙ্গে থাকবে। যোয়াকিনকে বলা হয়েছে এলাকায় বেশি সোরগোল বন্ধ করার জন্য সে যেন একবার একটা ঘটনা সৃষ্টি করে এবং তিনদিন অপেক্ষা করে, তারপরে এলাকাতেই থাকবে, কিন্তু সাক্ষাৎ সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়ে আমাদের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। রাত্রে জানা গেল কৃষকের ছেলেদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে হয়তো খবর দিতে গেছে। যা হোক, ঠিক হলো সব কিছু সত্ত্বেও আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে যাব যাতে এল ফ্রাংসেস আর কার্লোস এখান থেকে একেবারে কেটে পড়তে পারে। দল থেকে বিচ্ছিন্নদের মধ্যে গিয়ে পড়ছিল ময়সেস, পিত্তকোষের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য ওকে পেছনে থেকে যেতে হলো। আমাদের অবস্থানের এই হলো রূপরেখা।

একই রাস্তা দিয়ে ফিরে এলে লাগুনিলাসে মোতায়েন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে; অথবা তিকুচা থেকে আসা সৈন্য দলটি আমাদের উপর চড়াও হতে পারে। এমনভাবে চলতে হবে যাতে পেছনের দল থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ি।

রাত ১০টায় বেরিয়ে কিছু হেঁটে কিছু থেমে ভোর সাড়ে চারটার সময় ক্ষান্ত দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। আমরা ১০ কিলোমিটারের মতো পথ এগিয়েছি। যে সকল কৃষকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনের নাম সাইমন, ভয় পেয়ে গেলেও তার মধ্যে একটু সহযোগিতার ভাব চোখে পড়ল। আরেক জন ছিল— তার নাম ভিদেস, সে এই এলাকায় একজন 'পয়সাওয়ালা' লোক, লোকটি বিপদের কারণ হতে পারে। এছাড়া মনে রাখা দরকার যে কার্লোস রোডাসের ছেলেটিকে দেখা যাচ্ছে না, সে হয়তো চুকলি করতে পারে (যদিও এলাকার অর্থনৈতিক 'মাতব্বর' ভিদেসের প্রভাবে)।

১৮.৪.৬৭

আমরা ভোর হওয়া অবধি হাঁটলাম, শেষের দিকে ঢুলুনি আসছিল এবং বেজায় শীত করছিল। সকালে অগ্রবর্তী দল সন্ধানের কাজে বেরিয়েছিল, তারা "গুয়ারানী"দের একটা ঘর দেখতে পেয়েছিল; ওরা বিশেষ কিছু বলতে চাইল না। আমাদের সান্ত্রীরা এক ঘোড়সওয়ারকে থামায়, পরে জানা গেল সে কার্লোস রোডাসের ছেলে (আর একজন), চলেছে ইয়াকুন্দের পথে। আমরা তাকে আটক করলাম। হাঁটা হচ্ছিল ঢিমে তালে; মাতাগলে এ পদিল্লার বাড়ি পৌঁছাতে রাত ৩টা বেজে গেল। এখান থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে যে লোকটির বাড়ির পাশ দিয়ে আমরা এসেছি, এ ব্যক্তি তার গরিব ভাই। লোকটি ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা যাতে চলে যাই তার জন্য যতরকমে পারে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আরো খারাপ হলো বৃষ্টি নামায়, ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হলো তারই বাড়িতে।

১৯.৪.৬৭

জায়গাটাতে আমরা সারাদিন থাকলাম। এদিক ওদিক থেকে যে চাষীরা আসছিল তাদের আমরা আটক করছিলাম। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল রকমারি বন্দী জড়ো হয়েছে। বেলা একটায় সান্ত্রী এক 'বাটপাড়'কে উপস্থিত করল। লোকটি ইংরেজ সাংবাদিক, নাম রথ, আমাদের পিছু নিয়েছিল। কয়েকজন বাচ্চা লাগুনিলাস থেকে ওকে নিয়ে এসেছে। তার পরিচয়পত্র ঠিকই আছে তবে কিছু সন্দেহজনক জিনিস আছে। যে অংশে পেশার কথা আছে সেখানে 'ছাত্র' কেটে 'সাংবাদিক' বসানো হয়েছে (আসলে নিজেকে সে ফটোগ্রাফার বলে)। তার কাছে একটি পুয়েতোরিকান ভিসা আছে ; এবং বি-এস, এ-এস-এর সংগঠকের একটি কার্ড সম্পর্কে তাই প্রশ্ন করা হলে সে স্বীকার করল যে ছাত্রদের সে স্প্যানিস অধ্যাপক। লোকটি বলল সে আমাদের ক্যাম্পে গিয়েছিল এবং ব্রাউলিওর সফর এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত ডায়েরী তাকে দেখানো হয়েছে। সেই পুরনো ব্যাপার, শৃঙ্খলাবোধ আর দায়িত্বজ্ঞানের অভাব প্রথম স্থান অধিকার করেছে। যে ছেলেরা সাংবাদিককে এখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে তাদের মুখ থেকে জানা গেল—কোনো একজনের কাছ থেকে পাওয়া খবরের সূত্রে লাগুনিলাসের লোকজন প্রথম রাত্রি থেকেই আমাদের এখানে আসার খবর জানে। রোডাসের ছেলেকে চাপ দিতে সে স্বীকার করল তার ভাই আর ভিদেসের এক পিওন পুরস্কার আনতে গিয়েছিল; পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ ৫০০ থেকে ১০০০ ডলার। প্রতিশোধ নিতে আমরা তার ঘোড়াটি বাজেয়াপ্ত করলাম এবং আটক চাষীদের একথা জানতে দিলাম।

এল ফ্রান্সেস চাইল ইংরেজটিকে সমস্যার কথা বলতে ; এখানে থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করলে তবে বোঝা যাবে সে ভালো লোক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার্লোসি রাজী হলো. আমি ওর মধ্যে নেই জানালাম। আমরা রাত ৯টায় পৌঁছালাম (খণ্ডিত) এবং মুয়ুপাম্পার দিকে চলতে থাকলাম। কৃষকদের খবর অনুযায়ী সেখানে অবস্থা একবারে শান্ত।

ইন্টির শর্তগুলো ইংরেজটি মেনে নিল ; তার মধ্যে ছিল আমার লেখা একটি ছোট বৃত্তান্ত। যারা বিদায় নিয়ে যাচ্ছিল তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে রাত পৌনে বারোটায় শহর আক্রমণের জন্য আমাদের যাত্রা শুরু হলো। পমবো, তুমা আর উর্বানোকে নিয়ে আমি পেছনে থেকে গেলাম। ভয়ানক শীত পড়েছিল, আমরা আগুন পোহানোর সামান্য ব্যবস্থা করলাম। রাত ১ টার সময় নাটো এসে খবর দিল, আক্রমণ রুখবার জন্য শহর প্রস্তুত হয়ে আছে; ২০ জনের একেকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে সৈন্যরা ঘাঁটি করে বসেছে, এবং আরক্ষীদল টহল দিচ্ছে। এরূপ একটি রক্ষীদল ২টি এম-৩ আর ২টি রিভলবার নিয়ে আমাদের ফাঁড়িতে অতর্কিত হানা দিয়েছিল, কিন্তু বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। আমার কাছে নির্দেশ চাইলে আমি সরে আসতে বলি, কারণ তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। সেই ইংরেজটিকে, এল ফ্রান্সেসকে আর কার্লোসকে অনুমতি দিলাম ওরা যা ভালো বোঝে করুক। আমাদের উদ্দেশ্য সাধন না করে ভোর ৪টায়

আমরা ফিরে আসতে শুরু করি; কিন্তু কার্লোস থেকে যাবার সিদ্ধান্ত করল, এল ফ্রান্সেস তাকে অনুসরণ করল, এবারে অনিচ্ছায়।

২০.৪.৬৭

সকাল ৭টা নাগাদ আমরা নেমেসিও কারাবাল্লোর বাড়িতে পৌঁছালাম। রাত্রে ওর সঙ্গে যখন দেখা হলো সে আমাদের কফি খেতে দিল। বাড়িতে তালা লাগিয়ে লোকটি চলে গেছিল, জনকয়েক ভীত-সন্ত্রস্ত ভৃত্যকে রেখে। ক্ষেতমজুরদের কাছ থেকে ভুট্টা আর স্কোয়াস কিনে আমরা খাওয়াটা সেখানেই সেরে নিলাম। বেলা একটার সময় সাদা নিশান উড়িয়ে একটা ট্রাকে করে মুয়ুপাম্পা থেকে পুলিসের সহকারী অধ্যক্ষ, ডাক্তার এবং পাদ্রী এসে উপস্থিত হলো। পাদ্রীটি জার্মান। ইন্টি তাদের সঙ্গে কথা বলল। তারা এসেছে শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা নিয়ে; কিন্তু শান্তিটা হবে জাতীয় পর্যায়ে, এবং এ ব্যাপারে ওরা মধ্যস্থতা করতে চায়। ইন্টি জানালো মুয়ুপাম্পার জন্য যুদ্ধাবসান হতে পারে এই শর্তে যে বিকাল সাড়ে ছয়টার মধ্যে একটা লিস্ট অনুযায়ী জিনিসপত্র এনে হাজির করতে হবে। এই ব্যাপারে তারা কোনো কথা দিল না; কারণ ওরা বলল, শহর এখন সৈন্যদের হাতে। ওরা আরো বেশি সময় চাইল, অন্তত সকাল ৬টা অবধি। কিন্তু ওদের প্রস্তাব গৃহীত হলো না।

শুভেচ্ছার প্রতীক হিসাবে তারা দুই কার্টন সিগারেট আর এই খবর এনেছে যে এখান থেকে যে তিনজন চলে যাচ্ছিল তারা মুয়ুপাম্পায় ধরা পড়েছে; এবং ভুয়া দলিল রাখার জন্য ২ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কার্লোসের বিপদ আছে, দাঁতোর ঠিক বেরিয়ে আসা উচিত।

বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় তিনটি এ-টি-৬ এসে যে বাড়িতে আমরা রান্না করছিলাম সেই বাড়িতে বোমা ফেলে গেল। একটি বোমা পড়ল ১৫ মিটার দূরে: বোমার টুকরো লেগে রিকার্ডো সামান্য আহত হয়েছে। এই হলো সৈন্যদের জবাব। সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভেঙে দিতে হলে সরকার পক্ষ কি ঘোষণা করছে তা জানতে হবে। ওদের পাঠানো লোকগুলি দেখে যদি ধারণা করতে হয় তবে তো সৈন্যরা ভয়ে আধমরা হয়ে আছে।

রাত সাড়ে দশটায় দুটো ঘোড়া নিয়ে আমবা রওনা হলাম। একটি বাজেয়াপ্ত-করা ঘোড়া, আরেকটি সেই সাংবাদিকের। রাত দেড়টা পর্যন্ত আমরা তিকুচা অভিমুখে হাঁটলাম। তারপর ঘুমাবার জন্য এক জায়গায় থামলাম।

২১.৪.৬৭

খানিকদূর হেঁটে আমরা রোজো কারাসকোর বাড়ি পেলাম। সে আমাদের যথেষ্ট খাতির-যত্ন করল এবং প্রয়োজনমতো জিনিসপত্র তার কাছে থেকে কিনে নিলাম। রাত্রে সদর রাস্তার মুয়ুপাম্পা-মন্টেয়াগুদো মোড় পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে তাপেরিলাস বলে একটা জায়গা পেলাম। জলসত্রের জায়গায় থেকে গিয়ে অতর্কিতে আক্রমণের জন্য

সুবিধামতো জায়গা খুঁজব, এই ছিল প্ল্যান। আরো একটি কারণ ছিল, রেডিওতে তিনজন ভাড়াটে যোদ্ধার মৃত্যুর খবর বলা হয়েছে —একজন ফরাসী, একজন ইংরেজ আর একজন আর্জেন্টিনাবাসী। এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে ওদের এমন মার মারতে হবে যেন বাকিরা ভবিষ্যতে ভয় পেয়ে যায়।

খেতে বসার আগে আমরা বৃদ্ধ রোডাসের সাথে দেখা করলাম, ইনি ভার্গাসের বি-পিতা; ভার্গাসের আমরা নাকাহুয়াসুতে হারিয়েছিলাম। তার মৃত্যু সম্পর্কে একটা কৈফিয়ৎ দিলাম, মনে হলো তাতে ওঁর সন্দেহ গেল। অগ্রগামী দল বুঝতে না পেরে রাস্তা বরাবর হেঁটে চলল। এতে কতকগুলো কুকুর জেগে উঠে পরিত্রাহি ডাকতে লাগল।

২২.৪.৬৭

ভুলের শুরু সকাল থেকে। আমরা চলে যাওয়ার পর রোলানডো, মিগুয়েল আব এন্টনিও বনের আরো ভিতরে চলে যায় অতর্কিত আক্রমণের জন্য ওৎ পেতে থাকার জায়গা দেখতে। হঠাৎ তাদের নজরে পড়ে একটা ছোট ওয়াই-পি-এফ-বি ট্রাকে কয়েকজন লোক আমাদের চলার চিহ্ন দেখে বেড়াচ্ছে, সে সময় একজন কৃষক রাত্রে আমাদের উপস্থিতির কথা তাদের জানাচ্ছিল এবং ওরা সিদ্ধান্ত করে যে সকলকে গ্রেপ্তার করবে। এতে আমাদের কার্যক্রম বদলে গেল। আমরা ঠিক করলাম দিনের বেলায় অতর্কিত আক্রমণ চালাব এবং সরবরাহবহনকারী যে ট্রাকগুলি যাবে সেগুলি দখল করে নেব ; সৈন্যদল এলে আক্রমণ করা হবে। একটা ট্রাক যাচ্ছিল তাতে কিছু সওদার সঙ্গে ছিল প্রচুর পরিমাণে কলা এবং বেশ কয়েকজন চাষী; ট্রাকটি আটক করা হলো। কিন্তু তারা ইয়াসিমিয়েন্টসের ছোট ট্রাকগুলিকে ছেড়ে দিয়েছে, তার মধ্যে এমন ট্রাকও ছিল যারা আমাদের চলার চিহ্ন লক্ষ্য করতে করতে চলছিল। আমাদের বলা হয়েছিল পাউরুটি আসছে, খাবারের লোভে আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পেটকে তাতিয়েছি কিন্তু পাউরুটি এলো না।

আমার মতলব ছিল— ইয়াসিমিয়েন্টসের ছোট ট্রাকে সমস্ত খাবারদাবার চাপিয়ে অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে ৪ কিলোমিটার দূরে তিকুচার চৌমাথা পর্যন্ত এগোনো। গোধূলি বেলায় একটা বিমান আমাদের অবস্থানের উপরে চক্কর দিতে লাগল; এবং আশেপাশের বাড়িগুলোতে কুকুরগুলি সমানে ডাকতে শুরু করেছে। ওরা আমাদের অবস্থানের হদিস জেনে গেছে বুঝেও রাত ৮টায় আমরা বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলাম। সে সময় ছোটখাটো একটা লড়াই শুরু হয়ে গেছে এবং শোনা গেল আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে। আমাদের সবাই কিন্তু এতে নির্বিকার থাকলো এবং কি ঘটছে বোঝা যাচ্ছিল না। ভাগ্যিস আমাদের সব জিনিসপত্র ট্রাকে বোঝাই করা ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে সব গোছগাছ হয়ে গেল। কেবলমাত্র লোরো উপস্থিত নেই, কিন্তু সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে ওর কিছু হয়নি; কারণ সংঘর্ষটা বেধেছিল রিকার্ডোর সঙ্গে। সান্ত্রীরা আমাদের ঘিরে ফেলবে বলে পাহাড়ের উপরে সমভূমির দিকে উঠছিল,

ওদের পথ-প্রদর্শকের উপর রিকার্ডো তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে। পথ-প্রদর্শকটি সম্ভবত জখম হয়েছে। আমরা ট্রাকটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, যে কটি ঘোড়া পাওয়া গেল সব ক'টি নিলাম, ঘোড়া ছিল মোট ৬ টি। কেউ বা পায়ে হেঁটে, কেউ বা ঘোড়ায় চড়ে— এমনি করে বদলিয়ে বদলিয়ে শেষের দিকে সবাই ট্রাকের উপর আর অগ্রবর্তী দলের ৬ জন ঘোড়ার পিঠে। রাত সাড়ে তিনটায় আমরা তিকুচায় এবং গর্তের ভিতর দিয়ে সকাল সাড়ে ছয়টায় পাদ্রীর খাসতালুক এলো মেসনে পৌঁছে গেলাম।

লড়াইয়ের ফল হলো নঞর্থক। একদিকে দূরদৃষ্টি ও শৃঙ্খলার অভাব, অপর দিকে দলের একজনকে খোয়ানো (আশা করি এটা সাময়িক ব্যাপার)। পয়সা দেওয়া সার হলো, সওদাগুলি পেলাম না। সবশেষে, পমবোর থলি থেকে ডলারের একটা বান্ডিল পড়ে গেল, সংঘর্ষের এই হলো পরিণাম। আচমকা যাদের আক্রমণের মুখে পড়ে গিয়ে আমরা হটে আসতে বাধ্য হলাম, তারা যে সংখ্যায় বেশি ছিল না— সেটা তো হিসেবেই ধরছি না। যদিও আমাদের লোকজনের নৈতিক বল বেশ উঁচুতে আছে কিন্তু তাকে লড়াকু শক্তিতে পরিণত করার জন্য আরো অনেক কিছু করার দরকার আছে।

২৩.৪.৬৭

আগে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল— আজ বিশ্রামের দিন। নতুন কিছু ঘটেনি। দুপুরবেলা একটা বিমান (এ-টি-৬) এলাকার উপরে উড়ে বেড়ালো। চৌকিতে আরো লোক দেওয়া হলো কিন্তু কিছু ঘটেনি। রাত্রে জানানো হলো আগামী কাল কি করতে হবে। বেনিগনো আর আনিকেতো যাবে যোয়াকিনের খোঁজে, ৪ দিন। কোকো আর কাম্বা রিওগ্রান্ডের যে পথ বের করেছিল সেটাকে ব্যবহারযোগ্য করার ব্যবস্থা করবে, ৪ দিন। আমরা এখানে থাকছি ফসলের কাছাকাছি; সৈন্যরা আসে কিনা দেখার জন্য অপেক্ষা করব; যোয়াকিন এসে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবাইকে নিয়ে আসার জন্য, কেবল হঠাৎ-এসে-পড়াদের একজন অসুস্থ থাকলে তাকে যেন রেখে আসা হয়।

দাঁতো, এল পেলাডো আর ইংরেজ সাংবাদিক সম্পর্কে সংশয় থেকে যাচ্ছে; খবর সেন্সর করা হচ্ছে এবং আর একটি সংঘর্ষের খবর প্রচার করে বলা হয়েছে যে ৩ বা ৫ জন বন্দী হয়েছে।

২৪.৪.৬৭

সন্ধানী দল বেরিয়ে গেল। খাঁড়ির ১ কিলোমিটার উপরের দিকে একটা টিবির মতো জায়গায় আমরা থাকলাম যেখান থেকে চাষীদের শেষ বাড়িটা পর্যন্ত দেখা যায়; পাদ্রীর খামারবাড়ির (ক্ষেতের মধ্যে আমরা গাঁজার গাছ দেখতে পেলাম) প্রায় ৫০০ মিটার আগে। খামারের মালিক আবার উপস্থিত হলো এবং চারিদিকে উঁকিঝুঁকি মারলো। বিকালের দিকে একটা এ-টি-৬ এসে বাড়িটার ওপর দু-বার অগ্নিবৃষ্টি করে

গেল। রহস্যজনকভাবে পাচো উধাও; সে অসুস্থ হয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিল। এন্টনিও তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল এবং যেখানে তার ৫ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়ার কথা সেদিকেই সে রওনা হয়েছিল, কিন্তু আসেনি। কাল ওর খোঁজ করতে হবে।

২৫.৪.৬৭

অলক্ষুণে দিন। সকাল দশটার সময় পোম্বো চৌকি থেকে ফিরে এসে হুঁসিয়ার করে দিল ৩০ জন সৈন্য এই বাড়িটার দিকে আসছে। এন্টনিও এমন জায়গায় থেকে গেছে যেখান থেকে সব কিছু লক্ষ্য করা যায়। যখন আমরা তৈরি হয়ে নিচ্ছিলাম তখন এন্টনিও এসে জানালো—ওরা দলে ৬০ জন, এদিকে আসার জন্য তৈরি হচ্ছে। সময় থাকতে যাতে খবর পাওয়া যায় তার জন্য পাহারা-চৌকিটার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সেদিক থেকে চৌকিটা কাজের হয়নি। আমরা ঠিক করলাম ক্যাম্পে আসার রাস্তায় উপস্থিতমতো প্রস্তুতিতে অতর্কিত আক্রমণের প্ল্যান করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা খাঁড়ির ধারের এমন একটা ছোট রাস্তা বেছে নিলাম—যেখান থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। উর্বানো আর মিগুয়েলকে নিয়ে আমি সেখানে থাকলাম, সঙ্গে রইল একটা অটোমেটিক রাইফেল। এল মেডিকো,আর্তুরো আর রাউল ডানদিকে মোতায়েন রইল যাতে ওরা পালাতে বা এদিকে এগোতে না পারে। সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বদেশ সম্পূর্ণভাবে নিশানার মধ্যে রাখার জন্য রোলানডো, পমবো, এন্টনিও, রিকার্ডো, জুলিও, পাবলিতো, ডারিও, উইলি, লুইস আর লিয়ঁ দাঁড়িয়ে গেল খাঁড়ির ওপাশ বরাবর যাতে সৈন্যদের পার্শ্বভাগকে পুরাপুরি প্রতিরোধ করতে পারে। ইন্টি থাকল নদীর খাতে, সেখানে ওদের যারা আশ্রয় নিতে আসবে তাদের আক্রমণ করবে। নাটো আর ইউস্তাকিউ চলে গেল চৌকিতে; ওদের নির্দেশ দেওয়া হলো গুলি চলতে আরম্ভ করলে ওরা যেন পেছনের দিকে সরে আসে। এল চিনো থাকল পেছনের দলে ক্যাম্পের দায়িত্ব নিয়ে। আমার একেই লোকের কমতি, তার ওপর আরো তিনজন কম, পাচো বেপাত্তা, তুমা আর লুইস গেছে তাকে খোঁজ করতে।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদের সামনের দল এগিয়ে এলো। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম ওদের সামনে রয়েছে তিনটি ভেড়ার খবরদারি-করা জার্মান কুকুর আর তাদের মনিব। কুকুর তিনটি খুবই উত্তেজিত, কিন্তু আমার মনে হলো না যে ওরা আমাদের ধরিয়ে দিতে পারবে। তা সত্ত্বেও ওরা এগিয়ে আসছিল। প্রথম কুকুরটাকে লক্ষ্য করে আমি গুলি ছুঁড়লাম— কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। পথ- প্রদর্শকটিকে গুলি করতে গিয়ে দেখি এম-২ বন্দুকটা সেঁটে গেছে। যতদূর দেখতে পেলাম মিগুয়েল অন্য কুকুরটিকে গুলি করে মেরেছে; আর কেউ আমাদের ওৎ পেতে থাকার জায়গার দিকে আসেনি। সৈন্যদের পার্শ্বদেশ লক্ষ্য করে থেকে থেকে গুলি করা হতে লাগল। গুলি বর্ষণ বন্ধ হলে আমি উর্বানোকে পাঠালাম সরে আসার নির্দেশ দিয়ে, কিন্তু সে ফিরে এসে জানালো রোলানডো আহত হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে রোলানডোকে আনা হলো,

সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাকে প্লাজমা দেওয়া শুরু হয়েছিল, এমন সময় সে মারা গেল। বুলেট তার উরুর হাড় ভেঙে দিয়েছিল এবং স্নায়ুতন্ত্রের গোটা শিরাগুচ্ছ ছিঁড়ে দিয়েছিল, এত বেশি রক্তপাত হয়েছিল যে তখন আর কিচ্ছু করার উপায় ছিল না। গেরিলা দলের সেরা লোকটিকে আমরা হারালাম; এবং সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই সে ছিল এই দলের একটি স্তম্ভ। তখন থেকে আমার কমরেড, যখন ও ছিল চতুর্থ সারির বার্তাবাহক (তখন ও ছিল প্রায় বালক) আক্রমণপর্ব অবধি, তারপর এই নতুন বিপ্লবী অভিযান। এক প্রকল্পিত ভবিষ্যৎ কবে হয়তো রূপলাভ করবে তার জন্য এই যে তার অজ্ঞাতে এবং অঘোষিত প্রাণ বিসর্জন, এ সম্পর্কে শুধু এটুকু বলা যায়:

"Tu cadaver pequeno de capitan valiente ha extendido en lo immenso su metalica forma."

(শূন্যপ্রাণদেহে বীর মহারথী পড়ে আছে
সম্মুখে তোমার
অনন্ত আকাশ তলে চিরদিন বিস্তৃত ধাতুরূপে।)

তারপর ধীরেসুস্থে চলে যাবার পালা; জিনিসপত্র কুড়িয়ে গুছিয়ে নিয়ে রোলানডোর (সান লুইস) শবদেহ বহন করে আস্তে আস্তে রওনা হলাম। পরে পাচো এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। সে রাস্তা ভুল করে কোকোর জায়গায় গিয়ে পড়েছিল, ফিরে আসতে রাতের অপেক্ষা করছিল। রাত ৩টার সময় অল্প একটু মাটি খুঁড়ে রোলানডোকে কবর দিলাম। ৪টার সময় বেনিগনো আর আনিকেতো এসে জানালো ওরা শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়েছিল (অথবা বলা যায় সৈন্যদের সঙ্গে ওদের সংঘর্ষ হয়েছিল)। ওদের ন্যাপসাকগুলি খোয়া গেলেও গায়ে আঁচড় লাগেনি। বেনিগনোর কথায় জানা গেল ওরা যখন নাকাহুয়াসুর সামান্য দূরে তখন ঘটনাটি ঘটে। বেরিয়ে যাবার দুটি স্বাভাবিক পথই বন্ধ। রিওগ্রান্ডের নির্গমপথ দু-কারণে সুবিধের হবে না, প্রথম কারণ এটা প্রকৃতিদত্ত, দ্বিতীয় কারণ এতে আমরা যোয়াকিনের থেকে দূরে চলে যাব, ওর কাছ থেকে কোনো খবর পাওয়া যায়নি; কাজেই আমাদের পাহাড়ের পথেই যেতে হবে। রাত্রে আমরা নাকাহুয়াসু আর রিওগ্রান্ডের পথের দোমাথায় এসে পৌঁছলাম ; এবং সেখানে ঘুমিয়ে নিলাম। এখানে আমরা কোকো আর কাম্বার জন্য অপেক্ষা করব— যাতে আমাদের ছোট বাহিনীটিকে আবার একত্র করতে পারি। লড়াইয়ের ফলাফলটা খুবই বাজে হলো। রোলানডো মারা গেল, কেবল তাই নয়—শত্রুসৈন্যর ক্ষয়ক্ষতি দু-জনের বেশি নয়, আর একটি কুকুর। কারণ জায়গাটা ভালো করে দেখে নেওয়া হয়নি, প্রস্তুতিও ভালো ছিল না, আর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ যাদের তারা শত্রুদের দেখতে পায়নি। শেষ কথা হলো, নজর রাখার ব্যাপারটা খারাপ ছিল যার জন্য সময়মতো প্রস্তুত হতে পারা যায়নি।

পাদ্রীর বাড়ির ওপর দুবার হেলিকপ্টার নামে। একজন আহত লোককে তারা স্থানান্তরিত করল কিনা জানা যায়নি। আমাদের পুরনো ঘাঁটিতে বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে, তার অর্থ ওরা বেশি দূর এগোয়নি।

২৬.৪.৬৭

আমরা কয়েক মিটার হেঁটে গেলাম, এবং মিগুয়েলকে বললাম ক্যাম্প করার জন্য একটা জায়গা দেখতে। অন্য একজনকে পাঠালাম কোকো আর কাম্বাকে খোঁজ করতে। দুপুরবেলা সে দু-জনকে সঙ্গে করে ফিরল। ওরা বলল—রাস্তায় ৪ ঘণ্টা ধরে খেটেছে, বোঝা বয়েছে এবং চেষ্টা করলে পাহাড়ের মাথায় সমভূমিতে ওঠা সম্ভব হতে পারে। যাহোক, নাকাহুয়াসুর দিকে প্রবাহিত খাঁড়িটার গিরিসঙ্কটের কাছে গতিশীল সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা যায় কিনা দেখবার জন্য বেনিগনো আর উর্বানোকে পাঠালাম। সূর্যাস্তের পরে ওরা ফিরে এসে বলল ওঠার রাস্তা বড়বেশি খারাপ। আমরা ঠিক করলাম কোকোর বের-করা রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে ইকুইরিতে যাবার অন্য একটি পথে গিয়ে পড়া যায় কিনা দেখব।

আমাদের একটি সৌভাগ্যসূচক প্রাণী আছে ; লোলো নামের একটি হরিণশিশু। দেখা যাক হরিণশিশুটি বাঁচে কিনা।

২৭.৪.৬৭

কোকোর চারঘণ্টা শেষ পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টায় দাঁড়াল। একটা জায়গায় দেখা গেল প্রচুর তেতো কমলালেবুর গাছ, জায়গাটাকে চিনতে পেরেছি মনে হলো, ম্যাপে মাসিকো বলে চিহ্নিত। বেনিগনো আর উর্বানো আরেক ঘণ্টা হাঁটার জন্য রাস্তা করার কাজ চালিয়ে গেল, রাতে হাড় কাঁপানো শীত।

বলিভিয়ার রেডিও সংবাদে সামরিক বাহিনীর ইস্তাহার উল্লেখ করে বলা হয়েছে একজন বে-সামরিক পথপ্রদর্শক, কুকুরগুলির ট্রেনার আর রায়ো নামের কুকুরটি মারা গেছে। ওরা দাবি করছে আমাদের তরফের দুজন মারা গেছে ; আমার অনুমান একজন কিউবান— যার নাম রুবিও, আর একজন বলিভিয়ান। দাঁতো কামিরির কাছে বন্দী হয়েছে— এই খবরটি পাকাপাকি জানা গেল। অন্যেরা যে তার সঙ্গে বেঁচে আছে এতে সন্দেহ নেই।

উচ্চতা=৯৫০ মি:।

২৮.৪.৬৭

বেলা ৩টে পর্যন্ত আমরা আস্তে আস্তে হাঁটলাম। এসময় নদী শুকিয়ে গিয়ে অন্যদিকে ঘুরে গেছে; কাজেই আমরা থেমে গেলাম। সন্ধান করার দিক থেকে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, সুতরাং আমরা জলের দিকে ফিরে গেলাম ক্যাম্প করার জন্য।

আমাদের চারদিনের অতি সামান্য খাবার আছে। আগামীকাল আমরা ইকুইরি হয়ে নাকাহুয়াসু পৌঁছবার চেষ্টা করব ; তার জন্য আমাদের পাহাড় ভেঙে যেতে হবে।

২৯.৪.৬৭

দেখতে-পাওয়া কয়েকটি সঙ্কীর্ণ গিরিখাত আমরা অতিক্রম করার চেষ্টা করে দেখলাম। ফল সুবিধের হলো না। যাইহোক, এই জায়গায় আমরা একটি নিখুঁত গিরিবর্ত্মে এসে গেছি। কোকোর ধারণা আড়াআড়িভাবে রয়েছে এমন একটা গিরিবর্ত্ম ও দেখেছে, অবশ্য ভালো করে খোঁজখবর করেনি। কাল দলের সকলকে নিয়ে আমরা দেখতে যাব। যথেষ্ট দেরিতে ৩৫ নম্বর বার্তার সম্পূর্ণ সংকেত উদ্ধার করা হয়েছে। তাতে একটা অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ভিয়েতনামের সপক্ষে বার্ট্রান্ড রাসেলের নেতৃত্বে এক আবেদনপত্রে আমি যেন স্বাক্ষর দেবার অনুমতি দিই।

৩০.৪.৬৭

আমরা দড়িদড়া বেয়ে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। ধারণা করা গিরিবর্ত্মটি খাড়া পাহাড়ের গায়ে হারিয়ে গেল। কিন্তু আমরা একটা ফাটলের কাছে এলাম এবং সেখান দিয়ে বেয়ে উঠলাম। চূড়ায় পৌঁছবার আগেই যেন আকস্মিকভাবে রাত্রি নেমে এল। আমরা সেখানে ঘুমালাম। তেমন ঠাণ্ডা লাগল না।

উর্বানোর অতি উৎসাহের বলি হতে হলো লোলোকে; মাথা সই করে রাইফেলটি ছুঁড়ে দেওয়ায় বেচারী মারা গেল।

রেডিও হাভানা খবর দিয়েছে যে চিলির সাংবাদিকরা বলছে— গেরিলারা এত শক্তিশালী হয়েছে যে তারা শহরগুলোকে পর্যন্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে, এবং সম্প্রতি তারা রসদভর্ত্তি দুটি মিলিটারী ট্রাক আটক করেছে। 'রেভিস্তা সিয়েম্প্রে' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বারিয়েন্তোস অন্যগুলোর সাথে এটাও স্বীকার করেছে যে ইয়াঙ্কি মিলিটারী উপদেষ্টারা তাদের সঙ্গে আছে এবং বলিভিয়ার সামাজিক অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই গেরিলা যুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে।

মাসিক সংক্ষিপ্তসার

স্বাভাবিক গণ্ডির মধ্যে সব কিছু ঘটেছে। অবশ্য আমাদের ২টি প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, যা অনুশোচনার। রুবিও আর রোলানডোর মৃত্যু। আমার ইচ্ছা ছিল দ্বিতীয় একটি ফ্রন্ট খুলতে পারলে তার দায়িত্ব দেব রোলানডোর ওপর—তাই ওর মৃত্যু বড় রকমের একটা আঘাত। আরো চারটি যুদ্ধ আমরা করেছি, সব কয়টিই মোটের ওপর সার্থক হয়েছে। একটিতো খুবই ভালো ঃ যে অতর্কিত আক্রমণে এল রুবিওর মৃত্যু হয়েছে।

অন্যদিকে আমরা এখনো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। অসুস্থতার জন্য কিছু কিছু কমরেডের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়তে হয়েছে। এতে কার্যোপযোগিতা কমে গেছে। আমরা এখনো যোয়াকিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। এখনো কৃষকদের মধ্যে ভিৎ গড়তে পারিনি অবশ্য দেখা গেছে যে প্ল্যান-মাফিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আমরা অধিকাংশ কৃষককে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারি; সমর্থন পাওয়া যাবে পরে। নতুন একজনও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়নি; এবং কয়জন নিহত হওয়া ছাড়াও লোরোকে আমরা হারিয়েছি, তাপেরিল্লাসের লড়াইয়ের পর থেকে সে নিখোঁজ।

সামরিক রণনীতির দিক থেকে নিচের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়: (ক) ওদের গতিহীনতা আর দুর্বলতার জন্য এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কার্যকরী নয়; ওরা আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি করলেও গতিরোধ করতে পারেনি। তাছাড়া কুকুর ও কুকুরের ট্রেনারের সঙ্গে শেষবারের সংঘর্ষের পর ধরে নেওয়া যায় এবার থেকে বনাঞ্চলে ঢুকতে ওরা আরো সতর্ক হবে। (খ) হৈচৈ চলেছে, কিন্তু এখন দু-পক্ষ থেকেই; এবং হাভানায় আমার প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার পর এখানে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে আর কোনো সংশয় থাকতে পারে না। উত্তর আমেরিকানরা যে এখানে সৈন্যসামন্ত নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে তা নিশ্চিত মনে হচ্ছে, ইতিমধ্যে ওরা হেলিকপ্টার এবং দৃশ্যত, সবুজ টুপিওয়ালাদের পাঠাচ্ছে, যদিও এখানে তাদের চোখে পড়েনি। (গ) সৈন্যবাহিনী (অন্তত একটি বা দুটি কোম্পানী) উন্নত কৌশল গ্রহণ করেছে; তাপেরিল্লাসে ওরা আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছে এবং এলেমেসনে ওদের মনোবল ভাঙেনি। (ঘ) কৃষকদের জমায়েত বলে কিছু নেই, কেবলমাত্র খবর দেওয়া নেওয়ার কাজ ছাড়া, এতে আমরা কিছুটা বিরক্ত বোধ করছি। ওরা খুব চটপটে নয়, দক্ষও নয়। ওদের নিষ্ক্রিয় করতে পারা যায়।

এল চিনোর পদমর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে: দ্বিতীয় বা তৃতীয় ফ্রন্ট না হওয়া অবধি সে যোদ্ধা হিসাবে থাকবে। দাঁতো আর কার্লোস তাদের অতি ব্যস্ততার শিকার হয়েছে; এখান থেকে চলে যাবার জন্য ওরা এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে, ঠেকাবার জন্য আমি জোর করতে পারিনি। ফল হয়েছে কিউবার সঙ্গে যোগাযোগ (দাঁতো) ব্যবস্থা ছিন্ন হয়েছে, এবং আর্জেন্টিনায় সংগ্রামের পরিকল্পনাটি (কার্লোস) ভেস্তে গেল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, গেরিলাদের অপরিহার্য পরিণামের কথা মনে রেখে এমাসে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে যারা প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মনোবল যথেষ্ট উন্নত আছে।

মে

১.৫.৬৭

আজ মে দিবস পালন করলাম রাস্তা কাটার কর্মচাঞ্চল্যে, কিন্তু তেমন এগোতে পারলাম না। এখনো আমরা জলের বিভাজন রেখার কাছেও পৌঁছাতে পারিনি।

হাভানায় আলমেইডা আমার ও বিখ্যাত বলিভিয়ান গেরিলাদের উল্লেখ করে বক্তৃতা দিয়েছে। বক্তৃতা কিছুটা দীর্ঘ হলেও ভালো বলেছে। তিনদিনের উপযোগী প্রচুর খাবার আমাদের কাছে রয়েছে। আজ নাটো গুলতি মেরে একটা ছোট পাখি মেরেছে। আমরা পাখির রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

২.৫.৬৭

দিনটা গেল ধীর গতিতে এবং ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তির মধ্যে। পথ বের করতে অসুবিধা হওয়ায় আমরা হাঁটলাম মাত্র দু-ঘণ্টা। একটা উঁচু জায়গা থেকে নাকাহুয়াসুর কাছে একটা স্থান আমি দেখতে পেলাম, এতে বোঝা গেল আমরা অনেক উত্তরে চলে এসেছি; কিন্তু ইকুইরির নাম নিশানা দেখা যাচ্ছে না। আমি মিগুয়েল আর বেনিগনোকে নির্দেশ দিলাম সারা দিন যেন পথ-ভাঙার কাজ চালিয়ে যায় ইকুইরিতে পৌঁছাবার চেষ্টায়, অন্তত জলের কাছে পৌঁছতে; কারণ আমাদের জল ফুরিয়ে গেছে। হাতে এখন ৫ দিন চলার মতো রসদ রয়েছে, এখানে খাবার দুষ্প্রাপ্য। বলিভিয়ার সংবাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার বিরুদ্ধে রেডিও হাভানা অবিরাম প্রতিবাদ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

উচ্চতা = পৌঁছলাম ১৭৬০ এম-এস, আমরা ঘুমালাম ৫-৩০ মিনিটে।

৩.৫.৬৭

সারাদিন জঙ্গল কাটার পরে, ফল হলো ঘণ্টা দুয়েকের বেশি ভালো করে হাঁটতে পারলাম। আমরা একটা খাঁড়িতে এসে পড়লাম— এখানে প্রচুর জল রয়েছে। মনে হচ্ছে ঠিক উত্তরমুখী বয়ে চলেছে। যদি কোথাও ধারা পরিবর্তন করে থাকে তা দেখতে এবং পথ কাটতে কাল আমরা একই সঙ্গে অভিযান শুরু করব। আমাদের

মাত্র ২ দিনের খাবার রয়েছে এবং পরিমাণে খুবই কম। এখন আমরা ১০৪০ মিটার উঁচুতে, নাকাহুয়াসু থেকে ২০০ মিঃ উপরে রয়েছি। অনেক দূর থেকে মোটরের শব্দ শোনা গেল, কিন্তু কোন দিক থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

৪.৫.৬৭

সকালে একই পথে চলা শুরু হলো, সেসময় কোকো আর আনিকেতো খাঁড়িটা দেখতে গেল। ওরা ১টা নাগাদ ফিরে এসে জোর দিয়ে বলল খাঁড়িটা পূর্ব-দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে, কাজেই মনে হয় ইকুইরির কাছে এসে গেছি। আমি পথ-কাটার দলকে ফিরিয়ে আনার এবং নদীর দিকে নামতে নির্দেশ দিলাম। আমরা দেড়টায় যাত্রা করে ৫ টায় থামলাম। এর মধ্যে প্রায় নিশ্চিত হয়েছি যে নদীর গতি পূর্ব-উত্তরমুখী। একারণে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহ পরিবর্তন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ইকুইরি হতে পারে না। পথ-কাটার দল জানালো তারা জলের সন্ধান পায়নি এবং পাহাড়ের উঁচুতে সমভূমি পাওয়া যায় কিনা দেখে চলেছে। আমরা রিওগ্রাণ্ডের দিকে চলেছি এই ধারণায় সামনের দিকে এগিয়ে যাবার কথা ঠিক হলো। কেবলমাত্র একটা 'কাকারে' পাখি শিকার করা হয়েছে, খুব ছোট হওয়াতে সেটা ম্যাচেটেরোদের দেওয়া হলো। আমাদের হাতে সামান্য খাবার রয়েছে—টেনেটুনে ২ দিন চলবে।

রেডিওতে লোরোকে আটক করার খবর দিয়েছে। সে পায়ে আঘাত পেয়েছে তার বিবৃতি ভালোই। ঘটনাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সে ঘরের মধ্যে আহত হয়নি, অন্য কোথাও হয়েছে, সম্ভবত পালাতে চেষ্টা করার সময়।

৫.৫.৬৭

আমরা ৫ ঘণ্টা হাঁটলাম, ফল ভালোই। প্রায় ১২-১৪ কিলোমিটারের পথে ইন্টি আর বেনিগনোর তৈরি ক্যাম্পে পৌঁছলাম। বোঝা যাচ্ছে আমরা কন্‌গ্রি খাঁড়িতে এসেছি, যা ম্যাপে দেখা যায় না ; এবং আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তর দিকে। এতে কয়েকটি প্রশ্ন আসে : ইকুইরি কোথায়? বেনিগনো আর আনিকেতো যেখানে হঠাৎ আক্রান্ত হয়েছিল—এটা কি সেই জায়গা? যোয়াকিনের লোকজনেরা কি আক্রমণকারী? আপাতত আমরা ভাবছি এল-ওসো যাবার কথা, সেখানে আমরা যে দুদিনের খাবার আছে তা থেকে প্রাতঃরাশ সারব, তারপরে পুরনো ক্যাম্পের দিকে যাব। আজ দু-টি বড় পাখি আর একটি 'কাকারে' মারা হয়েছে। কাজেই এতে আমরা খাবার বাঁচাতে পারব ; দু-দিনের রসদ প্যাকেটে ভর্তি শুকনো ঝোল আর টিনের মাংস মজুত থেকে যাবে। ইন্টি, কোকো আর ডাক্তার শিকারের জন্য ওৎ পাতলো। সংবাদে বলা হয়েছে দেব্রেকে গেরিলাবাহিনীর সম্ভাব্য নেতা অথবা সংগঠক হিসাবে কামিরিতে মিলিটারী কোর্টে বিচার করা হবে। তার মা আগামীকাল আসছেন এবং এ ব্যাপার নিয়ে অনেক কাজ করার আছে।

লোরোর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

উচ্চতা=৮৪০ মি:।

৬.৫.৬৭

এল-ওসো পৌঁছাবার জন্য যেরকম হিসাব করা হয়েছিল তা ব্যর্থ হলো। খাঁড়ির ছোট বাড়িটা পর্যন্ত দূরত্বের যে ধারণা করা হয়েছিল দেখা গেল সেটা তার চেয়ে অনেক বেশি দূর, আর পথটাও বন্ধ। কাজেই আমাদের আর একটি নতুন পথ বের করতে হলো। আমরা ১৪০০ মিটার উচ্চতা ডিঙ্গিয়ে ছোট বাড়িটায় এসে পৌঁছলাম সাড়ে চারটায়. তখন আর কারো হাঁটার মতো ইচ্ছে নেই। শেষ রসদের আগেরটা খাওয়া হলো পরিমাণে খুবই কম। কেবলমাত্র একটি তিতিরপাখি শিকার করা হয়েছে, সেটা আমরা ম্যাচেটেরোদের দলের বেনিগনোকে আর তার পেছনে যে দু-জন আছে তাদের দিয়ে দিলাম।

রেডিওর সংবাদটি দেব্রের মামলাকে কেন্দ্র করে।

উচ্চতা=১১০০ মি:।

৭.৫.৬৭

ভোরবেলা আমরা ওসোর ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। এসে দেখলাম ৮টি টিনের দুধ আমাদের জন্য মজুত হয়েছে। ওতে আমাদের যুৎমতো প্রতরাশ হলো। কাছের একটা গুহা থেকে কিছু মাল বের করে আনা হয়েছে; তার মধ্যে নাটোর জন্য ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী পাঁচটি সেল সহ একটি মাউজার; সে হবে আমাদের 'বাজুকাম্যান'। তার আবার বমি করার রোগ আছে, আর অসুস্থতা তো লেগেই আছে। ক্যাম্পে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই বেনিগনো, উর্বানো, লিওঁ, আনিকেতো আর পাবলিতো বেরিয়ে গেল ছোট খামারটিতে খোঁজখবর নিতে। আমরা ঝোল আর মাংসের শেষটুকু খেয়ে ফেললাম। এখনো আমাদের হাতে বেশ কিছু শুয়োরের চর্বি রয়েছে যা একটা গুহায় রাখা হয়েছিল। কয়েকটি পায়ের চিহ্ন দেখা গেল, কিছু ভাঙাচোরাও নজরে পড়ল; এতে মনে হচ্ছে সৈন্যরা এখানে এসেছিল। সন্ধানীরা ভোরে খালিহাতে ফিরে এসেছে; সৈন্যরা ছোট খামারে রয়েছে এবং তারা শস্য একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। (আমার এখানে আসার এবং নিয়মমাফিক গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার আজ ছয়মাস পূর্ণ হলো।)

৮.৫.৬৭

সকালবেলা আমি গুহাগুলি মেরামত করতে বললাম ; শুয়োরের চর্বিভর্তি টিন নামিয়ে আলাদা বোতলে ভর্তি করে রাখতে বললাম। খাবারের মধ্যে আমাদের এইটুকুই যা আছে। প্রায় সাড়ে দশটার সময় ওৎ পাতার জায়গা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দু-জন নিরস্ত্র সৈন্য নাকাহুয়াসুর উপরের দিকে আসছিল; পাচো ভেবেছিল ওরা বুঝি সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামীদলের লোক, তাই গুলি চালিয়ে দুজনকেই আহত করল; একজন আঘাত পেয়েছে পায়ে, আর একজনের সামান্য লেগেছে পেটে। তাদের বলা হলো, তাদের থামবার জন্য সঙ্কেত করা হয়েছিল, সেই সঙ্কেত না মানাতেই গুলি চালানো হয়েছে। স্বভাবতই তারা সঙ্কেতটি শুনতে পায়নি। এই

অতর্কিত আক্রমণের যোগাযোগটা খারাপই হয়েছে, আর পাচোর ভড়কে গিয়ে কাজ করার ধারণাটাও ভালো নয়। এই অবস্থাকে ভালোর দিকে নেওয়া গেল এন্টনিও এবং আরো কয়েকজনকে ডানদিকে সরিয়ে নিয়ে। সৈন্যদের বিবৃতি থেকেই জানা গেল ওরা ইকুইরির কাছে কোথাও আস্তানা করেছে। আসলে ওরা মিথ্যা কথা বলেছে। বেলা ১২টার সময় আরো ২ জনকে ধরা হয়েছে, ওরা তাড়াহুড়া করে নাকাহুয়াসুর ভাটির দিকে যাচ্ছিল। ওরা জবানীতে বলল: তাড়াতাড়ি যাবার কারণ ওরা শিকারে বেরিয়েছিল কিন্তু ফিরে এসে দেখে তাদের দল স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে, কাজেই দলের খোঁজ করতে ব্যস্ত হয়ে চলেছিল। ওরাও মিথ্যা কথা বলেছে। আসলে ওরা শিকারের জায়গায় ক্যাম্প খাটিয়েছে, আর ছুটাছুটি করছে আমাদের খামার থেকে খাবার হাতড়াবার মতলবে। কারণ ওদের খাদ্য সরবরাহ নিয়ে আজ হেলিকপ্টার আসেনি। প্রচুর পরিমাণ সেঁকা আর কাঁচা শস্য ৪ টিন 'কাবাল্লা' সহ কিছু পরিমাণ চিনি ও কফি আগের দলের কাছ থেকে হস্তগত করা গেছে। তার সঙ্গে শুয়োরের চর্বি পেটে ভরে খেয়ে আজকের দিনের মতো খাদ্য সমস্যার সমাধান হলো। কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ল।

পরে সান্ত্রী এসে খবর দিয়ে গেছে সৈন্যরা বার বার খোঁজাখুজি করেছে, ওরা নদীর বাঁক ববাবর এসে ফিরে গেছে।

সৈন্যদের উপস্থিতি দেখে সকলে গরম হয়ে উঠেছিল, দলে সৈন্যরা প্রায় ২৭ জনের মতো হবে। যেন বিস্ময়কর কিছু দেখেছে এমনভাবে দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট লোরেডোর অধিনায়কত্বে দলটি এগিয়ে আসছিল। সে নিজেই প্রথম গুলি চালাতে আরম্ভ করে এবং সেখানেই নিহত হয়। তার সঙ্গে ছিল দু-জন রংরুট। রাত্রি ঘন হয়ে আসছিল, আমরা এগোতে থাকলাম। ৬ জন সৈন্যকে বন্দী করা হয়েছে, বাকিরা পালিয়েছে।

মোট ফলাফল দেখা যায়, ৩ জন নিহত, ১৯ জন বন্দী; এদের মধ্যে ২ জন আহত। ৭টি এম-১ এবং ৪টি মাউজার; ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, গুলিগোলা এবং সামান্য পরিমাণ খাদ্য। এই খাদ্যটুকু শুয়োরের চর্বি সংযোগে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছে। ওখানেই আমরা ঘুমালাম।

৯.৫.৬৭

ভোর ৪টায় আমরা উঠলাম (আমি একেবারে ঘুমোইনি), আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝিয়ে কথা বলে বন্দী সৈন্যদের মুক্তি দিলাম। তাদের কাছ থেকে জুতাগুলি রেখে দেওয়া হলো, পোষাক পরিবর্তন করালাম আর যারা মিথ্যাকথা বলেছিল তাদের কেবলমাত্র অন্তর্বাস-পরা অবস্থায় বিদায় দিলাম। তাদের আহত একজনকে বয়ে নিয়ে তারা ছোট খামারের দিকে চলে গেল। সকাল সাড়ে ছয়টায় গুহার পথে আমরা গুটিয়ে গুছিয়ে আনা শেষ করে বানরদের খাঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। গুহাটিতে কেড়ে নেওয়া মালপত্র রেখে দিলাম। খাবার জন্য সঙ্গে রাখলাম কেবলমাত্র শুয়োরের চর্বি। আমি

নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলাম কাজেই ঘণ্টাদুয়েক আমাকে ঘুমাতে হয়েছে ধীরে ধীরে থেমে থেমে চলতে পারার মতো শক্তি অর্জন করার জন্যে; এভাবে যাত্রা শুরু হলো। প্রথম যেখানে জল পেলাম সেখানে আমরা শুয়োরের চর্বির ঝোল করে খেলাম। লোকজনেরা দুর্বল হয়ে পড়েছে, এরই মধ্যে আমাদের কয়েকজনের শোথ হয়েছে। রাত্রের রেডিওতে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে সৈন্যদের রিপোর্ট শোনা গেল। তাদের পক্ষের নিহতদের ও আহতদের নাম ঘোষণা করল; কিন্তু বন্দীদের সম্পর্কে কিছু বলল না। শুধু বলল খুব বড় রকমের সংঘর্ষ হয়েছে এবং আমাদের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে।

১০.৫.৬৭

আমরা ধীরে ধীরে এগিয়েছি। ক্যাম্পে পৌঁছে— যেখানে রুবিওর কবর রয়েছে— দেখলাম আমরা যে চর্বি আর 'চারকুই' (শুকনো মাংস) রেখে গিয়েছিলাম সেগুলি খারাপ হয়ে গেছে। সব জিনিসই পেলাম; এখানে যে সৈন্য এসেছিল তার কোনো চিহ্নই পেলাম না। খুব সাবধানে আমরা নাকাহুয়াসু পার হলাম এবং পিরিরেন্দার দিকে চলতে শুরু করলাম সংকীর্ণ এক গিরিখাতের পথ ধরে। যেপথ মিগুয়েল বের করেছিল, কিন্তু পথের সবটা বের করা এখনো শেষ হয়নি। পাঁচটায় আমরা থামলাম এবং রোদে-ঝলসানো মাংসের সঙ্গে চর্বি খেলাম।

উচ্চতা=৮০০ মি:।

১১.৫.৬৭

অগ্রগামী দল আগে বেরিয়ে গেল; আমি পেছনে থেকে সংবাদ শুনছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে উর্বানো এসে খবর দিল বেনিগনো একটা বন্য শুয়োর মেরেছে (পেকারি), সে জানতে চাইল আগুন জ্বেলে সেঁকে ঝলসে নেবে কিনা। জন্তুটিকে দিয়ে ভোজপর্ব সমাধা করার জন্য আমরা অপেক্ষা করাই স্থির করলাম। ইতিমধ্যে বেনিগনো, উর্বানো আর মিগুয়েল অগভীর হ্রদের দিকে যাবার পথ বের করতে থাকবে। বেলা ২ টার সময় আবার চলতে শুরু করলাম, ৬ টার সময় ক্যাম্প খাটালাম। মিগুয়েল আর অন্যরা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

বেনিগনো আর উর্বানোর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে। প্রথম জন যুদ্ধের সেই দিনটিতে একটি টিনের কৌটা ভর্তি মাছ খেয়ে সাবাড় করেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে অস্বীকার করেছে; আর উর্বানো রুবিওর ক্যাম্পে কিছু পরিমাণ 'চারকুই' খেয়ে ফেলেছে।

ওরা খবর দিল চতুর্থ ডিভিশনের প্রধান নায়ক কর্ণেল রোচাকে পুনর্নিয়োজিত করা হয়েছে, সে এই অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনা করছে।

উচ্চতা=১০৫০ মি:।

১২.৫.৬৭

আমরা ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম। উর্বানো আর বেনিগনো পথ বের করার চেষ্টা করছিল। বেলা তিনটার সময় ৫ কিলোমিটার দূরে অগভীর হ্রদটি দেখা গেল; কিছুক্ষণের মধ্যে

একটা পুরনো পথ পাওয়া গেল। প্রায় একঘণ্টা পরে আমরা বিরাট এক শস্যক্ষেত পার হয়ে এলাম, সেখানে 'জাপাল্লো' (গ্রীষ্মকালীন ফুটি) রয়েছে, কিন্তু জল নেই। শুয়োরের চর্বি মিশিয়ে 'জোকো' (শীতের স্কোয়াশ) সেঁকে নিলাম এবং খোসা ছাড়িয়ে ভুট্টা ভেজে নেওয়া হলো। সন্ধানীরা ফিরে এসে খবর দিল তারা চিকোর বাড়িতে উঠেছে; এই সেই একই লোক, যাকে লেফ্‌টেন্যান্ট হেনরি লোরেডো সু-বন্ধু বলে তার ডায়েরীতে উল্লেখ করেছে। সে তখন বাড়িতে ছিল না, বাড়িতে ছিল ৪ জন ক্ষেতমজুর আর একজন পরিচারিকা। পরিচারিকার স্বামী তাকে দেখতে এলে ওকেও আটক করা হয়। বড় একটা শুয়োর চাউল ও পিটুলি দিয়ে রান্না করা হলো; তার সঙ্গে যোগ হলো ফুটি।পমবো, আর্তুরো, উইলি আর ডারিও পোঁটলা-পুঁটলি পাহারা দেবার জন্য থেকে গেল। একমাত্র অন্যায় কাজ হলো বাড়িতে যা জল আছে তার বেশি জল কোথায় আছে তা দেখলাম না।

সাড়ে তিনটার সময় আমরা সরে এলাম ধীরগতিতে থেমে থেমে, প্রায় সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাড়ির মালিক এখনো ফিরে আসেনি। খরচের হিসাবটা জানিয়ে তার উদ্দেশ্যে একটা চিরকুট রেখে দিলাম; ক্ষেতমজুর আর পরিচারিকাকে তাদের কাজের জন্য প্রত্যেককে ১০ ডলার করে দেওয়া হলো।

উচ্চতা = ৯৫০ মি:।

১৩.৫.৬৭

দিনটা গেল উদ্‌গার ওঠা, পেটফাঁপা, বমি আর উদরাময়ে। সকলের পেটের অসুখের একেবারে খাঁটি ঐকতান। শুয়োরটাকে হজম করার জন্য সারাটা দিন নড়াচাড়া না করে বসে কাটালাম। আমাদের সঙ্গে রয়েছে মাত্র ২ টিন জল। বমি করে কিছুটা আরাম বোধ করার আগে পর্যন্ত আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম। রাত্রে খাওয়া হয়েছে পিটুলী মাখানো ভুট্টা ভাজা আর ঝলসানো 'জাপাল্লো' (স্কোয়াশ); তার সঙ্গে আগের ভোজের অবশিষ্টাংশ যাদের পেটে সয়েছে তারা খেয়েছে। সব রেডিও থেকে বার বার খবর দেওয়া হচ্ছে ভেনেজুয়েলায় একজন কিউবানের অবতরণ ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। লিওনির (Leoni) সরকার দু-জন লোককে উপস্থিত করছে তাদের নাম ধাম ও পদ জানিয়ে। ওদের আমি চিনি না কিন্তু এ থেকে মনে হচ্ছে কোথাও কিছু গলদ রয়েছে।

১৪.৫.৬৭

অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুব সকালে পিরিরেন্দা জলাশয়ের দিকে আমরা যাত্রা করলাম। বেনিগনো আর পমবো যে পথ বের করেছে সে পথ ধরেই আমরা চললাম। যাত্রা করার আগে সকলকে সমবেত করে আমাদের সমস্যাগুলির কথা বুঝিয়ে বললাম, বিশেষ করে খাদ্যের সমস্যার কথা। টিনের মাছ খেয়ে ফেলা এবং পরে অস্বীকার করার জন্য বেনিগনোকে সমালোচনা করলাম, উর্বানোকে নিন্দা করলাম লুকিয়ে

'চারকুই' (শুকনো মাংস) খাবার জন্য; আনিকেতোকে সমালোচনা করা হলো খাদ্যের ব্যাপারে তার লোভের জন্যে; খাবার দিকেই তার যত নজর, উৎসাহ অন্য দিকে তত নয়। এই সমবেত আলোচনার সময় একটা এগিয়ে-আসা ট্রাকের শব্দ শুনতে পেলাম। কাছাকাছি একটা গোপন জায়গায় ৫০টি 'জোকো' (শীতকালের স্কোয়াশ) আর দু-শ পাউন্ডের মতো ঝাড়াই শস্য লুকিয়ে রেখেছি প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্যে।

আমরা গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি; কড়াইশুঁটি তুলতে ব্যস্ত এমন সময় কাছাকাছি গোলাবর্ষণের শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল আমরা যেখানে রয়েছি সেখান থেকে ২ বা ৩ কিলোমিটার দূরে বিমান থেকে "হিংস্রভাবে বোমাবর্ষণ" চলছে। একটা ছোট পাহাড়ে উঠবার সময়ে জলাশয় দেখতে পেলাম, তখনো সৈন্যরা অবিরাম গুলি চালাচ্ছে। সন্ধ্যায় আমরা একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে গিয়ে উঠলাম, মনে হলো সম্প্রতি লোকজন বাড়িটা ছেড়ে চলে গেছে। বাড়িটায় প্রচুর খাবার আর জল রয়েছে। আমরা ভাতের সঙ্গে কচিমুরগীর সুস্বাদু ভাজা খেলাম; এবং ভোর ৪টা পর্যন্ত এখানে থাকলাম।

১৫.৫.৬৭

ঘটনাহীন দিন

১৬.৫.৬৭

পথ চলা শুরু করতেই আমি পেটের অসহ্য ব্যথায় কাবু হয়ে পড়লাম, সঙ্গে চলছে বমি আর উদরাময়। ওষুধ দিয়ে ওরা তা বন্ধ করালো এবং আমাকে 'হ্যামাক'এ (ঝুলন্ত বিছনা) করে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি জ্ঞান হারালাম। জাগবার পরে বেশ আরাম বোধ করছিলাম কিন্তু সারাটা শরীর দুধের শিশুর মতো ময়লা লেপ্টে রয়েছিল। ওরা আমাকে একজোড়া প্যান্ট ধার দিল, কিন্তু জল তো নেই, এদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বহুদূর পর্যন্ত। সারাটা দিন আমরা সেখানেই কাটালাম। আমি ঝিমুচ্ছিলাম। কোকো সন্ধান করছিল দক্ষিণ অথবা উত্তরমুখী একটা পথ। রাত্রে চাঁদ উঠলে আমরা ওপথে অগ্রসর হয়েছিলাম, তারপর বিশ্রাম নিলাম। ৩৬ নম্বর বার্তা এসেছে, এ থেকে আমাদের সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা অনুমান করা যাবে।

১৭.৫.৬৭

বেলা একটা পর্যন্ত আমরা চলতেই থাকলাম যতক্ষণ না একটা করাত কলে এসে পৌঁছলাম; দিন তিনেক আগে এটা পরিত্যক্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে এখানে রয়েছে চিনি, শস্য, শুয়োরের চর্বি, ভূট্টার তৈরি খাবার আর পিপেয় ভর্তি জল; এই জল অনেক দূর থেকে বয়ে এনে ভর্তি করে রাখা হয়েছে। আমরা এখানেই ক্যাম্প খাটালাম, আর একদিকে পথের সন্ধান চলতে লাগল যা এখান থে কে বনে গিয়ে শেষ হয়েছে। রাউলের হাঁটুতে একটি ফোঁড়া উঠেছে, অসহ্য যন্ত্রণায় সে আর হাঁটতে

পারছে না। তাকে কড়া ডোজের একটা প্রতিষেধক ওষুধ দেওয়া হলো, আগামীকাল কেটে দেওয়া হবে। আমরা প্রায় ১৫ কিলোমিটারের মতো হেঁটেছি।

উচ্চতা = ৯২০ এম এস।

রবার্টো-গুয়ান মার্তিন।

১৮.৫.৬৭

সারাদিন আমরা আড়ালে রইলাম—পাছে মজুরেরা অথবা সৈন্যরা এসে পড়ে সেই ভয়ে। কিছুই হলো না। পাবলিতোকে নিয়ে মিগুয়েল বেরিয়ে গেল ; পাশের একটা রাস্তা ধরে ওরা জল খুঁজে পেয়েছে—এখান থেকে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। রাউলের ফোঁড়া কেটে দেওয়া হয়েছে এবং ৫০ সি, সির মত পুঁজ বের করা হয়েছে। যাতে রোগ ছড়িয়ে না পড়ে। সেই মতো মামুলি প্রতিষেধক ওষুধ ওকে দেওয়া হয়েছে। রাউলের আর এক পাও নড়াবার ক্ষমতা নেই। এই গেরিলা দলে আজ প্রথম আমি একটা দাঁত তুললাম ; আমার হাতে প্রথম বলি ; কাম্বা। একটা ছোট্ট তুন্দুরে আমরা রুটি বানিয়ে খেলাম ; রাত্রে এমন অসভ্য রকমের সুরুয়া পেটে পড়ল যে আবার আমার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল।

১৯.৫.৬৭

ভোরবেলা অগ্রগামী দল বেরিয়ে গিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে ওৎ পেতে থাকল তারপর বেরোলাম আমরা ; আমাদের একাংশ গিয়ে আগুয়ান দলটির জায়গা নিল ; তারা ফিরে গেল রাউলকে দেখাশুনা করতে এবং শেষে তাকে চৌরাস্তায় পৌঁছে দিল। মধ্যবর্তী দলের অন্য অংশটি চলে গেল জলের ধারে পিঠের ব্যাগগুলি রেখে আসতে , তারা ফিরে এল রাউলকে নেবার জন্যে ; রাউল আস্তে আস্তে সুস্থ হচ্ছে। এন্টনিও খাঁড়ির নিচের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সৈন্যদের একটা পরিত্যক্ত ক্যাম্প দেখতে পেল— সেখানে কিছু শুকনো রসদ পাওয়া গেল। নাকাহুয়াসু খুব কিছু দূরে হবার কথা নয়, এবং আমার ধারণা আমরা কংগ্রির নিচে গিয়ে পড়ব। সারা রাত ধরে বৃষ্টি হলো, অভিজ্ঞদের অবাক করে দিয়ে।

আমাদের হাতে আছে দশদিনের খাবার; পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রয়েছে 'জাপাল্লো' (গরমকালের ফুটি) আর ভুট্টা।

উচ্চতা = ৭৮০ এম এস।

ক্যামিলো

২০.৫.৬৭

নড়ন-চড়নহীন দিন। সকালে মাঝের দলকে পাঠানো হলো ওৎ পাতার জন্য, বিকালে অগ্রগামী দলকে পাঠানো হলো পমবোর নেতৃত্বে; ওর মতে মিগুয়েল যে জায়গা বাছাই করেছে সেটা খুবই খারাপ। পিঠে ব্যাগ না নিয়ে মিগুয়েল খাঁড়ির নিচের দিকে দু-ঘণ্টা হাঁটার পর নাকাহুয়াসু খুঁজে পেয়েছে। একটা গুলির শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল, কে ছুঁড়েছে জানা গেল না। নাকাহুয়াসুর তীরে আর একটি মিলিটারী ক্যাম্পের চিহ্ন

পাওয়া গেল, তাতে আছে দুটো প্লেটুন। লুইসের ওপর হুকুম হয়েছে ওৎ পাতার দলে সে থাকতে পারবে না; কারণ সবকিছু সম্পর্কে সে অবিরাম আপত্তি জানাচ্ছে। সে এটা ঠিক-ভাবে নিয়েছে মনে হয়।

বারিয়েন্টোস এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেব্রেকে সাংবাদিক বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছে এবং জানিয়েছে যে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পুনর্বহাল করবার জন্যে সে কংগ্রেসের অনুমোদন চাইবে। প্রায় প্রত্যেকটি সাংবাদিক এবং বিদেশীরা সকলে দেব্রে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করেছে। লোকটা যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে তাতে তার অসম্ভব রকমের বুদ্ধিহীনতা ধরা পড়ে গেছে। ধারণা করা যায় না এমন এক অপদার্থ লোক ওটা।

২১.৫.৬৭

রবিবার। একই রকম অবস্থা; নড়ন-চড়ন নেই। দুপুরে ১০ জন লোক বদলে বদলে পাঠিয়ে ওৎ পাতার ব্যবস্থা বহাল রাখা হলো। রাউল ধীরেসুস্থে সেরে উঠেছে। দ্বিতীয়বার ওর ফোঁড়া গেলে ৪০ সি-সি পুঁজ বের করা হয়েছে। ওর গায়ে জ্বর নেই, কিন্তু এখনো ব্যথা আছে বলে বিশেষ হাঁটতে পারছে না। আমার উদ্বেগ এখন তাকে নিয়ে। রাত্রে আমরা বেশ আরাম করে খেলাম; সুরুয়া, ভুট্টার খাবার, শুকনো মাংস, ফুটির সঙ্গে মেশান সেদ্ধ করা ভুট্টার শাঁস।

২২.৫.৬৭

করাত কলের ভারপ্রাপ্ত যে লোক—তার নাম গুজম্যান রোবলস্, দুপুরবেলা সে তার ড্রাইভার আর ছেলেকে নিয়ে একটা লক্কড়-মার্কা ঝরঝরে জীপে করে উপস্থিত হলো; তার আসাটা প্রত্যাশিত ছিল। গোড়ায় মনে হয়েছিল সৈন্যবাহিনী তাকে পাঠিয়েছে এদিকে হালচাল জেনে যাবার জন্যে, কিন্তু আমাদের কথা সে মেনে চলল, এবং ছেলেকে জামিন রেখে সে গুতিয়েরেজ যেতেও রাজী হলো; কথা দিল কাল সে ফিরে আসবে। অগ্রগামী দল সারারাত ওৎ পেতে থাকবে এবং আমরা কাল বেলা ৩টা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারা বলছে সরে যাওয়া দরকার, কারণ অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের ধারণা হয়েছে লোকটি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না; তবে জানি না সন্দেহ না জাগিয়ে কেনাকাটা করতে পারবে কিনা। আমরা এখানকার যা কিছু ব্যবহার করে ফুরিয়ে ফেলেছি তাকে তার দাম মিটিয়ে দিয়েছি। সে আমাদের জানালো তাতারেন্দা, লিমন, ইপিতা প্রভৃতি স্থানে একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট ছাড়া কোনো সৈন্যসামন্ত নেই। সে নিজে অবশ্য তাতারেন্দায় যায়নি, লোকমুখে শুনেই একথাগুলি বলছে।

২৩.৫.৬৭

সারাদিন আশঙ্কার মধ্যে কাটল। করাত কলের সেই ভারপ্রাপ্তটির ফিরে আসার নাম নেই; আমরা রাত্রে এখান থেকে সরে পড়া ঠিক করলাম; সেই সঙ্গে ঠিক করলাম লোকটার ১৭ বছর বয়সের বুড়োখোকাকে জামিন-বন্দী হিসেবে নিয়ে যাব। চাঁদের

আলোয় রাস্তা দেখে দেখে একটা ঘণ্টা হাঁটলাম, ঘুমোলাম রাস্তায়। আমাদের সঙ্গে আছে দশদিনের রসদ।

২৪.৫.৬৭

দু-ঘণ্টায় আমরা নাকাহুয়াসুতে পৌঁছে গেলাম, অবাধে। কংরি খাঁড়ির ভাটিমুখো বেরিয়ে আসতে আমাদের ঘণ্টা চারেক সময় লাগল। রিকার্ডো হাঁটছিল নেহাৎ যেন দায়ে পড়ে এবং অনিচ্ছায়, মোরোরও সেই অবস্থা তাদের সঙ্গে তাল রেখে আমরা আজ চললাম ঢিমা তালে। আমাদের প্রথমবারের সফরের প্রথম দিনটায় যেখানটায় ক্যাম্প করেছিলাম সেখানে এসে পড়লাম। ক্যাম্প ছেড়ে যাবার সময় কোনো রকম চিহ্ন আমরা রেখে যাইনি, ইদানীং কালের কোনো চিহ্নও আমাদের চোখে পড়ল না। রেডিওর খবরে বলল, দেব্রের হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন মঞ্জুর করা হবে না। আমার মনে হচ্ছে সালাদিল্লো এখান থেকে দু-এক ঘণ্টার পথ; পাহাড়ের মাথায় ওঠার পর যথাকর্তব্য ঠিক করা হবে ।

২৫.৫.৬৭

কোনো রকম চিহ্ন না রেখে দেড়ঘণ্টা হেঁটে আমরা সালাদিল্লোয় পৌঁছলাম। খাঁড়ি বরাবর উজানপথে ঘণ্টা দুয়েক হেঁটে আমরা নদীর উৎসের দিকে চলে গেলাম। সেখানে আমরা খাওয়ার পর্ব সমাধা করে বেলা সাড়ে তিনটেয় হাঁটতে আরম্ভ করলাম; ঘণ্টাদুয়েক হেঁটে ৬টা নাগাদ ১১০০ মিটার উঁচুতে ক্যাম্প খাটালাম, পাহাড়ের মাথার সমভূমিটা না ডিঙ্গিয়ে। এরপর, ছেলেটির হিসাবে আর দু-ক্রোশের মতো হাঁটলে ওর ঠাকুর্দার 'চাকো'তে (ফল ও সব্জী বাগান) পৌঁছানো যাবে; বেনিগনোর হিসেবে সারদিন হাঁটলে রিওগ্রান্ডেতে ভার্গার বাড়ি পাওয়া যাবে। আগামীকাল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যাবে।

২৬.৫.৬৭

ঘণ্টা দুয়েক হেঁটে এবং ১২০০ মিটার উঁচু গিরিশিখর পেরিয়ে আমরা ছেলেটির দাদুর ভাইয়ের ফল-সব্জীর বাগানে পৌঁছলাম। যে দু-জন বাগানে কাজ করছিল তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল বলে ওদের আটক করা হলো। জানা গেল সম্পর্কে ওরা বুড়োর শালা হয়; ওদের এক দিদির সঙ্গে বুড়োর বিয়ে হয়েছে। ওদের একজনের বয়স ১৬, আর একজনের ২০। ওদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, ছেলেটির বাবা সব কিছু কেনাকাটা করেছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যায়, তখন সে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। ইপিতায় ৩০ জন সৈন্য আছে, তারা শহরে টহল দিয়ে বেড়ায়। ইপিতা থেকে পিপেয় করে এখানে জল আনতে হয় বলে আমরা শুয়োরের মাংস-ভাজার সঙ্গে চর্বিতে ঝলসানো 'জাপাল্লো' (ফুটি) খেলাম। রাত্রে আমরা রওনা হলাম ৮ মাইল দূরে ছেলেগুলোর ফল-

সব্জীর বাগানে যাব বলে—৪ মাইল খোদ ইপিতার দিকে এবং ৪ মাইল পশ্চিমের দিকে। পৌঁছলাম ভোরে।

উচ্চতা =১,১০০ মি।

২৭.৫.৬৭

আজকের দিনটা অনর্থক ঘোরাই শুধু হলো, আর হলো কিছুটা আশাভঙ্গ। অতএব চমৎকার আশাপ্রদ কথার পর এসে দেখা গেল ওদের থাকার মধ্যে আছে শুধু গোছাকয়েক পুরনো আখ আর অকেজো আখমাড়াই কল। ক্ষেতের বুড়ো মালিক দুপুরে গাড়ি চালিয়ে এসে হাজির, গাড়িতে এনেছে শুয়োরের জন্য জল। বুড়ো যে আসবে আমরা জানতাম। এদিক-ওদিক দেখে যেই তার কেমন কেমন লেগেছে অমনি সে ফিরে যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেটাই ওৎ পাতার জায়গা। ক্ষেতের মজুর সমেত বুড়োকে আটক করা হলো। ওদের বিকাল ৬টা অবধি ধরে রেখে তারপর ভাইদের ছোটটা সহ বুড়োকে ও ক্ষেতমজুরকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ওদের আমরা বলে দিলাম সোমবার পর্যন্ত কাছাকাছি থাকতে এবং কাউকে যেন কিছু না বলে। আমরা দু-ঘণ্টা হাঁটলাম, তারপর ভুট্টাক্ষেতে ঘুমালাম। আমরা কারাগুয়াতেন্দার পথে এসে পড়েছি।

২৮.৫.৬৭

রবিবার। সকালে উঠেই আমরা যাত্রা শুরু করলাম। দেড়ঘণ্টার মধ্যে কারাগুয়াতেন্দার ফল-সব্জীর ক্ষেতগুলোর সীমার মধ্যে এসে পড়লাম। বেনিগনো আর কোকোকে পাঠানো হলো খোঁজখবর নেবার জন্যে। একজন চাষী তাদের দেখে ফেলায় তাকে আটক করা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল আটক করা লোকে ভরে গেছে, তবে ওরা খুব ভয় পেয়েছে মনে হলো না। কেবলমাত্র এক বুড়িকে থামতে বললে সে তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিল, বাচ্চাদের নিয়ে সে যাচ্ছিল। পাচো বা পাবলো কেউ বুড়িকে ধরে রাখতে পারল না; বুড়ি শহরের দিকে ছুট দিল। আমরা শহরটাকে বেলা ২টায় দখল করে নিলাম দুই প্রান্তে পাহারা বসিয়ে। ইয়াসিমিয়েন্তস থেকে আসা একটা জীপ কিছুক্ষণ পরে আমাদের হাতে এসে গেল। এমনি ভাবে দুটো জীপ আর দুটো ট্রাক আমরা কেড়ে নিলাম; অর্ধেক ছিল ব্যক্তি মালিকানার আর অর্ধেক তেল কোম্পানীর। খাবারের সঙ্গে কফি খেলাম এবং ৫০ দফা তুমুল তর্ক বিতর্কের পর আমরা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ইপিতাসিতোর দিকে রওনা হলাম। সেখানে একটা বন্ধ দোকান খুলে সেখান থেকে ৫০০ ডলার দামের জিনিসপত্র বের করে নিয়ে খুব জাঁকজমকের হলফনামা করে চাষীদের হাতে তুলে দিলাম। আমাদের তীর্থযাত্রা সমানে চলতে থাকল; ইতয় এসে যে বাড়িতে আমাদের খুব যত্নআত্তি করে নিয়ে গেল সেখানে যে শিক্ষকের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো ইপিতাসিতোর দোকানটির তিনিই মালিক; জিনিসপত্রের দাম যাচাই করা হলো। কথাবার্তায় আমিও যোগ দিলাম; মনে

হলো ওরা আমাকে চিনতে পেরেছে। ওদের কাছে পনীর আর খানিকটা পাঁউরুটি ছিল; কফির সঙ্গে তার খানিকটা আমাদের খেতে দিল, কিন্তু সেই যত্নআত্তির মধ্যে একটা বেসুরো ভাব ছিল। আমরা সান্তাক্রুজের দিকে রেলরাস্তা ধরে এস্‌পিনোর পথে এগোলাম; কিন্তু ফোর্ড ট্রাকটি থেকে ওরা পাওয়ার গিয়ার খুলে নিয়েছিল, ফলে ট্রাকটি বিকল হয়ে পড়ল; এবং এস্‌পিনো থেকে তিন লীগ পর্যন্ত যেতে আমাদের সারা সকালটা লেগে গেল। গাড়ির মোটর সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাওয়ায় সেখান থেকে লীগ দুই যাবার পর অচল হয়ে পড়ল। অগ্রগামী দল পশুর বাথানটি দখল করল এবং ৪ দফায় আমাদের সকলকে নিয়ে গেল।

উচ্চতা= ৮৮০ মি।

২৯.৫.৬৭

এস্‌পিনোর লোকবসতি বেশি দিনের নয়। ৫৮ সালের পলি পড়ার ফলে লোকালয়টি ধুয়েমুছে গিয়েছিল। গুয়ারানি সম্প্রদায়ের লোক এখানে বাস করে, ওরা বাইরের লোককে এড়িয়ে চলে, স্পানিশ ভালো বলতে পারে না, অথবা না বলতে পারার ভান করে। কাছে তেলকলের মজুরদের বাস; আমরা আর একটি ট্রাক হস্তগত করেছিলাম, তাতে আমাদের সবকিছু তুলে দেওয়া যেত — কিন্তু সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল; রিকার্ডো ওটাকে এমনভাবে কাদায় আটকে দিয়েছে যে আর টেনে তোলা সম্ভব হলো না। চারিদিকে এমন নিঃসীম স্তব্ধতা যে মনে হচ্ছে আমরা যেন অন্য এক জগতে এসেছি। কোকোর ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল রাস্তার খবরাখবর নেবার, কিন্তু সে যা খবর এনেছে তা ভাসা ভাসা এবং পরস্পরবিরোধী। তার খবর এতই বাজে যে আর একটু হলে আমরা এক বিপজ্জনক পথে যেতাম, যা আমাদের রিওগ্রান্ডের কাছে নিয়ে যেত। ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বদলে আমাদের মিচুরিতে চলে যেতে হলো, সেখানে জল আছে। সংগঠনের সমস্ত বিদ্যমান সমস্যাগুলি নিয়েই রাত সাড়ে তিনটায় রওনা হলাম, অগ্রগামী দলটি গেল জীপে (কোকোকে নিয়ে ৬, ৭ জন) এবং বাকি সকলে হেঁটে।

রেডিও খবর দিল লোরোর পালিয়ে যাবার।

৩০.৫.৬৭

দিনের বেলা আমরা রেলরাস্তায় পৌঁছে দেখি মিচুরিতে যাবার যে রাস্তা ম্যাপে দেখা গেছে সে রাস্তার অস্তিত্বই নেই। চারিদিকে ঘুরে ফিরে চৌমাথা থেকে ৫০০ মিটার তফাতে একটা সিধে রাস্তা পাওয়া গেল, এ রাস্তা দিয়ে তেল কোম্পানীর মজুররা আসা-যাওয়া করে। অগ্রগামীরা জীপে করে এ রাস্তা দিয়ে গেল। এন্টনিও ফেরবার সময় দেখে একটা ছেলে আসছে, সঙ্গে তার কুকুর—হাতে একটা ছর্‌রা বন্দুক। তাকে থামতে বললে সে লম্বা দৌড় দিল। খবরটা পেয়ে এন্টনিওকে আমি রাস্তার মুখে ওৎ পেতে বসে থাকতে বললাম; আমরা মোতায়েন রইলাম ৫০০ মিটার তফাতে। বেলা

পৌনে বারোটায় মিগুয়েল উপস্থিত হয়ে বলল সোজা পূবদিক বরাবর ১২ কিলোমিটার হেঁটে সে বাড়িঘর বা জলের সন্ধান পায়নি; শুধু একটা উত্তরমুখো রাস্তা দেখেছে। মিগুয়েলকে আমি নির্দেশ দিলাম সঙ্গে তিনজন লোক নিয়ে একটা জীপে করে সে যেন উত্তরে এই ১০ কিলোমিটার পথ দেখে শুনে আসে, এবং সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসে। বেলা তিনটেয় যখন আমি আরামে ঘুমাচ্ছি, ওৎ পাতার জায়গা থেকে গুলির শব্দে জেগে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে খবর এসে গেল, সৈন্যরা এগিয়ে এসেছিল এবং ফাঁদে পড়েছে। মনে হচ্ছে ওদের ৩ জন নিহত আর ১ জন আহত হয়েছে। এন্টনিও, আর্তুরো, নাটো, লুইস, উইলি আর রাউল লড়াইতে ছিল। রাউল এখনো দুর্বল। আমরা সরে এসে চৌমাথার দিকে ১২ কিলোমিটার হাঁটলাম, মিগুয়েলের দেখা পেলাম না। এ পর্যন্ত এসে খবর পাওয়া গেল জলের অভাবে জীপ অচল হয়ে আছে। এখান থেকে আরো ৩ কিলোমিটার গিয়ে জীপের নাগাল পাওয়া গেল। আমরা সকলে তার ভিতর প্রস্রাব করে তার সঙ্গে একটিন জল ভরে কোনো রকমে গাড়ি চালু করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম। সেখানে জুলিও আর পাবলো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। দুটোর সময় সকলেই পৌঁছে গেলাম। কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুন পোহানোর ব্যবস্থা হলো, আগুনের চারদিকে বসে ৩ টি টার্কি ঝলসে নিলাম এবং শুয়োরের মাংস ভেজে নিলাম। খাবার জল পরখ করে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে একটা জন্তু রেখে দিলাম।

আমরা নিচের দিকে আসছি, ৭৫০ মিটার থেকে নেমে আজ ৬৫০ মিটারে এসে পৌঁছেছি।

৩১.৫.৬৭

দুই পাত্র জল আর প্রস্রাব— এই দিয়ে জীপটা ঢকর ঢকর করে চলতে লাগল। দুটি ঘটনায় গতিবেগ বদলে গেল। উত্তরমুখী রাস্তা একজায়গায় এসে শেষ হয়ে গেল। সেখানে মিগুয়েল আপাতত যাত্রা স্থগিত রাখল এবং নিরাপত্তা দলের একজন পাশের একটা রাস্তায় গ্রেগরিও ভার্গাস নামে এক চাষীকে আটক করল। সাইকেল করে সে আসছিল ফাঁদ পেতে শিকার ধরার জন্যে, এই তার ব্যবসা। তার মনের গতি পরিষ্কার বোঝা গেল না, তবে জলের জায়গা সম্পর্কে সে মূল্যবান খবরাখবর দিল। একটা জলাশয় নাকি আমাদের পেছনে আছে; আমি একদল লোককে জলের খোঁজে আর রান্নার কাজে পাঠিয়ে দিলাম। সেই লোকটি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল; ওরা গিয়ে দেখে সৈন্যবাহিনীর দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত তারা লুকিয়ে পড়ে গুলি ছোঁড়ে, মনে হলো ২ জন আহত হয়েছে। ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী গ্রেনেড ছুঁড়বে বলে নাটো প্রথম যে ফাঁকা কার্তুজটি ব্যবহার করেছিল সেটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তখন সে রীতিমতো সামরিক বুলেট ব্যবহার করে। বুলেটটি একেবারে তার নাকের নিচে ফেটে যায়, তার নিজের কোনো ক্ষতি হয়নি বটে কিন্তু ট্রমবোনটির (ঢাক বা বাঁশীজাতীয় বাদ্যযন্ত্র)

দফারফা। আমরা পিছু হটতে থাকি, বিমান থেকে কোনোরূপ হামলা হয়নি। অন্ধকার সত্ত্বেও আমরা ১৫ কিলোমিটার হেঁটে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় জলাশয়ে এসে পৌঁছলাম। তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় এবং বেশি রকম তেতে ওঠায় জীপটির দম ফুরিয়ে গেল। রাতটা কেটে গেল খাওয়াদাওয়া করতে।

সৈন্যবাহিনীর খবরে স্বীকার করা হয় যে কাল দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট এবং একজন সৈনিক নিহত হয়েছে: সেই সঙ্গে তাতে এও বলা হয়েছে যে আমাদের পক্ষে নাকি কয়েকজন মৃত 'দেখা' গেছে। আগামীকাল পাহাড় পর্বতের খোঁজে আমি রেলরাস্তা পেরিয়ে যেতে চাই।

উচ্চতা= ৬২০ মি:।

মাসিক সংক্ষিপ্তসার

ব্যর্থতার দিক হলো, পাহাড়ের চূড়াগুলো চষে ফেলা হয়েছে, তবু যোয়াকিনের কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি। উত্তরের দিকে সে সরে গেছে এটা লক্ষণ দেখে অনুমান করা যাচ্ছে।

৩টি নতুন লড়াই আমরা লড়েছি, তাতে শত্রুপক্ষেরই ক্ষতি হয়েছে—আমাদের কিছুই হয়নি, পিরিরেন্দা এবং কারাগুয়ান্দোয়তে আমরা ঢুকে পড়েছি; কাজেই সামরিক দিক থেকে দেখলে, আমরা জিতেছি। ওরা ঘোষণা করেছে কুকুরগুলি কাজে লাগে না, তাই এখন লড়াইতে কুকুরকে ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছে।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো:

(১) মানিলো, লা-পাজ আর যোয়াকিনের সঙ্গে সব সংস্রব হারিয়ে ফেলা; তার ফলে গ্রুপের লোকসংখ্যা কমে ২৫ জনে এসে ঠেকেছে।

(২) কৃষকদের যদিও আমাদের সম্পর্কে ভয় কেটে উঠেছে, তাদের মুগ্ধ প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হচ্ছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকদের আমরা দলের মধ্যে টানতে পারছি না। এটা ধৈর্য ধরে আস্তে আস্তে করার কাজ।

(৩) কোল্লে মারফত পার্টি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে, আপাত দৃষ্টিতে বিনা শর্তে।

(৪) দেব্রের মামলা নিয়ে ক্রমাগত যে হৈচৈ চলছে তাতে ১০টা যুদ্ধ জিতলে যা হতো আমাদের আন্দোলনে তার চেয়ে বেশি যুধ্যমান অবস্থা এসেছে।

(৫) গেরিলাদের মনোবল ক্রমশ যেভাবে বাড়ছে এবং পাকাপোক্ত হচ্ছে, তাতে তাকে ঠিকমতো চালনা করতে পারলে আমাদের জয় নিশ্চিত।

(৬) সৈন্যবাহিনী অসংগঠিত ভাবে চলেছে এবং তাদের রণকৌশল ভালোরকম উন্নত হয়নি।

এ মাসের সেরা খবর হলো—লোরোর ধরা পড়া এবং পালানো। ইতিমধ্যেই তার উচিত আমাদের এখানে চলে আসা নয়, যোগাযোগ করার জন্য লা-পাজে যাওয়া।

মাসিকুরি অঞ্চলে যে কৃষকরা আমাদের সাহায্য করছে তাদের সবাইকে আটক করার বিষয়ে সৈন্যবাহিনী ঘোষণাপত্র জারি করেছে। এখন এমন একটা সময় আসছে যখন দু-পক্ষ থেকে কৃষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে— অবশ্য দু-পক্ষ দু-ভাবে করবে। আমাদের জয়ী হবার অর্থ হবে, অগ্রগতির পথে লাফ দিয়ে এক অবশ্যম্ভাবী গুণগত পরিবর্তন।

জুন

১.৬.৬৭

অগ্রবর্তী দলকে পাঠিয়ে দিলাম পথ বরাবর মোতায়েন থাকতে আর চৌমাথা অবধি ৩ কিলোমিটার দেখেশুনে আসতে; রাস্তাটা গেছে তেলের খনির দিকে। বিমান এই অঞ্চলটার ওপর টহল দিতে শুরু করেছে; এ থেকে বোঝা যাচ্ছে রেডিওর খবর ঠিক। অর্থাৎ গত কয়েকদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় কিছু করা সম্ভব হয়নি, এখন আবার পুরাদমে আক্রমণ চালানো হবে। দু-জন নিহত, তিনজন আহত—এই মর্মে একটা অদ্ভুত খবর রেডিওতে বলা হলো, কিন্তু এটা নতুন ঘটনা, না আগের কোনো ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, তা বুঝতে পারা গেল না। ৫টায় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা রাস্তার দিকে গেলাম, ৭-৮ কিলোমিটারের মতো পথ অতিক্রম করলাম, উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটল না; দেড় কিলোমিটারের মতো পথ গেলাম রাস্তার ওপর দিয়ে তারপরে পরিত্যক্ত একটা সরু পথ ধরে চললাম। এই পথে এখান থেকে ৭ কিলোমিটার গেলে একটা 'চাকো' (ফল-সব্জীর বাগান) পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রত্যেকেই এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে আমরা আধা পথ গিয়ে ঘুমালাম। সারা যাত্রাপথে একবারই মাত্র দূর থেকে একটা গুলির শব্দ কানে এসেছিল।

উচ্চতা= ৮০০মি:।

২.৬.৬৭

গ্রেগরিওর হিসাবমতো আমরা ৭ কিলোমিটার অতিক্রম করলাম এবং ফল-সব্জীর বাগানে এসে পৌঁছলাম। সেখানে একটা মোটাসোটা শুয়োর ধরে মারা হলো। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রাউলিও রবলসের রাখাল তার ছেলে আর দু-জন ক্ষেতমজুর নিয়ে হাজির হলো। তাদের একজন হলো ক্ষেত মালিকের 'আছাকাও' (সৎ-ছেলে), নাম সাইমুনি।

জবাই-করা শুয়োরটাকে ওদের ঘোড়ায় চাপিয়ে তিন কিলোমিটার যাবার পর নদী পেলাম। সেখানে ওদের আমরা আটক করে রাখলাম; আর গ্রেগরিও-কে ওদের চোখের আড়াল করে রাখা হয়েছিল, কারণ তার নিরুদ্দেশ হবার খবরটা লোকে জেনে

ফেলেছিল। আমরা যখন মাঝখানে এসে গেছি, এমন সময় দুজন পাতিসৈন্য আর কয়েক পিপে জল নিয়ে সৈন্যদের একটা ট্রাক চলে গেল। সহজেই শিকার করতে পারতাম; কিন্তু দিনটা ছিল হেসে খেলে কাটাবার আর শুয়োরের মাংস খাবার। রাত জেগে রান্না করা হলো; রাত সাড়ে তিনটায় চারজন চাষীর প্রত্যেককে ১০ ডলার করে দিয়ে ছেড়ে দিলাম। সাড়ে চারটায় গ্রেগরিও যাবার জন্য তৈরি, কিন্তু খেয়ে যাবে বলে দেরি করতে লাগল। আমরা তাকে ১০০ ডলার দিলাম। খাঁড়ির জল বিস্বাদ।

৩.৬.৬৭

সকাল সাড়ে ছয়টায় আমরা রওনা হলাম। নদীর খাতের বাঁ পাড় ধরে বেলা ১২টা পর্যন্ত হাঁটলাম। এসময় রিকার্ডো আর বেনিগনোকে পাঠানো হলো রাস্তার খোঁজখবর নিতে, ওৎ পেতে বসার জন্যে একটা ভালো জায়গা দেখতে। বেলা একটায় রিকার্ডো আর আমি একটা করে গ্রুপ নিয়ে মাঝখানে জায়গা নিলাম; পমবো থাকল সবার শেষে; আর মিগুয়েল অগ্রবর্তী দলটাকে নিয়ে একটা খাসা জায়গায় মোতায়েন হলো। বেলা আড়াইটার সময় একটা শুয়োরভর্তি ট্রাক চলে যেতে দেওয়া হলো। বেলা ৪টা বেজে ২০ মিনিটে খালি বোতল ভর্তি একটা ট্রাক অতিক্রম করল, বেলা পাঁচটায় কালকের সেই ট্রাকটা পেছনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসা দুজন ক্ষুদে সৈন্যকে নিয়ে চলে গেল। ওদের গুলি করতে আমার হাত উঠল না এবং ওদের আটক করার কথা তাড়াতাড়ি মাথায় না আসায় ওদের চলে যেতে দিলাম। বিকাল ৬ টার সময় ওৎ পাতার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে খাঁড়িতে আবার না পৌছানো পর্যন্ত সমানে হাঁটলাম। আমরাও পৌছেছি আর সে সময় সারিবদ্ধ ৪টি ট্রাক, কিছুক্ষণ পরে আরো তিনটি ট্রাক চলে গেল, বাইরে থেকে দেখে তাতে সৈন্য আছে মনে হলো না।

৪.৬.৬৭

সুবিধামতো জায়গা পেলে অবার ওৎ পাতার মতলবে আমরা খাঁড়ির ধার বরাবর হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু পশ্চিমমুখো একটা রাস্তা পেয়ে সেটা ধরে চলতে থাকলাম। পরে সেই রাস্তা একটা শুকনো গিরিখাতের উপর দিয়ে এগিয়ে দক্ষিণে ঘুরে গেল। দুপুরের পর ২.৪৫ মিনিটে একটা কাদা জলের ডোবার পাশে আমরা থামলাম কফি আর ওটমিল খাব বলে। তাতে এত সময় লেগে গেল যে ওখানেই ক্যাম্প করব ঠিক করলাম। রাত্রে দক্ষিণ থেকে জোর হাওয়া বইতে শুরু করল, সেই সঙ্গে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি, এই অবস্থা চলল সারারাত।

৫.৬.৬৭

ক্রমাগত দক্ষিণের হাওয়া আর গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যেই পায়ে-চলা পথ ছেড়ে বনের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলাম। এই অঞ্চলের পাহাড়ের ঢালুতে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, আমরা

সেই সব জঙ্গল ভেঙে বেলা ৫টা অবধি প্রকৃত পক্ষে সোয়া দু-ঘণ্টা হেঁটেছি। আমাদের এই যাত্রায় আগুনই হলো ত্রাণকর্তা। খাওয়াটা আজ ফাঁক পড়ে গেল। কাল সকালের প্রাতরাশের জন্যে জলের পাত্রে লোনাজল বাঁচানো গেছে।

উচ্চতা = ২৫০ মি:।

৬.৬.৬৭

যৎসামান্য প্রাতরাশের পর মিগুয়েল, বেনিগনো আর পাবলিতো বেরিয়ে গেল রাস্তা বের করতে আর খোঁজখবর নিতে। আন্দাজ বেলা দুটোয় পাবলো এসে খবর দিল ওরা যেখানে পৌঁছেছে সেখানে একটি পরিত্যক্ত চাকো (ফল-সব্জীর বাগান) আর তাতে গোরু-বাছুর আছে। আমরা চলতে শুরু করে দিলাম। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে 'চাকো' পেরিয়ে রিওগ্রান্ডেতে এসে পড়লাম। এখান থেকে একটি দলকে পাঠানো হলো কাছাকাছি বিচ্ছিন্ন জায়গায় কোনো বাড়িঘর আছে কিনা খুঁজে পেতে দেখে দখল করতে। ওদের যাওয়া সার্থক হলো; প্রথম খবরে জানা গেল আমরা পুয়ের্তো কামাকো থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে রয়েছি; সেখানে ৫০ জন সৈন্য আছে। ওদের ওখানে যাবার একটা রাস্তা রয়েছে। আমরা রাত কাটালাম শুয়োরের মাংস আর 'লোক্রো' (চাউল, শুকনো মাংস, আলু আর মূলো জাতীয় সব্জী দিয়ে তৈরি সুরুয়া; বলিভিয়ার পূর্বাঞ্চলে বহুল প্রচলিত) রাঁধতে। আজকের পদযাত্রা আমাদের আশানুরূপ হয়নি এবং ভোরবেলা আমরা রওনা হলাম, বড় ক্লান্ত।

৭.৬.৬৭

আমরা মাঝামাঝি ধরনের কদমে হেঁটেছি; পুরনো বাথানগুলি একের পর এক বাতিল করে। আমাদের পথ দেখিয়ে চলছিল বাথানের মালিকের ছেলে; একসময় সে বলল আর কোনো বাথান নেই। আমরা বালুচর বরাবর হেঁটে এসে আর একটি ফল-সব্জী ক্ষেত পেলাম, সেখানে ছিল স্কোয়াশ, আঁখ, কলা আর কিছু বরবটি; এই ক্ষেতটির কথা ছেলেটি আমাদের বলেনি। আমরা সেখানে ক্যাম্প করলাম। পথপ্রদর্শক ছেলেটি হঠাৎ বলতে আরম্ভ করল যে তার খুব পেট ব্যথা করছে, সত্যিই করছে, না মিথ্যা ভান করছে ঠিক বোঝা গেল না।

উচ্চতা = ৫৬০ মি:।

৮.৬.৬৭

ফল-সব্জীর বাগান আর বালুচর দু-দিক থেকে যাতে নজর রাখতে না পারে তার জন্যে আমরা ক্যাম্প প্রায় ৩০০ মিটার সরিয়ে নিলাম। পরে অবশ্য আমরা দেখতে পেলাম ক্ষেতের মালিক কোনো রাস্তা করেনি, সে সর্বদা বজরায় আসা-যাওয়া করে। বেনিগনো, পাবলো আর লিওঁ চলে গেল খাড়াই পাহাড় অতিক্রম করার রাস্তার খোঁজে; কিন্তু বিকালের দিকে

ফিরে এসে জানালো পাহাড় পেরোনো অসম্ভব। হঠকারী আচরণের জন্য উর্বানোকে আমার ধমকাতে হলো। আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম কাল পাহাড়ের খাড়াইয়ের কাছে একটা ভেলা বানাতে হবে।

রেডিওতে খবর দিচ্ছে অবরোধ করে রাখা এবং মাইনপাতিয়েদের শাসানির, কিন্তু সেসব কথার কোনো মানে হয় না।

১১.৬.৬৭

সম্পূর্ণভাবে শান্ত দিন। আমরা ওৎ পেতে বসেছিলাম, কিন্তু শত্রুরা এগোয়নি। শুধুমাত্র ছোট্ট একটা বিমান মিনিট কয়েকের জন্য এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। এমন হতে পারে যে রোসিটায় ওরা হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। পাহাড়ের উপরের সমভূমি পেরিয়ে রাস্তাটা প্রায় পাহাড়ের চূড়া অবধি পৌঁছেছে। যে ভাবেই হোক কাল আমরা রওনা হব। এখনো হাতে ৪/৫ দিনের যথেষ্ট খাবার আছে।

১২.৬.৬৭

আমরা যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম রোসিটায় অথবা অন্ততপক্ষে আবার রিওগ্রান্ডেতে পৌঁছাতে পারব মনে করে। একটা ছোট জলাশয়ে পৌঁছাবার পর দেখা গেল অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠছে। কাজেই খবরের অপেক্ষায় আমরা সেখানে থেকে গেলাম। বেলা ৩ টায় খবর এল যে আরো এগোলে এর চেয়ে বড় জলাশয় মিলবে; কিন্তু এখন আর নিচে নামা সম্ভব নয়। আমরা এখানে থেকে যাওয়া স্থির করলাম। দিনের আবহাওয়া ক্রমে খারাপ হতে হতে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণের জোর হাওয়ার সঙ্গে আমাদের ভাগ্যে উপহার নেমে এল কনকনে ঠাণ্ডা জলসিক্ত রাত। আজকের রেডিওতে এক মজার খবর দিয়েছে, ''প্রেজেন্সিয়া'' খবরের কাগজে লেখা হয়েছে শনিবারের যুদ্ধে সৈন্যদের পক্ষে একজন নিহত এবং আর একজন আহত হয়েছে। চমৎকার খবর এবং ষোল আনা সত্যি। এতে বোঝা যায় আমরা মৃত্যু দিয়ে সংঘর্ষের বেগ-মাত্রা বজায় রেখে চলেছি। রেডিওর আর একদফা খবরে বলা হয়েছে আরো তিনটি মৃত্যুর কথা, তার মধ্যে গেরিলাদলের অন্যতম নেতা ইন্টি রয়েছে। তারা আরো বলেছে, গেরিলাদলে বিদেশী লোকজন রয়েছে : ১৭ জন কিউবার, ১৪ জন ব্রেজিলের, ৪ জন আর্জেন্টিনার, ৩ জন পেরুর। ওরা কোথা থেকে খবর পেল সেটা খুঁজে বের করা দরকার, কিউবার আর পেরুর কথিত সংখ্যা ঠিকই।

উচ্চতা = ৯০০ মি:।

১৩.৬.৬৭

পরের জলাধারে পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা মাত্র এক ঘণ্টা হাঁটলাম, কেননা ''ফলসব্জীর বাগিচাওয়ালারা'' রোসিটা বা নদী কোথাও গিয়ে পৌঁছায়নি। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। কাল ওরা এসে পড়তে পারে। যা খাবার আছে তাতে টেনেটুনে দিন পাঁচেক চলবে।

মজার খবর হলো : দেশের রাজনীতিতে জোরালো পরিবর্তন, চুক্তি, পাল্টা-চুক্তির গল্পকথা আকাশে-বাতাসে। পরিবর্তন ঘটাতে গেরিলাদের সম্ভাব্য ভূমিকা আর কদাচ এমন স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি।

উচ্চতা = ৮৪০ মি।

১৪.৬.৬৭

চেনিতা (৪?)

ঠাণ্ডা জলাধারের পাশে আমরা দিনটা কাটালাম: আগুনের পাশে বসে মিগুয়েল আর উর্বানোর খবরের অপেক্ষা করছিলাম; ওরাই হলো 'বাগিচাওয়ালা'। রওনা হবার সময় ঠিক হয়েছিল বেলা ৩টা, কিন্তু উর্বানো এল দেরিতে রিওগ্রান্ডেতে পৌঁছানো যাবে এই ধারণা নিয়ে, কারণ তারা একটা ঘাঁটিতে পৌঁছেছিল এবং সেখানে পথ-চিহ্ন দেখতে পেয়েছে। আমরা সেখানেই থেকে গেলাম এবং শেষ সুরুয়াটুকু খেয়ে ফেললাম। আমাদের হাতে এখন রসদ বলতে রইল মটরশুঁটি আর ৩ দিনের মতো আলুনি ভুট্টাসেদ্ধ।

আজ আমার বয়স ৩৯ হলো, অপ্রতিরোধ্যভাবে এমন একটা বয়সের দিকে যাচ্ছি যা গেরিলাযোদ্ধা হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করছে। যা হোক, আপাতত আমি ঠিকই আছি।

উচ্চতা = ৮৪০ মিঃ।

১৫.৬.৬৭

রিওগ্রান্ডের ধারে পায়ে হেঁটে আসতে আমাদের তিন ঘণ্টার কম সময় লাগল। জায়গাটা আমাদের জানা। আমার ধারণা রোসিটা থেকে এখানে আসতে ঘণ্টা দুয়েক লাগে। কৃষক নিকোলাসের মতে ৩ কিলোমিটার পথ। ওকে ১৫০ ডলার দেওয়া হলো, আর চলে যাবার সুযোগ দেওয়া মাত্র সে চোখের পলকে হাওয়া। যেখানে এসে পড়লাম সেখানেই থেকে গেলাম। আনিকেতো খোঁজখবর নিয়ে এসে বলল নদীটা পার হওয়া যায়। আমরা মটরশুঁটির সুরুয়া আর চর্বি দিয়ে ভেজে তালশাঁস খেলাম। আমাদের আর তিন দিনের মতো আলুনি ভুট্টাসেদ্ধ রয়েছে।

উচ্চতা = ৬১০ মিঃ।

১৬.৬.৬৭

এক কিলোমিটারের মতো পথ হাঁটার পর ওপারে অগ্রবর্তী দলের লোকজনকে দেখতে পেলাম। সন্ধান করতে করতে পাচো সোঁতাটি দেখতে পেয়ে ওপারে চলে যায়। কোমর অবধি বরফের মতো ঠাণ্ডা জল ভেঙে আমরা ওপারে চলে গেলাম; জলে বেশ স্রোত ছিল; কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমরা রোসিটায় এলাম। সেখানে আমরা পুরনো পদচিহ্ন দেখতে পেলাম; দেখে মনে

হলো সৈন্যবাহিনীর। আমরা তখন টের পেলাম, আমাদের যা ধারণা ছিল রোসিটা তার চেয়ে বেশি গভীর; এবং ম্যাপে যে পথের চিহ্ন দেওয়া আছে তার কোনো পাত্তাই নেই। বরফের মতো ঠাণ্ডা জলের মধ্য দিয়ে প্রায় একঘণ্টা হাঁটার পর ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত হলো, যাতে তালশাঁসের সদ্ব্যবহারের সুযোগ নেওয়া যায় এবং গতকাল অনুসন্ধানের সময় মিগুয়েল যে মৌচাক দেখেছিল সেটা খুঁজে বের করা যায়। খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত শুধু ভুট্টাসেদ্ধ আর তালশাঁস চর্বি মিশিয়ে খেলাম। কাল এবং পরশুর মতো খাবার আছে (আলুনি ভুট্টাসেদ্ধ)। রোসিটার নিচের দিকে ৩ কিলোমিটার এবং আরো ৩ কিলোমিটার রিওগ্রান্ডের নিচের দিকে হাঁটলাম।

উচ্চতা = ৬১০ মিঃ।

১৭.৬.৬৭

রোসিটার ধার দিয়ে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় আমরা ১৫ কিলোমিটার হাঁটলাম; যদিও ম্যাপে কেবলমাত্র আবাপোসিটোর উল্লেখ আছে কিন্তু ৪টি খাড়াই আমাদের পার হতে হলো। সম্প্রতি যে লোকজন চলাচল করেছে তার অনেক চিহ্ন দেখা গেল। রিকার্ডো একটি 'হোচি' (তীক্ষ্ণদন্ত জন্তু) মেরেছে, এর সঙ্গে আলুনি ভুট্টাসেদ্ধ হলো আজকের খাবার। কালকের জন্য আরো কিছু ভুট্টাসেদ্ধ আছে; তবে শিকারে বেরিয়ে কিছু না কিছু জুটবে।

১৮.৬.৬৭

প্রাতরাশের সময় কেউ কেউ সব ভুট্টাসেদ্ধ খেয়ে ফেলে আমাদের কপাল পুড়িয়েছে। আড়াই ঘণ্টা হেঁটে বেলা ১১টায় আমরা একটা ফলসব্জীর বাগানে এসে পৌঁছলাম। বাগানে পাওয়া গেল 'ইউকা' (মূলোজাতীয় সব্জী), আখ আর আখ-পেশাই-এর কল, স্কোয়াশ ও চাল। প্রোটিন-ছাড়া খাবার তৈরি করলাম; বেনিগনো আর পাবলোকে পাঠালাম খোঁজ খবর আনতে। দু-ঘণ্টা পরে ওরা এসে বলল, একজন চাষীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার বাড়ি ৫০০ মিটার দূরে; অন্যরা যারা আরো পেছনে আসছিল, তারা এসে পড়লে তাদের আটক করা হয়।

রাত্রে আমরা ক্যাম্পের জায়গা বদলে ফেললাম; ঘুমানোর ব্যবস্থা করলাম ছেলেটির বাথানে। আবাপো থেকে যে রাস্তাটা এসেছে তার গোড়ার দিকেএই বাথান; আবাপো এখান থেকে ৭ লীগ দূরে। ওদের বাড়িগুলো অস্কুরা নদীর পারে, মসকুয়েরা আর অস্কুরা নদীর সঙ্গম থেকে ১০/১৫ কিলোমিটার দূরে।

উচ্চতা = ৬৮০ মিঃ।

১৯.৬.৬৭

১৫ কিলোমিটার হাঁটার পর আমরা একটা বাথানে এসে পৌঁছলাম। সেখানে তিন বাড়িতে থাকে তিনটে পরিবার। গালভেজ পরিবার থাকে ২ কিলোমিটার দূরে,

মসকুয়েরা আর অস্‌কুরা নদীর সঙ্গমের কাছে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে হলে ওদের খোঁজাখুঁজি করে বের করতে হবে; ওরা মানুষের পর্যায়ে নেই। মোটামুটি ওরা আমাদের ভালোভাবেই নিয়েছে, তবে ক্যালিক্সো কিছুটা কেউকেটা গোছের ভাব দেখালো আর সামান্য কিছু ছোটখাটো জিনিসপত্র বেচতে টালবাহানা করল। মাসখানেক আগে এক মিলিটারি কমিশন এখান দিয়ে যাবার সময় তাকে 'মেয়র' (অঞ্চলপ্রধান) নাম দিয়ে গেছে। সন্ধ্যার সময় একটি রিভলবার ও মাউজার রাইফেল নিয়ে তিনজন শুয়োরের মাংসের ব্যবসায়ী উপস্থিত হলো। অগ্রবর্তী রক্ষী ওদের আসতে দিয়েছে; ইন্টি ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কিন্তু অস্ত্রগুলি সরিয়ে ফেলেনি; এন্টনিও ওদের ওপর নজর রেখেছে—কিন্তু অন্যমনস্কভাবে। ক্যালিক্সো এই বলে ভরসা দিল যে ওরা পোস্ত্রেরভাল্লের ব্যবসায়ী এবং তার চেনা।

উচ্চতা = ৬৮০ মিঃ।

আরেকটি নদী বাঁদিক থেকে রোসিটায় এসে পড়েছে, নদীর নাম সাসপিরো। নদীর দু-পাশে জনবসতি নেই।

২০.৬.৬৭

নিচের দিকের বাথানের একটি ছোকরা —নাম তার পলিনো, সকালে এসে আমাদের জানালো ওই লোক তিনজন ব্যবসায়ী নয়। তাদের একজন লেফটেন্যান্ট আর দু-জন শুয়োরের মাংসের ব্যবসার সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত নয়। ক্যালিক্সতোর মেয়ে পলিনোর বান্ধবী, তার কাছ থেকে খবর পেয়েছে। ইন্টি কয়েকজন লোক নিয়ে চলে গেল এবং ওদের সকাল ৯টা অবধি সময় দিয়ে বলল, তাদের মধ্যে যে অফিসার আছে সে যেন আত্মসমর্পণ করে। না করলে সকলকে গুলি করে মারা হবে। অফিসারটি সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল। পুলিসবাহিনীর সে দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট; তাকে পাঠানো হয়েছে একজন বন্দুকধারী সেপাই আর পোস্ত্রেরভাল্লের একজন শিক্ষককে সঙ্গে দিয়ে, শিক্ষকটি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এসেছে। ওদের পাঠিয়েছে একজন কর্নেল, যে ৬০ জন সৈন্য নিয়ে এই শহরে ঘাঁটি করে রয়েছে। ওদের ওপর লম্বা সফরের ভার দিয়েছে— তার জন্যে ৪ দিন সময় দিয়েছে, অসকুরা নদী বরাবর আর আর জায়গাগুলিও তাদের সফর তালিকার মধ্যে রয়েছে। ওদের প্রাণদণ্ডের কথা ভাবা হয়, কিন্তু আমি পরে ঠিক করি যে যুদ্ধের নিয়মকানুন সম্পর্কে কড়া রকমের হুঁসিয়ারি দিয়ে ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে। কি করে ওরা পাহারা পেরিয়ে আসতে পারল সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানা গেল, জুলিওকে ডাকবার জন্য এন্টনিও পাহারা ছেড়ে চলে গিয়েছিল; ওরা সেই ফাঁকে ভিতরে ঢুকে পড়ে। এই সঙ্গে আনিকেতো আর লুইসকে পাহারার ডিউটিতে ঘুমাতে দেখা গেছে। শাস্তি হিসেবে ওদের ৭ দিনের রসুইখানার ডিউটি দেওয়া হলো এবং শুয়োরের মাংসের রোষ্ট, ভাজা বা সুরুয়া কোনটাই একদিন ওরা পাবে না; সেদিন এসবের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। বন্দীদের যথাসর্বস্ব গা থেকে খুলে নেওয়া হবে।

২১.৬.৬৭

দুটো দিন কেবল দাঁত তুললাম; তার জন্যে আমার নাম হয়ে গেল ফার্নেন্দো 'সাকামুয়েলাস' (দাঁততোলা ডাক্তার) ওরফে চাকো। দাওয়াইখানার পাঠ চুকিয়ে দিয়ে বিকলের দিকে আমরা রওনা হলাম। হাঁটলাম ঘণ্টাখানেকের কিছু বেশি। এই লড়াইতে এই প্রথম আমি একটা খচ্চরে চড়লাম। মসকুয়েরার রাস্তায় বন্দী তিনজন একঘণ্টা বা কিছু বেশি সময় আমাদের সঙ্গে ছিল। তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে নেওয়া হলো; ঘড়ি, জুতো অবধি। অঞ্চলপ্রধান ক্যালিক্সতোকে পথপ্রদর্শক হিসাবে পলিনোর সঙ্গে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু তার শরীর ভালো নয়, অথবা ভালো না থাকার ভান করল; কাজেই তাকে কড়া রকমের হুঁসিয়ারি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। তাতে বিশেষ কাজ হবে বলে মনে হয় না। পলিনো কথা দিয়েছে আমার চিঠি নিয়ে সে কোচাবাম্বা যাবে। ইন্টির স্ত্রীকে দেবার জন্যে ওর হাতে একটা চিঠি দেওয়া হবে, সেই সঙ্গে ম্যানিলাকে লেখা একটি সাঙ্কেতিক চিঠি আর চারটি বিজ্ঞপ্তি। চতুর্থটিতে গেরিলাদলের গঠনসংক্রান্ত ব্যাখ্যা আছে এবং ইন্টির মৃত্যুকে নিয়ে মিথ্যা রটনার পরিষ্কার বক্তব্য আছে; এটা (খণ্ডিত)। এবার দেখতে হবে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা। পলিনো এমন ভান করছে যেন আমাদের হাতে বন্দী।

উচ্চতা = ৭৫০ মিঃ।

২২.৬.৬৭

ওসকুরা বা মোরোকোস নদী ছেড়ে আমরা ঘণ্টা তিনেক পথ হাঁটলাম যাতে জলাধারের জায়গা প্যাসিওনেসে পৌঁছতে পারি। আমরা খুঁটিয়ে ম্যাপ দেখলাম, দেখেশুনে মনে হলো ফ্লোরিডা থেকে আমরা কমপক্ষে ৬ লীগ দূরে অথবা পিরে থেকেও একই দূরত্বে রয়েছি; পিরে হলো প্রথম সেই জায়গা যেখানে বাড়িঘর আছে। পলিনোর এক ভগ্নী-পতি সেখানে থাকে, কিন্তু সেখানে যাবার রাস্তাঘাট সে চেনে না। চাঁদনী রাতের সুবিধা নিয়ে আমরা সমানে হাঁটবো ঠিক করলাম। কিন্তু দূরত্ব এত বেশি যে হেঁটে কোনো লাভ হবে না।

উচ্চতা = ৯৫০ মিঃ।

২৩.৬.৬৭

হাঁটার মতো হাঁটলাম মাত্র এক ঘণ্টা। পথ কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না; সারাটা সকাল আর অপরাহ্নের কিছুটা লেগে গেল পথরেখা খুঁজে বের করতে। দিনের বাকি সময় লাগল কালকের জন্য পথ তৈরি করতে। সেন্টজনের প্রাক্ সন্ধ্যা খুব ঠাণ্ডা বলে এত যে নাম আছে তেমন তো মনে হলো না।

উচ্চতা = ১০৫০ মিঃ।

আমার আবার হাঁপানির আশঙ্কা জোর দেখা যাচ্ছে, অথচ হাতে মজুত ওষুধ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

২৪.৬.৬৭

আমরা মোটের উপর ১২ কিলোমিটার হেঁটেছি, হাঁটার মতো হাঁটা হয়েছে ৪ ঘণ্টা। মাঝে মাঝে ফাঁকা পড়ছিল, সেখানে রাস্তা পেতে অসুবিধা হচ্ছিল না, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় একেবারে আন্দাজে এগোতে হচ্ছিল। একদল লোক গোরু চরাচ্ছিল, তাদের পায়ে চলার পথরেখা ধরে ধরে আমরা অবিশ্বাস্য রকমের একটা খাঁড়াই বেয়ে নামলাম। চেরো ডুরানের ঢালুর ওপর ছোট্ট পাহাড়ী নদীর ধারে আমরা ক্যাম্প করলাম। রেডিওতে খনিমজুরদের সংগ্রামের খবর বলল। আমার হাঁপানি বাড়ছে।

উচ্চতা = ১২০০ মিঃ।

২৫.৬.৬৭

রাখালদের তৈরি পথে আমরা এগোলাম কিন্তু তাদের নাগাল পেলাম না। সকালবেলার মাঝামাঝি সময়ে দেখা গেল একটা গোচারণে আগুন জ্বলছে, এবং একটা বিমান এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। এ দুটি ঘটনার মধ্যে কি যোগসূত্র আমরা জানি না। এ সত্ত্বেও আমরা সমানে হেঁটে চললাম এবং বেলা ৪টার সময় পিরেতে পলিনোর দিদির বাড়িতে পৌছলাম। এই এলাকায় তিনটে বাড়ি আছে, একটা পরিত্যক্ত, আর একটিতে কেউ তখন ছিল না, তৃতীয় বাড়িটিতে ৪টি সন্তান নিয়ে পলিনোর দিদি থাকে। অন্য বাড়ির বাসিন্দা পেনিয়াগুয়ার সঙ্গে তার স্বামী গেছে ফ্লোরিডায়। সব ঠিক আছে মনে হচ্ছে। পেনিয়াগুয়ার মেয়ে থাকে এক কিলোমিটার দূরে, আমরা সেখানেই ক্যাম্প করব ঠিক করলাম। একটা বাছুর কেনা হলো এবং তখনই সেটাকে জবাই করা হলো। কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য কোকোকে ফ্লোরিডায় পাঠানো হলো, তার সঙ্গে গেল জুলিও, কাম্বা আর লিওঁ। কিন্তু তারা গিয়ে দেখে সেখানে সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি করেছে; প্রায় ৫০ জন সৈন্য আছে, আরো ৭০/৮০ জন এসে পড়ার কথা। দোকানদার একজন বুড়ো লোক, তার নাম ফেনেলোন কোকা।

আর্জেন্টিনা রেডিও ৮৭ জন হতাহতের খবর দিয়েছে। বলিভিয়ার রেডিও সংখ্যা বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেনি (সিগলো ২০)। আমার হাঁপানি ক্রমশ খারাপের দিকে, এখন ভালো করে ঘুমোতেও পারছি না।

উচ্চতা = ৭৮০ মিঃ।

২৬.৬.৬৭

আজ আমার শোকের দিন। কোথাও কোনো গোলমাল নেই মনে হওয়ায় ফ্লোরিডার রাস্তায় ওৎ পেতে বসবার জায়গায় ৫ জনকে পাঠানো হয়েছিল বদলী হিসাবে। হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল। আমরা তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সেখানে গিয়ে দেখি অদ্ভুত দৃশ্য; নদীর বালিয়াড়ির ওপর রোদের মধ্যে ৪ জন খুদে সৈন্যের মৃত দেহ পড়ে আছে, চারদিকে নিথর স্তব্ধতা। শত্রুপক্ষ কোথায় আছে জানি না বলে আমরা তাদের

অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিতে পারছি না। তখন বিকাল ৫টা; ওগুলি নেবার জন্য রাত হওয়া অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হলো। মিগুয়েল একজন লোক মারফৎ সতর্ক করে পাঠালো যে সে তার বাঁ দিকে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ শুনতে পেয়েছে। এন্টনিও আর পাচোকে খবর নিতে পাঠানো হলো, তাদের বারণ করে দেওয়া হলো না দেখেশুনে তারা যেন গুলি না ছোঁড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলির শব্দ শোনা গেল। দ্রুত সেই শব্দ ডাইনে বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল; নির্দেশ দেওয়া হলো সরে আসার জন্যে : না হলে এ অবস্থায় আমরা নির্ঘাৎ লোকজন হারাব। পিছু হটতে কিছু সময় লাগল এবং খবর পাওয়া গেল দুজন জখম হয়েছে: পমবো আঘাত পেয়েছে পায়ে আর তুমা তলপেটে। আমাদের যা আছে তাই দিয়েই অপারেশন সারবার জন্যে ওদের তাড়াতাড়ি বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। পমবোর আঘাত সামান্য খোঁড়া হয়ে আমাদের অসুবিধায় ফেলবে মাত্র। তুমার যকৃৎটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে : অস্ত্রোপচার হওয়ার সময় তুমা মারা গেল। গত কয়েক বছর যাবৎ সে ছিল আমার অবিচ্ছেদ্য কমরেড; শেষদিন পর্যন্ত সে ছিল অনুগত; তার অভাবে আমি সর্বদা অনুভব করব আমি যেন এক পুত্র হারিয়েছি। যুদ্ধ করতে করতে ও যখন পড়ে যায় তখন ওর ঘড়িটা আমাকে দেবার কথা বলে। ওর চিকিৎসার ব্যাপারে সবাই ব্যস্ত থাকায় ঘড়িটা কেউ খুলে নেবার কথা ভাবেনি; ও তখন নিজেই ঘড়িটা খুলে আর্তুরোকে দিয়েছে। তার এই ইঙ্গিত থেকে প্রকাশ পায় যে ওর ইচ্ছা ঘড়িটা যেন তার ছেলেকে দেওয়া হয়, যে ছেলেকে সে কখনো চোখে দেখেনি। নিহত আরো দুজন কমরেডের ঘড়ি আমি এ ভাবেই নিয়েছিলাম। যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন এটা আমাকে নিজের কাছেই রাখতে হবে। তুমার শব আমরা বহু দূরে বয়ে নিয়ে গেলাম কবর দেবার জন্যে।

আরো দু-জন গুপ্তচরকে আমরা আটক করলাম; একজন ক্ষুদ্র বন্দুকধারী-বাহিনীর লেফটেন্যান্ট আর একজন সাধারণ বন্দুকধারী সেনা। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের শুনিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। আমার হুকুম ছিল আমাদের দরকারে লাগে এমন সব জিনিসপত্র ওদের কাছ থেকে নিয়ে রাখার জন্য কিন্তু ভুল ব্যাখ্যার জন্য জাঙ্গিয়াটা মাত্র পরে ওদের চলে যেতে হলো।

২৭.৬.৬৭

তুমাকে দায়সারা গোছের কবর দেওয়ার দুঃখজনক কাজটা আমাকেই করতে হলো। আমরা তারপর চলতে চলতে দিন থাকতেই তেজেরিয়া এসে পড়লাম। অগ্রবর্তী দল ১৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবার জন্য দুপুর ২টায় বেরিয়ে পড়ল; আমরা বের হলাম আড়াইটায়। পরে যারা বের হলো তাদের সময় বেশি লাগল, কারণ তাদের পথ চলার মাঝেই সন্ধ্যা হয়ে গেল, কাজেই চাঁদ ওঠা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হলো। পালিজার বাড়ি পৌছাতে ওদের রাত আড়াইটে বাজল; যারা পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে ওরা ওখানকারই লোক।

তেজেরিয়ার বাড়ির যে মালিক সে হলো পানিয়াগুয়া বুড়ির বোনপো; ওর কাছে দুটো জানোয়ার আমরা ফেরৎ দিলাম, যাতে সে তার মাসির কাছে জানোয়ার দুটি ফেরৎ পাঠায়।

উচ্চতা = ৮৫০ মিঃ।

২৮.৬.৬৭

পথ দেখাবার একজন লোক পাওয়া গেল; সে আমাদের চৌমাথা অবধি পৌঁছে দেবে, ঐদিক দিয়ে ডন লুকাসের বাড়িতে যেতে হয়, তার জন্য তাকে ৪০ ডলার দিতে হবে। কিন্তু আমরা ঠিক করলাম অন্য একটা বাড়িতে গিয়ে উঠব, সেখানে জলের ব্যবস্থা আছে। আমাদের বের হতে দেরি হলো, এবং শেষের দুজন মোরো আর রিকার্ডো এত বেশি দেরি করল যে তার জন্যে আমরা রেডিওর খবর শুনতে পেলাম না। আমরা ঘণ্টায় গড়ে ২ কিলোমিটার হেঁটেছি। সৈন্যবাহিনী অথবা কোনো রেডিও স্টেশনের খবর অনুসারে সমকুয়েরা অঞ্চলে গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ৩ জন নিহত, ২ জন আহত হয়েছে। খবরটা নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে। তা যদি হয়, তাহলে আমরা তো ৪ জনকে নিহত একরূপ নিশ্চিত দেখেছি, যদি না তাদের মধ্যে একজন মরার মতো ভান করে থাকে।

আমরা কোনো এক জীয়ার বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িতে লোকজন ছিল না শুধু কয়েকটা গোরু ছিল—তাদের বাছুরগুলো ভিতরে বাঁধা ছিল।

উচ্চতা = ১১৫০ মিঃ।

২৯.৬.৬৭

দেরি হওয়ার ব্যাপার নিয়ে মোরো আর রিকার্ডোর সঙ্গে বিশেষ করে রিকার্ডোর সঙ্গে গুরুতরভাবে আলোচনা হলো। অগ্রবর্তী দলের কোকো আর ডারিও তাদের বোঁচকা নিয়ে মোরোর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল। এল-নাটো আমার আর পমবোর, সেই সঙ্গে নিজের বোঁচকা নিয়ে খচ্চরের পিঠে রওনা হলো; তার ওপর জন্তু-জানোয়ারের ভার। পমবো অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে ঘোটকীর পিঠে চড়ে এসে পৌঁছাতে পারল; আমরা তাকে ডন লুকাসের বাড়িতে নিয়ে তুললাম। ডন লুকাস তার দুই মেয়েকে নিয়ে ১৮০০ মিটার উঁচু পাহাড়ের ওপর থাকে; তার এক মেয়ের গলগণ্ড আছে। সেখানে আরো দুটি বাড়ি আছে; একটি বাড়ি এক মজুরের—কখনো কাজ পায় কখনো বেকার, সে একেবারে নিঃস্ব বলা চলে। অন্য বাড়িটা যার তার অবস্থা ভালো। রাতটা ছিল ঠাণ্ডা আর বৃষ্টি-ভেজা। খবর পাওয়া গেল বার্চেলন মাত্র আধদিনের রাস্তা। কিন্তু দু-জন পথ-চলতি চাষীর কাছে শোনা গেল রাস্তা নাকি খুব খারাপ। বাড়ির মালিক সে কথা বলল না, সে ভরসা দিল যে রাস্তাটা অনায়াসে মেরামত করা যাবে। অন্য বাড়ির মালিকের কাছে চাষীগুলো এসেছিল, তাদের সন্দিগ্ধভাবে দেখে ওদের আটকে রাখা হলো।

আমাদের দলে এখন ২৪ জন লোক, যেতে যেতে তাদের নিয়ে আমি কথাবার্তা বললাম। আমাদের দলের মধ্যে চিনোকে আদর্শ হিসাবে দেখালাম; যে মৃত্যুগুলো ঘটল তার মর্মার্থ বুঝিয়ে বললাম ; যাকে আমি পুত্রতুল্য মনে করতাম সেই তুমাকে হারিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি কতটা আঘাত পেয়েছি সেকথা বললাম। আত্মসংযমের অভাব এবং ঢিমেতালে চলার নিন্দা করলাম, এবং আমি ওদের কথা দিলাম ওৎ পাতার জায়গায় যা ঘটেছে তার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্যে মৌলিক কিছু শিখিয়ে দেব। নিয়ম না মেনে চলার ফলে অনর্থক কয়েকটা জীবনহানি হলো।

৩০.৬.৬৭

বুড়ো লুকাস পাড়াপড়শীদের সম্পর্কে কিছু খবর দিল। তা থেকে বোঝা গেল সৈন্যবাহিনী আগে থেকেই এখানে প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তার পড়শীদের মধ্যে একজন আন্দুলফো ডিয়াজ, আঞ্চলিক ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক, সে ব্যারিয়েন্টোসের পক্ষের লোক। আর একজন বুড়ো আছে বেশি কথা বলে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। আর একজন ভীতু লোক আছে, তার সহকর্মীদের মতে সে কোনো ঝামেলায় পড়তে পারে এমন কথা বলতে চায় না। বুড়ো কথা দিল আমাদের সঙ্গে গিয়ে বার্চেলনের রাস্তা বের করতে সাহায্য করবে। চাষী দুজন আমাদের পিছু পিছু যাবে। বিচ্ছিরি বৃষ্টির দিন বলে দিনটা আমরা শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম।

রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে বড় খবর হলো—ওভান্দো সরকারী ঘোষণা মারফৎ জানিয়ে দিয়েছে যে আমি এখানে আছি। এ ছাড়াও সে বলেছে যে, সরকারী সৈন্যবাহিনীকে নিখুঁতভাবে গেরিলাবাহিনীর মোকাবিলা করতে হচ্ছে; গেরিলাদলে এমনাকি ভিয়েৎকঙ মেজর পর্যন্ত রয়েছে যাদের হাতে উত্তর আমেরিকার সেরা সেরা রেজিমেন্ট মার খেয়েছে। এসব কথা বলা হয়েছে দেব্রের জবানবন্দীর ওপর নির্ভর করে, মনে হয় ওর জবানবন্দীতে এত কথা না বললেও চলত। অবশ্য এর কি তাৎপর্য আছে তা আমরা জানি না, অথবা কোন অবস্থায় পড়ে তাকে কি কথা বলতে হয়েছে তাও আমরা জানি না। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে লোরোকে নাকি ওরা মেরে ফেলেছে। খনিগুলোতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, তার সঙ্গে মিলিয়ে নাকাহুয়াসুতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো— এসবের মন্ত্রণাদাতা হিসাবে আমাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যাপার ভালোর দিকে চলেছে। দিন আসছে আমি আর দাঁততোলা ডাক্তার ফারনেন্দো থাকব না। কিউবা থেকে একটা খবর এসেছে; তাতে পেরুর পরিস্থিতি কেন এত ঢিমেতালে চলেছে তার ব্যাখ্যা আছে। সেখানে ওদের লোকবল বা অস্ত্রবল একেবারে নামমাত্র; দেদার টাকা খরচ করেছে এবং পাজ এস্তেনসোরোতে আছে তথাকথিত গেরিলা সংগঠন, একজন করোনেল সিয়ানো আর আছে পান্দো অঞ্চলের পয়সাওয়ালা মুভিস্তা জনৈক রুবেন জুলিও; করবে (অস্পষ্ট) মিঠে আলু।

মাসিক বিশ্লেষণ

নেতিবাচক দিকগুলি এই : যোয়াকিনের সঙ্গে সংযোগ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না; ক্রমশ লোকক্ষয় হচ্ছে। প্রত্যেকটি প্রাণহানিতেই হচ্ছে গুরুতর রকমের পরাজয়, যদিও সৈন্যবাহিনী সেকথা জানে না। এমাসে আমরা দুটো ছোটখাটো রকমের লড়াই করেছি। তাতে সৈন্যবাহিনীর ৪ জন নিহত এবং ৩ জন আহত হয়েছে, তাদের নিজেদেরই খবর অনুযায়ী।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি এই :

(১) এখনো যোগাযোগের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব থেকে যাচ্ছে, যার জন্যে আমাদের লোকবল ২৪ জনে এসে ঠেকেছে, তার মধ্যে পোম্বো আহত এবং আমাদের চলাফেরার শক্তি সংকুচিত।

(২) দলে কৃষকদের টেনে আনতে না পারার অসুবিধা অনুভব করে চলেছি; ঘুরেফিরে আমাদের সেই একই সমস্যা : কৃষকদের দলে টানতে গেলে জনবহুল জায়গাগুলোতে আমাদের একনাগাড়ে লড়াই চালাতে হবে এবং তা করতে হলে আরো বেশি লোকের দরকার।

(৩) গেরিলাদের সম্পর্কে গল্পকথা ক্রমেই ছড়াচ্ছে; এই গল্পকথায় আমরা হয়েছি অপরাজেয় অতিমানবের দল।

(৪) আমাদের যোগাযোগের অভাব পার্টির সঙ্গেও; আমরা অবশ্য পলিনোর মারফৎ একটা চেষ্টা চালিয়েছি, সে চেষ্টা সফল হতে পারে।

(৫) দেব্রে এখনো খবরের কাগজের খবর; এখন অবশ্য আমার মামলার সূত্রে। এই মামলায় আমাকেই আন্দোলনের নেতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। সরকারের এই পথ গ্রহণের ফল কি হয় দেখা যাক। পরে দেখা যাবে এর ফল হাঁ-ধর্মী, না, না-ধর্মী হয়েছে।

(৬) গেরিলাদের মনোবল অটুট রয়েছে এবং সংগ্রামের সংকল্প ক্রমেই বাড়ছে। কিউবার লোকগুলো যুদ্ধে দৃষ্টান্ত-স্থল এবং দলে বলিভিয়ান দু-তিনজন যা দুর্বল।

(৭) সামরিক দিক দিয়ে সৈন্যদল আগের মতোই এখনও কিছু না, কিন্তু কৃষকদের মধ্যে ওরা যেভাবে কাজ করছে সেটা ছোট করে দেখা উচিত নয়। কৃষক সমাজের সকলকে ওরা পাল্টে দিচ্ছে, হয় ভয় দেখিয়ে, নয় আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল বুঝিয়ে।

(৮) খনিগুলোতে নির্দয়ভাবে মানুষ হত্যা করার ফলে আমাদের সম্পর্কে লোকের ধারণা পরিষ্কার হয়েছে। আমাদের ঘোষণাপত্রগুলো ঠিকভাবে প্রচার করতে পারলে মানুষের ধারণা আরো পরিষ্কার হবে।

আমাদের সবচেয়ে জরুরী কাজ এখন লা-পাজের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, সামরিক সাজসরঞ্জাম এবং ওষুধপত্র আবার নতুন করে পাওয়ার ব্যবস্থা করা, এবং সক্রিয় যোদ্ধার সংখ্যা ১০-২৫ জনে এসে ঠেকলেও শহর থেকে ৫০-১০০ জন সংগ্রহ করে দলভুক্ত করা।

জুলাই

১.৭.৬৭

দিনটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হবার আগেই আমরা বার্চেলনের পথে বেরিয়ে পড়লাম, মানচিত্রে এটা বার্সিলোনা নামে চিহ্নিত। বুড়ো লুকাস রাস্তা মেরামতির কাজে হাত লাগাল কিন্তু সব করেও রাস্তাটা পুরো এবড়োখেবড়ো ও পিছল থেকেই গেল। অগ্রগামী দল বেরিয়েছিল ভোরবেলায়, আমরা বেরোলাম দুপুরে, সারা বিকেলটা কাটল গিরিখাতটির উঁচু-নিচু বেয়ে। রাতটা কাটল প্রথম ফল ও সব্জীর চাষ করা ক্ষেতে। অগ্রগামী দল এগিয়ে গিয়েছে কাজেই আমরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। ইয়েপেজ পরিবারের তিনটি ছেলে ছিল, দারুণ লাজুক। ব্যারিয়েনটোস সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এখানে আমার উপস্থিতির কথা স্বীকার করেছে, আবার কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে বলে ভবিষ্যদ্বাণীও করেছে। সে তার চিরাচরিত আহাম্মুকি বুলিগুলোও আউড়ে গেছে, আমাদের বলেছে ইঁদুর ও বিষধর সাপ, এবং আবার শাসিয়েছে দেব্রেকে শাস্তি দেবে।

উচ্চতা=১,৫৫০ মিঃ।

আন্দ্রেস কোকা নামে একজন কৃষককে রাস্তায় পেয়ে আমরা আটক করেছিলাম, রোক আর তার ছেলে পেড্রোকে আমাদের সঙ্গে নিলাম।

২.৭.৬৭

ভোরবেলা অগ্রগামী দলের সঙ্গে আমাদের দেখা। ওরা পাহাড়ের ওপর ডন নিকোমেডিস আর্টিআগার বাড়িতে ঘাঁটি করেছে। ওখানে একটা কমলালেবুর বাগান আছে। ওরা আমাদের সিগারেট বিক্রি করল। মূল বাড়িটা পিওজেরা নদীর আরও ভাঁটিতে। পেট-ভর্তি বাছা-বাছা খাবার খেয়ে আমরা সেখানে গেলাম। একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং খাড়াই গিরিখাত ধরে পিওজেরা নদীটা বয়ে গেছে, পায়ে হেঁটে ভাঁটা পথ ধরে এ্যাঙ্গোসটুরার দিকে যাওয়া দরকার, জুন্টা এই নদীপথেই আর একটা জায়গা। সেদিকে বেরোবার রাস্তা আছে—এখানে নদীটা একটা উঁচু পাহাড় কেটে বেরিয়েছে। এখানটার গুরুত্ব আছে কেননা এটা জংশন। জায়গাটা ৯৫০ মিটার উঁচু এবং এর

আবহাওয়াটা খুব ঠাণ্ডাও না, খুব গরমও নয়। এখানে ম্যারিগুই-এর বদলে আছে গ্যারাপাটিলা। জায়গাটা জুড়ে আছে আর্টিআগা আর তার ছেলেমেয়েরা। ওদের একটা ছোট কফির বাগান আছে ধারেকাছের লোকেরা এখানে ভাগে কাজ করতে আসে। এখন এখানে সান জুয়ানের জন্য ছয়েক ক্ষেতমজুর রয়েছে।

পমবোর পা সারতে দেরি হচ্ছে, সম্ভবত একটানা ঘোড়ার পিঠে চাপার জন্য—কিন্তু ওর আর কোনো উপসর্গ নেই, সেরকম ভয়ও আর নেই।

৩.৭.৬৭

সারাটা দিন এখানে কাটালাম আমরা, পমবোর পা-টাকে একটু বিশ্রাম দেবার চেষ্টা হলো। জিনিসপত্রের ভালো দাম দিতে চাওয়ায় কৃষকদের ভয়ও হলো আগ্রহও বাড়ল, আবার ভালো দামের জন্যে সওদাপাতি এনেও দিল আমাদের। আমি কয়েকটা ছবি তুললাম, তাতেও তাদের কৌতূহল। সমস্যা দাঁড়াল তিনটি : কেমন করে আমরা ওগুলি ডেভেলপ করব, এনলার্জ করব এবং ওদের হাতে হাতে দেওয়া যাবে। বিকেলবেলায় মাথার ওপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে গেল, রাত্রিবেলায় কেউ কেউ বলাবলি করল যে রাত্রে বোমা ফেলবে—সকলেই যে যেমন করে পারে বেরিয়ে পড়ল, আমরা তাদের থামিয়ে বোঝালাম যে কোনো ভয়ের কারণ নেই। আমার হাঁপানিটা আবার চাগিয়েছে।

৬.৭.৬৭

সকাল করে আমরা পেনা কলোরাজের দিকে পা বাড়ালাম, একটা লোকালয়ের ভেতর দিয়ে—আমাদের দেখে লোকেদের মধ্যে হলো আতংক। সন্ধ্যেবেলা আমরা পালেরমোতে পৌঁছোলাম—এর উচ্চতা ষোল'শ মিটার। সেখান থেকে নিচের একটা ছোট্ট বনের দিকে নামতে লাগলাম। ঘটনাচক্রে সেখানে কিছু কেনাকাটা হয়ে গেল। বড় রাস্তায় এসে পড়বার আগেই রাত হয়ে গিয়েছে, এখানে আছে শুধু এক বিধবা বুড়ির ছোট একটা ঘর। অগ্রগামী দল পবিকল্পনা যত ভালোভাবে কাজে পরিণত করতে পারত কোনো সিদ্ধান্ত না থাকায় তা করেনি। পরিকল্পনাটা ছিল সুমাইপাটা থেকে আসা কোনো গাড়ি ধরে সেখানকার অবস্থাটা বুঝে নিয়ে গাড়ির ড্রাইভারকে সঙ্গে করে সেখানে যাওয়া, ডি আই সি জয় করে নেওয়া, ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কেনা, হাসপাতালে হানা দেওয়া, কিছু টিনভর্তি জিনিস ও উপাদেয় টুকিটাকি কিছু কেনা, তারপর ফিরে আসা।

পরিকল্পনাটা বদলাতে হলো কারণ সুমাইপাটা ফেরৎ কোনো গাড়ির পাত্তা পাওয়া গেল না এবং খবর পাওয়া গেল যে ওরা ওই এলাকায় কোনো গাড়ি আটক করছে না—তার অর্থ পথের বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। রিকার্ডো, কোকো, প্যাচো, আনিকেতো, জুলিও এবং চিনোর ওপর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো। সান্টাক্রুজ থেকে আসছিল একটা গাড়ি, ওরা সেটাকে থামাল বিনা বাধায়, কিন্তু পেছনে আর যেটা

আসছিল সেটা থামল, বলল সাহায্য করবে, তাকে আটক করা হলো ; ট্রাকে করে যাচ্ছিল একটি মহিলা তার সঙ্গে শুরু হলো কথা চালাচালি, সে তার মেয়েকে নামিয়ে দিতে দেবে না। তৃতীয় ট্রাকটা দাঁড়াল কি ঘটছে দেখবার জন্যে আর চার নম্বরের গাড়ির লোকগুলি কি করবে ভেবে ঠিক করতে না পারায় রাস্তা গেল বন্ধ হয়ে। রফা একটা হলো, চারটে গাড়ি একসারে দাঁড়াল, একজন ড্রাইভারকে কি করছে জিগ্যেস করায় বলল সে বিশ্রাম নিচ্ছে। গেরিলারা একটা ট্রাকে করে চলে গেল, পৌঁছোল গিয়ে সুমাইপাটায়, প্রথমে দুজন বন্দুকধারী সৈনিক, তারপর ফাঁড়ির কর্তা লেফটেন্যান্ট ভাকাফ্লোরকে বন্দী করল। আমরা সার্জেন্টের কাছ থেকে জবরদস্তি করে সংকেতটি আদায় করে নিলাম আর ঝটিতি আক্রমণে গেরিলারা দশজন সেপাইশুদ্ধ ফাঁড়িটা দখল করে নিল। একজন সেপাই বাধা দিয়েছিল তার সঙ্গে কয়েকটা গুলি বিনিময় হলো মাত্র। আমাদের লোকেরা পাঁচটা মাউজার ও একটা জেড-বি-৩০ বন্দুক দখল করল আর দশজন বন্দীকে একটা ট্রাকে তুলে নিয়ে এসে সুমাইপাটার এক কিলোমিটার দূরে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিল। ঘটনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় লড়াইটা ব্যর্থ হলো ; চিনো, প্যাচো এবং জুলিওর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয়নি। যদিও গেরিলার পক্ষে একবারে অপরিহার্য জিনিস ওরা কিনেছে, আমার দরকারী ওষুধটা কেনা হয়নি। লড়াইটা হয়েছে বহুসংখ্যক পথচারীর সামনে গোটা শহরটার চোখের ওপর, কাজেই সংবাদটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে দাবানলের মতো। বেলা দুটোর মধ্যে আমরা লুটের সামগ্রী নিয়ে পেছু হাঁটলাম।

৭.৭.৬৭

কোথাও না থেমে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম, এসে পৌঁছোলাম সেই মাঠটাতে যেখানে এর আগেরবারে একটি লোক আমাদের খাতিরযত্ন করেছিল—র‍্যামন-এর বাড়ি থেকে জায়গাটা এক লীগের মত দূরে। মানুষের মনে প্রচণ্ড আতংক; লোকটা অমায়িক, আমাদের কাছে একটা শুয়োর বিক্রি করল। কিন্তু আমাদের সে সতর্ক করে দিল এই বলে যে লসঅ্যাজোস-এ দুশো লোক রয়েছে, আর তার ভাই সবে স্যান জুয়ান থেকে ফিরছে এবং জানিয়েছে যে একশো সেপাই সেখানে আছে। ইচ্ছে হচ্ছিল ওর কয়েকটা দাঁত উপড়ে ফেলি কিন্তু ওর তাতে আপত্তি। আমার হাঁপানির টানটা বাড়ছে।

৮.৭.৬৭

যে বাড়িটায় আখ ছিল সে বাড়িটা থেকে আমরা সাবধানে বেরিয়ে পিওজেরা নদীর দিকে এগোলাম। রাস্তা পরিষ্কার, সৈন্যদল আছে বলে কোনো গুজবও শুনতে পেলাম না। স্যান জুয়ান থেকে যারা আসছে তারাও অস্বীকার করল ওখানে কোনো সেনাদল আছে। আমরা যাতে চলে যাই সেই জন্যে লোকটা চালাকি করেছে বলে মনে হলো। নদীর ধার ধরে এল পাভোর দিকে, দু-লীগের মতো এগোলাম, সেখান থেকে গুহার

দিকে আরও এক লীগ। ওখানে যখন পৌঁছোলাম তখন রাত হয়েছে। আমরা এল ফিলোর কাছাকাছি এখন।

শরীরটাকে চালু রাখবার জন্যে আমি গুটিকয়েক ইঞ্জেকশন নিলাম; কলিরিয়ামের জন্যে তৈরি আড্রেনালিন সলিউশন ১: ৯০০ দিয়ে শেষ করলাম। পাউলিনো যদি তার দায়িত্ব পালন না করে থাকে তাহলে আমার হাঁপানির ওষুধ জোগাড় করার জন্যে নাকাহুয়াসুতে ফিরতে হবে।

সৈন্যবাহিনী থেকে লড়াই-এর সংবাদ-প্রচারে একজনের মৃত্যু স্বীকার করা হয়েছে; রিকার্ডো, কোকো আর প্যাচো যখন ছোট সমরিক ফাঁড়িটা দখল করে সেই সময় নিশ্চয় গুলি লেগে লোকটা মরেছে।

৯.৭.৬৭

বেরিয়ে তো পড়লাম কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলেছি—সারা সকালটা তারই খোঁজে কাটল। দুপুরবেলা একটা পথের খোঁজ পাওয়া গেল, দুর্গমই বলতে হয় আর তাই ধরে যে জায়গায় পৌঁছোলাম সেখানটা এ পর্যন্ত যত জায়গায় গেছি তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু— ১৮৪০ মিটার। খানিকক্ষণ বাদেই একটা ট্যাপেরায় পৌঁছোলাম এবং রাতটা সেখানেই কাটল। এল, ফিলোর পথের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

কাটাভিও সিগলো ২০ এর শ্রমিকদের সঙ্গে কমিবল শিল্পসংস্থার ১৪ দফা একটা চুক্তির খবর প্রচার করা হলো রেডিওতে; তার মানে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে।

১০.৭.৬৭

একটা ঘোড়াকে পাওয়া যাচ্ছিল না তাই বেরোতে দেরি হয়ে গেল। পরে সেটাকে পাওয়া গেল। কদাচিৎ ব্যবহৃত একটা রাস্তা ধরে ১৯০০ মিটার উঁচু জায়গার পাশ দিয়ে এগোলাম। সাড়ে তিনটেতে একটা ট্যাপেরায় পৌঁছোনো গেল—রাতটা এখানেই কাটাব ঠিক হলো। কিন্তু যখন জানা গেল রাস্তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন একটা অস্বস্তিকর বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো। অব্যবহৃত সুঁড়িপথ দিয়ে চেষ্টা করা হলো কিন্তু তাতে গন্তব্য পথের কোনো হদিশ মিলল না। সামনে কয়েকটা চ্যাকো ওই হয়ত এল, ফিলো।

এল্ ডোরাডো এলাকায় গেরিলাদের সঙ্গে সংঘর্ষের সংবাদ প্রচারিত হলো রেডিওতে, স্থানটা মানচিত্রে নেই, সুমাইপাটা আর রিও গ্রানডের মাঝামাঝি কোথাও হবে। ওরা স্বীকার করল একজন আহত হয়েছে আর দাবি করল আমাদের পক্ষে দুজন মারা গেছে।

অন্যদিকে, দেব্রে এবং পেলাডোর বিবৃতিও সুবিধের না; বিশেষত ওরা গেরিলাদের আন্তর্মহাদেশীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছে, যেটা করা তাদের আদৌ উচিত হয়নি।

১১.৭.৬৭

বৃষ্টিভেজা কুয়াশায় সেঁতসেতে দিনে ফিরছি, সব পথঘাট হারিয়ে গেছে—অগ্রগামী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, ওরা গেছে পুরনো একটা রাস্তাকে পুনরুন্মুক্ত করার কাজে। একটা বাছুরকে কাটা হলো।

১২.৭.৬৭

মিগুয়েলের কাছ থেকে সংবাদের প্রতীক্ষায় সারাটা দিন কাটালাম। সন্ধ্যে নাগাদ জুলিও খবর নিয়ে এলো ঠিক দক্ষিণমুখো একটা খাঁড়ির ধারে নামা হয়েছে। আমরা একই জায়গায় রয়েছি। আমার হাঁপানির টানটা বেজায় কষ্ট দিচ্ছে।

রেডিও এখন অন্যরকম খবর দিচ্ছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা সত্যি বলেই মনে হলো। বলা হলো : ইকুইরায় একটা লড়াই হয়েছে, তাতে আমাদের তরফে একজন হত হয়েছে, তার মৃতদেহ ওরা ল্যাগুনিল্লাস-এ নিয়ে গেছে। লাস নিয়ে উল্লসিত বলবার ধরনে মনে হয় ব্যাপারটা কিছুটা সত্যি।

১৩.৭.৬৭

সকালবেলায় বিশ্রী আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে আমরা একটা খাড়া এবং পিছল পাহাড় বেয়ে নেমে সাড়ে এগারটা নাগাদ মিগুয়েলের দেখা পেলাম। খাঁড়ির বরাবর যে পথটা গেছে তার থেকে দূর দিয়ে আর একটা পথ খুঁজে বের করবার জন্যে আমি কাম্বা আর প্যাচোকে পাঠালাম। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে ওরা খবর দিল কয়টা চ্যাকো আর বাড়ি দেখা গেছে, একটা খালি বাড়িতে ওরা ঢুকে পড়েছে। গেলাম সেখানে, সেখান থেকে ছোট খাড়িটার ধার ধরে প্রথম বাড়িটাতে পৌঁছোলাম। রাতটা ওখানেই কাটল। বাড়ির মালিক পরে এল, আমাদের বলল যে একটি স্ত্রীলোক, মেয়রের মা আমাদের দেখতে পেয়েছে এবং এখানে থেকে এক লীগ দূরে এল, ফিলোতে সৈন্যদের মেসে নিশ্চয়ই খবর দিয়ে দিয়েছে। সারারাত পাহারা দেওয়া হলো।

১৪.৭.৬৭

সারারাত একনাগাড়ে বৃষ্টির পর সারাটা দিনও চলল তেমনি, কিন্তু বেলা বারোটায় আমরা বেরোলাম—গাইড হলো মেয়রের শ্যালক পাবলো আর প্রথম বাড়িটার লোকটি অরালিও ম্যানসিলা। মেয়েরা পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। যে জায়গায় এলাম সেখান থেকে রাস্তাটা ভাগ হয়ে গেছে। একটা গেছে ফ্লোরিডা এবং মোরাকোর দিকে আর একটা পাম্পার দিকে। মস্কোয়েরার দিকে হালফিল চলাচল শুরু হয়েছে যে পথটা দিয়ে সেই পথটা ধরে গাইডরা যেতে বলল ; তাই ঠিক হলো। কিন্তু শ'পাঁচেক মিটার যাবার পর একটা খুদে সেপাইর দেখা পেয়ে গেলাম আর একটি কৃষকের। এরা ঘোড়ায় চাপিয়ে খাদ্যশস্যের একটা বোঝা আর সেকেন্ড লেফটেনান্টের পাম্পার এক সহকর্মীর কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে এল ফিলোতে তার কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। পাম্পায় ৩০ জন

সেপাই আছে। আমরা অন্য রাস্তা ধরব ঠিক করলাম, গেলাম ফ্লোরিডার পথে— খানিকক্ষণ পর শিবির খাটালাম।

পি আর এ এবং পি এস বি বিপ্লবী মোর্চা থেকে বেরিয়ে গেছে, এদিকে ফ্যালাঙ্গের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা সম্পর্কে কৃষকরা ব্যারিয়েনটোসকে সাবধান করে দিয়েছে। সরকারের অবস্থা দ্রুত টালমাটাল হচ্ছে ; ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের আরো একশো লোক নেই এটা অত্যন্ত দুঃখের।

১৫.৭.৬৭

রাস্তা খারাপ, বহু বছর যাবৎ পরিত্যক্ত, সামান্যই এগোনো গেল। অরালিওর পরামর্শে মেয়রের একটা গোরু মারা হলো, ভোজটা হলো জমজমাট। আমার হাঁপানিটা একটু কমেছে।

ব্যারিয়েনটোস অপারেশন সিনটিয়ার কথা ঘোষণা করে আমাদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেবে বলল।

১৬.৭.৬৭

পায়ের তলাকার লতাগুল্মগুলো প্রচণ্ডভাবে কেটে কেটে এগোতে হচ্ছে, তাই আমাদের গতি অত্যন্ত মন্থর; খারাপ রাস্তার জন্যে জন্তু জানোয়ারগুলোর খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাদের যাত্রাপথ প্রায় শেষ হয়ে এল, এর মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি। একটা গভীর গিরিসঙ্কটে এসে পৌঁছোলাম, বোঝাই ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আর এগোনো সম্ভব নয়। মিগুয়েল আর অগ্রগামী দলের চারজন এগিয়ে গেল, এবং পৃথকভাবে শুয়ে পড়ল।

মনোযোগ দিয়ে শোনবার মতো কোনো খবর নেই রেডিওতে। ১৬০০ মিটার উঁচুতে এসে পৌঁছেছি, কাছেই আমাদের বাঁদিকে ডুরান গিরিচূড়া।

১৭.৭.৬৭

আমরা খুব ধীরে ধীরে হাঁটছি, পথ দুর্গম। গাইড যে কমলালেবুর বাগানের কথা বলেছিল, আমাদের আশা ছিল সেখানে পৌঁছব। কিন্তু পৌঁছে দেখি গাছ সব শুকনো। একটা পুকুর পাওয়া গেল, শিবির বসাবার পক্ষে এখানটা উপযুক্ত। যতক্ষণ আমরা হেঁটেছি তার মধ্যে ঘণ্টা তিনেকের বেশি কাজে আসেনি। পিরেতে যাবার যে রাস্তাটা আমরা ব্যবহার করতাম, মনে হলো ওখানেই আপাতত শেষ করতে হবে। আমরা এলডুরানের কাছাকাছি এসে পড়েছি।
উচ্চতা=১৫৬০ মিটার।

১৮.৭.৬৭

একঘণ্টা হাঁটার পর গাইড পথ হারিয়ে ফেলল, বলল যে সে আর কিছু চেনে না। অবশেষে একটা পুরনো পথের নিশানা পাওয়া গেল। যাতে ব্যবহার করা যায়,

পথটাতে তার কাজ চলতে লাগল, মিগুয়েল ততক্ষণে ঝোপঝাড় কেটে এগিয়ে গেল এবং পৌঁছে গেল পিরেগামী রাস্তার সঙ্গমে। একটা খাঁড়ির ধারে আমরা তাঁবু ফেললাম, তিনজন কৃষক এবং খুদে সেপাইটাকে ছেড়ে দেওয়া হলো কিছু উপদেশ দিয়ে। কোকো পাবলিটো আর প্যাচোকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, গর্তে পাউলিনো কিছু ফেলে রেখে গেছে কিনা দেখবার জন্যে। সবকিছু ভাল চললে আগামীকাল তাদের ফিরে আসা উচিত। খুদে সেপাইটা বলল সে দল ছেড়ে দিচ্ছে।

উচ্চতা=১,৩০০ মিটার।

১৯.৭.৬৭

খানিকদূর হেঁটে পুরনো শিবিরে গিয়ে আমরা ঠাঁই নিলাম। পাহারা জোরদার করে কোকোর জন্যে অপেক্ষা করা হতে লাগলো। সন্ধ্যে ছটায় সে ফিরে এসে জানাল ওখানে অবস্থা একইরকম আছে। রাইফেলটা যথাস্থানে রয়েছে আর পাউলিনোর কোনো পাত্তা নেই। বরঞ্চ, সেনাদলের যাওয়া আসার বহু চিহ্ন পড়ে আছে, আমরা যে দিকটায় রয়েছি সেদিককার রাস্তাতেও তাদের পায়ের চিহ্ন রয়েছে।

রাজনৈতিক সংবাদে দারুণ সঙ্কটের আভাস, পরিণাম কি হবে তা আগে থেকেই বলা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে কোচাবাম্বার কিষাণ সমিতিগুলি "খ্রিস্টীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ" হয়ে ব্যারিয়েনটোস সমর্থক একটা রাজনৈতিক দল তৈরি করেছে; ব্যারিয়েনটোস "চার বছরের জন্যে শাসন চালাবার অনুমতি চেয়েছে", এটা প্রায় কাকুতিমিনতির শামিল। সাইলেস সালিনাস বিরোধীদের জানিয়ে দিয়েছে আমরা ক্ষমতায় এলে কাবুর ধড়ে মুণ্ডু থাকবে না, রব তুলেছে জাতীয় ঐক্যের, দেশটাতে যুদ্ধকালীন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সে একদিকে কাকুতিমিনতি করছে অপরদিকে রাজনৈতিক বক্তৃতা চালাচ্ছে; সম্ভবত সে একটা পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

২০.৭.৬৭

পা টিপে টিপে হেঁটে আমরা গিয়ে পৌঁছোলাম ছোট ঘর দুটোর প্রথমটাতে, সেখানে পানিয়াগুয়ার ছেলেদের একটাকে আর পাউলিনোর জামাইকে পাওয়া গেল। আমাদের পথ দেখাবার জন্যে সৈন্যবাহিনী ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এর বেশি তার সম্পর্কে ওরা কিছু জানে না। পায়ের দাগ থেকে বোঝা যায় আমাদের যাবাব পরে একশো জনের একটা দল এপথ দিয়ে ফ্লোরিডার দিকে এগিয়ে গেছে। অতর্কিত আক্রমণে সেনাদলের তিন জন মারা গেছে আর দুজন আহত হয়েছে বলে মনে হলো। কোকোর ওপর হুকুম হল ক্যাম্বা, লিওন আর জুলিওকে সঙ্গে করে ফ্লোরিডা থেকে খুঁজেপেতে যা পাবে তাই কিনে আনতে। বেলা চারটেতে ওরা ফিরে এল কিছু খাবারদাবার আর মেলগার নামে একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে, আমাদের দুটো ঘোড়ার একটার মালিক সে। আমাদের সাহায্য করতে সে প্রস্তুত। সে যেসব বিস্তারিত এবং অতিনিশ্চিত তথ্য নিয়ে এসেছে তার থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়: আমাদের চলে যাবার চারদিন পর জন্তু

জানোয়ারে খাওয়া টুমার মৃতদেহ পাওয়া যায়; সৈন্যবাহিনী এগিয়েছে লড়াই-এর পরের দিনই এবং উলঙ্গ লেফটেনান্ট-এর হাজির হবার পর। সুমাইপাটার লড়াই-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আরও কিছু অতিরঞ্জির হয়ে জানাজানি হয়েছে আর কৃষকদের কাছে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা তামাশার ব্যাপার। ওরা টুমার পাইপ এবং আরও কিছু ইতস্তত ছড়ানো টুকিটাকি পেয়েছে ; সোপার্না নামে একজন মেজরের আমাদের প্রতি সমর্থন আছে কিংবা আমাদের তারিফ করে বলে মনে হয় ; সৈন্যদল কোকোর বাড়িতে, যেখানে টুমা মারা যায়, সে বাড়িতে যায়, সেখান থেকে যায় তেজেরিয়াতে, তারপর ফিরে গেছে ফ্লোরিডায়। কোকার মতে লোকটিকে চিঠিপত্র আনা-নেওয়ার কাজে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু আমার কাছে আরও যুক্তিযুক্ত মনে হলো ওকে কিছু ওষুধ কিনতে পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখা। মেলগার আমাদের বলল যে আরেকটা দল এখানে আসছে তার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক আছে। এখানকার একজনের কাছে রিও গ্রান্ডের মেয়র যে চিঠি লিখেছে তাই থেকে সে জেনেছে। লোকটি ফ্লোরিডার দিকে বেরিয়েছে, আমরা ইন্টি, কোকো এবং জুলিওকে পাঠালাম ওকে জেরা করবার জন্যে। অন্য একটা দলের খবর জানার কথা সে অস্বীকার করল কিন্তু অন্য সংবাদের সত্যতা মোটামুটি স্বীকার করল। জলের অভাবে রাতটা কাটল দারুণ অসোয়াস্তিতে। রেডিও সংবাদ দিল নিহত গেরিলাকে ময়সেস গুয়েভারা নামে সনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু ওভান্ডো এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করল এবং সনাক্তকরণের জন্যে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীদপ্তরকে নিন্দা করল। গোটা ব্যাপারটাই একটা তামাশা অথবা সনাক্তকরণটা মস্তিষ্কপ্রসূত হতে পারে।

২১.৭.৬৭

দিনটা নিরুত্তাপে কাটল। বুড়ো কোকো আমাদের কাছে যে গোরুটা বিক্রি করেছে সেটা তার নিজের নয়, তাই নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তা হলো, পরে সে বলল যে সে ও বাবদে দাম পায়নি। এর একটু পরেই সে ঘটনাটাকে জোরের সঙ্গে অস্বীকার করল। আমরা ওকে বললাম যে এর জন্য ওকে দাম দিতে হবে।

রাত্রিবেলা আমরা গেলাম তেজেরিয়ায়, একটা বড় শুয়োর আর চানকাকা কেনা হলো। ইন্টি, বেনিগনো আর আনিকেতো গিয়েছিল কেনাকাটা করতে—ওরা বেশ সাদর অভ্যর্থনা পেল।

২২.৭.৬৭

মানুষ এবং পশুদের পিঠে ভারি বোঝা চাপিয়ে আমরা সকাল করে বেরিয়ে পড়লাম, উদ্দেশ্য এখানে আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সকলকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। মরোকোমুখী রাস্তায় না গিয়ে এক বা দুই কিলোমিটার দক্ষিণের যে রস্তাটা উপদ্রুদের দিকে গেছে আমরা সেইটা ধরলাম। দুর্ভাগ্যবশত বাকি রাস্তাটা আমাদের জানা নেই, অগত্যা অনুসন্ধানকারী দল পাঠাতে হলো। ইতিমধ্যে ম্যানসিলা এবং পানিয়াগুয়ার ছেলেটিকে

দেখা গেল উপত্যকাটির কাছে গোরু চরাচ্ছে। ওদের সতর্ক করে দেওয়া হলো যেন কিছু না বলে দেয়, কিন্তু এখন দিনকাল অন্যরকম। ঘণ্টা দুয়েক হেঁটে একটা খাঁড়ির পাশে ঘুমোলাম; খাঁড়িটার ঠিক দক্ষিণপূর্বে একটা রাস্তা আছে, আমরা হেঁটেছিলাম খাঁড়িটা বরাবর এবং অন্যান্য নগণ্য জিনিসের ওপর নজর রেখে দক্ষিণদিকে।

রেডিওতে খবর দিল যে বাসটস-এর (পেলাও) স্ত্রী আমাকে এখানে দেখতে পেয়েছে বলে স্বীকার করেছে কিন্তু সেতো বলে যে সে অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল।

উচ্চতা= ৬৪০ মিঃ।

২৩.৭.৬৭

দুটো সম্ভাব্য সুঁড়িপথের খোঁজ চলতে লাগল, ততক্ষণ আমরা একই শিবিরে কাটালাম। পথ দুটোর একটা গেছে রিও সেকোতে যে জায়গাটায় পিরের জল এসে ওর ওপর পড়ছে—বালুতে শুষে নিতে পারেনি এখনও; অর্থাৎ আমরা যেখানটায় ওৎ পেতে ছিলাম সেই জায়গাটা এবং ফ্লোরিডার মাঝখানে। অন্যটা গেছে দু'তিন ঘণ্টার পথ একটা ট্যাপেরা পর্যন্ত। মিগুয়েল অনুসন্ধানের কাজটা করেছিল, সে বলল যে ওখান থেকে রসিটায় গিয়ে পড়া সম্ভব। আগামীকাল আমরা ওই পথ ধরব, কোকো এবং জুলিওর কাছে মেলগার যে পথগুলোর বর্ণনা দিয়েছিল এটাই হয়তো তার একটা।

২৪.৭.৬৭

খুঁজে-পাওয়া পথ ধরে আমরা প্রায় ঘণ্টা তিনেক হাঁটলাম, পৌঁছোলাম গিয়ে হাজার মিটার ওপরে, শিবির বসানো হলো ৯৪০ মিটার ওপরে একটা খাঁড়ির ধারে। সব রাস্তার এখানেই শেষ। আগামীকাল সারাদিন খুঁজতে হবে বেরোবার সবচেয়ে ভালো পথ কোনটা। এখানে পরপর চ্যাকোতে ফসল উৎপাদন হচ্ছে, তার থেকে বোঝা যায় ফ্লোরিডার সঙ্গে এখানকার সম্পর্কটা; এ জায়গাটা ক্যানালোনেস হতে পারে। ম্যানিলা থেকে পাওয়া একটা দীর্ঘ বার্তার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছি আমরা। ম্যাকসিমো গোমেজ স্কুলের অফিসারদের সমাবর্তনে রাউল ভাষণ দিয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একাধিক ভিয়েতনাম সম্পর্কে আমার বক্তব্যকে চেকরা যে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করেছে তাকে খণ্ডন করেছে। বন্ধুরা আমাকে এক নয়া বাকুনিন বলে, যে রক্তপাত ঘটেছে এবং তিনটে চারটে ভিয়েতনাম হলে যে রক্তপাত হবে তার জন্যে দুঃখ করে।

২৫.৭.৬৭

দিনটা কাটল বিশ্রামের মধ্য দিয়ে; কোকো, বেনিগনো এবং মিগুয়েলের নেতৃত্বে দু'জন করে তিনটে দলকে পাঠানো হলো বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান করতে। কোকো আর বেনিগনো একই জায়গার খোঁজ আনল, সেখান থেকে মরোকোর পথ ধরা সম্ভব। মিগুয়েল দৃঢ় প্রত্যয়ে বলল যে খাঁড়িটা গিয়ে রসিটায় পড়েছে, এর ধার ধরে এগোলে কাটারি দিয়ে কেটে পথ বের করে নেওয়া সম্ভব।

দুটো লড়াই-এর খবর পাওয়া গেল, একটা টাপেরাস-এ আরেকটা স্যান জুয়ান ডেল পোট্রেরোতে। দুটো একই দলের দ্বারা হতে পারে না, এবং এর থেকে যে দুটো ব্যাপার অজানা থেকে যাচ্ছে তা হলো সত্যিই কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা, আর যদি ঘটে থাকে তাহলে সব তথ্য সত্য কিনা।

২৬.৭.৬৭

বেনিগনো, ক্যাম্বা আর উরবানোকে দায়িত্ব দেওয়া হলো মরোকোর পাশ কাটিয়ে যে খাঁড়িটা গেছে তার ধার বরাবর একটা রাস্তা তৈরি করতে। বাকি লোকেরা শিবিরে রইল, মাঝের লোকগুলো পেছনে ওৎ পেতে থাকল। কিন্তু কিছুই ঘটল না। স্যানজুয়ান ডেল পোট্রেরোর লড়াই-এর খবরটা বিদেশী বেতারে ফলাও করে প্রচার হলো: পনের জন সেপাই ও একজন কর্নেল বন্দী, লুঠের জিনিসপত্র ও মুক্তি, আমাদের কর্মকৌশলের কথা। ওই জায়গাটা কোচাবাম্বা—সান্টাক্রুজের পেছনের রাস্তার অপরদিকে। রাত্রিবেলা আমি একটা ছোট্ট বক্তৃতায় বললাম ২৬শে জুলাই-এর তাৎপর্য কি : স্বৈরতন্ত্র এবং বিপ্লবী আপ্তবাক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ফিদেল বলিভিয়ার কথা বলল।

২৭.৭.৬৭

আমাদের যাত্রার উদ্যোগপর্ব সব সারা, ওৎ পেতে থাকার লোকেদের কাছে নির্দেশ গেল এগারোটায় আপনা থেকেই ব্যবস্থা নেবার। ঠিক তার কয়েক মিনিট আগে উইলি এসে পৌঁছোল এবং খবর দিল ওখানে সামরিকদল এসে গেছে। উইলি, রিকার্ডো, ইন্টি, চিনো, লিওন এবং ইউস্টাকিও ওখানে চলে গেল এবং এন্টনিও, আর্টুরো ও চাপাকোর সাহায্যে লড়াই চালালো। যেভাবে ব্যাপারটা ঘটল তা এই রকম : আটজন সেপাই আগে আগে ছিল, ওরা একটা পুরনো রাস্তা ধরে গেল দক্ষিণদিকে, ফিরে এল মর্টারের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর একটুকরো কাপড় উড়িয়ে সংকেত দিয়ে। একবার মেলগারের নামটা উচ্চারিত হলো; ও হয়ত ফ্লোরিডার সেই লোকটা হবে। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর আটজন খুদে সেপাই ওৎ পেতে থাকার জায়গাটার দিকে মার্চ করতে শুরু করল। মাত্র চারজন অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়ল, বাকীরা আস্তে আস্তে হাঁটছিল; তিনজন নিশ্চিতই মারা পড়েছে আর চতুর্থজন না মরলেও আহত হয়েছে। আমরা তাদের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম না নিয়েই সরে পড়লাম, কারণ সে বেশ কঠিন ব্যাপার। আমরা খাঁড়ির ধারে ধরে নেমে গেলাম। আর একটা গিরিসঙ্কটের সন্ধিস্থল পেরিয়ে নতুন ওৎ পেতে থাকার জায়গা তৈরি হলো, ঘোড়াগুলি এগিয়ে গেল রাস্তা পর্যন্ত। আমার হাঁপানিটা জোর চেপে ধরেছে, যন্ত্রনা দূর-করা হতভাগা ওষুধগুলিও প্রায় শেষ।

উচ্চতা = ৮০০ মিঃ

২৮.৭.৬৭

কোকোর সঙ্গে প্যাচো, রাউল এবং আনিকেতোকে নদীর মুখটাতে পাহারা দেবার জন্যে পাঠানো হলো, আমাদের ধারণা যে এটা সাসপিরো নদী। একটা রুদ্ধপ্রায় গভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে পথ কেটে আমরা খানিকটা এগোলাম। আমরা অগ্রগামী দলের থেকে আলাদা জায়গায় তাঁবু খাটালাম কারণ ঘোড়াগুলির জন্যে মিগুয়েল অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে গেছে, ওগুলি হয় বালিতে আটকে পড়েছে কিংবা পাথরের জন্যে কষ্ট পাচ্ছে।

২৯.৭.৬৭

দক্ষিণমুখো একটা গভীর গিরিখাত ধরে আমরা হাঁটছি, এর পাশে চমৎকার লুকোবার জায়গা আছে আর এ অঞ্চলটাতে প্রচুর জল রয়েছে। আন্দাজ গোটা চারেকের সময় আমাদের সঙ্গে পাবলিটোর দেখা হলো, সে বলল যে আমরা সাসপিরোর মুখটাতে রয়েছি কিন্তু এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। খানিকক্ষণ ভেবে আমার মনে হলো গভীর গিরিখাতটা সাসপিরোর নয়, কেননা এটা ঠিক দক্ষিণে এগোচ্ছে কিন্তু এর শেষ বাঁকটা ফিরেছে পশ্চিমদিকে এবং গিয়ে পড়েছে রসিটায়। সাড়ে চারটে নাগাদ পেছনের দলটা এসে পৌঁছে গেল এবং আমি ঠিক করলাম যে নদীমুখ থেকে দূরে চলে যাবার জন্যে হাঁটতে থাকব। কিন্তু পাউলিনোর চ্যাকো পার হয়ে যাবার জন্যে লোকগুলিকে প্রয়োজনীয় চেষ্টা করতে চাপাচাপি করার ইচ্ছে আমার হলো না। পথের সীমানায় শিবির খাটান হলো, সাসপিরোর মুখ থেকে একঘণ্টার পথ। রাত্রিবেলা আমি চিনোকে ২৮শে জুলাই তার দেশের স্বাধীনতার কথা মনে করতে বললাম—তারপর বুঝিয়ে বললাম এই শিবিরের অবস্থানটা কেন খারাপ এবং আদেশ দিলাম পাঁচটায় উঠে পাউলিনোর চ্যাকোতে পৌঁছোতে হবে।

হাভানা রেডিও সংবাদ দিল একটা অতর্কিত আক্রমণে সৈন্যবাহিনীর কিছু লোক হতাহত হয়েছে, হেলিকপটারে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে গেছে—কিন্তু খবরটা ভালো শোনা গেল না।

৩০.৭.৬৭

হাঁপানিতে খুব কষ্ট পাচ্ছি, সারারাত জেগে কাটাতে হয়েছে। সাড়ে চারটেয় কফি বানাবার সময় মোরো বলল সে নদীর ওপর থেকে একটা আলোর ছটা আসতে দেখছে। পাহারা বদলের জন্যে মিগুয়েল জেগে উঠেছিল— তখন ওরা দুজন গেল যেই আসুক তাকে বন্দী করতে। রান্নাঘর থেকে এই সংলাপটা আমার কানে এল :

"শোন, কে যায়?"

"ডেসটাকামেন্টো ত্রিনিদাদ।"

ঠিক তক্ষুণি গোলাগুলি শুরু হলো এবং মুহূর্তকাল পরেই মিগুয়েল একটা এম-১ ও একজন আহতের কাছ থেকে কার্তুজের একটা বেল্ট নিয়ে এল আর সংবাদ দিল

একুশজন লোক রয়েছে আবাপোর পথে, আর দেড়শো জন রয়েছে মরোকোতে। ওদের আরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু যে তালগোল চলছে তার মধ্যে ঠিক হিসেবনিকেশ করা যাচ্ছে না। ঘোড়াগুলোকে বোঝাই করতে অনেক সময় লাগল। কালোটা আর একটা ষাঁড় হারিয়ে গেছে, শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া একটা মর্টারও পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে প্রায় ছটা বাজে, কিছু মালপত্ত পড়ে যাওয়াতে আরও খানিকটা সময় নষ্ট হলো। ফল হলো এই শেষবারে পার হতে হলো খুদে সেপাইদের গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে, ওরা বেশ সাহসী হয়ে উঠেছে। পাউলিনোর বোন চ্যাকোতেই ছিল, সে শান্তভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল—খবর দিল যে মরোকোর সব লোককে বন্দী করে লা-পাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমি লোকদের তাড়া দিয়ে পমবোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, আবারও গুলিবর্ষণের মধ্যে—নদী খাতে যেখানে রাস্তা শেষ হয়ে গেছে সেখান থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত করা যায়। কোকো এবং জুলিওকে সঙ্গে দিয়ে মিগুয়েলকে পাঠালাম সুমুখে অবস্থান নিতে আর আমি অশ্বারোহী গেরিলাদের অনুপ্রাণিত করলাম। পেছনে হটে আসার কাজটা নিরাপদ রাখবার জন্যে অগ্রগামী দলের সাতজন, পেছনের দলের চারজন আর রিকার্ডোকে রেখে আসা হলো, ও প্রতিরক্ষাকে জোরদার করার জন্য পেছনে থেকে গেল। ডারিও, পাবলো আর কাম্বাকে নিয়ে বেনিগনো রইল ডানদিকে, বাকী সব বাঁদিকে। প্রথম যে জায়গাটা যোগ্য বলে মনে হলো সেখানে সবেমাত্র আমি বিশ্রামের আদেশ দিয়েছি, এমন সময় কাম্বা এসে খবর দিল রিকার্ডো এবং আনিকেটো নদী পেরোতে গিয়ে শত্রুর নিশানার মধ্যে পড়ে গিয়েছে; ন্যাটো আর লিওনকে দুটো ঘোড়া দিয়ে ওদের উরবানোর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম আর কোকোকে সামনে দিকে পাহারা দেবার জন্যে রেখে মিগুয়েল এবং জুলিওকে ডেকে পাঠালাম। আমার কাছ থেকে নির্দেশ না নিয়ে ওরা এগিয়ে গেছে। কাম্বা আবার খানিক বাদে ফিরে এসে খবর দিল ওরা মিগুয়েল আর জুলিওর সঙ্গে মিলে ওদেরকে আচম্বিতে আক্রমণ করেছে, সেনাদল অনেকটা এগিয়ে এসেছে আমাদের লোকেরা পিছু হটে নির্দেশের অপেক্ষা করছে। আমি কাম্বাকে আবার পাঠালুম এবং ইউস্টাকিওকেও, শুধু ইন্টি, পমবো, চিনো আর আমি থেকে গেলাম। বেলা একটায় মিগুয়েলকে ডেকে পাঠানো হলো আর জুলিওকে সামনের দিকে পাহারায় রেখে অন্য লোকদের এবং ঘোড়াগুলি নিয়ে আমি পেছন হটলাম। ওপরে কোকোর ঘাঁটিতে যখন পৌছোলাম তখন ওরা খবর নিয়ে এল জীবিতরা সকলে এসে গেছে, রাউল মারা পড়েছে আর রিকার্ডো ও প্যাচো আহত। ব্যাপার ঘটেছে এমনি করে : রিকার্ডো আর আনিকেতো হঠকারীর মতো ফাঁকা জায়গা দিয়ে পেরোতে গিয়ে রিকার্ডো আহত হয়েছে। এন্টনিও গুলিগোলা ছোঁড়া সংগঠিত করে, তাকে উদ্ধার করে আনে আর্টুরো, আনিকেতো আর প্যাচো, কিন্তু প্যাচোও আহত হয় আর রাউলের মুখে গুলি করে ওরা তাকে হত্যা করে। আহত দুজনকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বহুকষ্টে পেছনে হটা গেল—উইলি এবং চ্যাপাকো, বিশেষ করে চ্যাপাকো, বেশি কিছু সাহায্য করতে পারেনি। তখন উরবানো তার দলবল এবং ঘোড়া নিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিল, বেনিগনোও যোগ দিল তার লোকদের

নিয়ে, অপর দলটার ভেতর দিয়ে ওরা অরক্ষিত অবস্থায় চলে এসেছে, মিগুয়েলকেও পেয়েছে হঠাৎ। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অতিকষ্টে মার্চ করে ওরা নদীর ধারে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলো।

প্যাচো এল ঘোড়ার পিঠে, কিন্তু রিকার্ডোর ঘোড়ায় চড়ার ক্ষমতা নেই, তাই তাকে আনতে হলো দোলনার মতো বিছানায় উঠিয়ে। পাবলিটো, ডারিও, কোকো এবং আনিকেতোকে সঙ্গে দিয়ে মিগুয়েলকে পাঠিয়ে দিলাম প্রথম খাঁড়িটা যেখানে বেরিয়েছে তার ডানদিকটা আবিষ্কার করতে আর আমরা আহতদের শুশ্রূষায় লেগে গেলাম। প্যাচোর আঘাতটা উপর উপর, পাছায় খানিকটা লেগেছে আর অন্ডকোষের চামড়া ছড়ে গেছে, কিন্তু রিকার্ডোর আঘাত গুরুতর, উইলির বোঁচকার সঙ্গে শেষ প্লাজমাটাও হারিয়ে গেছে। রাত দশটায় রিকার্ডো মারা গেল—নদীর ধারে একটা গোপন জায়গায় তাকে কবর দেওয়া হলো যাতে সৈন্যবাহিনীর লোকেরা জায়গাটা ঠিক ধরতে না পারে।

৩১.৭.৬৭

সকাল চারটেয় আমরা নদীর পাশ ধরে এগোলাম, তারপর একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরে কোনো চিহ্ন না রেখে নদীর ভাটিতে হাটলাম। ভোর নাগাদ খাঁড়ির কাছে যেখানটায় মিগুয়েল অতর্কিত আক্রমণে পড়েছিল সেখানে এসে পৌছোলাম, নির্দেশ না বুঝে ও রাস্তায় পায়ের চিহ্ন রেখে গিয়েছিল। নদীর উজানে প্রায় চার কিলোমিটার হাঁটবার পর এসে ঢুকলাম জঙ্গলে, আমাদের পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলা হলো এবং তাঁবু খাটানো হলো খাঁড়ির একটা শাখার ধারে। রাত্রিবেলা আমি বুঝিয়ে বললাম লড়াই-এ আমাদের কি কি ভুল হয়েছিল : ১) শিবির খাটান হয়েছিল বাজে জায়গায়, ২) এমন ভুল সময় বেছে নেওয়া হয়েছিল যাতে আমাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে ওরা সুযোগ পেয়েছে, ৩) অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যার জন্যে রিকার্ডো আহত হয়েছে আর তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিহত হয়েছে রাউল, ৪) সমস্ত রসদপত্র সাজসরঞ্জাম বাঁচাবার সংকল্পের অভাব, ওষুধশুদ্ধু এগারোটা বোঁচকা হারিয়েছে, বাইনোকুলার খোয়া গেছে, ম্যানিলা থেকে পাওয়া বার্তাশুদ্ধু টেপ-রেকর্ডার, আমার মন্তব্যসহ দ্রেব্রের বই, ট্রট্স্কির একটা বই—এ সবই খোয়া গেছে; আর এসব হাতে পেয়ে সরকারের কতখানি রাজনৈতিক সুবিধে হয়েছে এবং সেনাদল কতটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে সেকথা আর না-ই বললাম। আমাদের হিসেবে ওদের দুজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছে, কিন্তু দুটো সংবাদ পাচ্ছি পরস্পরবিরোধী : একটি সেনাদলের—তাতে ওরা স্বীকার করছে ২৮ তারিখে চারজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছে। অপরটি চিলির, তাতে বলা হয়েছে ৩০ তারিখে ছজন আহত এবং তিনজন নিহত। পরে সেনাবাহিনী থেকে প্রচারিত একটি সংবাদে বলা হয়েছে যে একটি মৃতদেহ ওরা নিয়ে গেছে এবং একজন সেকেন্ড লেফটেনান্ট বিপদমুক্ত। আমাদের নিহতদের মধ্যে রাউল সব কিছু ভালোভাবে বোঝবার জন্যে প্রাণ দিয়েছে বলা কঠিন : সে যে ভালো লড়িয়ে বা কর্মী ছিল তা নয়,

তবে এটা দেখা গেছে যে রাজনৈতিক সমস্যায় তার সর্বদা আগ্রহ ছিল, যদিও খুব জিজ্ঞাসাবাদ সে করত না। কিউবান গ্রুপের মধ্যে রিকার্ডো ছিল সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল, দৈনন্দিন ত্যাগের মুখোমুখি হতে তার ছিল সামান্যতম সংকল্পের অভাব, কিন্তু সে ছিল অসাধারণ সংগ্রামী, সেগানডোর প্রথম ব্যর্থ অভিযান থেকে শুরু করে বাংগোতে, এবং এখানে সর্বত্র তাকে পেয়েছি পুরনো কমরেড হিসেবে। তার গুণের জন্যে তার মৃত্যুর ক্ষতি আর একটা বিপদের ঘটনা। আমরা এখন বাইশজন—দুজন আহত, প্যাচো, পোম্বো আর চরম হাঁপানিতে কষ্ট-পাওয়া আমি।

মাসিক সমীক্ষা

আগেকার মাসগুলির মতই নেতিবাচক বিষয়গুলি অব্যাহত রয়েছে : সেগুলি হচ্ছে যোয়াকিনের সঙ্গে বা বাইরের সঙ্গে সংযোগ সাধনের অসম্ভাব্যতা এবং জনবল হ্রাস। এখন আমরা আছি বাইশ জন, তার মধ্যে আমাকে নিয়ে তিনজন পঙ্গু—ফলে আমাদের গতিশীলতা কমেছে। সুমাইপাটা দখল নিয়ে এ পর্যন্ত আমাদের তিনটি সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছে—এর ফলে সৈন্যবাহিনীর সাতজন নিহত ও দশজন আহত হয়েছে, তালগোল-পাকানো সংবাদ থেকে মোটামুটি এই হিসেব পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা দুজন লোককে হারিয়েছি এবং একজন আহত হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে :

(১) যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অভাব।

(২) যদিও পরিচিত পুরনো কৃষকদের অভ্যর্থনার মধ্যে উৎসাহিত হবার মতো কিছু কারণ আছে তাহলেও কৃষকদের দলভুক্ত করার অভাব প্রতিনিয়ত অনুভব করা যাচ্ছে।

(৩) গোরিলা-কাহিনী মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে; ওনগানিয়া সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে, পেরু সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

(৪) পাউলিনোর মাধ্যমে সংযোগরক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

(৫) প্রতিটি সংঘর্ষের সঙ্গে গেরিলাদের চেতনা এবং সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বাড়ছে। ক্যাম্বা এবং চ্যাপাকো এখনো এদিকে দুর্বল রয়ে গেছে।

(৬) পরিস্থিতির মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝেও সেনাবাহিনী তাড়া করে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু লড়াকু দলও রয়েছে।

(৭) সরকারের রাজনৈতিক সংকট বাড়ছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সামান্য ঋণ দিচ্ছে তাতে বলিভিয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর সাহায্যে হচ্ছে এবং অসন্তোষ প্রশমনে কাজে লাগছে।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলি হলো এই :
সংযোগগুলো পুনঃস্থাপন করা, সংগ্রামীদের দলভুক্ত করা এবং ওষুধ জোগাড় করা।

আগস্ট

১.৮.৬৭

শান্ত দিন। সুঁড়িপথ বের করতে মিগুয়েল আর কাম্বা এগিয়েছিল কিন্তু খানাখন্দ আর ঝোপঝাড়ের অসুবিধের জন্যে এক কিলোমিটারের বেশি এগোতে পারল না। আমরা একটা দুষ্টুলোকের ঘোড়ার বাচ্চা মারলাম, এর মাংসে আমাদের পাঁচ-ছ'দিন চলে যাবে। সৈন্যবাহিনী যদি এসে পড়ে সে সম্ভাবনায় ওৎ পেতে থাকার জন্যে ছোট ছোট ট্রেঞ্চ খোঁড়া হলো। কাল-পরশু যদি ওরা এসে পড়ে তাহলে ওদের অতিক্রম করে চলে যেতে দেওয়া হবে, ওরা যদি শিবিরের সন্ধান না পায়, তাহলে পরে ওদের গুলি করা হবে।

উচ্চতা = ৬৫০ মিটার।

২.৮.৬৭

বেনিগনো আর পাবলো যে সুঁড়িপথটা অনুসরণ করে এগিয়েছে সেটা বহু দূর চলে গেছে মনে হয়। ওদের ফিরে আসতে এবং রাস্তার সীমানা থেকে শিবিরে পৌঁছোতে প্রায় দুঘণ্টা লাগল। রেডিওতে ওরা আমাদের সম্বন্ধে কোনো খবর দেয়নি, একজন ''সমাজবিরোধী''র মৃতদেহ অপসারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। আমার হাঁপানিটা জোর চেপে ধরেছে, হাঁপানির প্রতিষেধক শেষ ইনজেকশনটাও ইতিমধ্যে ফুরিয়ে গেছে। দশ দিনের আন্দাজ কিছু বড়ি ছাড়া আর কিছু নেই।

৩.৮.৬৭

রাস্তাটা ব্যর্থতায় পরিণত হলো; মিগুয়েল আর উরবানোর আজকে ফিরে আসতে ৫৭ মিনিট লাগল; খুব আস্তে আস্তে ওরা এগিয়েছে। কোনো সংবাদ নেই। প্যাচো দিব্যি সেরে উঠছে কিন্তু এদিকে আমি অসুস্থ। দিন আর রাত্রি আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবার কোনো সম্ভাবনাই দেখছি না। শিরার ভেতর দিয়ে নভোকেন ইনজেকশন নিলাম কিন্তু কোনো কাজ হলো না।

তবে এটা দেখা গেছে যে রাজনৈতিক সমস্যায় তার সর্বদা আগ্রহ ছিল, যদিও খুব জিজ্ঞাসাবাদ সে করত না। কিউবান গ্রুপের মধ্যে রিকার্ডো ছিল সবচেয়ে উচ্ছৃঙ্খল, দৈনন্দিন ত্যাগের মুখোমুখি হতে তার ছিল সামান্যতম সংকল্পের অভাব, কিন্তু সে ছিল অসাধারণ সংগ্রামী, সেগানডোর প্রথম ব্যর্থ অভিযান থেকে শুরু করে বাংগোতে, এবং এখানে সর্বত্র তাকে পেয়েছি পুরনো কমরেড হিসেবে। তার গুণের জন্যে তার মৃত্যুর ক্ষতি আর একটা বিপদের ঘটনা। আমরা এখন বাইশজন—দুজন আহত, প্যাচো, পোম্বো আর চরম হাঁপানিতে কষ্ট-পাওয়া আমি।

মাসিক সমীক্ষা

আগেকার মাসগুলির মতই নেতিবাচক বিষয়গুলি অব্যাহত রয়েছে : সেগুলি হচ্ছে যোয়াকিনের সঙ্গে বা বাইরের সঙ্গে সংযোগ সাধনের অসম্ভাব্যতা এবং জনবল হ্রাস। **এখন আমরা আছি বাইশ** জন, তার মধ্যে আমাকে নিয়ে তিনজন পঙ্গু—ফলে আমাদের গতিশীলতা কমেছে। সুমাইপাটা দখল নিয়ে এ পর্যন্ত আমাদের তিনটি সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছে—এর ফলে সৈন্যবাহিনীর সাতজন নিহত ও দশজন আহত হয়েছে, তালগোল-পাকানো সংবাদ থেকে মোটামুটি এই হিসেব পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা দুজন লোককে হারিয়েছি এবং একজন আহত হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে :

(১) যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অভাব।

(২) যদিও পরিচিত পুরনো কৃষকদের অভ্যর্থনার মধ্যে উৎসাহিত হবার মতো কিছু কারণ আছে তাহলেও কৃষকদের দলভুক্ত করার অভাব প্রতিনিয়ত অনুভব করা যাচ্ছে।

(৩) গোরিলা-কাহিনী মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত হচ্ছে; ওনগানিয়া সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে, পেরু সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

(৪) পাউলিনোর মাধ্যমে সংযোগরক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

(৫) প্রতিটি সংঘর্ষের সঙ্গে গেরিলাদের চেতনা এবং সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বাড়ছে। ক্যাম্বা এবং চ্যাপাকো এখনো এদিকে দুর্বল রয়ে গেছে।

(৬) পরিস্থিতির মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝেও সেনাবাহিনী তাড়া করে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু লড়াকু দলও রয়েছে।

(৭) সরকারের রাজনৈতিক সংকট বাড়ছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সামান্য ঋণ দিচ্ছে তাতে বলিভিয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর সাহায্যে হচ্ছে এবং অসন্তোষ প্রশমনে কাজে লাগছে।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলি হলো এই :

সংযোগগুলো পুনঃস্থাপন করা, সংগ্রামীদের দলভুক্ত করা এবং ওষুধ জোগাড় করা।

আগস্ট

১.৮.৬৭

শান্ত দিন। সুঁড়িপথ বের করতে মিগুয়েল আর কাম্বা এগিয়েছিল কিন্তু খানাখন্দ আর ঝোপঝাড়ের অসুবিধের জন্যে এক কিলোমিটারের বেশি এগোতে পারল না। আমরা একটা দুষ্টুলোকের ঘোড়ার বাচ্চা মারলাম, এর মাংসে আমাদের পাঁচ-ছ'দিন চলে যাবে। সৈন্যবাহিনী যদি এসে পড়ে সে সম্ভাবনায় ওৎ পেতে থাকার জন্যে ছোট ছোট ট্রেঞ্চ খোঁড়া হলো। কাল-পরশু যদি ওরা এসে পড়ে তাহলে ওদের অতিক্রম করে চলে যেতে দেওয়া হবে, ওরা যদি শিবিরের সন্ধান না পায়, তাহলে পরে ওদের গুলি করা হবে।

উচ্চতা = ৬৫০ মিটার।

২.৮.৬৭

বেনিগনো আর পাবলো যে সুঁড়িপথটা অনুসরণ করে এগিয়েছে সেটা বহু দূর চলে গেছে মনে হয়। ওদের ফিরে আসতে এবং রাস্তার সীমানা থেকে শিবিরে পৌঁছোতে প্রায় দুঘণ্টা লাগল। রেডিওতে ওরা আমাদের সম্বন্ধে কোনো খবর দেয়নি, একজন ''সমাজবিরোধী''র মৃতদেহ অপসারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। আমার হাঁপানিটা জোর চেপে ধরেছে, হাঁপানির প্রতিষেধক শেষ ইনজেকশনটাও ইতিমধ্যে ফুরিয়ে গেছে। দশ দিনের আন্দাজ কিছু বড়ি ছাড়া আর কিছু নেই।

৩.৮.৬৭

রাস্তাটা ব্যর্থতায় পরিণত হলো; মিগুয়েল আর উরবানোর আজকে ফিরে আসতে ৫৭ মিনিট লাগল; খুব আস্তে আস্তে ওরা এগিয়েছে। কোনো সংবাদ নেই। প্যাচো দিব্যি সেরে উঠছে কিন্তু এদিকে আমি অসুস্থ। দিন আর রাত্রি আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবার কোনো সম্ভাবনাই দেখছি না। শিরার ভেতর দিয়ে নভোকেন ইনজেকশন নিলাম কিন্তু কোনো কাজ হলো না।

৪.৮.৬৭

লোকগুলো এসে একটা গভীর নদীখাতের কাছে পৌঁছোল, এটা গেছে ঠিক দক্ষিণপশ্চিমমুখো তারপর বোধহয় রিও গ্রানডেতে যে খাঁড়িগুলি গিয়ে পড়েছে তাতে মিশেছে। আগামীকাল দুজন করে দুটো দল লতাঝোপ কাটবে আর মিগুয়েল খাতের উপরদিকে উঠে পুরনো চ্যাকো বলে যেটাকে মনে হচ্ছে সেটার খোঁজ করবে। আমার হাঁপানিটা একটু কমেছে।

৫.৮.৬৭

কাজ যতে দ্রুত এগোয় তার জন্যে বেনিগনো, কাম্বা, উরবানো আর লিও দুটো দলে ভাগ হলো কিন্তু গিয়ে পৌঁছোল একটা খাঁড়ির কাছে যেটা গিয়ে পড়েছে রসিটায়, কাজেই আজকে শুধু মাঠ-পরিক্রমাই চলল। মিগুয়েল চ্যাকো খুঁজে বার করতে গিয়েছিল কিন্তু পেল না। ঘোড়ার মাংস ফুরিয়ে গেছে; আগামীকাল মাছ ধরার চেষ্টা করতে হবে, পরশু আর একটা জন্তু কাটব। কালকে আমরা যাব নতুন জলাশয় অবধি। আমার হাঁপানিটার সঙ্গে আর পেরে উঠছি না। আলাদা চলবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের অগ্রবর্তী দল পাঠিয়ে দিতে হবে। বেনিগনো আর জুলিও স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছে। ন্যাটোর অবস্থাটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

৬.৮.৬৭

তাঁবু তোলা হলো; দুর্ভাগ্যবশত তিনঘণ্টার বদলে চলা হলো এক ঘণ্টা, তার মানে আমাদের এখনও বহু দূর যেতে হবে। বেনিগনো, উরবানো, কাম্বা আর লিও রাস্তা কেটে চলেছে, মিগুয়েল আর আনিকেতো গেছে রসিটার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নতুন ফাঁড়িটার খোঁজে। রাত্রের মধ্যে ওরা যখন ফিরে এল না তখন সতর্কতা অবলম্বন করতে হলো, আরও বিশেষ করে এইজন্যে যে দূর থেকে মর্টারের গুলির আওয়াজের মতো শব্দ আমার কানে এসেছে। আজকে বলিভিয়ার স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ্য করে কয়েকটা কথা বললাম ইন্টি, চ্যাপাকো আর আমি।

—

৭.৮.৬৭

সকাল এগারোটা নাগাদ আমি মিগুয়েল আর আনিকেতোর ফেরার আশা ছেড়ে দিলাম, রসিটার প্রবেশ-পথ পর্যন্ত খুব সাবধানে এগোবার জন্যে বেনিগনোকে নির্দেশ দেওয়া হলো, ওরা দুজন যদি অতদূর গিয়ে থাকে তাহলে ওখান থেকে কোন দিকে গেল সেটা খুঁটিয়ে দেখবে বেনিগনো। যাহোক একটার সময় নিখোঁজ দুজনে ফিরে এল। রাস্তায় ওদের খুব অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল এবং রসিটায় পৌঁছোবার আগে রাত হয়ে যায়। মিগুয়েলের বাঁকা কথা আমাকে হজম করতে হলো। আমরা এক জায়গাতেই রইলাম কিন্তু পথ-সন্ধানীরা আর একটা খাঁড়ির খোঁজ পেল, আগামীকাল

আমরা ওখানে যাব। আজকে আমাদের অ্যানসেলমো নামের বুড়ো ঘোড়াটা মরে গেছে। এখন শুধু বোঝা টানার ঘোড়াটা আমাদের রইল। আমার হাঁপানির অবস্থার তারতম্য নেই, আমার ওষুধও ফুরিয়ে আসছে। কালকে ঠিক করতে হবে নাকাহুয়াসুতে একটা দলকে পাঠাব কিনা। আমাদের উপস্থিতি এবং গেরিলাবাহিনী সংগঠনের ঠিক নয় মাস পূর্ণ হয়েছে আজ। প্রথম ছজনের মধ্যে দুজন মারা গেছে, একজন নিখোঁজ আর দুজন আহত; আমার হাঁপানি—জানি না কি করে এটা সারাব।

৮.৮.৬৭

ঘণ্টাখানেক আমরা বেশ হাঁটলাম, ছোট ঘুড়ীটার ক্লান্তভাবে চলার জন্যে আমার বোধ হলো দুঘণ্টারও বেশি হেঁটেছি। এক সময় মেজাজের মাথায় এমন জোর চাবুক মারলাম ঘাড়ে যে সে খুব আঘাত পেল। রসিটা বা রিও গ্রানডেতে না পৌঁছোনো অবধি আর জল পাওয়া যাবে না, নতুন শিবিরটাই শেষ শিবির যাতে জল থাকবে। ''ম্যাচেটেরেরা'' এখান থেকে চল্লিশ মিনিট দূরে (দুই তিন কিলোমিটার)। আটজনের একটা দলকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো : আগামীকাল ওরা বেরিয়ে পড়বে এবং সমস্তদিন হাঁটবে, কি কি ঘটনা ঘটেছে সব খবর নিয়ে কাম্বা তার পরের দিন ফিরে আসবে। তার পরের দিন পাবলিটো আর ডারিও ফিরে আসবে সেদিনের সংবাদ নিয়ে; পরের পাঁচজন চলে চলে ওরা ভার্গাস-এর বাড়ি পৌঁছোবে এবং সেখানকার খবর নিয়ে ফিরে আসবে কোকো আর আনিকেতো; বেনিগনো, জুলিও আর ন্যাটো যাবে আমার ওষুধের খোঁজে নাকাহুয়াসু অবধি। অতর্কিত আক্রমণের কবলে যাতে না পড়ে সেইজন্যে ওদের খুব সতর্ক হয়ে যেতে হবে। আমরা ওদের অনুসরণ করব আর যে যে জায়গায় দেখা হবে সেগুলি হচ্ছে : ভার্গাসের বাড়ি কিংবা আরও দূরে—যেরকম আমাদের চলার গতি হবে; রিও গ্রানডেতে গুহার সামনে যে খাঁড়িটা আছে সেখানে বা মাসিকুরি (হনোরাটো) কিংবা নাকাহুয়াসুতে। সৈন্যবাহিনী থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে আমাদের একটা শিবির থেকে ওরা জমানো অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে।

রাত্রিবেলা আমি সকলকে জড়ো করে এই মর্মে একটা বক্তৃতা দিলাম : আমরা একটা জটিল অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি; প্যাচোর অবস্থা আজ একটু ভালো কিন্তু আমি জীবন্মৃত, ছোট ঘুড়ীটার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি তার থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে কখনো কখনো আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি; এটা সংশোধন করা যাবে কিন্তু পরিস্থিতির দায়িত্ব সকলকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে আর যে তা পারবে না সে বলে ফেলুক। এরকম মুহূর্তেই অনেক গুরুতর সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিতে হয়। এই ধরনের সংগ্রামই শুধু যে আমাদের মানবজাতির সর্বোচ্চ স্তর, বিপ্লবী স্তরে উন্নীত হবার সুযোগ দেয় তা-ই নয়, মানুষ হিসেবেও আমাদের মাথা উঁচু হয়। যারা এই দুটো স্তরের কোনোটাতেই পৌঁছোতে রাজী নয় তারা তা বলুক এবং সংগ্রামের পথ ত্যাগ করুক। কিউবানরা সকলে এবং বলিভিয়ানদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবার অভিপ্রায় জানালো ; ইউস্টাকিয়োও তাই বলল তবে মুগাঙ্গার সমালোচনা করল এই

বলে যে সে খচ্চরের পিঠে জ্বালানির কাঠ না নিয়ে নিজের বোঁচকাটা বইয়েছে—মুগাঙ্গার কাছ থেকে এক ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর এল। একই ধরনের ব্যাপার নিয়ে জুলিও ঠুকল মোরো আর প্যাচোকে—এবার ক্রুদ্ধ জবাব এল প্যাচোর কাছ থেকে। আমি আলোচনার সমাপ্তি ঘটালাম এই বলে যে এখানে আমাদের বিতর্ক হচ্ছে দুটো সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় নিয়ে : এটা হচ্ছে চালিয়ে যাবার ইচ্ছে আছে কি নেই; আর একটা ছোটখাটো ঈর্ষা বা গেরিলাদের নিজেদের ভিতরকার সমস্যাকে কেন্দ্র করে যা এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মহিমাকে খর্ব করে। ইউসটাকিয়ো আর জুলিও যেসব প্রশ্ন তুলেছে আমার তা পছন্দ হয়নি আবার মোরো আর প্যাচোর জবাবগুলিও ভালো লাগেনি। মোদ্দা কথা হলো আরও বিপ্লবী হতে হবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

৯.৮.৬৭

আটজন সন্ধানকারী সকালবেলা বেরিয়ে পড়ল। শিবির থেকে দূরে আরও মিনিট পঞ্চাশেক ঝোপঝাড় পরিষ্কার করল মিগুয়েল, উরবানো এবং লিও তাদের ভারি কাটারি নিয়ে। ওরা আমার গোড়ালির একটা ফোঁড়া ফাটিয়ে দিয়েছে ফলে আমি মাটিতে পা ফেলতে পারছি কিন্তু এখনও দারুণ যন্ত্রণা আর জ্বর জ্বর ভাব। প্যাচো বেশ ভালো আছে।

১০.৮.৬৭

এন্টনিও আর চ্যাপাকো বেরিয়েছিল শিকারে, একটা উরিনা বা গুয়াসো আর একটা টার্কি ধরে আনল। ওরা প্রথম শিবিরটায় তল্লাস করে নতুন কিছু পায়নি তবে ভারী এক বোঝা কমলালেবু নিয়ে এসেছে। আমি দুটো খেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে একটু হাঁপানির টান উঠল। বেলা দেড়টায় আটজনের অন্যতম কাম্বা এসে পৌঁছোল এই খবরটা নিয়ে: গত রাতটা ওরা কাটিয়েছে জল ছাড়া, আজ সকাল ন'টা অবধিও জল খুঁজে পায়নি। বেনিগনো ইতিমধ্যে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে এবং জল আনবার জন্যে রসিটার দিকে এগোচ্ছে। পাবলো আর ডারিও যদি জলের ধারে পৌঁছোতে পারে তবেই ফিরে আসবে।

ফিদেল একটা দীর্ঘ বক্তৃতায় গতানুগতিক পার্টিগুলিকে, বিশেষ করে ভেনেজুয়েলার পার্টিকে, তীব্র আক্রমণ করেছে; মনে হয় পর্দার আড়ালে কলহটা বেশ বড় রকমের। ওরা আবার আমার পাটা সারিয়ে দিল। আমি খানিকটা সেরেছি, তবে ভালো নেই। সে যাই হোক গে, আগামীকাল আমাদের অবশ্যই বেরিয়ে পড়ে আমাদের ঘাঁটিকে ম্যাচেটেরোদের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে, ওরা আজ মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো এগিয়েছে।

১১.৮.৬৭

ম্যাচেটেরোরা খুব আস্তে এগিয়েছে। বিকেল চারটেয় পাবলো আর ডারিও এল বেনিগনোর কাছ থেকে একটা চিরকুট নিয়ে, তাতে সে জানিয়েছে সে রসিটার

কাছাকাছি গেছে এবং ভার্গাসের বাড়ি পৌঁছোতে আরও তিনদিন লাগবে। পাবলিটো জলাশয়ের কাছে রাত কাটিয়ে সোয়া আটটায় বেরিয়েছে আর তিনটে নাগাদ দেখা পেয়েছে মিগুয়েলের, কাজেই ওদের জায়গামতো পৌঁছোতে হলে আরো অনেক দূর যেতে হবে। টার্কিটা আমার ঠিক সহ্য হচ্ছে না, সামান্য হাঁপানির টান উঠছে। কাজেই ওটা প্যাচোকে দান করে দিলাম। আমরা শিবির বদলে একটা নতুন খাঁড়ির ধারে এসে অধিষ্ঠান করেছি, ওটা দুপুরে অদৃশ্য হয়ে যায় আবার মাঝরাতে ওর পুনরাবির্ভাব ঘটে। বৃষ্টি হয়েছে তবে ঠাণ্ডা নেই। প্রচুর মারিগুই আছে এখানে।

উচ্চতা = ৭৪০ মিঃ

১২.৮.৬৭

ঘোলাটে দিন। ম্যাচেটেরোর সামান্যই এগিয়েছে। এখানে নতুন কিছু নেই, খাবারদাবারও তেমন কিছু পাওয়া যায় না। আগামীকাল আরও একটা ঘোড়াকে বধ করব, দিন ছয়েক চলবে তাতে। আমার হাঁপানিটা একটু কমের দিকে। ব্যারিয়েনটোস ঘোষণা করেছে গেরিলারা খতম হয়ে এসেছে এবং আবার হুমকী দিয়েছে কিউবা অবরোধ করবে বলে; ওটা আগের মতোই আহাম্মক রয়ে গেছে।

মান্টিয়াগুডার কাছে একটা সংঘর্ষ হয়েছে বলে রেডিও সংবাদ দিল, তাতে বলা হয়েছে আমাদের একজন নিহত—টারাটার এন্টনিও ফারনাণ্ডেজ। শুনে মনে হলো ওটা পেড্রোরই আসল নাম, সেও এসেছে টারাটা থেকে।

মিগুয়েল, উরবানো, লিও আর কাম্বা চলে গেল যেখানটায় বেনিগনো জলের সন্ধান পেয়েছে সেইখানটায় শিবির স্থাপন করবে বলে, তারপর সেখান থেকে এগিয়ে যাবে। প্যাচোর যে ঘোড়াটা আজ কাটা হয়েছে তার কয়েক খণ্ড মাংস ওদের সঙ্গে নিয়ে গেল, তিনদিন ওতেই দিব্যি চলে যাবে। চারটে পশু আর আছে এবং রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে রাত্রের খাওয়ার আগে এরও একটাকে শেষ করতে হবে। ভালোয় ভালোয় সব কেটে গেলে কোকো আর আনিকেটো কালকে এসে পৌঁছোবে। আর্টুরো দুটো টার্কি শিকার করেছিল, সে দুটো আমাকে দিল কারণ খাদ্যশস্য আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই।

চ্যাপাকো আরও বেসামাল ভাবে হাবভাব দেখিয়ে চলেছে। প্যাচো বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে, কিন্তু আমার হাঁপানিটা কাল থেকে আরও বেড়েছে। এখন রোজ তিনটে করে বড়ি খাচ্ছি। আমার পাটা প্রায় সেরে গেছে।

১৪.৮.৬৭

নিদারুণ দিন। কাজকর্মের ব্যাপারে সবই ঘোলাটে—নতুন কিছু নেই। কিন্তু রাত্রিবেলা বেতারে খবর পাওয়া গেল আমাদের সংবাদবাহকদের যে গুহাটাতে যাবার কথা সেটা ওরা দখল করে নিয়েছে। এমন যথাযথ বিশদভাবে বলল যে সন্দেহ করার উপায় নেই। এখন আমি হাঁপানিতে কতদিন ভুগে মরব তার ঠিক নেই। তারা সমস্ত রকমের দলিলপত্র,

সব রকম ফোটোগ্রাফ হস্তগত করেছে। এযাবৎ কালের মধ্যে এটাই আমাদের ওপর ওদের সবচেয়ে কঠিন আঘাত, কে যেন বলল। কে? ওটাই আমরা জানি না।

১৫.৮.৬৭

খুব সকালে আমি পাবলিটোকে দিয়ে মিগুয়েলের কাছে খবর পাঠালাম যে যদি কোকো আর আনিকেটো না পৌঁছে থাকে তাহলে যে বেনিগনোকে আনার জন্যে ও দুজন লোক নিয়ে যায়। কিন্তু পথে ওদের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেল কাজেই তিনজন ফিরে এল। মিগুয়েল বার্তা পাঠালো যেখানে রাত হবে সে সেখানেই থেকে যাবে আর খানিকটা জল চেয়ে পাঠালো। ডারিওকে দিয়ে আগে থেকে সংবাদ পাঠানো হলো যে, যেরকম করেই হোক কাল সকালে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে; কিন্তু পথে ওর সঙ্গে লিওর দেখা হয়ে গেল ও জানাতে আসছিল যে রাস্তা তৈরি সম্পূর্ণ।

সান্টাক্রুজের একটা বেতারকেন্দ্র থেকে জানালো মুয়ুপাম্পা গ্রুপের দুজনকে সেনাবাহিনী বন্দী করেছে। এখন নিঃসন্দেহ যে ওটা যোয়াকিনের দল। ওরা নিশ্চয়ই দারুণভাবে হয়রান হয়েছে এবং সর্বোপরি বন্দী দুজন বিবৃতি দিয়েছে। বেশ ঠাণ্ডা কিন্তু রাতটা আমার খারাপ কাটেনি। একই পায়ের আরেকটা ফোঁড়া কাটতে হবে। প্যাচো ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছে।

চুযুইয়াকোতে আরেকটা সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গেল, সৈন্যবাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

১৬.৮.৬৭

তিনটে চল্লিশ পর্যন্ত একটা মোটামুটি ভালো রাস্তা ধরে হাঁটা গেল তারপর আর এক ঘণ্টা বিশ্রাম। বেতের ঘা খেয়ে আমার খচ্চর বেমালুম আমাকে জিন থেকে ঝেড়ে ফেললে দিল তবে আমার কিছু হয়নি। আমার পাটা একটু ভালো হচ্ছে। মিগুয়েল, উরবনো আর কাম্বা কাটারি চালাতে চালাতে রসিটায় গিয়ে পৌঁছেছে। আজকেই বেনিগনো আর তার কমরেডদের গুহায় পৌঁছোবার কথা ছিল, এলাকাটার ওপর দিয়ে কয়েকবার প্লেন চক্কর দিয়ে গেল। হয়তো ওরা ভার্গাসের বাড়ির কাছাকাছি অথবা রসিটা বরাবর বা রিও গ্রান্ডের দিকে এগিয়ে আসা সৈন্যদলের পথে কোনো নিদর্শন ফেলে রেখে এসেছে। রাত্রিবেলা আমি সংযোগস্থানের (ক্রসিং) বিপদ সম্পর্কে লোকেদের সতর্ক করে দিলাম এবং আমরা আগামীকালের জন্যে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করলাম।

উচ্চতা = ৬০০ মিটার

১৭.৮.৬৭

সকাল করে বেরিয়ে আমরা নটায় বাসাটায় গিয়ে পৌঁছোলাম। ওখানে কোকোর মনে হলো ও দুটো গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, ওৎ পেতে থাকার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু

কিছু ঘটেনি। বাকি রাস্তাটা যেতে হলো আস্তে আস্তে। কারণ ভুল করার ফলে রাস্তাটা হারিয়ে যাচ্ছিল বারে বারে, তারপর সাড়ে চারটেতে রিও গ্রান্ডেতে পৌঁছে শিবির খাটানো হলো। আমার ইচ্ছে ছিল চাঁদের আলোর সুযোগটা নেব, কিন্তু লোকগুলো অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। দুদিনের বরাদ্দ ঘোড়ার মাংস আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর আমার বরাদ্দ 'মোট' আছে একদিনের। আমাদের কিছু পশু বধ করতে করতে হবে— ব্যাপারটা সেইরকমই মনে হচ্ছে। রেডিওতে ঘোষণা করা হলো ওরা নাকাহুয়াসুর চারটে গুহার দলিলপত্র এবং তথ্যপ্রমাণ হাজির করবে, এর থেকে মনে হচ্ছে ওরা বানরের গুহাটারও খোঁজ পেয়েছে। যেরকম পরিস্থিতি চলছে তার মধ্যে আমার হাঁপানিটা ভালোই আছে বলতে হয়।

উচ্চতা = ৬৪০ কিলোমিটার (অযৌক্তিক, যদি মনে করা হয় গতকাল ৬০০ মিঃ ছিল)।

১৮.৮.৬৭

অন্যদিনের চেয়ে আগে বেরোনো হলো, তার মধ্যে খাঁড়ি পেরোতে হলো চারবার, তার ভেতর একটা বেশ গভীর। আর কোনো কোনো জায়গায় রাস্তা কাটতে হলো। এই সমস্ত কারণে জলার ধারে গিয়ে পৌঁছোতে বাজল দুটো, লোকগুলি নিদারুণ শ্রান্ত। আর কোনো কাজ নেই। এলাকাটা নিবারিগুইসিসের জঙ্গলে ঢাকা, রাতগুলি ঠাণ্ডা। ইন্টি আমাকে বলল যে কাম্বা চলে যেতে চায়; তার বক্তব্য তার শারীরিক অবস্থায় সে আর পেরে উঠবে না। তাছাড়া সে এর মধ্যে কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না। স্বভাবতই এটা ভীরুতার একটা বিশেষ ঘটনা এবং ওকে চলে যেতে দেওয়াই ভাল, কিন্তু যেহেতু যোয়াকিনের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ চলবার পথের খবর সে রাখে তাই তাকে যেতে দেওয়া যায় না। কালকে আমি ওর আর চ্যাপাকোর সঙ্গে কথা বলব।

১৯.৮.৬৭

মিগুয়েল, কোকো, ইন্টি আর আনিকেটো বেরোলো ভার্গাসের বাড়ি অবধি একটা ভালো রাস্তার খোঁজে, আমাদের ধারণা কিছু লোকলস্কর আছে ওখানে। কিন্তু নতুন কোনো পথের খোঁজ পাওয়া গেল না, মনে হচ্ছে পুরনো পথ ধরেই এগোতে হবে। আর্টুরো আর চ্যাপাকো শিকারে বেরিয়ে একটা উরিনা ধরে আনল, আর আর্টুরো যখন উরবানোর সঙ্গে পাহারায় ছিল সেই সময় একটা এন্ককে (হরিণবিশেষ) গুলি করল— ফলে শিবিরে দারুণ চাঞ্চল্য হলো কারণ সাতটা গুলি ছোঁড়া হয়েছে। জন্তুটা থেকে চারদিনের মাংস পাওয়া যাবে, উরিনাটায় চলবে একদিন আর কিছু শিম আর সার্ডিন মজুত আছে। মোট ছ'দিনের খাবার। মনে হচ্ছে পরবর্তী শিকার সাদা ঘোড়াটাকে হয়তো বাঁচানো যাবে। কাম্বাকে বললাম আমরা আবার বেরিয়ে গিয়ে যতক্ষণ না যোয়াকিনের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি ততক্ষণ সে যেতে পারবে না। চ্যাপাকো বলল, চলে

সে যাবে না কারণ ওটা কাপুরুষের কাজ, কিন্তু ছ'মাস বা এক বছর বাদে চলে যাবার আশ্বাস তাকে দেওয়া হোক—অগত্যাই তাই দিলাম। ও একনাগাড়ে আবোলতাবোল বকে গেল। ও সুস্থ নেই।

খবর যা কিছু সব দেব্রের সম্পর্কে, অন্যদের কোনো খবর নেই। বেনিগনোর নিকট থেকে কোনো সংবাদ এল না; ইতিমধ্যে ওর এখানে আসা উচিত ছিল।

২০.৮.৬৭

ম্যাচেটেরোরা, মিগুয়েল আর উরবানো, আর আমার "পূর্ত বিভাগ" উইলি এবং ডারিও সামান্যই এগোতে পারল—তাই আর একটা দিন এখানে থেকে যাওয়া সাব্যস্ত হলো। কোকো আর ইন্টির বরাত খারাপ কিন্তু চ্যাপাকো একটা বাঁদর আর একটা উরিনা শিকার করল। আমি উরিনার মাংস খেলাম আর মাঝরাত্রে দারুণ হাঁপানির টান উঠল। ডাক্তার নিজেই দৃশ্যত কোমরের বাতে অসুস্থ এবং ফলত পঙ্গু। বেনিগনোর কোনো সংবাদ নেই এবং এখন উদ্বিগ্ন হবার মতো কারণ দাঁড়িয়েছে।

সুক্রের পঁচাশি কিলোমিটার দূরে গেরিলাদের উপস্থিতির খবর ঘোষনো করল রেডিও।

২১.৮.৬৭

এক জায়গায় বসে বসে আর একটা দিন গেল, বেনিগনো এবং তার কমরেডদের কাছ থেকে পরের দিনও কোনো খবর এল না। ইউস্টাকিও পাঁচটা বাঁদর মেরেছে গুলি করে আর মোরো একটা। মোরোর কোমরের বাতটা চেপে আছে, ওকে মেপেরিডিনা ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো। আমার হাঁপানি উরিনার মাংসের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না।

২২.৮.৬৭

শেষ পর্যন্ত আমাদের যাত্রা শুরু হলো, কিন্তু তার আগে একটা বিপদের আশংকা দেখা গেল, একটা লোককে মনে হলো বালুবেলার ওপর দিয়ে পালাচ্ছে। পরে বোঝা গেল ও উরবানো, নিখোঁজ হয়ে গেল। ডাক্তারকে আমি একটা লোকাল অ্যানিস্থেসিয়া (স্থানীয় অনুভূতিনাশক ওষুধ) দিলাম, তাতে ঘোড়ায় চড়ে যাবার শক্তি পেল সে, কিন্তু বেদনাটা নিয়েই পৌঁছোল। ওর অবস্থা একটু ভালো মনে হচ্ছে। প্যাচো পায়ে হেঁটে গেল। আমাদের শিবির পড়ল ডানধারে, ভার্গাসের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোবার রাস্তাটা চালু করার জন্যে আর সামান্য কিছু সাফসাফাই করতে হবে। কাল আর পরশুর জন্যে এল্কের মাংস রয়েছে কিন্তু কাল থেকে আর শিকার করা চলবে না। বেনিগনোর কাছ থেকে কোনো খবর নেই, কোকোর সঙ্গে ওদের ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে দশ দিন পেরিয়ে গেছে।

উচ্চতা = ৫৮০ মিঃ।

২৩.৮.৬৭

ভারী মেহনতের দিন গেছে, একটা খারাপ খাড়া পাহাড়ের চূড়োতে চড়তে হয়েছে; সাদা ঘোড়াটা আর উপরে উঠতে চায়নি, ওরা তাকে কাদার মধ্যে ফেলে রেখে উঠে এসেছে, ওর হাড়গুলি সংগ্রহ করার সুযোগটা পর্যন্ত নেয়নি। আমরা একটা শিকারীর ডেরায় এসে পড়লুম, খুব সম্প্রতি এখানে লোক ছিল তার চিহ্ন রয়েছে; আমরা ওৎ পেতে ধরবার একটা ব্যবস্থা করলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনকে ধরা গেল। তাদের সাফাই হচ্ছে তারা দশটা ফাঁদ পেতে রেখেছে, সেগুলি পরীক্ষা করতে গিয়েছিল। তারা বলল, ভার্গাসের বাড়িতে, টাটারেন্ডায়, কারাগুয়াটারেন্ডায়, ইপিটায় এবং ইয়ামনে সৈন্যবাহিনীর লোকেরা রয়েছে। দিন দুয়েক আগে কারাগুয়াটারেন্ডায় একটা সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে এবং তাতে একজন সেপাই আহত হয়েছে। এ হয়তো বেনিগনো—ক্ষুধার তাড়নায় কিংবা পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়ে পড়েছে। লোক দুটি জানালো যে আগামীকাল সৈন্যবাহিনীর লোকরা পনের কুড়ি জনের এক একটা দলে ভাগ হয়ে মাছ ধরতে আসবে। এল্ক আর শিকারে-পাওয়া কয়েকটা মাছ বিলানো হলো; আমি ভাত খেলাম, বেশ সহ্য হয়ে গেল; ডাক্তারের অবস্থা একটু ভালো। দেব্রের বিচার সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে ঘোষণা করেছে।

উচ্চতা = ৫৮০ মিঃ

২৪.৮.৬৭

আজকে প্রত্যুষের ভেরী বাজল সাড়ে পাঁচটায় এবং যে গিরিপথ ধরে এগোবার ইচ্ছে সেদিকে গেলাম। অগ্রগামী দল মার্চ করতে শুরু করল আর আমরা কয়েক মিটার যাবার পরই দেখি অন্যদিক থেকে তিনজন কৃষক আসছে। মিগুয়েলকে তার লোকজন নিয়ে আসতে বলা হলো এবং তিনজনেই অতর্কিত অবস্থায় ধরা পড়ল। তারপর এল আটজন সেপাই। নির্দেশ দেওয়া হলো সামনেই পারাপারের জায়গা, সেখান দিয়ে ওরা নদী পার হোক, তারপর যখন ওরা এগিয়ে আসবে তখন ওদের গুলি করা হবে। কিন্তু ওরা পেরোল না। ওরা শুধু কয়েকবার মোড় ফিরল এবং আমাদের রাইফেলের সামনে দিয়ে চলে গেল। আমরা তাদের গুলি করলাম না। অসামরিক যে লোকগুলিকে বন্দী করা হয়েছে তারা শিকারী বলে নিজেদের দাবি করল। কাম্বা, ডারিও আর শিকারী হুগো গুজমানকে সঙ্গে করে মিগুয়েল আর উরবানো গেল ঠিক পশ্চিমমুখো যে সরু পথটা চলে গেছে সেটা ধরে, এটা যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা আমরা জানি না। আমরা সারাদিন ওৎ পেতে থাকলাম। সন্ধ্যেবেলায় ম্যাচেটেরোরা ফিরে এল ফাঁদগুলি নিয়ে, একটা কন্ডোর আর একটা পচা বেড়াল ধরে এনেছে। এল্কের টুকরোটা শুদ্ধ সব খেয়ে নেওয়া হলো, পড়ে রইল কিছু শিম আর শিকারে যা পাওয়া যাবে।

কাম্বা নৈতিক অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে; সৈন্যদের কথা মনে হলেই সে কাঁপতে শুরু করে। ডাক্তারের বেদনার উপশম হয়নি, টালামোনাল খেয়ে যাচ্ছে। আমি বেশ ভালোই আছি তবে দারুণ ক্ষুধার্ত। সৈন্যবাহিনীর প্রচারিত সংবাদে বলা

হলো ওরা আর একটা গুহা দখল করেছে. তাদের দিকে দুজন সামান্য আহত হয়েছে—"গেরিলাদের শিকার"। রেডিও হাভানা টাপেরিয়াস-এ একটা অসমর্থিত সংঘর্ষের খবর দিল—সেনাবাহিনীর একজন আহত হয়েছে।

২৫.৮.৬৭

বৈচিত্র্যহীন দিন কাটল। ভেরী বাজল পাঁচটায় আর ম্যাচেটেরোরা দ্রুত বেরিয়ে পড়ল। আমাদের অবস্থান-স্থল থেকে কয়েক পা দূরে সাতজন সেপাই এসে পড়ল, কিন্তু ওরা পার হবার কোনো চেষ্টা করল না। মনে হলো ওরা গুলি ছুঁড়ে শিকারীদের ডাকছে; যদি প্রয়োজন হয় আমরা কাল ওদের অক্রমণ করব। আমরা সুঁড়িপথ ধরে আর এগোচ্ছি না। মিগুয়েলকে আদেশ দেওয়া হলো উরবানোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে, ও সেটা পাঠালো ভুল করে আর এমন সময়েই পাঠালো যখন আর শোধরাবার সময় নেই।

মন্টি ডেরাডোতে একটা সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেল রেডিওতে, এটা যোয়াকিনের এক্তিয়ারে বলে মনে হয়; রেডিও আরও জানালো—গেরিলারা নাকি কামিরির তিন কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়েছে।

২৬.৮.৬৭

সব গোলমাল হয় গেল; যে সাতজন এসেছিল তারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল—পাঁচজন নদীর ধার ধরে চলে গেল আর দুজন পার হলো। এন্টোনিওর ওপর অতর্কিত আক্রমণের দায়িত্ব ছিল, সে ঠিক সময়ের আগেই গুলি করে বসল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ফলে লোক দুটো পালিয়ে গিয়ে আরও লোক ডাকতে গেল। অপর পাঁচজন দৌড়ে সরে গেল। ইন্টি আর কোকো ওদের পেছনে ছুটল কিন্তু ওরা ঢিপির পেছনে লুকিয়ে পড়ে এদের দিকে গুলি চালাল। গুলি ছোঁড়া লক্ষ্য করতে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম আমাদের দিক থেকে গুলি চালাবার ফলে কেমন করে ওদের চারপাশে বুলেটের ঝাঁক গিয়ে পড়ছে। আমি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে দেখি ইউস্টাকিও ওদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে কারণ এন্টনিও ওকে সতর্ক করে দেয়নি। দারুণ ক্ষেপে গিয়ে আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম এবং এন্টনিওকে যাচ্ছে-তাই বললাম।

আমাদের খুব আস্তে আস্তে চলতে হচ্ছে ডাক্তারের জন্যে। আর ওদিকে নিজেদের গুছিয়ে সেনা দলের বিশ-ত্রিশ জন দ্বীপের ওপর দিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে চলেছে। ওদের মুখোমুখি হয়ে কোনো লাভ নেই। বেশি হলে ওদের জন দুই আহত হয়েছে। কোকো আর ইন্টি ওদের সিদ্ধান্তে নিজেদের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছে। সবই ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু ডাক্তার হাঁপিয়ে পড়ে চলার বিলম্ব ঘটিয়ে দিল। সাড়ে ছটায় আমরা থামলাম—মিগুয়েল যেখানটায় আছে সে পর্যন্ত পৌঁছোনো গেল না, ও কয়েক মিটার দূরেই আছে এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগও হয়েছে। মোরো শেষ ধাপটায় চড়তে না পেরে একটা গিরিসঙ্কটে

রয়ে গেল আর আমরা তিনভাগে ভাগ হয়ে শুয়ে পড়লাম। পেছনে অনুসরণ করছে তার কোনো লক্ষণ নেই।

২৭.৮.৬৭

সারাদিন কাটল বের হবার পথ খোঁজার প্রাণপণ চেষ্টায়, এখনও তার হদিশ পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে আমরা যুমন অতিক্রম করে রিও গ্রান্ডের কাছাকাছি এসেছি কিন্তু খবর যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে পার হবার নতুন কোনো জায়গা নেই। অগত্যা একটাই করা যেতে পারে, তা হলো মিগুয়েলের চূড়োয় গিয়ে ওঠা, কিন্তু খচ্চরগুলোর জন্যে তা-ও অসম্ভব। ছোট একটা পর্বতমালা পেরিয়ে রিও গ্রান্ডে-মাসিকুরির দিকে এগোনো সম্ভব বটে, তবে কালকের আগে জানা যাচ্ছে না সেটা আদৌ হয়ে উঠবে কিনা। আমরা ১,৩০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতা পার হয়ে এসেছি, এ অঞ্চলের মধ্যে বোধ হয় এটাই সর্বোচ্চ সীমা, আর ১,২৪০ মিটার ওপরের শীতে ঘুমিয়েছি। আমি ভালোই আছি কিন্তু ডাক্তার অসুস্থ। জল ফুরিয়ে গেছে, ওর জন্যে রয়েছে সামান্য একটু।

সুসংবাদ কিংবা বলা যায় সবচেয়ে বড় ঘটনা; বেনিগনো, ন্যাটো আর জুলিও ফিরে এসেছে। ওদের অভিযানটা ছিল দুঃসাহসিক কারণ চারপাশে ভার্গাসে আর যুমনে সান্ত্রীসেপাই গিজগিজ করছে, প্রায় ওদের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিল। তারপর ওরা সৈন্যবাহিনীর একটা দলকে সালভিলো অবধি অনুসরণ করে করে নাকাহুয়াসুর উজানে চলে আসে এবং দেখে যে কংগ্রি খাঁড়ির তিন জায়গায় সেনাদল চড়াই তৈরি করেছে। ছ'টায় ওরা ওসো গুহায় পৌঁছোয়, ওটা একটা গেরিলা-বিরোধী শিবির, দেড়শো সেপাইর বাস ওখানটায়। ওরা ওখানে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি, কিন্তু গাঢাকা দিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। ওরা ঠাকুরদার চ্যাকোতে গিয়েছিল, সেখানে স্কোয়াশ পেয়েছে—ও ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে কারণ সব পরিত্যক্ত। আমাদের গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে ওরা সেপাইদের কাছাকাছি আবার গিয়েছিল, নিকটে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, যাতে আমাদের চলার রাস্তা ধরতে পারে—তারপর এখানে এসে পৌঁছেছে। বেনিগনো বলল ন্যাটো খুব ভালোভাবেই উৎরিয়েছে, কিন্তু জুলিও দুবার হারিয়ে যায় এবং সৈন্যদের দেখে কিছুটা ভয়ও পেয়েছে। বেনিগনোর ধারণা কয়েক দিন আগে যোয়াকিনের লোকরা আশেপাশে ছিল।

২৮.৮.৬৭

পাংলু যন্ত্রণাময় দিন। 'কারাকারি'র ড্যালা চিবিয়ে আমরা পিপাসা মিটিয়েছি, ওটা শুধু গলায় বেধে যায়। মিগুয়েল একজন শিকারীর সঙ্গে একা পাবলিটোকে পাঠালো জলের খোঁজে। একা তো একা সঙ্গে আবার ছোট একটা রিভালবার ছাড়া কিছু নেই। সাড়ে চারটেয় যখন সে ফিরল না তখন কোকো আর আনিকেতোকে পাঠালাম ওদের খোঁজে। সারা রাতের মধ্যে ওরা ফিরে এল না। পেছনের দল রয়ে গেছে বিশ্রামের জায়গায়, কাজেই রেডিও শোনা গেল না; একটা নতুন খবর আছে বলে মনে হলো।

অবশেষে আমরা ছোট ঘুড়ীটাকে মেরে ফেললাম, দুটি বেদনাদায়ক মাস ওটা আমাদের সঙ্গে থেকেছে। আমি ওকে বাঁচাতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি কিন্তু ক্ষুধা তীব্রতর হয়ে উঠেছে আর এখন আমরা অন্তত তৃষ্ণায় কাতর। আগামীকালও যে জলের ধারে গিয়ে পৌঁছোতে পারব তা মনে হচ্ছে না।

টাটারেন্ডা এলাকায় একজন আহত সৈনিকের সংবাদ পাওয়া গেল রেডিওতে। আমি যা জানতে চাইছি তা হচ্ছে : ওরা যদি নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির খবরগুলো এমন সততার সঙ্গে ঘোষণা করতে পারে তাহলে অন্য খবরগুলোর বেলায় কি মিথ্যে কথা বলছে? আর যদি মিথ্যে না বলে থাকে তাহলে কারাগুয়াটারেন্ডা এবং টাপেরিল্লাস-এর মতো দূরের জায়গায় কারা ওদের ক্ষয় ক্ষতি করছে? এ হতে পারে একমাত্র যদি যোয়াকিনের দল দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে থাকে অথবা নতুন কোনো স্বতন্ত্র দল গড়ে উঠে থাকে।

উচ্চতা = ১২০০ মিটার।

২৯.৮.৬৭

নিরানন্দ দিন, নিদারুণ মনস্তাপে ভরা। ম্যাচেটেরোরা সামান্যই এগোতে পেরেছে। একবার মাসিকুরির দিকে এগোচ্ছে ভেবে ভুল করে অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়ল। আমরা ষোলশ মিটার ওপরে একটা অপেক্ষাকৃত স্যাঁতসেঁতে জায়গায় শিবির বসালাম। এখানে কিছু ছোট ছোট বেতের গাছ আছে, তার ছিবড়ে চিবিয়ে পিপাসা মিটল। চ্যাপাকো, ইউস্টাকিও এবং চিনো প্রভৃতি কমরেডরা জলের অভাবে ভেঙে পড়েছে। আগামীকাল যেখানে জল আছে সোজা সেইখানে যেতে হবে। খচ্চরবাহিনীর বেশ সহ্যগুণ আছে।

রেডিওতে বড় কোনো খবর নেই; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হচ্ছে দেব্রের বিচার, ওটা এক সপ্তাহ থেকে পরের সপ্তাহে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৩০.৮.৬৭

পরিস্থিতি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে; ম্যাচেটেরোরা মাঝে মাঝে মূর্ছা যাচ্ছে। মিগুয়েল আর ডারিও নিজেদের প্রস্রাব খাচ্ছে, চিনোও তাই। ফলে উদরাময় হচ্ছে, খিল ধরছে। উরবানো, বেনিগনো আর জুলিও একটা গিরিখাত ধরে নেমে গিয়ে জলের খোঁজ পেল। ওরা আমাকে খবর পাঠাল যে খচ্চরেরা নামতে পারবে না কাজেই আমি ন্যাটোকে নিয়ে থেকে গেলাম, কিন্তু ইন্টি আবার উপরে এল জল নিয়ে এবং আমরা তিনজন এখানে রইলাম, ঘুড়ীর মাংস খেয়ে।

রেডিও রয়েছে নিচে, কাজেই কোনো বর পাওয়া গেল না।

৩১.৮.৬৭

সকালবেলায় আনিকেটো আর লিও নিচের দিকটা পর্যবেক্ষণ করতে বেরোল, চারটেতে এসে খবর দিল ক্যাম্প থেকে জলের ধার র্যন্ত খচ্চরদের যাবার রাস্তা আছে ওখানে।

আমি বিচার বিবেচনা করে দেখলাম যে সবচেয়ে খারাপ দিকটাই আগে এসেছে—পশুগুলোর খতম হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই মিগুয়েলকে নির্দেশ দিলাম আগামীকাল শেষ চূড়োতে যাবার জন্যে একটা সংক্ষিপ্ত পথের ব্যবস্থা করতে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। খচ্চরদের নিয়ে আমরা নামছি জানালাম। ম্যানিলা থেকে একটা খবর এসেছে কিন্তু সেটা টুকে রাখা যায়নি।

মাসিক সমীক্ষা

লড়াই শুরু হবার পর থেকে এ মাসটাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে কঠিন মাস গেছে। দলিল-দস্তাবেজ এবং ওষুধপত্র শুদ্ধু সব কটা গুহা হাতছাড়া হওয়াতে কঠিন আঘাত এসেছে—বিশেষ করে মানসিক দিক থেকে। মাসের শেষে দুজন লোককে হারানোতে এবং পরে ঘোড়ার মাংস খেয়ে চলতে হয়েছে বলে লোকেদের মনে হতাশা এসেছে; এবং ফলতঃ কাম্বাকে দিয়ে প্রথম দল ত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। অন্যরকম পরিস্থিতিতে হয়তো এর ফলে সুবিধেই হতো কিন্তু এখনকার অবস্থায় নয়। বাইরের সঙ্গে, যোয়াকিনের সঙ্গে সংযোগের অভাব এবং ওর দল থেকে যে দুজনকে বন্দী করেছে তাদের বিবৃতি দেওয়া, এ-সবের জন্যেও গেরিলাদের খানিকটা নৈরাশ্য এসেছে। আমার অসুস্থতার জন্যে অপর কোনো কোনো বিষয়ে অনিশ্চয়তা এসেছে এবং এ সমস্তরই প্রতিফলন দেখা গেছে আমাদের একটিমাত্র সংঘর্ষের মধ্যে—সে-সময় আমাদের বেশ কিছু শত্রুকে খতম করে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু মাত্র একজনকে আহত করতে পেরেছি। অপরপক্ষে পার্বত্যপথে নির্জলা কঠিন পদযাত্রা সঙ্গীদের কিছু নেতিবাচক দিককে তুলে ধরেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে :

১। কোনোপ্রকার সংযোগ ছাড়াই আমরা চলেছি এবং অদূর ভবিষ্যতে যে তা হবে এরকম আশা পোষণ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

২। আমরা কৃষকদের দলভুক্ত না করেই চালিয়ে যাচ্ছি—ইদানীংকালের মধ্যে ওদের সঙ্গে যোগাযোগের সামান্য বহরটা খতিয়ে দেখলেই এটা বোঝা যায়।

৩। সংগ্রামী চেতনা স্তর নেমে গেছে, আমি আশা করি এটা স্বল্পস্থায়ী।

৪। সেনাবাহিনী তাদের কর্মতৎপরতা কিংবা জঙ্গীপনা বাড়িয়ে তোলেনি।

আমাদের নৈতিক চেতনা এবং বিপ্লবী ঐতিহ্য একটা নতুন স্তরে নেমে গেছে। সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য গত মাসে যা ছিল তাই-ই রয়ে গেছে—অর্থাৎ সংযোগ পুনঃস্থাপন করা; সংগ্রামীদের দলভুক্ত করা; নিজেদের জন্যে ওষুধ এবং হাতিয়ার, সাজসরঞ্জাম জোগাড় করা।

মনে রাখতে হবে যে ইন্টি আর কোকো বিপ্লবী এবং সৈনিক হিসেবে দিনের পর দিন সকলকে আরো বেশি করে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সেপ্টেম্বর

১.৯.৬৭

খুব সকালে আমরা খচ্চরদের নামিয়ে আনলাম। কয়েকটা ব্যাপার ঘটে গেল, একটা খচ্চর পড়ে গেল একটা গিরিসঙ্কটে, সেটা বেশ দেখবার মতো। ডাক্তার সেরে ওঠেনি কিন্তু আমি খচ্চরদের তাড়িয়ে নিয়ে আগে আগে দিব্যি হেঁটে চলেছি। যা ভাবা গিয়েছিল পথটা তার চেয়ে দীর্ঘ, সোয়া ছটার আগে পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম না যে খাঁড়ির ধারে হনোরাটোর বাড়িতে চলে এসেছি। মিগুয়েল জোরকদমে হেঁটেও পুরো আঁধার হবার আগে বড় রাস্তায় গিয়ে পৌঁছোতে পারল না। বেনিগনো আর উরবানো এগিয়েছে সতর্কতার সঙ্গে, অস্বাভাবিক কিছু ওদের নজরে পড়েনি। খালি বাড়িটা ওরা দখল করেছে, দেখতে পেল যে সৈন্যদের জন্যে কয়েকটা ব্যারাক জুড়ে বাড়িটাকে বড় করা হয়েছে; বর্তমানের সৈন্যরা ওটা ছেড়ে গিয়েছে। আমরা ভুট্টার ছাতু, শুয়োরের চর্বি আর নুন পেলাম। আর দুটো ছাগল কাটলাম, ছাতুতে মিলে দিব্যি ভোজ জমে গেল, অবশ্য রান্না করতে গিয়ে সারারাত আমাদের পাহারায় থাকতে হয়েছে। খুব সকালে ছোট বাড়িটায় একজন আর রাস্তার প্রবেশমুখে একজন পাহারাদার রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

উচ্চতা = ৭৪০ মিটার।

২.৯.৬৭

ভোরে আমরা চ্যাকো পর্যন্ত চলে এলাম, মিগুয়েলের নেতৃত্বে কোকো, পাবলো আর বেনিগনোকে নিয়ে একটা ওৎ পেতে থাকার ব্যবস্থা রেখে আসা হলো বাড়িটাতে। অপর পাশে রইল একজন পাহারাদার। আটটার সময় কোকো আমাদের সতর্ক করতে এল যে খচ্চর বাহিনীর একটা লোক এসে দাঁড়িয়ে হনোরাটোর খোঁজ করছে—ওরা আছে চারজন, বাকি তিনজনকে চলে যেতে দেবার নির্দেশ দেওয়া হলো ওকে। এইসব ব্যাপারে সময় লাগল কারণ আমাদের এখান থেকে বাড়িটা একঘণ্টার পথ। দেড়টায় কয়েকটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। পরে জানা গেল একজন সেপাই আর একটা ঘোড়া সঙ্গে করে একজন কৃষক আসছিল। পমবো আর ইউস্টাকিওর

সঙ্গে পাহারায় ছিল চিনো। সে 'একটা সেপাই' হাঁক দিয়ে.তার রাইফেলের ঘোড়া টানল; সেপাইটা তার দিকে গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যায়, তখন পমবো গুলি করে ঘোড়াটাকে মেরে ফেলে। আমি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলাম, অপদার্থতার একটা সীমা আছে! বেচারা চিনো কুঁকড়ে গেল। আমরা চারজনকে ছেড়ে দিলাম, ওরা ইতিমধ্যেই অতিক্রম করে গেছে; আমাদের দুজন বন্দীসহ সকলকে মাসিকুরির উজানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। খচ্চর বাহিনীর কাছ থেকে আমরা একটা বাচ্চা ঘোড়া কিনলাম সাতশো ডলার দিয়ে, হুগোকে তার কাজের জন্যে দেওয়া হলো একশো ডলার আর তার কাছ থেকে নেওয়া কিছু কিছু জিনিসের বাবদে দেওয়া হলো পঞ্চাশ ডলার। যে ঘোড়াটাকে মেরে ফেলা হলো দেখা গেল সেটাকে পঙ্গু বলে হনোরাটোর বাড়িতে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল। খচ্চরবাহিনী বলল যে হনোরাটোর স্ত্রী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে কারণ ওরা তার স্বামীকে মারধোর দিয়েছে আর ওদের যা কিছু খাদ্য সব খেয়ে নিয়েছে। আট দিন আগে খচ্চরবাহিনী যখন ওদিক দিয়ে যায় সে-সময় হনোরাটো ভ্যালেগ্রান্ডেতে বাঘের কামড়ের ঘা থেকে সেরে উঠছিল। যাই হোক বাড়িটাতে নিশ্চয় কেউ ছিল কেননা আমরা যখন পৌঁছোলাম দেখা গেল একটা আগুন জ্বলছে। চিনোর ভুলের জন্যে আমি ঠিক করলাম খচ্চরবাহিনী যে রাস্তায় গিয়েছে রাত্রে—সেই রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়ে প্রথম বাড়িটাতে পৌঁছোবার চেষ্টা করব, মনে করলাম যে ওখানে সামান্যই জনকয়েক সেপাই ছিল এবং তারাও চলে যেতে শুরু করেছে। আমরা বেরোলাম দেরি করে, নদী পেরোলাম পৌনে চারটেয় কিন্তু বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল না; অগত্যা একটা গোরুচালার রাস্তার ওপর ঘুমিয়ে পড়লাম ভোরের অপেক্ষায়।

রেডিওতে অসোয়াস্তিকর খবর পাওয়া গেল—বলল যে কামিরি এলাকায় যোয়াকিন নামে একজন কিউবানের পরিচালিত দশজনের একটা দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; খবরটা প্রচার করল ভয়েস অব আমেরিকা, স্থানীয় স্টেশনগুলো থেকে কিছু বলল না।

৩.৯.৬৭

আজ রবিবার, একটা সংঘর্ষ ঘটে গেছে। ভোরবেলা আমরা মাসিকুরির নির্গম-পথ পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলাম তারপর গেলাম একটু দূরে রিও গ্রান্ডের উজানের দিকে। বেলা একটায় ইন্টি, কোকো, বেনিগনো, পাবলিটো, জুলিও আর লিও বেরোল বাড়িটাতে গিয়ে পৌঁছোবার চেষ্টায়; এবং যদি সৈন্যবাহিনী না থেকে থাকে, এমন কিছু কেনাকাটা করবে, যাতে প্রাণটা একটু চাঙ্গা হয়। দলটা প্রথমে দুজন কৃষককে ধরল, ওরা বলল যে বাড়ির মালিক কিংবা সৈন্যবাহিনী কেউ নেই ওখানে আর খাবারদাবার পাওয়া যাবে প্রচুর। আর একটা খবর হলো গতকাল পাঁচজন সেপাই ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়িটার পাশ দিয়ে চলে গেছে, বাড়িটাতে থামেনি। দিন দুয়েক আগে হনোরাটো তার দুই ছেলেকে নিয়ে বাড়ি আসে। জমির মালিকের বাড়ি পৌঁছে ওরা দেখে ইতিমধ্যে

চল্লিশ জন সেপাই এসে গেছে, ফলে একটা গোলমেলে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এবং আমাদের লোকরা অন্তত একজন সেপাইকে মেরে ফেলে, যে লোকটা একটা কুকুর নিয়ে এসেছিল। সেপাইরাও পাল্টাভাবে ওদের ঘিরে ফেলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুলির সামনে পেছু হটে: এককণা চালও নিয়ে যেতে পারেনি। এলাকাটার ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে গেছে, কয়েকটা ছোট রকেট ছুঁড়েছে সম্ভবত নাকাহুয়াসুর ওপর। কৃষকদের কাছ থেকে আরও জানা গেল, এ অঞ্চলের ধারে-কাছে ওরা গেরিলাদের দেখেনি, প্রথম ওরা জানতে পেরেছে কালকে যে খচ্চরবাহিনী চলে গেছে তাদের কাছ থেকে।

আবার ভয়েস অব আমেরিকা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একটা সংঘর্ষের সংবাদ দিল। এবার বলল যে, দশজনের একটা দলের মধ্যে জোস ক্যারিল্লো নামে একজনই প্রাণে বেঁচেছে। ক্যারিল্লো হচ্ছে প্যাকো, ভবঘুরেদের একজন, আর নিশ্চিহ্ন হবার ঘটনাটা ঘটেছে মাসিকুরিতে, কাজেই এটা একটা গাঁজাখুরী গল্প।

৪.৯.৬৭

মিগুয়েলের নেতৃত্বে আটজনের একটা দলের ওপর মাসিকুরি থেকে হনোরাটোর মধ্যেকার রাস্তায় বেলা একটা নাগাদ চোরাগোপ্তা আক্রমণ হলো, কিন্তু কিছু ক্ষতি হয়নি। ইতিমধ্যে ন্যাটো আর লিও একটা গোরু আনার জন্যে প্রাণপাত চেষ্টা করছিল শেষে দুটো চমৎকার পোষা ষাঁড় পাওয়া গেল। উরবানো আর কাম্বা নদীর উজানে দশ কিলোমিটার এগিয়ে গেল; চারবার ওদের নদীর অল্প জলের জায়গা পার হতে হলো, একটা তার মধ্যে খানিকটা গভীর। বাচ্চা ঘোড়াটাকে কাটা হলো, গেরিলাদের অনুরোধ করা হলো খাদ্য এবং তথ্য সংগ্রহের কাজে যেতে। ইন্টি, কোকো, জুলিও, আনিকেটো, চ্যাপাকো এবং আর্টুরোকে নির্বাচিত করা হলো, নেতা হল ইন্টি। প্যাচো, পোম্বো, আন্টোনিও এবং ইউস্টাকিয়োও যেতে চাইল। ইন্টিকে নির্দেশ দেওয়া হলো খুব সকালে গিয়ে বাড়িটাতে পৌঁছোবে, সৈন্যদলের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবে আর সেনাদল না থাকলে সব রসদ নিয়ে আসবে। যদি সেনাদল থেকে থাকে তাহলে ঘিরে ফেলে এগিয়ে যাবে এবং একজনকে ধরবার চেষ্টা করবে। মনে রাখতে হবে যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটতে দেওয়া চলবে না, এটা হচ্ছে একেবারে গোড়ার কথা। আর কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

রেডিওতে বলল বাডো ডেল ইয়েসো—যার কাছাকাছি দশজনের একটা দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার খবর বেরিয়েছিল—সেখানে এক নতুন সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে। এর থেকে মনে হচ্ছে যোয়াকিন সম্পর্কে খবরটা মিথ্যে। অন্যদিকে ওরা সব তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বলল যে পেরু ডাক্তার নিগ্রোর মৃত্যু হয়েছে পালমারিটোয় এবং তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কামিরিতে। তাকে সনাক্ত করেছে পেলাডো। মনে হচ্ছে এটা সত্যিকারের মৃত্যুর খবর; অন্য গুলি বানানো বা ভবঘুরেদের সম্পর্কে হতে পারে। যাই হোক, খবরগুলি এখন আসছে মাসিকুরি এবং কামিরি থেকে, অদ্ভুত লাগছে এগুলির ভাবভঙ্গী।

৫.৯.৬৭

দিনটা একভাবেই কাটল, নতুন কিছু নেই। কি ঘটে তারই প্রতীক্ষায় সাড়ে চারটেয় দলটা ফিরে এল একটা খচ্চর আর কিছু সওদাপাতি নিয়ে। বাগান মালিক মরোনের বাড়িতে সৈন্যবাহিনীর লোকরা ছিল, ওরা কুকুরের সাহায্যে আমাদের দলটাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল আর-কি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে ওরা রাত্রিবেলা চলাফেরা করে। লোকেরা বাড়ি ঘিরে ফেলে বন কেটে কেটে মন্তানোর বাড়ি অবধি যায়। ওখানে কেউ ছিল না কিন্তু কিছু খাদ্য শস্য ছিল, তার থেকে একশো পাউন্ড নিয়ে এসেছে। প্রায় বারোটায় ওরা নদী পার হয় এবং অপর পারের দুটো বাড়িতে যায়। একটা বাড়ির সকলে পালিয়ে যায়, সেখান থেকে খচ্চরটা পাওয়া যায়; অন্যটাতে কোনোরকমের সহযোগিতা পাওয়া গেল না, কাজেই ভয় দেখানো দরকার হয়ে পড়ে। তারা বলল যে কার্নিভালের আগে যে দলটা পিরেথের বাড়িতে যায় (আমাদের) সেটা ছাড়া এখন পর্যন্ত তারা কোনো গেরিলাকে দেখেনি। লোকগুলো দিনের বেলা চলে আসে এবং মরোনের বাড়িটা পেরোবার জন্যে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে। সবই ঠিকঠাক চলছিল, এমন সময় আর্টুরো হারিয়ে যায় এবং পথের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। ওকে খুঁজতে গিয়ে দুটি ঘণ্টা নষ্ট। ওরা যে পায়ের ছাপ রেখে এসেছে তা যদি গোরু মোষে নষ্ট না করে ফেলে তাহলে তাই ধরে ওদের অনুসরণ করা চলতে পারে—তার সঙ্গে তাদের আরও কিছু জিনিস পড়ে আছে রাস্তার ধারে। লোকেদের মনোভাব সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। রেডিও সংবাদ দিল মৃত গেরিলাদের সনাক্ত করা যায়নি তবে যেকোনো মুহূর্তে জানানো হতে পারে। একটা বার্তা পাওয়া গেল, তার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা হলো। এতে বলা হয়েছে 'ও এল এস' একটা বিরাট সাফল্য; কিন্তু বলিভিয়ার প্রতিনিধিদল একটা নোংরার ঝাড়। 'বি সি পি'র আল্ডোফ্লোরেস ('ই এল এন')-এর প্রতিনিধিত্বের ভান করেছে কিন্তু ও একটা মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন হয়েছে। ওরা কোল্লের লোকজনের একজনকে আলোচনার জন্য যেতে বলেছে। লোজানোর বাড়িতে চড়াও হলে সে আত্মগোপন করেছে; সে মনে করে দেব্রেকে ওরা বদল দেবে। এই পর্যন্তই। স্পষ্টতই ওরা আমাদের শেষ বার্তা পায়নি।

৬.৯.৬৭

বেনিগনো।

বেনিগনোর জন্মদিনটায় আখের ভালোই কাটবে মনে হচ্ছে ; যে ভুট্টাগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল—সকালে আমরা সেগুলি দিয়ে খাবার তৈরি করলাম এবং চিনি মিশিয়ে খানিকটা 'মোট' খেলাম। তারপর মিগুয়েল গেল আটজন লোক নিয়ে ওৎ পেতে থাকতে আর লিও একটা বাচ্চা ঘোড়াকে ধরে নিয়ে এলো। বেশ দেরি হয়ে গেল, দশটার কিছু বেশি বেজে গেলেও ওরা যখন ফিরল না তখন আমি উরবানোকে দিয়ে ওদের সতর্ক করে পাঠালাম যে বারোটায় যেন ওরা ওৎ পেতে থাকা স্থগিত রাখে। কয়েক মিনিট পরে একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল, তারপরই আমাদের দিকে

একটা গোলা বিস্ফোরণ এবং একটা গুলির শব্দ। আমরা যখন নিজের নিজের জায়গা নিচ্ছি সেই সময় উরবানো ছুটতে ছুটতে এল; কুকুর নিয়ে আসছিল একটা পাহারাদার দল, তাদের সঙ্গে ওর সংঘর্ষ হয়ে গেছে। অপর দিকে ন'জন লোক, তাদের অবস্থানটাও ঠিক ঠিক জানি না, কাজেই আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। নদী-কিনারার আগে পর্যন্ত রাস্তাটা ভালো, এই পথ দিয়েই কোকোর সঙ্গে মোরো, পোম্বো আর কাম্বাকে পাঠানো সম্ভব হলো। আমার ইচ্ছে ছিল বোঁচকাগুলি পাচার করে দিই আর পেছনের দলের সঙ্গে যোগাযোগ করি যতক্ষণ না দলটা একত্রিত হতে পারছে, অবশ্য যদি সুযোগ পাওয়া যায়। তা না হলে পেছনের দলের অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাই হোক, মিগুয়েল তার দলবল নিয়ে বনের ভেতর দিয়ে পথ কেটে ফিরে এল। যা ঘটল তা এই: মিগুয়েল আমাদের পথের ওপর কোনো পাহারা না রেখে এগিয়ে গিয়েছিল—গিয়ে সে গোরু মোষের সন্ধানে মনোনিবেশ করে। লিও একটা কুকুরের ডাক শুনতে পায় আর মিগুয়েল যে কোনো কারণেই হোক পিছিয়ে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা গুলির আওয়াজ পায় এবং দেখে যে তাদের এবং জঙ্গলের মাঝামাঝি একটা সরু রাস্তা ধরে একটা পাহারাদারের দল চলে গেছে, ইতিমধ্যে ওরা এদের চেয়ে এগিয়ে গেছে। তখন এরা বনের ভেতর দিয়ে পথ কেটে চলে আসে। আমরা স্বচ্ছন্দে সরে এলাম, সঙ্গে নিয়ে এলাম তিনটে খচ্চর আর তিনটে গোরু। চারবার নদী পেরোলাম—দু'জায়াগায় বেশ স্রোত। তারপর আগের জায়গা থেকে সাত কিলোমিটার দূরে শিবির স্থাপন করলাম। একটা গোরু কাটা হলো, খেলাম প্রচুর। পেছনের দল খবর দিল ক্যাম্পের দিকে এক নাগাড়ে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে, মেশিনগান থেকে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ হচ্ছে।

উচ্চতা = ৬৪০ মিঃ

৭.৯.৬৭

ছোট সরু রাস্তা। এক জায়গায় শুধু নদী পেরোতে হলো। তারপরই খাড়াই পাহাড়ের বাধার সম্মুখীন হলাম আমরা। অতএব মিগুয়েল শিবির বসিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে ঠিক করল। আগামীকাল আরও ভালো করে খোঁজাখুঁজি করবে। পরিস্থিতি হলো এই: শিবিরে পৌঁছোবার পর বিমানবহর এদিকটায় আমাদের খোঁজাখুঁজি করছে না। আর রেডিওতে বলছে আমিই দলের কর্তা। প্রশ্ন হচ্ছে: ওরা কি ভয় পেয়েছে? তার খুব সম্ভাবনা নেই। ওরা কি ওপরে উঠে আসাটা অসম্ভব মনে করছে? আমরা যা করছি তার অভিজ্ঞতা থেকে এবং ওরা যা জানে তার ভিত্তিতে আমার ওরকম মনে হয় না। ওরা কি চায় যে আমরা এগিয়ে যাই, সেজন্য ওরা কোনো সুবিধামত (Strategic) স্থানে অপেক্ষা করবে? এটা সম্ভব। ওদের কি ধারণা যে আমরা আমাদের রসদের জন্যে মাসিকুরি অঞ্চলে যাবই? এটাও সম্ভব। ডাক্তার অনেক ভালো কিন্তু আমার রোগটা আবার চাগিয়েছে। সারারাত ঘুমোতে পারিনি।

জোস ক্যারিল্লো (প্যাকো) যেসব মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছে রেডিওতে সে সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল। ওকে শাস্তি দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত খাড়া করা দরকার। দেব্রে তার বিরুদ্ধে প্যাকো যে সব অভিযোগ করেছে তার উল্লেখ করল, দেব্রে মাঝে মাঝে শিকারে বেরোতো, তা থেকে প্যাকো বলেছে যে তাকে রাইফেল হাতে দেখা গেছে। রেডিও কুজ ডেল সুর ঘোষণা করল রিও গ্রান্ডের তীরে গেরিলাযোদ্ধা তানিয়ার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। নিগ্রো সম্পর্কে খবর-টায় যতটা সত্যতা ছিল এ-খবরটায় তা নেই। এই বেতারকেন্দ্রের সংবাদ অনুযায়ী ওর মৃতদেহ সান্টাক্রুজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু আল্টিপ্লানো কেন্দ্র তা বলে না।

উচ্চতা = ৭২০ মিঃ।

আমি জুলিওর সঙ্গে কথা বললাম। ও বেশ ভালোই আছে তবে সংযোগের অভাব ও লোকজনকে দলভুক্ত করবার অভাব বোধ করছে।

৮.৯.৬৭

শান্ত দিন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এন্টনিও আর পোম্বোর নেতৃত্বে আটজনের একটা দল ওৎ পেতে থাকল। জানোয়ারগুলি একটা 'চুচিয়ালে' পেটপুরে খেয়েছে। খচ্চরটারও আঘাত সেরে আসছে। আনিকেতো আর চাপাকো নদীর উজানের দিকে খোঁজখবর নিতে গেল এবং খবর নিয়ে এল যে জন্তুজানোয়ারদের পক্ষে রাস্তাটা মোটামুটি ভালো। কোকো আর কাম্বা বুক সমান জল ভেঙে নদী পেরোল, তারপর সামনের একটা পাহাড়ে চড়ল। কিন্তু নতুন কোনো তথ্য পেল না। আমি মিগুয়েলকে আনিকেটোর সঙ্গে পাঠালাম। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর মিগুয়েল এসে জানাল, জানোয়ারগুলোকে নিয়ে এগোনো অত্যন্ত কঠিন হবে। কালকে এদিকটা দিয়ে চেষ্টা হবে। পশুদের ঘাড়ে বোঝা না থাকলে তাদের জলের ভেতর দিয়ে পার করে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। রেডিও খবর দিল গেরিলাযোদ্ধা তানিয়াকে "খ্রীষ্টান প্রথায় সমাধি" দেওয়া হয়েছে। তার সমাধির সময় ব্যারিয়েনটোস উপস্থিত ছিল। তারপর সে গেছে পুয়োর্টো মরিসিওতে যেখানটায় হনোরাটোর বাড়ি। প্রতারিত বলিভিয়ানরা যারা প্রতিশ্রুত বেতন পায়নি তাদের সে বলেছে, দুহাত কপালে তুলে ধরে সৈন্যদের ফাঁড়িতে চলে যাও, তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। একটা ছোট বিমান হনোরাটো থেকে নিচের দিকে বোমা ফেলল ব্যরিয়েনটোসকে দেখাবার জন্যে।

বুডাপেস্টের একটা দৈনিকে চে গুয়েভারার সমালোচনা করা হয়েছে—এক দুর্ভাগা এবং পরিষ্কার দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক। চিলির পার্টির মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির, বাস্তব পরিস্থিতিতে বাস্তববুদ্ধিসম্মত মনোভাবের প্রশংসা করা হয়েছে এতে। কাপুরুষগুলোর আর সব রকমের পা-চাটাদের মুখোশ খুলে দিতে, তাদের নিজেদের নোংরা চালাকিতে তাদের নাক রগড়ে দেবার জন্যেই আমার ক্ষমতা পেতে ইচ্ছে করে।

৯.৯.৬৭

মিগুয়েল আর ন্যাটো খোঁজখবর করতে বেরিয়েছিল; এসে খবর দিল যাওয়া চলতে পারে, তবে পশুগুলিকে সাঁতরে পার হতে হবে; মানুষের পেরোবার জঙ্গল আছে। নদীর বাঁ তীরে একটা বড় খাঁড়ি আছে, সেখানটায় আমরা শিবির বসাতে পারব। এন্টনিও আর পমবোর নেতৃত্বে আটজনের ওৎ পেতে থাকা এখনও বহাল আছে। নতুন কিছু নেই। আনিকেতোর সঙ্গে আমি কথা বলেছি; সে খুব দৃঢ়ই আছে যদিও তার ধারণা যে কিছু কিছু বলিভিয়ানরা দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোকো আর ইন্টির রাজনৈতিক কাজের অভাব রয়েছে বলে সে অভিযোগ করল। গোবুটাকে আমরা শেষ করে ফেললাম চারটে ঠ্যাং শুধু থাকল কাল সকালের ঝোলের জন্যে। রেডিওর একমাত্র খবর দেব্রের বিচার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্তত সতেরোই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

১০.৯.৬৭

বিশ্রী দিন। ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল কিন্তু তারপর পশুগুলো গোলমাল করতে শুরু করল কারণ রাস্তা খুব খারাপ। শেষ পর্যন্ত চলতে না পেরে খচ্চরটা বসে পড়ল এবং আমরা ওকে নদীর অপর পারে ছেড়ে এলাম। সিদ্ধান্তটা নিল কোকো কেননা নদীর জল দ্রুত ফুলে উঠছিল। চারটে হাতিয়ার অপর পারে রয়ে গেল—তার মধ্যে আছে একটা মোরোর আর তিনটে বেনিগনোর ট্যাংক-ঘায়েল-করা শেল। আমি খচ্চরটাকে নিয়ে সাঁতরে পেরিয়ে গেলাম কিন্তু আমার জুতো জোড়া গেল। থাকল শুধু ব্রাগ (একরকমের শক্ত জুতো), ওতে আমি মোটেই স্বস্তি পাই না। ন্যাটো তার কাপড় জামা আর অস্ত্রশস্ত্র একটা অয়েল ক্লথে মুড়ে পোঁটলা বেঁধে নিল। তারপর ফেঁপে ওঠা উদ্দাম জলস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ওর সব ভেসে গেল স্রোতে। অন্য খচ্চরটা হতভম্ব হয়ে পেরোবার জন্যে নিজেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ওটাকে ফিরিয়ে আনা দরকার হলো কারণ পথ নেই। লিও'র সঙ্গে নতুন জায়গা দিয়ে পেরোতে গিয়ে, লিও আর খচ্চরটা দুজনেই ছুটে আসা জলস্রোতে ডুবে গিয়েছিল আর কি। শেষ পর্যন্ত আমরা সকলেই গন্তব্যস্থল খাঁড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছোলাম। কিন্তু ডাক্তারের অবস্থা খুব খারাপ, জানালো সারারাত সর্বাঙ্গে বাতের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছে। এ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনা ছিল পশুগুলিকে সাঁতরিয়ে অপর পারে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ফুলে ওঠা জলের জন্য বাধা পেতে হলো, অন্তত নদীর জল না নামা পর্যন্ত এই বাধা চলবে। তার ওপর প্লেন আর হেলিকপ্টারগুলি এলাকার ওপর দিয়ে উড়ছে। হেলিকপ্টার আমি আদপেই পছন্দ করি না কারণ ওগুলি নদীর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে। আগামীকাল নদী ও খাঁড়ির উজান ধরে আমাদের সঠিক অবস্থানটা জানবার জন্যে সন্ধানীদল পাঠানো হবে।

উচ্চতা = ৭৮০ মিটার। পথ = ৩.৪ কিলোমিটার।

একটা ঘটনার উল্লেখ করতে প্রায় ভুলেই গেছি যে প্রায় ছ'মাস পরে আমি স্নান করেছি। অন্য কয়েকটা ব্যাপারের মতো এ-ও একটা রেকর্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

১১.৯.৬৭

নিথর দিন। নদী আর খাঁড়ির উজান ধরে সন্ধানী দল বেরিয়ে গেল; নদীর উজান ধরে যারা গিয়েছিল তারা সন্ধ্যাবেলায় খবর নিয়ে এল, নদীর জল নেমে গেলে হয়তো পেরোনো যেতে পারে আর ওখানে যে বালুবেলা আছে তাতে পশুগুলি চলতে পারবে। খাঁড়ির ধার ধরে গিয়েছিল বেনিগনো আর জুলিও কিন্তু ওটা নেহাৎই ভাসা-ভাসা, বারোটার মধ্যে ওরা ফিরে এলো। পেছনের দলের সহায়তায় ন্যাটো আর কোকো গেল পেছনে ফেলে-আসা জিনিসগুলির খোঁজে। খচ্চরটাকে পার করে নিয়ে এলো, মেশিনগান বুলেটের বেল্টগুলির একটা পোঁটলা পড়ে রইল।

একটা অসোয়াস্তিকর ব্যাপার ঘটে গেল। চিনো এসে আমাকে বলল ন্যাটো একটা আস্ত ফিলেট (হাড়-ছাড়ানো মাংসের টুকরো) তার সামনে রোষ্ট করে খেয়েছে। দারুণ খেপে গেলাম চিনোর ওপর, ওর এটা নিষেধ করা উচিত ছিল। তদন্ত করার ফলে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে গেল। চিনো ওকে অনুমতি দিয়েছিল কিনা তা ঠিক ধরা গেল না। চিনো চাওয়াতে তার জায়গায় পোম্বোকে নিয়োগ করলাম। তাহলেও চিনোর কাছে ব্যাপারটা কড়াই হলো।

রেডিওতে খবর পাওয়া গেল ব্যরিয়েনটোস জোর গলায় বলেছে যে আমি অনেকদিন আগেই মারা গেছি, যা ঘটছে সব প্রচার। রাত্রের খবরে ওরা বলল আমি জীবিত বা মৃত সে সম্পর্কে যে তথ্য সরবরাহ করতে পারবে তাকে ৫০,০০০ (মার্কিন ডলার ৪,২০০) ডলার দেওয়া হবে। মনে হচ্ছে সেনাবাহিনী ওর সঙ্গে একটা 'মর্মান্তিক কৌতুক' করেছে। সম্ভবত ওরা আমার বর্ণনা দিয়ে এলাকাটাতে মুদ্রিত কাগজ ছড়িয়েছে। রিকোয়েটেরান বলল যে ব্যারিয়েনটোসের প্রস্তাবটা একটা মনস্তত্ত্বগত কৌশল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কেননা গেরিলারা যে নাছোড়বান্দা তা সুপরিচিত এবং তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

পাবলিটোর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। প্রত্যেকের মতো সে-ও যোগাযোগের অভাব বোধ করছে এবং তার মত হচ্ছে আমাদের প্রধান কাজ শহরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা। যাই হোক সে শেষ পর্যন্ত তার 'প্যাট্রিয়া ও মুয়েরটে' সিদ্ধান্তে অবিচল।

১২.৯.৬৭

একটা হাস্যকরুণ ঘটনার মধ্যে দিনের শুরু। ঠিক ছটায় প্রত্যূষের ভেরী বাজার সময় ইউস্টাকিও এসে জানালো যে খাঁড়ির ধার ধরে লোক আসছে। সে আমাদের হাতিয়ার ধরতে বলল, সকলে জড়ো ও প্রস্তুত। এন্টনিও ওদের দেখেছে। আমি কজন আছে জিজ্ঞেস করাতে সে পাঁচটা আঙ্গুল দেখাল। শেষ পর্যন্ত এটা একটা অলীক ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়াল—লড়িয়ে মানুষের কাছে মানসিক দিক থেকে এটা ক্ষতিকর কেননা ওরা একটু পরেই মানসিক বিকার নিয়ে আলোচনা শুরু করল। তখন আমি এন্টনিওর সঙ্গে

কথা বললাম। স্পষ্টতই সে প্রকৃতিস্থ নেই। তার চোখে জল টলটল করছে তবু সে অস্বীকার করল যে সে ভয় পেয়েছে। বলল যে অনিদ্রার ফলে তার এরকম হয়েছে; পাহারার জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ার দরুন ছ'দিন তাকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়েছে। তারপর সেটা আবার অস্বীকার করল। চ্যাপাকো একটা আদেশ অমান্য করেছিল ফলে তাকেও তিনদিনের অতিরিক্ত কাজ দেওয়া হলো। রাত্রে সে আমাকে বলল তাকে অগ্রগামী দলে পাঠিয়ে দিতে কারণ এন্টনিওর সঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারছে না। কিন্তু আমি রাজি হইনি। ইন্টি, লিও আর ইউস্টাকিও খাঁড়ির দিকে গেল খোঁজ খবর নিতে, বহুদূরে যে বিরাট পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে তা পেরিয়ে ওদিকে যাওয়া সম্ভব কিনা। কোকো, আনিকেতো আর জুলিও নদীর উজানের দিকে জঙ্গলের খোঁজে গেল। যদি আমরা ওখানে যেতে পারি তাহলে কোনদিক দিয়ে জন্তু জানোয়ারগুলিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে তারও খোঁজ করবে।

ব্যারিয়েনটোস-এর প্রস্তাব কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে মনে হয়। অন্তত একজন সহৃদয় সাংবাদিকের মতে আমার মতো বিপজ্জনক লোকের জন্যে ৪,২০০ মার্কিন ডলার সামান্য মাত্র। রেডিও হাভানা সংবাদ দিল 'ও এল এ এস' 'ই এল এন'-এর কাছ থেকে একটা সমর্থন সূচক বার্তা পেয়েছে। টেলিপ্যাথিতে (মন-জানাজানিতে) আমার কৃতিত্ব।

১৩.৯.৬৭

সন্ধানীদল ফিরে এলো। ইন্টি আর তার দল সারাদিন কাটিয়েছে খাঁড়ির উজানের দিকে। ওরা ঘুমিয়েছে একটা বেশ উঁচু জায়গায়, খুব শীত সেখানটায়। খাঁড়িটা সামনের একটা পাহাড় থেকে বেরিয়েছে মনে হয়, চলে গেছে সোজা উত্তরে। জন্তু জানোয়ারদের পেরোবার মতো জায়গা নেই এতে। কোকো আর তার কমরেডরা নদী পেরোনোর ব্যর্থ চেষ্টা করল; লা পেসকা নদীর খাতে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে ওদের এগারোটা উঁচু পাহাড় ভাঙতে হয়েছে। ওখানে জীবনের চিহ্ন দেখা গেছে—পোড়া চ্যাকো আর একটা ষাঁড়। যদি ভেলা বাড়িয়ে সকলে একসঙ্গে পার হতে না পারি তাহলে পশুগুলোকে সাঁতারিয়ে পার হতে হবে। তাই করতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

ডারিওর সঙ্গে সে চলে যেতে চায় কিনা তা নিয়ে আমি আলাপ করেছি। প্রথমে সে বলল যে ছেড়ে চলে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু আমি তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছি যে এটা আশ্রয় নেবার জায়গা নয়; যদি সে থাকতে সাব্যস্ত করে তাহলে চিরকালের জন্যে থাকতে হবে। সে রাজী হয়েছে, বলেছে তার ত্রুটিগুলি সে সংশোধন করবে। দেখব আমরা।

রেডিওর একমাত্র সংবাদ দেব্রের বাবাকে গুলি করা হয়েছে আর তাঁর ছেলের কাছ থেকে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে প্রস্তুত সব দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে; অজুহাত হলো যে এগুলি রাজনৈতিক প্রচার পুস্তিকা হিসেবে ব্যবহার করা হবে তা তারা চায় না।

১৪.৯.৬৭

ক্লান্তিকর দিন। সাতটায় মিগুয়েল বেরিয়ে গেল গোটা অগ্রগামী দল আর ন্যাটোকে নিয়ে। ওদের ওপর নির্দেশ আছে ওই দিকে যতটা সম্ভব হেঁটে যাবে তারপর যেখানে পার হওয়া কঠিন সেখানে ভেলা বানাবে। পেছনের দল নিয়ে এন্টনিও ওৎ পেতে থাকল। ন্যাটো আর উইলি জানে যে ছোট গুহাটায় এক জোড়া 'এম-১' লুকোনো থাকল। দেড়টা পর্যন্ত কিছু ঘটল না, আমরা যাত্রা শুরু করলাম।

খচ্চরে চড়ে ওরা এগোতে পারল না। আমার হাঁপানির আক্রমণের সূচনা দেখা দিচ্ছে। লিওর জন্যে আমার খচ্চরটা রেখে আমি পায়ে হেঁটে চললাম। পেছনের দল নির্দেশ পেল তিনটেয় যাত্রা শুরু করার—অবশ্য যদি অন্যরকম নির্দেশ না পায়। প্রায় সেই সময় পাবলিটো এসে খবর দিল যে ষাঁড়টা পার হবার জায়গার সামনে রয়েছে আর ভেলা বানানো হচ্ছে এক কিলোমিটার দূরে। আমি পশুগুলির আসবার অপেক্ষা করলাম, শেষ পর্যন্ত ওদের সাহায্যের জন্যে লোক পাঠাবার পর সোয়া ছটায় ওরা এল। ততক্ষণে খচ্চরেরা পেরিয়ে গেছে (ষাঁড়টা তার আগেই গেছে) আর আমরা ক্লান্ত পদক্ষেপে গেলাম ভেলার কাছে। গিয়ে দেখি বারো জন এখনও এপারে, মাত্র দশজন পেরিয়েছে। ওখানেই আমরা আলাদা আলাদা জায়গায় রাত কাটালাম। আধ-পচা ষাঁড়ের শেষ বরাদ্দটাও ফুরিয়ে গেল।

উচ্চতা = ৭২০ মিটার। মার্চ ২-৩ কিলোমিটার।

১৫.৯.৬৭

এবার আমরা খানিকটা দূর হাঁটলাম—পাঁচ-ছ' কিলোমিটার হবে। কিন্তু আমরা লা পেসকা নদীতে গিয়ে পৌঁছোতে পারিনি। পশুগুলিকে দুবার পার করতে হয়েছে, একটা খচ্চর পেরোতে চায়নি। আরও একটা রয়েছে দেখতে হবে খচ্চরটা পারে কিনা।

রেডিওতে লয়োলার গ্রেফতারের খবর দিয়েছে। ফটোগুলির দোষেই আমাদের শেষ ষাঁড়টাও ঘাতকের হাতে নিহত। উপায় কি?

উচ্চতা = ৭৮০ মিটার।

১৬.৯.৬৭

দিনটা কাটল ভেলা তৈরি করে নদী পেরোতে। আমরা প্রায় পাঁচশো মিটার হেঁটে শিবিরে গেলাম। ওখানে একটা ছোট ঝর্ণা আছে। পার হওয়া গেল নির্বিঘ্নে একটা ভালো ভেলায় করে, দুপাড় থেকে দড়ি বেঁধে টানতে হলো। পরে যখন অর কেউ ছিল না সে সময় এন্টনিও আর চ্যাপাকোতে আর এক দফা হয়ে গেল। এন্টনিও তাকে অপমান করার জন্য চ্যাপাকোকে ছ'দিনের সাজা দিল। যদিও এটা ঠিক হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই তথাপি এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি। সে রাত্রে আর একটা অভিযোগের ঘটনা ঘটল—ইউস্টাকিও বলল যে ন্যাটো একজনের বাড়তি খাবার খেয়েছে। দেখা গেল এটা লুকোনো জায়গা থেকে কিছু শক্ত পশু চর্বি। খাবার নিয়ে আর একটা দুঃখের ব্যাপার ঘটল। ডাক্তার একটা ছোট্ট সমস্যা নিয়ে এলো

আমার কাছে—তার অসুস্থতা আর জুলিওর কিছু মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এ সম্পর্কে অন্যদের মতামত। ব্যাপারটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না।

উচ্চতা = ৮২০ মিটার।

১৭.৯.৬৭

দাঁত তোলার দিন। আমি আর্টুরো আর চ্যাপাকোর দাঁত তুলে দিলাম। মিগুয়েল নদী পর্যন্ত খোঁজ খবর নিতে গেল আর বেনিগনো গেল সুঁড়িপথ ধরে। ওরা বলল যে খচ্চরদের নিয়ে যাওয়া চলবে কিন্তু তার জন্যে ওদের সাঁতার কাটতে হবে, নদী পেরোতে হবে বারবার। পাবলিটোর জন্যে একটু ভাত রাঁধা হলো, আজ ও বাইশ বছরে পা দিয়েছে। গেরিলাদের মধ্যে ওই সকলের ছোট।

রেডিওর একমাত্র খবর বিচার স্থগিত রাখা হয়েছে আর লয়োলা গুজমানের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে।

১৮.৯.৬৭

সাতটায় যাত্রা শুরু হলো। অচিরেই মিগুয়েল এসে খবর দিল বাঁকের মুখে তিনজন কৃষককে দেখা গেছে। আমরা জানি না ওরা আমাদের দেখেছে কিনা, কাজেই ওদের আটক করবার আদেশ দেওয়া হলো। চ্যাপাকো অনিবার্য এক দৃশ্যের অবতারণা করল, অভিযোগ করল আর্টুরো তার ম্যাগাজিন থেকে পনেরটি বুলেট চুরি করেছে। লোকটা হতভাগ্য। একমাত্র ভালো ব্যাপার হচ্ছে যদিও কিউবানদের সঙ্গে ওর বাধে, বলিভিয়ানদের কেউ ওর কথায় কর্ণপাত করে না। খচ্চরগুলো না সাঁতরে সারাদিন হাঁটল কিন্তু একটা গিরিসংকট পেরোতে গিয়ে কালো খচ্চরটা হাত ছেড়ে পালাতে গেল আর গড়িয়ে পড়ল পঞ্চাশ মিটার নিচে, পড়ে আঘাত পেল। চারজন কৃষক যখন তাদের ছোট ছোট গাধাগুলি নিয়ে উজানের দিকে এক লীগ দূরের নদী পিরেপাণ্ডির দিকে যাচ্ছিল তখন তাদের বন্দী করা হলো। ওদের কাছে জানা গেল আলাডিনো গুটিয়ারেজ তার দলবল নিয়ে রিও গ্রান্ডের ধারে শিকার করছে, মাছ ধরছে। বেনিগনো নিজেকে দেখতে দিয়ে আর ওকে, ওর স্ত্রীকে এবং আর একজন কৃষককে চলে যেতে দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। এটা শুনে আমার রক্ত টগবগ করে উঠল। আমি এটাকে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ বলে আখ্যা দিলাম; এতে বেনিগনো কেঁদে আকুল হলো। কৃষকদের বলে দেওয়া হলো আগামীকাল আমাদের সঙ্গে তাদের এখান থেকে ছ-আট লীগ দূরে জিতানোতে যে খামারে তারা বাস করে সেখানে যেতে হবে। আলাডিনো আর তার স্ত্রী বেশ ধড়িবাজ, ওদের কাছ থেকে খাবার কিনতে গেলে প্রচুর দাম দিতে হলো। রেডিও সংবাদ দিল "গেরিলারা প্রতিশোধ নেবে এই আশংকায়" লয়োলা দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে; আর নিজেরা জড়িত না থাকলেও আমাদের প্রতি অন্তত সহানুভূতিশীল কয়েকজন শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। মনে হচ্ছে ওরা লয়োলার বাড়ি থেকে অনেক কিছু নিয়ে গেছে এবং সব কিছুর মূলে যদি গুহার সেই ফটোগুলি থেকে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছুই নেই।

সন্ধ্যায় একটা ছোট প্লেন এলাকাটার উপর দিয়ে উড়ে গেল। সন্দেহজনক। উচ্চতা = ৮০০ মিটার।

১৯.৯.৬৭

আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলাম না কারণ কৃষকরা তাদের পশুগুলোকে খুঁজে পেল না। তারপর একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আমরা আমাদের বন্দীদল নিয়ে বেরোলাম। মোরের সঙ্গে আমরা আস্তে আস্তে হাঁটলাম, তারপর নদীর ধারে থামবার জায়গায় গিয়ে যখন পৌঁছোলাম তখন খবর পেলাম আরও তিনজনকে বন্দী করা হয়েছে এবং অগ্রগামী দল এইমাত্রই চলে গেছে। আশা করা যাচ্ছে দু'লীগ দূরের আখ খেতে গিয়ে পৌঁছে যাবে। দীর্ঘ দূরত্ব, প্রথম দু'লীগ যতখানি মনে হয়েছিল। রাত প্রায় ন'টায় আমরা মাঠে গিয়ে পৌঁছোলাম, দেখা গেল ওটা শুধু একটা আখের খেত। পেছনের দল এসে পৌঁছোল রাত ন'টায়।

ইন্টির সঙ্গে খাবার সম্পর্কে তার কিছু কিছু দুর্বলতা নিয়ে আমার আলাপ হলো। সে বিরক্তর সঙ্গে এর সত্যতা স্বীকার করল এবং বলল যে যখন আমরা একসঙ্গে থাকব তখন সে প্রকাশ্যে আত্মসমালোচনা করবে। কিন্তু সে অভিযোগগুলি অস্বীকার করল। আমরা ১৪৪০ মিটার উচ্চতা পেরিয়ে এসেছি, এখন আছি এক হাজার মিটার ওপরে। এখানে থেকে লুসিটানো যেতে তিন ঘণ্টা লাগে, হতাশাগ্রস্তদের মতে বোধ হয় চার ঘণ্টা। তারপর আমরা পর্ক (শূকরের মাংস) খেলাম আর যারা মিষ্টি ভালবাসে তারা প্রাণভরে চাংকাকা খেল।

রেডিওতে বারবার লয়োলা ঘটনা বলে যাচ্ছে আর বলছে শিক্ষকদের পুরো ধর্মঘটের খবর। হিগুয়েরসের যে হাই স্কুলে একজন শিক্ষক-বন্দী কাজ করত সেই স্কুলের ছাত্ররা অনশন ধর্মঘট করেছে। আর তৈলশিল্পের মালিকানার বিরুদ্ধে তৈল শ্রমিকরা ধর্মঘটের জন্যে প্রস্তুত। কালের গতি। আমার কালি ফুরিয়ে গেছে।

২০.৯.৬৭

সন্ধ্যে নাগাদ লুসিটানোর খামার বাড়িতে পৌঁছোবার উদ্দেশ্যে আমি বেলা তিনটেয় বেরোব ঠিক করলাম। কারণ ওরা বলল তিন ঘণ্টায় স্বচ্ছন্দেই পৌঁছোনো যাবে। কিন্তু কতকগুলি সমস্যা দেখা দেওয়ায় বেরোতে পাঁচটা হয়ে গেল এবং পাহাড়ের ওপরে গাঢ় অন্ধকার আমাদের আচ্ছন্ন করল। ষ্টর্ম (ঝড়ের সময় ব্যবহৃত) ল্যাম্প জ্বেলেও আমরা এগারোটার আগে আলাডিনো গুটিয়ারেজের বাড়ি পৌঁছোতে পারলাম না। এটা একটা মাটকোটা ছাড়া আর কিছু না। আমরা কিছু সিগারেট আর অন্য কিছু খুচরো জিনিস ছাড়া কাপড়চোপড় কিছু পেলাম না। একটু ঝিমিয়ে নিয়ে রাত তিনটেয় আমরা আল্টো সেকোর উদ্দেশ্যে বেরোলাম, ওরা বলল এটা চার লীগ দূরে। আমরা মেয়রের টেলিফোনটা নিয়েছিলাম। কিন্তু দেখা গেল এটা কয়েক বছর ধরে অকেজো। তাছাড়া লাইনও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মেয়রের নাম ভার্গাস। অল্পদিন আগে সে এই পদ পেয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর রেডিওতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ১৮০০ মিটার ওপরে উঠেছি, লুসিটানো ১৪০০ মিটার ওপরে।

খামার বাড়ি গিয়ে পৌঁছোতে আরও প্রায় দু'লীগ হাঁটতে হলো।

২১.৯.৬৭

রাত তিনটের আগে যে পথের সন্ধান পেয়েছিলাম সেই পথে আমরা এগোলাম ফুটফুটে চাঁদের আলোয়। প্রায় ন'টা অবধি হাঁটলাম। এর মধ্যে কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। ২০৪০ মিটার উচ্চতা পেরিয়ে এসেছি। এ পর্যন্ত যত উঁচুতে উঠেছি তার মধ্যে এই হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু জায়গা। সে সময় পথে আমরা দুটো খচ্চর বাহিনীকে পেয়ে গেলাম। ওরা আমাদের আল্টো সেকোর পথ দেখিয়ে দিল। তখনও তা দু'লীগ দূরে। রাতের কিছু অংশ ও সকালের কিছু অংশ দু'লীগ হাঁটতেই কেটে গেল। তরাই-এর দিকে প্রথম দুটো বাড়িতে পৌঁছে আমরা কিছু খাবার দাবার কিনে মেয়রের বাড়িতে খাওয়া সারতে গেলাম। তারপর গেলাম পিরেমিনি (১৪০০ মিটার উঁচু) নদীর ধারে জলবিদ্যুৎ-চালিত একটা আটাকলে। লোকেরা ভয়ে আমাদের এড়িয়ে যেতে চাইল। আমাদের সীমাবদ্ধ সচলতার জন্যে অনেক সময় নষ্ট হলো। আল্টো সেকো পর্যন্ত দু'লীগ যেতে আমাদের সোয়া বারোটা থেকে পাঁচটা বাজল।

২২.৯.৬৭

আমরা মধ্যবর্তী দল আল্টো সেকোয় পৌঁছে দেখি মেয়র কালকে বেরিয়ে গেছে, সম্ভবত আমরা কাছাকাছি আছি সেটা জানিয়ে দিতে। প্রতিশোধ হিসেবে আমরা ওর বাড়িতে যা পেলাম সব নিয়ে নিলাম। আল্টো সেকো ১৯০০ মিটার ওপরে পঞ্চাশটি বাড়ির একটা ছোট্ট গ্রাম। ভয় এবং কৌতূহল মিশ্রিত সম্বর্ধনা পেলাম আমরা। রসদ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে গেল। আমাদের শিবির করা হয়েছিল জলাশয়ের কাছে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে। অচিরেই সেখানে বেশ ভালো রকমের রসদপত্র এসে গেল। ভ্যালে গ্রান্ডে থেকে যে ছোট ট্রাকটা আসবার কথা ছিল সেটা এসে পৌঁছোয়নি। তার অর্থ মেয়র যে আমাদের সম্পর্কে খবর দিতে গেছে সেটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। ওর স্ত্রীর কান্নাকাটি আমাকে সহ্য করতে হলো—সে ঈশ্বরের আর তার ছেলেমেয়েদের নাম করে দাম চেয়ে চ্যাঁচামেচি করল। আমি রাজী হলাম না। রাত্রি বেলায় স্থানীয় স্কুলে (প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রেড) একদল বিমূঢ় ও চুপচাপ থাকা কৃষকের সামনে ইন্টি একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিল; আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্য ও সুযোগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলল। শিক্ষক মশাই-ই একমাত্র মাঝখানে একবার প্রশ্ন করেছিল আমরা শহরেও লড়ব কিনা। ধূর্ত কৃষক আর আইনবিদের বালকসুলভ সারল্যের সংমিশ্রণে লোকটা তৈরি। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সে অনেক প্রশ্ন করল। বয়স্ক একটি ছেলে আমাদের পথ দেখাতে রাজী হলো, কিন্তু শিক্ষকটির সম্পর্কে সে সতর্ক করে দিল—ও নাকি শেয়ালের মতো ধূর্ত। দেড়টায় বেরিয়ে আমরা সান্টা এলিনায় পৌঁছোলাম দশটায়।

উচ্চতা = ১৩০০ মিটার।

ব্যারিয়েনটোস এবং ওভান্ডো একটা সংবাদিক সম্মেলন ডেকে দলিলপত্র থেকে সব তথ্যপ্রমাণ হাজির করল: দাবি করল যোয়াকিনের দল উৎখাত হয়ে গেছে।

২৩.৯.৬৭

জায়গাটা একটা চমৎকার কমলালেবুর বাগান, এখনও বেশ ফল রয়েছে। দিনটা কাটল বিশ্রাম করে আর ঘুমিয়ে তবে কড়া নজর রাখারও দরকার ছিল। একটায় উঠে দুটোয় আমরা লোমা লার্গার দিকে বেরোলাম। পৌঁছোলাম ভোরবেলা। ১৮০০ মিটার উঁচু দিয়ে পেরোলাম। লোকেদের পিঠে প্রচুর বোঝা কাজেই গতি হলো মন্থর। বেনিগনোর রান্না খেয়ে আমার বদহজম হয়েছে।

২৪.৯.৬৭

লোমা লার্গা নামের খামারবাড়িতে এলাম। আমার লিভারের উপসর্গ দেখা দিয়েছে, বমি করছি। দীর্ঘপথ হাঁটা হয়েছে, বিশেষ কোনো লাভ হয়নি, লোকগুলো নেতিয়ে পড়েছে। পুজিওতে যাবার রাস্তার মোড়ে রাতটা কাটাব ঠিক করেছি। একটা শুয়োর মারা হলো। সসটেনেস ভার্গাস এটা বিক্রি করেছিল—ও-ই একমাত্র কৃষক যে তার বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। অন্যেরা আমাদের দেখে পালিয়ে যায়।

উচ্চতা = ১৪০০ মিটার।

২৫.৯.৬৭

আমরা সকাল করে পুজিওতে পৌঁছোলাম। কিন্তু কিছু লোক আমাদের আগের দিন নিচেয় দেখতে পেয়েছে। আমাদের কথা নিশ্চয়ই "রেডিও বেম্বা"তে ঘোষণা করছে। পুজিও ওপরের একটা ছোট খামার। যেসব লোক প্রথমে আমাদের দেখতে পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল পরে তারা কাছে এল এবং আমাদের বেশ আপ্যায়ন করল। চুকিসাকার সেরানো থেকে একজন ক্যারাবিনিয়ার (ক্ষুদ্র বন্দুকধারী সৈনিক) এসেছিল তার ঘাতককে গ্রেফতার করতে। সে খুব সকালে চলে গেল। আমরা যে জায়গাটায় আছি সেখানে তিনটে বিভাগ এসে মিলেছে। খচ্চর নিয়ে হাঁটা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তবে আমি চেষ্টা করছি ডাক্তারকে যতটা সম্ভব ভালোভাবে নিয়ে যেতে কারণ ও এখনও খুব দুর্বল। কৃষকরা বলল তারা গোটা তল্লাটে সৈন্যবাহিনীর থাকা সম্বন্ধে কিছু জানে না। অনেকখানি হেঁটে আমরা গিয়ে পৌঁছোলাম (ফাঁকায়), ঘুমোলাম রাস্তার পাশে। কেননা মিগুয়েলকে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা সে করেনি। হিগুয়েরাস-এর মেয়র এলাকাতেই আছে, সান্ত্রীকে আমরা আদেশ দিলাম ওকে বন্দী করতে।

উচ্চতা = ১৮০০ মিটার।

ইন্টি আর আমি কাম্বার সঙ্গে কথা বলেছি। ও আমাদের সঙ্গে হিগুয়েরা অবধি

যেতে রাজী। ওটা পুকারার কাছাকাছি। ওখান থেকে সে সান্টাক্রুজ যাবার চেষ্টা করবে।

২৬.৯.৬৭

পরাজয়। ভোরে আমরা পিকাচোতে পৌঁছোলাম। ওখানে তখন সকলে উৎসব করছিল (আমরা এ পর্যন্ত যত উঁচুতে উঠেছি তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু —২২৮০ মিটার)। কৃষকরা আমাদের সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করল। ওভাডো যদিও বলেছে যে যেকোনো মুহূর্তে আমাকে ধরে ফেলতে পারে, কিন্তু তাতে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে আমরা চলতে থাকলাম। হিগুয়েরায় পৌঁছোবার পর সব পাল্টে গেল: পুরুষরা সব পালিয়ে গেছে, আছে কয়েকজন মাত্র স্ত্রীলোক। কোকো টেলিগ্রাফ ভবনে গেল। ওখানে টেলিফোন আছে। সেখান থেকে বাইশ তারিখের একটা খবর নিয়ে এলো যাতে ভ্যালে গ্রান্ডের সাব প্রিফে* (পুলিশের সহকারী কর্তা) মেয়রকে জানিয়েছে যে এলাকায় গেরিলাদের উপস্থিতির সংবাদ আছে। যেকোন সংবাদ যেন ভ্যালে গ্রান্ডেতে পাঠানো হয়, সেখানে ওরা পাঠাবার খরচা দেবে। লোকটি পালিয়ে গেছে কিন্তু তার স্ত্রী জোর দিয়ে বলল যে ওরা আজ কথাবার্তা বলেনি কারণ পরের শহর জাগুয়েতে আজ একটা উৎসব আছে। একটায় অগ্রগামী দল জাগুয়েতে পৌঁছোবার চেষ্টায় বেরোল, সেখানে গিয়ে ডাক্তার আর খচ্চরদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একটু বাদে আমি শহরের একমাত্র লোকটির সঙ্গে কথা বললাম। ও খুব ভয় পেয়েছে। যখন কথা বলছিলাম সেই সময় এক কাকা-ব্যবসায়ী এসে হাজির হলো। সে বলল যে সে ভ্যালে গ্রান্ডে আর পুকারা হয়ে আসছে, কোনোকিছু তার নজরে পড়েনি। লোকটা অত্যন্ত নার্ভাস (একটুতে ঘাবড়িয়ে গেল)। তার কারণ নাকি আমাদের উপস্থিতি। যদিও ওরা আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছে তবু আমি ওদের ছেড়ে দিলাম। দেড়টা নাগাদ যখন পাহাড়ের চূড়োর দিকে এগোচ্ছি সেই সময় পাহাড়ের ওপরকার সমতল জায়গা থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল আমাদের লোকেরা চোরাগোপ্তা আক্রমণের মুখে পড়েছে। ছোট শহরটাতে আমি প্রতিরক্ষা সংগঠিত করে জীবিতদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক করে রাখলাম রিও গ্রান্ডের দিককার একটা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। কয়েক মুহূর্ত পরে আহত বেনিগনো এসে পৌঁছোল, তারপর এল আনিকেতো আর পাবলিটো। পাবলিটোর পায়ের অবস্থা সাংঘাতিক। মিগুয়েল, কোকো আর জুলিও গুলিবিদ্ধ হয় পড়ে গিয়েছে, কাম্বা তার বোঁচকা ফেলে পালিয়েছে। পশ্চাৎ বাহিনী দ্রুত পথ ধরল, পেছনে আমি। তখনও দুটো খচ্চরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। পেছনে যারা ছিল তাদের ওপর খুব কাছে থেকে গুলি চলল, ফলে বিলম্ব ঘটে গেল; আর ইন্টি যোগাযোগ হারিয়ে ফেলল। কোনমতে ওৎ পেতে থেকে ওর জন্যে আধঘন্টা অপেক্ষা করা হলো। পাহাড় থেকে যখন আরও গুলি আসতে লাগল তখন আমারা ঠিক করলাম ওকে পেছনে ফেলে রেখেই চলে যাব। কিন্তু একটুকালের পরে ও আমাদের কাছে ফিরে এল। সেই সময় আমাদের নজরে এল লিও অদৃশ্য হয়েছে। ইন্টি বলল আমরা যে গিরিখাতের ভেতর দিয়ে চলে এসেছি সেখানে ওর

বোঁচকাটা সে দেখেছে। আমরা দেখতে পেলাম গিরিসংকটের ভেতর দিয়ে একটা লোক দ্রুত চলে যাচ্ছে—সিদ্ধান্ত করলাম ও-ই যাচ্ছে। ওদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আমরা খচ্চরদের গিরিখাতটি ধরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা পরে অন্য একটা গিরিখাত ধরে এগোলাম। এর জলটা তেতো। আর এগোনো অসম্ভব। কাজেই বারোটায় শুতে গেলাম।

২৭.৯.৬৭

ওপরে চড়বার একটা জায়গার খোঁজে আমরা রাত ন'টায় যাত্রা শুরু করলাম। সকাল সাতটায় একটা জায়গা পাওয়া গেল, তবে আমরা যেটা চাইছিলাম তার উল্টো দিকে। সামনে একটা ন্যাড়া পাহাড়, নিরাপদ বলেই মনে হলো। আমরা আরও একটু উঠে একটা পাতলা বনের মধ্যে গেলাম যাতে বিমান আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। সেখানে আবিষ্কার করা গেল পাহাড়টাতে একটাতে একটা সরু পথ আছে, সারাদিন কেউ সে পথে যায়নি। সন্ধে বেলায় একজন কৃষক আর একজন সেপাই উঠে এল পাহাড়ের প্রায় মাঝামাঝি। সেখানে খানিকক্ষণ লাফঝাঁপ করল, আমাদের দেখতে পেল না। আনিকেটো সবে এসেছে খোঁজ খবর নিয়ে। সৈন্যদের একটা বেশ বড় দলকে দেখতে পেয়েছে কাছাকাছি একটা বাড়িতে। এটাই আমাদের সবচেয়ে সহজ রাস্তা ছিল, এখন সে রাস্তায় যাওয়ায় বাধা জন্মাল। সকালবেলায় দেখতে পেলাম সৈন্যবাহিনীর একটা দল কাছাকাছি একটা পাহাড়ে চড়ছে, রোদে তারা চকচক করছে। পরে দুপুরবেলায় ইতস্তত গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল, কয়েকটা শেল ফাটল আর আরও গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার শোনা গেল "ওই যে ওখানে", "ওখান থেকে বেরিয়ে এসো", "তুমি বেরিয়ে আসবে কিনা"। লোকটার ভাগ্যে কি হলো জানতে পারলাম না, তবে ধরে নেওয়া হলো ও কাম্বা-ই হবে হয়তো।

সন্ধেয় আমরা ওপাশের জলের ধারে নামবার চেষ্টায় বেরোলাম। একটা বনে এলাম—এটা আগেরটার চেয়ে ঘন। আগের গিরিখাতেই জলের খোঁজ করতে হবে কেননা একটা খাড়া পাহাড়ের জন্যে এখানে জলের খোঁজ করা যাবে না।

রেডিও খবর দিল গ্যালিন্ডো কোম্পানির সঙ্গে আমার এক সংঘর্ষে তিনটি মৃতদেহ আমরা ফেলে এসেছি। সনাক্ত করার জন্যে সেগুলিকে ভ্যালে গ্রান্ডেতে পাঠানো হয়েছে। মনে হচ্ছে কাম্বা আর লিওকে ধরতে পারেনি। এবারে আমাদের ক্ষতিটা হয়েছে গুরুতর। কোকোকে হারানোটাই সবচেয়ে শোচনীয়, মিগুয়েল আর জুলিও ছিল অতুলনীয় সংগ্রামী। মানুষ হিসেবে তিনজনেরই মূল্য সমস্ত প্রশংসার উর্ধ্বে। লিওর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।
উচ্চতা = ১৪০০ মিটার।

২৮.৯.৬৭

উদ্বেগপূর্ণ দিন। এক সময় মনে হয়েছিল এটাই বোধ হয় আমাদের শেষ দিন। খুব সকালে জল এল। আর প্রায় তখনি ইন্টি আর উইলি বেরোল গিরিখাতের দিকে আর একটা

সম্ভাব্য উতরাই-এর খোঁজে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল কারণ সামনের গোটা পাহাড়টা জুড়ে একটা সুঁড়িপথ এবং একজন কৃষক ঘোড়ায় চড়ে সে পথে যাচ্ছে। আমাদের সামনে ছেচল্লিশ জন সেপাই, পিঠে বোঁচকা ঝোলানো। বারোটায় আর একটা দল এলো। এতে আছে সাতাত্তর জন। এর উপর, সেই মুহূর্তে দূরে গুলির আওয়াজ হলো, সৈন্যরা তাদের জায়গা নিল। অফিসার ওদের আদেশ দিল গিরিসংকটে নেমে যেতে, ওটা নিশ্চয় আমাদেরটা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু শেষে ওরা বেতারে যোগাযোগ করল এবং সম্ভবত সন্তুষ্ট হয়েই আবার চলতে আরম্ভ করল। ওপর থেকে আক্রমণ হলে আমাদের এই আশ্রয়স্থলে আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না এবং যদি ওরা আমাদের খোঁজ পেয়ে যেতো তাহলে পালাবার বিশেষ কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পেছনে-পড়া একটা সেপাই একটা ক্লান্ত কুকুরকে টেনে নিয়ে গেল, ওটাকে ওরা হাঁটাবেই। খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এল এক কৃষক, তারপর আর কিছু ঘটল না। তবে সে মুহূর্তে গুলিতে যে বিপদের সংকেত পাওয়া গেছে তা খুব জোরই। সৈন্যরা সকলে তাদের বোঁচকা নিয়ে চলে গেল। মনে হচ্ছে ওরা সরে পড়ল। ছোট্ট বাড়িটাতে রাত্রে কোনো আগুন দেখা গেল না; ওরা সচরাচর সন্ধেবেলায় যেরকম গুলি চালায় সেরকম কোনো গুলির শব্দও শোনা গেল না। কাল সারাদিন আমরা খামারে খোঁজখবর করব। সামান্য বৃষ্টি হয়ে গেল কিন্তু এতে আমাদের পায়ের চিহ্ন মুছে যাবে বলে মনে হয় না।

রেডিওতে কোকোর সনাক্তকরণের খবর ও জুলিও সম্পর্কে গোলমেলে খবর পাওয়া গেল। মিগুয়েলকে ওরা গুলিয়ে ফেলেছে এন্টনিওর সঙ্গে, ম্যানিলাতে ওর অবস্থানের কথা জানালো। গোড়ায় আমার মৃত্যুর খবর রটিয়েছিল পরে তা প্রত্যাহার করে নিল।

২৯.৯.৬৭

আরেকটা উত্তেজনাবহুল দিন। অভিযান : ইন্টি আর আনিকেটো বাড়িটাতে সারাদিন পাহারা দেবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। খুব সকালে রাস্তায় যাতায়াত শুরু হলো, মাঝ-সকাল নাগাদ সৈন্যবাহিনী বোঁচকা ছাড়াই দুদিকেই চলতে লাগল। অন্যেরাও নিচে থেকে গাধা নিয়ে এল, পরে সেগুলি বোঝাই হয়ে ফিরল, সোয়া ছ'টায় ইন্টি এসে খবর দিল যে ষোলজন সেপাই নিচে নেমেছিল তারা গিয়ে চ্যাকোতে ঢুকেছে, তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। বোধ হয় ওখানে গাধাগুলিকে বোঝাই করা হচ্ছে। সে যে খবর দিল তাতে এই রাস্তাটায় যাব কিনা ঠিক করা মুশকিল—অথচ রাস্তাটা দিয়ে যাওয়া সবচেয়ে সহজ আর যুক্তিযুক্ত; কেননা ওপথে সৈন্যদের ওৎ পেতে থাকার সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া বাড়িতে কুকুর রয়েছে—ওরা আমাদের উপস্থিতির খবর জানিয়ে দেবে। আগামীকাল দুজন সন্ধানী বেরিয়ে পড়বে—একজন আগেকার জায়গায়, অপরজন পাহাড়ের ওপরকার সমতলে যতদূর সম্ভব যাবার চেষ্টা করবে। দেখবে সেপাইরা যে পথ ধরে যায় সেই রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে বেরোবার কোনো রাস্তা আছে কিনা।

রেডিও কোনো সংবাদ দিল না।

৩০.৯.৬৭

আরেকটা উত্তেজনাপূর্ণ দিন। সকালবেলা চিলির রেডিও বালমাসেডা ঘোষণা করল যে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন মহল বলেছে যে তারা এক গিরিসংকটে চে গুয়েভারাকে আটক করে ফেলেছে। সেখানে প্রচণ্ড জঙ্গল। স্থানীয় বেতার কেন্দ্রগুলো নীরব। মনে হচ্ছে এটা বিশ্বাসঘাতকতা, তা নাহলে এ অঞ্চলে আমাদের উপস্থিতির নিশ্চিত সংবাদ কিভাবে পেতে পারে? একটু পরেই এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত সেনাবাহিনীর গতিবিধি শুরু হয়ে গেল। বারোটায় ওদের চল্লিশজন চলে গেল—আলাদা ভাগে ভাগ হয়ে। তাদের হাতিয়ার নিয়ে তারা প্রস্তুত। গিয়ে থামল ছোট বাড়িটায় যেখানে ওরা শিবির করেছিল। এমন পাহারার ব্যবস্থা করল, যা লোকে ঘাবড়ে গিয়ে করে। আনিকেটো আর প্যাচো এই খবরটা দিল। ইন্টি আর উইলি খবর নিয়ে এল রিও গ্রান্ডে এখান থেকে সোজা নাক বরাবর দুই কিলোমিটার। ওখানে গিরিসংকটের ওপরের দিকে তিনটে বাড়ি আছে—যেখানে কোনো দিক থেকে আমাদের দেখতে পাওয়া যাবে না; সেখানে আমরা শিবির স্থাপন করতে পারব। জল পাওয়া গেল। আর রাত দশটায় আমরা এক ক্লান্তিকর নৈশ অভিযানে বেরোলাম। চিনো অন্ধকারে আদৌ হাঁটতে পারছে না, ফলে দেরি হয়ে গেল। বেনিগনো দিব্যি সুস্থ কিন্তু ডাক্তার এখনও সেরে ওঠেনি।

মাসিক সমীক্ষা

এ মাসটায় প্রায় সব সামলে নেওয়া যেতো আর হয়েও এসেছিল প্রায় তাই। কিন্তু এই সময়টাতেই মিগুয়েল, কোকো আর জুলিও চোরাগোপ্তা আক্রমণে মারা পড়ে সব তছনছ করে দিল। লিওকে হারানো ছাড়াও আমাদের অবস্থা হয়ে উঠল বিপজ্জনক। কাম্বা সম্পর্কে লাভই হয়েছে।

ছোটখাটো সংঘর্ষে আমরা একটা ঘোড়া মেরেছি, হতাহত করেছি একজন সৈনিককে আর উর্বানোর সঙ্গে গুলি বিনিময় হয়েছে একটা পাহারাদার দলের। এছাড়া হয়েছে লা হিগুয়েরার অলক্ষুণে চোরাগোপ্তা আক্রমণ। খচ্চরগুলিকে আমরা পেছনে ফেলে এসেছি আর আমার বিশ্বাস যে যদি আমার হাঁপানিটা আবার চাড়া না দেয় তাহলে ওরকম জন্তু জানোয়ার আর বহুদিন পাব না।

অপরপক্ষে অন্যদলের খবর সত্যি বলেই মনে হচ্ছে এবং শেষ হয়ে গেছে বলেই ধরে নিতে হয়। অবশ্য এ হতে পারে যে সৈন্যদলের সাথে সংযোগ এড়িয়ে একটা ছোট দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ এক সঙ্গে সাত জনের মৃত্যুর খবর হয়তো মিথ্যে, না হলেও অতিরঞ্জিত।

বৈশিষ্ট্যগুলি সব আগের মাসের মতোই, তফাৎ শুধু এই, সৈন্যবাহিনীর কর্মতৎপরতা আরও বেড়েছে। আর কৃষকজনতা আমাদের আদৌ কোনো সাহায্য তো করছেই না বরঞ্চ গোয়েন্দার কাজ করছে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে পালিয়ে

গিয়ে আরও নিরাপদ জায়গার খোঁজ করা এবং সংযোগ পুনঃস্থাপন করা, যদিও অবশ্য সব ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে লা পাজে, ওখানেও ওরা আমাদের বেদম আঘাত হেনেছে। বাকিদের মনোবল অক্ষুণ্ণই আছে। আমার একমাত্র সন্দেহ উইলিকে নিয়ে। আমি যদি ওর সঙ্গে কথা না বলি তাহলে ও হয়তো কয়েকটা সংঘর্ষের সুযোগে নিজেই পালিয়ে যাবে।

উচ্চতা = ১৬০০ মিটার।

টীকা

১। অ্যামবুল = চোরাগোপ্তা আক্রমণ।

২। চ্যাকো = চাষকরা শাকসব্জীর খেত।

অক্টোবর

১.১০.৬৭

মাসের প্রথম দিনটা এমনিই কেটে গেল, নতুন কোনো ঘটনা ঘটল না। ভোরবেলা আমরা একটা অগভীর ঝোপে এসে পৌঁছোলাম, বিভিন্ন প্রবেশপথে সান্ত্রী বসিয়ে আমরা এখানে শিবির স্থাপন করলাম। চল্লিশ জন সৈন্যবাহিনীর লোক কয়েকটা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে একটা গিরিখাতের পথে চলে গেল, ওটা আমরা দখল করব ভেবে রেখেছিলাম। দুটোয় শেষ গুলির শব্দ শোনা গেল; ছোট বাড়িটাতে কেউ আছে মনে হলো না, অবশ্য উরবানো পাঁচজন সেপাইকে আসতে দেখেছে—ওরা কোনো নির্দিষ্ট পথ ধরে আসছিল না। আমি ঠিক করলাম এখানে আরও একদিন থাকব কারণ জায়গাটা ভালো এবং এখান থেকে শত্রু সৈন্যদের গতিবিধি দেখতে পাওয়া যায় বলে পিছু হটা যাবে নির্বিঘ্নে। ন্যাটো, ডারিও আর ইউস্টাকিওকে নিয়ে প্যাচো বেরিয়ে গেল জলের খোঁজে, ফিরল রাত নটায়। চাপাকো পিঠে বানালো আর আমরা 'চারকুই' ভাগ করে খেলাম, ক্ষিদেটা কিছু মিটল। কোনো খবর নেই।

২.১০.৬৭

এন্টনিও।

সারাদিনের মধ্যে সৈন্যদলের টিকিটিও দেখা গেল না কিন্তু ভেড়া-চরানো কুকুরেরা আমাদের শিবিরের পাশ দিয়ে কিছু খুদে ছাগলকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল, যাবার সময় সেগুলো ডেকে উঠল। আমরা ঠিক করলাম গিরিখাতের নিকটতর কোনো চ্যাকোর পাশ দিয়ে যাবার চেষ্টা করব এবং সন্ধে ছটায় নামতে শুরু করলাম। পার হবার আগে স্বচ্ছন্দে পৌঁছিয়ে রান্না করবার প্রচুর সময় হাতে। শুধু ন্যাটো কোথায় হারিয়ে গেল। চলবার নেশায় তার মন ছিল আচ্ছন্ন। যখন ফেরা ঠিক হলো তখন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, রাতটা কাটাতে হলো ওপরে—রান্না করা গেল না, জল খাওয়া গেল না। রেডিওতে ৩০ তারিখে সৈন্যবাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন দলে মোতায়েনের কারণ বিশ্লেষণ করা হলো; লা ক্রুজ ডেল সুরের সংবাদ, সৈন্যবাহিনী জানিয়েছে আত্রা ডেল কুইনলে আমাদের একটা ছোট দলের সঙ্গে ওদের সংঘর্ষ হয়েছে, কোনো তরফেই কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, অবশ্য ওরা বলেছে

যে আমাদের পালাবার পথে ওরা রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে। ঐ সংবাদেই জানা গেল দলে ছ'জন লোক ছিল।

৩.১০.৬৭

দীর্ঘদিন, অপ্রয়োজনে তীব্র; মূল শিবিরে পৌঁছোবার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে এমন সময় উরবানো এসে খবর দিল সে শুনেছে কয়েকজন কৃষক যেতে যেতে বলছে: "এরাই কাল রাত্রে কথা বলছিল," আমরা তখন রাস্তায়। সাংবাদটা বেঠিক বলে মনে হলো, তবু সম্পূর্ণ সত্য বলে ধরে নিয়েই এগোতে হবে ঠিক করলাম এবং তৃষ্ণা না মিটিয়েই পাহাড়ের ওপরকার সমতল জায়গায় গিয়ে চড়লাম, সেখান থেকে সৈন্যদের দেখা যায়। বাকি দিনটা পরিপূর্ণ শান্ত; সন্ধেবেলায় সকলে নিচেয় নেমে কফি বানালাম—জলটা যদিও তেতো আর যে কেটলিতে বানানো হয়েছে সেটা তেলতেলে, তবু খেতে লাগল অমৃত। তারপর আমরা এখানে খাবার জন্যে রাঁধলাম ভুট্টার লপসি আর সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে এক্কের মাংস দিয়ে ভাত। তিনটেতে আমরা হাঁটা শুরু করলাম, তার আগেই একবার খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। অনায়াসে চ্যাকো এড়িয়ে আমরা পূর্বনির্দিষ্ট গিরিসংকটে এসে পড়লাম। জল নেই এখানে, কিন্তু সৈন্যবাহিনী যে খোঁজখবর নিয়ে গেছে তার প্রমাণ রয়েছে।

রেডিও দুজন বন্দীর সংবাদ দিল: এন্টনিও ডমিংগুয়েজ ফ্লোরেস (লিও) আর অরল্যান্ডো জিমেনেজ বাজান (কাম্বা), শেষের জন স্বীকার করেছে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সে লড়াই করেছে বলে এবং প্রথম জন বলেছে প্রেসিডেন্টের কথায় বিশ্বাস করে সে আত্মসমর্পণ করেছে। ফার্নান্ডো, তার অসুস্থতা এবং অন্য সব বিষয় সম্পর্কে দুজনেই প্রচুর সংবাদ দিয়েছে—আর যা যা বলেছে এবং যেসব প্রকাশ পায়নি সে বিষয় সম্পর্কে না বললেও চলে। এই হলো দুজন বীর গেরিলার কাহিনী।

উচ্চতা = ১,৩০০ মিটার।

দেব্রের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের বিবরণ শোনা গেল—এক প্ররোচক ছাত্রের সাথে সাক্ষাৎকালে দারুণ সাহস দেখিয়েছে।

৪.১০.৬৭

গিরিসংকটে বিশ্রাম নিয়ে আমরা এটা ধরে আধ ঘণ্টাখানেক নেমে গেলাম—এলাম আর একটাতে। এটার সাথে আগেরটার যোগ আছে। এটাতে চড়লাম, রোদ্দুর এড়াবার জন্যে বেলা তিনটে অবধি বিশ্রাম করা গেল। তিনটে থেকে আবার হাঁটলাম আধঘন্টার চেয়ে একটু বেশি। ওখানে সন্ধানী দলের সঙ্গে দেখা, ওরা জল না পেয়ে ছোট গিরিখাতগুলোর শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। সন্ধে ছ'টায় আমরা গিরিসংকট ছেড়ে একটা পশুচালার পথ ধরে এগোলাম সাড়ে সাতটা অবধি, এসময় কিছুই দেখা যায় না কাজেই ভোর তিনটে পর্যন্ত এখানে থাকতে হলো।

রেডিওতে জানালো চতুর্থ ডিভিসনের জেনারেল স্টাফের অগ্রবর্তী ঘাঁটি লাগুনিল্লাস থেকে পাডিল্লায় সরানো হয়েছে, সেরানো এলাকাতে আরও বেশি সতর্কতা

অবলম্বন করার জন্যে এই অনুমানে যে ওখান থেকে গেরিলারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে। আরও ঘোষণা শোনা গেল যে যদি চতুর্থ ডিভিসনের লোকেরা আমাকে ধরতে পারে তাহলে আমার বিচার হবে কামিরিতে আর অষ্টম ডিভিশন ধরলে হবে সান্টাক্রুজে।

৫.১০.৬৭

আবার চলা শুরু হলো, খুব কষ্টেসৃষ্টে সোয়া পাঁচটা অবধি হাঁটলাম। পশুদের চলার পথ ছেড়ে একটা অগভীর জংগলে প্রবেশ করা গেল, গাছগুলি বেশ দীর্ঘ—সতর্ক পথচারীদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখল আমাদের। বেনিগনো অর প্যাচো বার কয়েক জলের জন্যে খোঁজাখুজি করল, কাছাকাছি একটা বাড়ির সব জায়গায় খুঁজে দেখল, কিন্তু জল পেল না। ওটার পাশেই সম্ভবত একটা ছোট কুয়ো আছে। অনুসন্ধান শেষ করে আসার সময় ওরা দেখতে পেল ছ'জন সেপাই আসছে বাড়িটার দিকে, মনে হলো ফেরার পথে। ভোরে আমরা বেরোলাম, জলের অভাবে লোকগুলো নিস্তেজ, ইউস্টাকিও এক ঢোঁক জলের জন্য কেঁদেকেটে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করল। কষ্টেসৃষ্টে থেমে থেমে হেঁটে খুব ভোরের দিকে একটা বনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোলাম, কাছাকাছি কোথায় যেন কুকুরের ডাক শোনা গেল। কাছেই পাহাড়ের ওপরে একটা উঁচু ন্যাড়া সমতল জায়গা আছে।

বেনিগনোর ক্ষতস্থানে পুঁজ হয়েছিল, বের করে দেওয়া হলো: ডাক্তারকে আমি একটা ইনজেকশন দিলাম। পুঁজ বের করবার ফলে বেনিগনো রাত্রিবেলা বেদনা বোধ করল। রেডিওতে জানাল আমাদের দুজন কাম্বাকে দেব্রের বিচারে সাক্ষী দেবার জন্যে কামিরিতে পাঠানো হয়েছে।

উচ্চতা = ২,০০০ মিটার।

অনুসন্ধানে জানা গেল আমাদের কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে, আবার এ-ও খোঁজ পাওয়া গেল আরও দূরে পাহাড়ের একটা খাতে জল আছে। আমরা ওখানে গেলাম এবং সারাদিন ধরে পাহাড়ের একটা সরু ও লম্বা চূড়োর নিচে বসে রান্নাবাড়া করলাম, ওটা মাথার উপরে ছাদের কাজ করল। তবে দিনটা আমার শান্তিতে কাটল না কারণ আমরা ভর দিনের বেলায় কিছুটা জনবহুল স্থানের কাছাকাছি এসে পড়েছি আর আছি একটা গর্তের মধ্যে। রাত্রের খাওয়া সারতে দেরি হলো, ছ'টা বেজে গেল। কাজেই খুব সকালে বেরোনোর সিদ্ধান্ত হলো, এই ছোট খাঁড়িটার কাছাকাছি একটা শাখা নদীর দিকে যাওয়া হবে—সেখানে থেকে ওর পরবর্তী যাত্রপথ নির্ণয় করার জন্যে ব্যাপক সন্ধানী কাজ চালানো হবে।

লা ক্রুজ ডেল সুর কাম্বাদের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিল: অরল্যান্ডোর প্যাচাঁলো বুদ্ধিটা একটু কম। চিলির রেডিওর সেন্সর করা খবরে বলল যে সারা এলাকায় ১৮০০ লোক আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

উচ্চতা = ১,৭৫০ মিটার।

৭.১০.৬৭

আমাদের গেরিলাদল গঠনেরো পর এগারো মাস হয়েছে; দিনটা নিরুপদ্রবে এমনকি মেঠো গান গেয়েই কাটছিল। সাড়ে বারোটা নাগাদ এক বুড়ি তার ছাগল চরাতে চরাতে গিরিসংকটের যেখানটায় আমরা শিবির করেছি সেখানটায় চলে এলো। ওর সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন হলো। বুড়ির কাছ থেকে সৈন্যবাহিনীর সম্পর্কে কোনো সত্যি খবর পাওয়া গেল না। সে বলল যে সে বহুপূর্বে ওখানে গিয়েছিল কাজেই কিছু জানে না। সে শুধু পথঘাটের কিছু খবর দিল: তার রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা হিগুয়েরাস থেকে প্রায় এক লীগ, জাগুয়ে থেকে প্রায় এক লীগ আর গুকারো থেকে প্রায় দুলীগ দূরে আছি। সাড়ে পাঁচটায় ইন্টি, অনিকেতো আর পাবলিটো বুড়ির বাড়িতে গেল। বাড়িতে ওর দুটো মেয়ে—একটা পঙ্গু আর একটা আধা-বামন। ওকে পঞ্চাশটা পেসো দিয়ে অনুরোধ করা হলো সে যেন কোনো কথা না বলে। তবে সে যে তার কথা রাখবে এমন ভরসা বেশি ছিল না। আমাদের সতের জন বেরিয়ে পড়লাম ম্লান চাঁদের আলোয়, অত্যন্ত ক্লান্তিকর যাত্রা-পেছনে গিরিসংকটে পড়ে রইল আমাদের অবস্থানের বহু চিহ্ন। কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই, আছে কিছু আলুর খেত—এই খাঁড়িটা থেকেই তাতে জলসেচ করা হয়। রাত দুটোয় আমরা বিশ্রামের জন্যে থামলাম, আর এগোনো বৃথা। রাত্রিবেলা যখন হাঁটা দরকার তখন চিনো একটা সত্যিকারের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রেডিও তে এক অদ্ভুত সংবাদ দিল—যারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে—ওদের কথামতো সাঁইত্রিশ জন—তাদের বেরোবার পথ আটকাবার জন্যে সেরানোতে ২৫০ জনের একটা বাহিনী উপস্থিত হয়েছে। বলল যে আমরা আশ্রয় নিয়েছি আকেরো নদী আর ওরোর মাঝখানটায়। খবরটায় মনে হলো ওরা মনোযোগ অন্যদিকে নিয়ে যেতে চায়।

উচ্চতা = ২,০০০ মিটার।

ডাইরীতে উল্লিখিত ছদ্ম নামের তালিকা

পাচুঙ্গো	প্যাচো
তুমাইনি	তুমা
বিগোতেস	এল লোরো—জোর্গে
এস্টনিস্লাও	এল নেগ্রো-ম্যারিও—মুঞ্জে*
পাপি	রিকার্ডো—চিন্‌চু
এন্টনিও	ওলো
যোয়াকুইন	ভিলো
অ্যাপলিনার	পোলো
মোরো	মোরোগোরো—মুগাঙ্গা—এল মেদিকো
ফেলিক্স	এল রুবিও
রেনান	আইভান
পান দিভিনো	পেড্রো
মৌরিসিও	এল পেলাও কার্লোস
চাপাকো	লুইস
টার্কি	পেরু পাখি
কাম্বা	বলিভিয়ার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী
বাগরে	এই অঞ্চলের নদীর বিশেষ ধরনের কাঁটাওয়ালা মাছ
গন্ডোলা	বলিভিয়ানরা মোটর বাসকে বলে গন্ডোলা
বোরো	এমন এক ধরনের মাছি যা দংশনস্থানে শুক কীট ছেড়ে দেয়
চোকলো	মিস্টি শস্যের ডেলা
আয়ামারা	বলিভিয়ার উচ্চভূমির অধিবাসী ইন্ডিয়ান
টাটু	আর্মাডিল্লোকে টাটু বলে
হুমিনটা	শসচূর্ণ দিয়ে ডেলা পাকানো খাবার

মাচো	কিউবার এক রকম কাটারি
তাপারা	ইন্ডিয়ানদের পরিত্যক্ত কুটির অথবা অস্থায়ী ব্যবহারের ঘর
চারকুই	রোদে শুকানো মাংস
কাকারে	ছোট পাহাড়ী পাখি। মানুষ বা পশু আসার সংকেত জানিয়ে ডাকে
ম্যাচেটেরো	কাটারি-ধারী
চ্যাকো	ফল ও সজ্জীর চাষ করা ক্ষেত
চানকাকা	ময়লা চিনির মিছরি
উরিনা	হরিণ শাবক
কারাকারি	ডুমুর
চুচিয়াল	বাঁশবন্দন

* যোয়াকুইন দলের গেরিলা ছদ্মনামের নেগ্রোর সঙ্গে যেন ভুল না হয়।